

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আসীদে বারী

فی

ترجمة غوث اللہ الاعظم مجہد اری

مصنف

شاہ صوفی مولانا محمد سید عبدالغنی قدس اللہ سرہ اسلام آبادی

پیشرفانی

دروازہ وصی غوث الاعظم الحاج مولانا شاہ صوفی سید امداد الحق مجہد اری

سجادہ نشین غوثیہ احمدیہ منزل، مجہد اردو بارشرف، چاکام، مغلا دیش

جلد ۱۳۰ : ۱ تا ۱۳۰

আ
য
না
য়ে
বা
রী

আসীদে বারী

فی ترجمہ غوث اللہ الاعظم مجہد اری

AN-
A
B
R
E
A
R
E

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

- * আয়নায়ে বারী ফি তারজুমাতি গাউছিয়াহিল আ'জম মাইজভাতারী
- * হযরত গাউছুল আজম মাইজভাতারীর জীবনী ও কেরামত
- * বেলায়তে মোতলাকা
- * মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার
- * মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া
- * মানব সভ্যতা
- * বিশ্ব-মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ
- * মুসলিম আচার ধর্ম
- * রত্ন ভান্ডার (১ম ও ২য় খণ্ড)
- * জ্ঞানের আলো
- * আমলে মকবুলীয়া ফি ফয়উজাতে গাউছিয়া
- * তত্ত্বভান্ডার

প্রাপ্তি স্থান

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাতার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১-৮১৭২৭৪

খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাতারী খানকা শরীফ)

জাকির হোসেন রোড, ৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি,

রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম-৪২০০।

খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাতারী খানকা শরীফ)

১০১, আরামবাগ, ঢাকা।

মুহাম্মদী কুতুবখানা, ফোন : ৬১৮৮৭৪, ০১৮১৯-৬২১৫১৪

৪২, শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, ২য় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

রোজী কুতুবখানা, মোবাইল : ০১৮১৯-৭৫১৪৮৭

১৯, শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, ২য় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

খোদা লাইব্রেরী, ফোন : ০৩৬০৩১১৩৫১৮

৪২, শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, ২য় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফাউজিয়া ইন্টারন্যাশনাল, (নমায় বই ও সিডি'র বিশ্ব প্রতিনিধি)

মোবাইল : ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

১৬, শাহ আমানত (সহঃ) দরগাহ শরীফ লেইন, চট্টগ্রাম।

ফাউজিয়া টেনারী, কম্পিউটার, বুকস এণ্ড স্ট্যাম্প সপ

২নং মসজিদ মার্কেট, কোর্ট বিল্ডিং, চট্টগ্রাম।

ফোন : ৬১১৮৬৭, ০১৮১৭-২৫৯৭২১

মুফতিয়ে আ'জম আদ্বায়া ফরহানাবাদী ও ইমাম শেরে বাংলা (সহঃ) একাডেমী

ফতেহাবাদ আবাসিক ব্লক, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

آئینہ باری فی ترجمہ غوث اللہ الاعظم مجبہنداری ❖ ۱

الحمد لله والمنه که این گنجینه حقائق و خزینہ دقائق رفیق العاشقین انیس العارفین مظهر رموز

مختفی کاشف اسرار خفی مستفی بہ

آئینہ باری

فی

ترجمہ غوث اللہ الاعظم مجبہنداری

از تصانیف طبع زاد منصور زمان عاشق روئے جانان شریعت آگاہ معرفت دستگاہ حاوی فنون طریقت

واقف علوم حقیقت جناب فیض انتساب مولانا ابوالبرکات محمد سید عبدالغنی قدس اللہ سرہ کچھووری،

فلکچری اسلام آبادی بغلادیشی ادام فیضہ ذوالایادی

پبلشر اول

وصی غوث الاعظم خادم الفقراء شاہ صوفی مولانا سید دلاور حسین مجبہنداری

سجادہ نشین مجبہندار دربار شریف، چائگام، بغلادیش.

پبلشر ثانی

دروازہ وصی غوث الاعظم الحاج مولانا شاہ صوفی سید امداد الحق مجبہنداری

سجادہ نشین غوثیہ احمدیہ منزل، مجبہندار دربار شریف، چائگام، بغلادیش.

ہادیہ : ۱۲۰/- ٹا کا

ہادیہ : ۱۲۰/- ٹا کا

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বিতীয় প্রকাশকের কথা

ছুফী সভ্যতার আলোক প্রদানকারী এক অভিনব পন্থার সন্ধান সম্বলিত একটি উচ্চাঙ্গের কেতাব “আয়নায়ে বারী ফী তারজুমাতি গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী” (গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবন চরিত্রে আল্লাহ দর্পন), যাহা বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর জাতে মোবারককে কেন্দ্র করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, তাঁহার রূহানী বিরাটত্বকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। মাইজভান্ডারীর মহান তরীকার বৈশিষ্ট্য ও বহু রহস্যাবৃত জিয়া কলাপ সম্বন্ধে আলোচনা ও এলমে তাছাউফ বা ছুফীবাদের বহু জটিল বিষয়াদি আলোচিত হওয়াতে এই কেতাব খানির মধ্যে এক অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়ার কারণে মাইজভান্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের ও মাইজভান্ডারী তরীকার শরায়ত সুরক্ষায় নিবেদিত মহান ব্যক্তিত্ব, সোলতানুল আউলিয়া, সাজ্জাদানশীন গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (কঃ) ছাহেব উক্ত কেতাবের লিখক বাহরুল উলুম মুফতিয়ে আজম সুপ্রসিদ্ধ অলীয়ে কামেল হজরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর গুণ সাহচর্য ও ফয়েজ প্রাণ্ড খলিফা আল্লামা সৈয়দ আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী (রঃ) ছাহেবের ছেলে হজরত মওলানা মুফতী সৈয়দ ফদলুল বারী (রঃ) এর নিকট হইতে এই কিতাবের মূল কপি নিয়া প্রকাশ করিয়া আশেকানের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ছুফী সভ্যতায় বিশ্ব একা, ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতে ছুফীয়ায়ে কেরামের কত মহান গুরুত্বপূর্ণ স্থান, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবে খোদায়ী ফজিলতের পরিচয় কি, মানব প্রেমই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম এবং মানবকে পশুত্ব হইতে মুক্ত করিয়া নির্মল আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত করাই উন্নততম সাধনা, দৃশ্যমান নাহুত জগতের প্রেরণা, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রকৃতি, রূহে-ইনছানী এবং নফছে ইনছানীর প্রভাবকেন্দ্র কলবে ইনছানীতে কিভাবে প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রত- ইত্যাদি বিষয়ে গভীর আলোচনা সম্বলিত হওয়ার কারণে এই কেতাবের চাহিদা বর্তমান যুগে বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের পীর মশায়েখ ও আলেম ওলামাগণ অনেকে এই কেতাবখানি তালাস করিতেছে, তাঁহাদের অগ্রহকে স্বাগত জানাইয়া আমি মাইজভান্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের মনোনীত গদীর স্থলাভিষিক্ত একমাত্র সাজ্জাদা নশীন হিসাবে এই মহান শরায়তওয়ালার দরবারে আগত সর্বস্তরের আশেক, ভক্ত, মুরিদান ও জায়েরীনগনের চাহিদা মিটাইবার জন্য এই কিতাব খানি পুনঃ প্রকাশ করিয়া উপস্থিত করিতে উদ্যোগ গ্রহন করিলাম। আশাকরি এই কেতাবটি উচ্চ শ্রেণীর তরীকত পন্থীর জন্য বিশেষ উপকারে আসিবে। আল্লাহ পাক রাক্বুল আলামিন তাঁহার পেয়ারা হাবিব হরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও গাউছে মাইজভান্ডারীর ফয়েজ বরকত হাছিল করিয়া সকলের ইহ কালীন ও পরকালীন জীবন সর্বাঙ্গিক বরকতময় করুক। “আমিন”

ইতি -

দরওয়াজায়ে অছিয়ে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী

সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভান্ডারী

সাজ্জাদা নশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল,

মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, থানা ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশকের পূর্বাভাষ বা মুখবন্দ

বেরাদরানে ইসলাম, উক্ত কেতাবটির সম্বন্ধে কয়েকটি জরুরি কথা আপনাদের খেদমতে পেশ করিতেছি। আমার দাদাজান কেবলা হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী মওলানা শাহ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ছাহেবের প্রধানতম শিষ্যগণের মধ্যে উক্ত কেতাবের লিখক মরহুম মওলানা আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী ছাহেব হজরতের অতি প্রিয় শিষ্য বা খলিফা ছিলেন। হজরত কেবলা তাঁহাকে স্নেহ করিয়া “মকবুল” বলিয়া ডাকিতেন। তিনি হজরতের মর্জিমতে উক্ত কেতাব খানি লিখিয়াছেন। তাহাতে হজরতের বেলায়তের দরজা, মরতবা, কেরামত এবং খোছুছিয়াতে খাচ্ছা সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তৌহীদ ও তাছাওফের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তরিকায়ে মাইজভান্ডারীর বিষয়ে যাবতীয় মহায়েলা মহায়েল কোরান, হাদিছ, এজমা, কেয়াছ এবং পূর্ববর্তি তরিকাদির তফছীল দিয়া খোলাছা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। উক্ত কেতাব পাঠ করিলে মাইজভান্ডারী তরিকা সম্বন্ধে যে ভুল বুঝাবুঝি হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে এবং তৌহিদ ও তাছাওফ সম্বন্ধে একটি নুতন আলোক প্রাণ্ড হইবে। খাছ করিয়া মাইজভান্ডারী ভক্তগণের জন্য ইহা একটি অমোঘ উপকারী কেতাব। অনেক চেষ্টার পর মওলানা ছাহেবের ছেলে হইতে মরহুমের হাতের লিখিত আসল কপি খানি লইয়া পাঠান্তে অনুভব করিলাম যে, বর্তমান সময় উক্ত কেতাবের অত্যন্ত গুরুত্ব ও আবশ্যকতা আছে। তাই উক্ত কেতাব ছাপাইয়া আপনাদের খেদমতে পেশ করিলাম। আশা করি প্রত্যেক খোদা প্রেমিক, তৌহিদ তত্ত্ববিদগণ এবং আশেকানে ভান্ডারী উক্ত কেতাব পাঠ করিয়া প্রচারান্তে খোদা প্রাপ্তির সহজ পথ হাছেল করতঃ আমার উদ্দেশ্য ও শ্রম সার্থক করার সহায়তা করিয়া কৃতার্থ বাধিত করিবেন। প্রত্যেক মুসলমানের দিল তৌহিদের নুরে আলোকিত হওয়ার জন্য আল্লাহতালাার দরবারে পাকে এলতেজা করিতেছি। গাউছে মাইজভান্ডারীর ফয়েজ তছরোফাত আপনাদের উপর বর্ষিত হউক। আমিন। ইতি-

আরজওয়ার-

খাদেমুল ফোকরা

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী

(গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর একমাত্র পুত্রের পুত্র-নাতি,

সাজ্জাদা নশীন, মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।)

فہرست مباحث کتاب آئینہ باری فی ترجمہ غوث اللہ الاعظم مجہد اری

۷	حمد باری تعالیٰ
۷	نعت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۹	تعریف مؤلف
۹	آغاز تالیف کتاب
۱۵	بیان مقدمہ اسین سات پر توہین
۱۵	پرتو اول بیچ معنی واقسام ولایت اور مدارج اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے
۱۹	پرتو دوم بیچ شناخت ولی اور عداوت اہل دنیا کے انکے ساتھ
۳۳	پرتو سوم بیان اسبات کے کہ ہر دورہ زمانہ میں ایک ولی قیوم عالم میں موجود رہنا ضرور ہے
۳۹	پرتو چہارم بیچ بیان اقسام علم اور شناخت علماء کے
۴۹	پرتو پنجم بیچ بیان اسبات کے کہ آدمی کونسا مقام میں پھونکے خلیفہ رسول ﷺ اور وارث انبیاء کے ہوتے ہیں
۶۰	پرتو ششم بیچ بیان اسبات کے کہ جھوٹا دعویٰ نیابت سے نائب شیطان کا بنتا ہے
۶۳	پرتو ہفتم بیچ بیان موجب گمراہی اہل دنیا
	جلوہ اولی بیچ بیان ترجمہ احوال حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اسکین سات
۶۸	پرتوہین پر تو اول بیچ بیان خواب اسرار مآب ولادت حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے
۹۵	پرتو دوم بیچ ذکر ولادت بابرکت حضرت رضی اللہ عنہ کے
۹۶	چانگام شریف وہ شہر منیف ہے
۹۸	شرافت خاک پاک مجہد اشریف
۱۰۳	سلام در حالت قیام
۱۰۴	اشعار عربی در وقت قیام
۱۰۶	غزل در تہنیت و تاریخ تولد
۱۰۷	غزل دیگر مشتمل بر تہنیت و تاریخ ولادت

۱۰۸	پرتو سوم بیچ ذکر تسمیہ مبارک اور بیان حالت رضاعت حضرت کے
۱۱۴	فرمان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۱۲۵	پرتو چہارم بیچ ذکر تحصیل علوم ظاہرہ و کتب و تکمیل کمالات باطنہ حضرت رضی اللہ عنہ
۱۳۰	فوائد موضحہ
۱۳۷	پرتو پنجم ذکر حلیہ شریف اور بعض عادات اس کرامات آیات کے
۱۴۴	پرتو ششم بیچ ذکر بعض کرامات حضرت غوثیت آیات رضی اللہ عنہ کے
۱۵۳	ہجہ شیر اجل سے رہائی پانا
۱۶۳	جناب شاہ سید محمد ہاشم صاحب
۱۶۶	بیان ایک ہندوی تنولی
۱۶۸	در بیان ملسوب الولایۃ ہو جائے ایک ولی مشہور کے
۱۷۱	در بیان رہائی پانے ایک شخص کے ہجہ شیر سے
۱۷۴	در بیان نجات پانے ایک شخص کے مارز ہر دار سے
۱۷۵	در بیان پھیر جانے دہرنگ ندی کے ہالہ ندی کی طرف
۱۸۰	در بیان ہدیہ پہونچنے بروقت ضرورت
۱۸۲	در بیان رہائی پانے ایک شخص کے ہجہ شیر سے
۱۸۵	در بیان ایک ہفتہ مہملت لجانے جناب مولوی عبدالغنی صاحب
۱۸۷	مناجات
۱۸۹	در بیان غرق سے نجات پانے جناب مولوی رحیم اللہ صاحب
۱۹۲	ایک شخص بغدادی
۲۰۰	در بیان شفا پانے مولوی رحیم اللہ صاحب
۲۰۳	در بیان ملسوب الولایۃ ہو جانے ایک ولی صاحب کرامت کے
۲۰۶	در بیان برکت طعام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

۲۰۷	مدت سے بسبب درو سینہ نہایت
۲۰۹	شکر کیڑا نہ کہانا
۲۱۱	صوفی نور الزمان شیر سے رہائی پانا
۲۱۳	بخاری خبر گیری بعد وصال حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۲۱۵	پرتو ہفتم بیچ بیان وصال با کمال حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے
۲۳۹	وقت ظہر کے غسل کی تدبیر
۲۴۰	جتازہ حضور پر نور
۲۴۲	جلوہ دوم بیچ بیان بعض مقامات سلوک کے اکسین سات پرتو ہمین پرتو اول بیچ بیان تزلزلات ستارہ معنی توحید کے
۲۸۲	پرتو دوم بیچ بیان حضرت عشق کے
۳۰۶	پرتو سوم بیچ بیان بعض متعلقات عشق کے
۳۱۰	جب سیراز اہل سماع پر منکشف ہوتا ہے
۳۳۲	پرتو چھارم بیچ بیان نفوس ثلاثہ کے
۳۴۴	پرتو پنجم بیچ بیان طلب پیر کامل کے
۳۶۸	پرتو ششم بیچ بیان رابطہ اور نسبت پیر کی
۳۷۸	پرتو ہفتم بیچ آداب پیر و مرید کے
۳۸۵	بارقہ بیچ خاتمہ کتاب کے اکسین سات پرتو ہمین پرتو اول بیچ مجدد تحیہ پیر کے حاضر مہر نظائر
۴۲۵	پرتو دوم بیچ بیان تین حالتوں مرید کے
۴۳۳	پرتو سوم بیچ بیان ساتوں مقام سلوک کے
۴۴۲	پرتو چھارم بیچ بیان نسبت کے
۴۴۹	پرتو پنجم بیچ بیان چارہ خانوادہ کے
۴۵۷	پرتو ششم بیچ بیان شریعت و طریقت کے
۴۷۲	پرتو ہفتم بیچ شجرہ عالیہ اور ختم کتاب کے

حمد باری تعالیٰ

فاتحہ مخزن سر حکم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ بخشش کر نیوالے مہربان کے

هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم

وہی ہے سب سے پہلے اور سب سے پیچھے اور سب سے ظاہر اور سب سے چھپا اور وہ سب کچھ جانتا ہے ۱۲ سورہ حدید

حمد اس ذات پاک وحدہ لا شریک لہ کا یہی بس ہے کہ لا الہ الا اللہ

غزل

وہی ہے واحد اسکے ہر طرف جلوہ ہے وحدت کا ÷ وہی ہے رونما منہ پر دھرے سو پر وہ کثرت کا
وہی ہے اول و آخر وہی ہے ظاہر و باطن ÷ وہی ہر جا پہ ہے روشن چھپے پردے میں عظمت کا
وہی بے پردہ رقصان ہے وہی بانا زبازان ہے ÷ وہی خود شاہد جان ہے ہو وہ رو پوش عصمت کا
وہی مولائے کل کا ہے وہی ملجائے کل کا ہے ÷ ہے عالم میں وہی تپلی ہر بصر بصارت کا
وہی ہر جا پہ ہے رقصاں جد ہر اپنی رکھو تم کان ÷ سنو گے ہر طرف سے چنچن خلخال وحدت کا
وہی ہے نازنین ہر رنگ میں اس کا ادائیں ہے ÷ وہی بے رنگ ہے سب رنگ ہے رنگ اسکے رنگت کا
وہی ہے جلوہ گر بزم دل مقبول میں ہر دم ÷ نہ جانوں کب چکا دے جاں کولذت ایسی خلوت کا
نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت اس سرور کائنات صاحب الآیات الہیات مظہر کل خلیفہ خدا کا یہی کافی
ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ افضل الصلوات واکمل التحیات وعلی الہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین

غزل

محمد سر وحدت ہے کوئی راز اس کا کیا سمجھے ÷ اگر عبد خدا سمجھے تو کیا سمجھے خدا سمجھے
اگر حفظ مراتب کا نہ ہوتا درمیاں برزخ ÷ محمد کو خدا سمجھے خدا کو مصطفیٰ سمجھے
وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ÷ ہے یہ رمز مخفی کوئی اگر سمجھے تو کیا سمجھے
وہی ہے ابتدا سب کا وہی ہے انتہا سب کا ÷ حقیقت میں اسے بے ابتدا و انتہا سمجھے
بھلا میں کیا کھوں تجھ سے وہ کیسا گنج مخفی ہے ÷ لباس بندگی میں تو اسے جلوہ خدا سمجھے
وہی ہے ایک دریاے محیط جلوہ وحدت ÷ دو عالم کو اسی دریا کا تو اک بلبلا سمجھے
اگر ہے آفتاب لم یزل ذات محمد ہے ÷ دو عالم آفتاب ذات کا اک پر تو سمجھے
خدا و مصطفیٰ دونوں جدا کب ہیں بھلا مقبول ÷ ہو کب وہ واصل مقصود جو انکو جدا سمجھے
اولیٰ و انسب یہ ہے کہ زبان قلم کو اس خیال محال سے توڑ دوں یعنی عثمان اسپ ہمت کو اس
میدان لقہ ذوق حمد و نعت سے موڑ لوں کہ یہ صحراے بے پایاں نہایت دور ہے کہ سوار تیز
قدم بقول لا احصى ثناء عليك کما اثنت علی نفسك معترف بقصور ہے۔
جو کہ اس گلزار جاوید بہار کا بلبل زار ہیں بہ نعمہ العجز عن درك الادراك ادراك ترانہ
سج عجز و انکسار ہیں۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا
لَّكَلَّمْتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔

۱۔ نہیں شمار کر سکتا ہوں ثناء تجھ پر جیسا ثناء کی تو نے اپنے ذات پر ۲۔ عاجز ہونا کہنے سے راز خدا کا سمجھ ہے ۳۔ فرمایا اللہ تعالیٰ عز
وجل نے کہ اگر ہودے دریا سا ہی واسطے باتوں پروردگار میرے کی البتہ تمام ہو جاوے دریا پہلے اس سے کہ تمام ہوں باتیں رب
میرے کے اور اگر چہ لاویں ہم ہر اس کے مدد ۱۲۔ سورہ کہف

غزل

طاقت کہاں جو حمد نعت میں کروں رقم ÷ اس جا پہ لوح تنگ ہے شکستہ ہے قلم
جہاں نبی کہیں کہ لا احصى ثناء عليك ÷ جو افصح العرب ہیں اور ابلاغ العجم
جہاں پہ عاجزی کی دم بھرے ہیں بو بکر ÷ جبریل کو طاقت نہیں جہاں پہ مارے دم
جہاں پہ قدسیوں کو لا علم لنا ہے قول ÷ عقل رسا کا جس جگے چلتا نہ ہو قدم
با جہل و عجز و لاعلمی بے نہا یہ اب ÷ مقبول یاں پہ تہجک کیا پھر مارنا ہے دم
تعریف مؤلف اما بعد حقیر سراپا تقصیر کا سب السيئات المسمى بابی البرکات
محمد سید عبد الغنی کان له اللہ المغنی المتخلص بالصقۃ ثم بالمقبول
الاسلام آبادی موطن الحنفی مذهب القادری مشربا ابن الحافظ محمد عبد
الوہاب رحمہ رب الارباب جعل له حسن مآب و اسکنه بحبوحة دار
الجزاء و الثواب باشندہ مقام دھرنگ متعلق تہانہ فطری تازہ وارد موضع کنجفور صانہ اللہ
عن الفتنة والشر جو کہ خاکپاے سگان بارگاہ فلک پالگاہ غوثیہ احمدیہ کے ہے آغاز تالیف
کتاب برادران دینی صدق یقینی کی خدمات بابرکات میں عرض گزار ہے کہ یہ غلام تراب
الاقدام کو بسا اوقات باوجود اپنی عجز و لاعلمی کے شوق تحریر بعض حالات دربار پاک حبیب
صاحب لولا کہ حضرت سلطان سلاطین عارفین روح رواں مقرر بین۔

۱۔ نہیں شمار کر سکتا ہوں تعریف اوپر تیرے ۲۔ انہیں علم واسطے ہمارے ۳۔ بدکار جس کا نام ابو البرکات محمد سید عبد الغنی ہے ہو واسطے اس
کے خداے تعالیٰ بے نیاز جس کے کف قص صفی پہر مقبول ہے اسلام آبادی ہے ازروے وطن کے خفی ہے ازروے مذہب کے قادری ہے
ازروے مشرب کے مینا حافظ محمد عبد الوہاب کا رحمت کرے اس کو خداے تعالیٰ گردانے تعالیٰ انکے لئے بہترین بود و باش اور
جگہ دیوے اسکو گھر جزا اور ثواب کے یعنی بھشت ۱۲

خليفة الله الاكرم ظل الله في العالم غوث الله الاعظم سيد احمد الله تعالى المنجبه نذاري رضى الله عنه الباري کے دامنگير رہتا تھا اور ان کے جناب مستطاب میں کئی مرتبہ سربسجود قلباً درخاست بھی کیا مگر کسی قسم کا ایما و اشارہ دربارہ اجازت اس امر خطیر کے محل ظہور میں نہیں آئی چونکہ اس حقیر کو یقین کامل اس بات کی تھا کہ اس دربار فیض بار رحمت سے کوئی فرد بشر اپنے سوال سے بے مراد نہیں پھرتا ہے بنا بران یہ حقیر سداً اس بات کی آرزو مند اور خواہاں رہا یہاں تک کہ زمان وصال حضرت غوثیت مآب رضى عنه رب الارباب کا قریب آں پہونچا جب بحر عنایت جوش پر آیا اور بتوسط حضور فیض گنجور جناب فلک رکاب سلطان الکاملین قدوة المعشوقین خليفة رسول الله الاكرم صلى الله عليه واله وسلم حضرت مولانا الشاہ سید غلام الرحمن صاحب قبلہ ادام الله ظلال فیوضہ علی رؤس العالمی نے اس امر عظیم میں گوئہ اشارہ اجازت سے اس بندہ کمینہ کو سرفرازی بخشا اور بندہ نواز فرمایا خدا را اس اثناء میں خدمت حضرت حضور فیض معمر پیر پیران زمان روح و روان عاشقان مولانا شاہ سید امین الحق والدین صاحب قبلہ قدس سرہ رب العالمین کے وقت وصال کا آن پہونچا اور ہم آستانہ پرستوں کی شیشہ دلوں کو سنگ ہجران جسمی اور مفارقت حسی سے پاش پاش کر دیا چشم حسد میں زمانہ اس پر بھی بس نہ کیا کہ علاوہ اس کے سانچہ قیامت خیز

۱۔ خلیفہ اللہ بزرگ کا سایہ خداے تعالیٰ کا بیج عالم کے جن کے نام سید احمد اللہ مجتہد اری رضى الله تعالى عنه ہے ۱۲۔ سلطان کاملوں کا پیشوا معشوقوں کا خلیفہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا شاہ سید غلام الرحمن صاحب قبلہ ہمیشہ رکھے اللہ تعالیٰ ان کے سایہ فیوض اوپر سر جہانوں کے ۱۲۔ پاک کرے مجید اس کا پروردگار جہانوں کا ۱۲

ہو شر باے عالم یعنی مژدہ معراج خدمت پاک حضرت غوث اللہ الاعظم نے سارے کرۂ زمین پر ماتم بر ماتم برپا کردی اور غلغلہ شادی کا عالم بالا یعنی عرش و کرسی اور لامکان کو سنائی اور بموجب وقفہ و تعویق اس تسوید و ترقیم کی ہوئی ہر چند کہ تحریر حالات دربار پاک سے زبان قلم یقلم قلم ہے اور ان واقعات جانکاه سے خامہ بیان سربسجود جبانہ فنا وعدم ہے اور اس امر عظیم پر جرأت کرنا غایت گستاخی ہے اور اس راہ پر خوف میں جسارت سے قدم دھرننا نہایت سوء ادبی اور شوخی ہے اما بحکم المأمور معذور کے عدم تحریر و ترقیم کی کیا یا را ہے اور اس آتش ہجر و فرقت میں ہے ترشح آب تسلی اس امر کے کیا چارہ ہے۔

مثنوی۔

یادگاری تیرا ہے بہتر مشراب ÷ جو سوا اسکے ہے وہ ہے بس سراب
گل گیا اور ہے گلستان اب خراب ÷ اب تلاش بے گل ہے از گلاب
ایک دن مجنون بیابان میں کہیں ÷ فرقت لیلیٰ میں بیٹھا تھا حزیں
ریگ کا غذ تھا و اونگلیاں قلم ÷ نام پاک لیلیٰ کرتا تھا رقم
لوگ جو دیکھے تو پوچھے اس سے یوں ÷ اے شہید عشق لیلیٰ کا زبوں
ریگ میدان پر یہ کیا کرتا رقم ÷ خون دل سے کیا یہ لکھتا و مبدم
کشتہ تیغ جدائی نے کہا ÷ فرقت لیلیٰ کی ہے یہ ماجرا
مدتوں سے کشتہ ہجران ہوں ÷ ہجرت لیلیٰ میں حالت ہے زبوں
وصل لیلیٰ کا نہیں ملتا ہے راہ ÷ فرقت لیلیٰ سے حالت ہے تباہ

مشق نام پاک لیلے کرتا ہوں ÷ اس سے اب خاطر تسلی دیتا ہوں
فرقت یوسفؑ میں آنکہ یعقوبؑ کا ÷ تھے سدا طالب اسی مطلوب کا
گر نہ ہودیدار یوسف کا نصیب ÷ بوے پیرا ہاں یوسفؑ ہے طیب
نام لیلے کا مرے جی جاں ہے ÷ یاد لیلے کا مرے ایمان ہے
بہولنا لیلے کا کفر جان ہے ÷ کفر جان کا جاں سا پنہاں ہے
یا امام الحق یا غوث الامم ÷ ہو نظر مقبول پر تیرا نہ کم

بناء علیہ چند کلمہ مختصرانہ رقم زدہ خامہ بیاں کرتا ہوں اور اس سے اپنا دل اور احباب کے دلوں
کو تسلی بخشا ہوں کہ ذکر حبیب محبت کیلئے موجب اطمینان ہے بلکہ یہی عاشقوں کے عین
ایمان ہے کہ الابد ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس امر کا بیان لائحہ ہے اور حدیث میں
احب شیئا اکثر ذکرہ اس بات پر برہاں واضح ہے اور یہی باعث نزول رحمت الہی ہے
اور یہی سبب حصول خیر و برکت نامتناہی ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة
اس دعوے کا گواہی ہے ماسوا جتنا سب گدائی ہے اور یہی فی الحقیقت بادشاہی ہے۔

قطرہ

گفتم کہ چیت دولت گفتا گدائی یار ÷ گفتم کہ چیت گدیہ گفتا زکل بریدن
گفتم کہ چیت خوشتر از گفتگوئے عالم ÷ گفتا کہ از جوانب اوصاف او شنیدن
آپ کے بزم اوصاف میں قلبا قالبا با ادب تمام آنا چاہئے اور آپ کی محبت میں ظاہر او
باطن جان و دل لٹاتا ہوا آئیے۔

۱۔ اے امام خدا کا اے غوث امتوں کا ۱۲ ح۔ خبردار ہو ساتھ یاد اللہ کے آرام پکڑتی ہیں دل ۱۲ سورۃ رعد ۱۳ ح۔ جس نے دوست رکھا
کسی چیز کو زیادہ کیا یا داس کا ۱۲ ح۔ وقت چرچا کرنے نیک کاروں کے اترتی ہے رحمت۔

غزل

زبان کلک سے جو نام غوث پاک کا نکلے ÷ جناب عزت جل و علا سے مرحبا نکلے
نکلے نام حضرت کی تجلی طور کا نکلے ÷ تو چشمان ناخواں کیوں نہ ہر دم سرمہ سا نکلے
صریر نوک خامہ کی سماعت سے فرشتوں کی ÷ جماعت وجد میں رقصاں قلم بوسی کو آ نکلے
درودیوار جو کچھ ہیں ادب سے سر جہر کا لیتے ÷ مجالس میں کبھی جو وصف آں غوث خدا نکلے
جہاں پر ذکر پاک حضرت غوث خدا کا ہو ÷ تو رحمت کی یقیناً واں پہ منشور خدا نکلے
دعا مقبول ہوتا ہے جہاں ہو ذکر حضرت کا ÷ جو وقت وصف میں دل سے کیسے کچھ دعا نکلے
فرشتے بزم حضرت میں سدا ہوتے ہیں عنبر پاش ÷ تو خوشبو بزم سے کیونکر نہ عنبر سار کا نکلے
نبی مشتاق بزم ذکر حضرت کا ہے یہ محفل ÷ تو کیونکر ہونہ رشک روضہ رضوان کا نکلے
قلم طوبیٰ کا بے میرے سبائی مشک عنبر کا ÷ جو نکلے کلک سے اوصاف نقش لوح کا نکلے
جو مدح و منقبت حضرت کی ورد جاں میرے ہو ÷ و مادم ہر نفس تو دل کا میرے حوصلا نکلے
جو نام پاک ورد جاں کا ہو بے فراموشی ÷ تو سمجھیں گے کہ اب ایماں کا میرے مزا نکلے
جہی ارماں دل میرے بر آویگا اس عالم میں ÷ جو عشق نام پر تیرے میں اپنے کو بہلا نکلے
جو میرے مرغ جاں نکلے نفس چھوڑے تو ارماں ہے ÷ کہ غوث اللہ غوث اللہ کا منہ سے ندا نکلے
اے غوث اللہ الاعظم مرغ جان کا میرے جب نکلے ÷ یہی ہے آرزوئے دل کہ بر شوق لقا نکلے
جو اک ساعت تیرے دیدار کا دولت میسر ہو ÷ تو مرز قلب تو سین و دنیٰ مازاغ کا نکلے
تو میرے ساتھی ہو جانا جو تیرے بیدل مقبول ÷ تجسس میں تیرے ملک عدم ہی کو وہ جا نکلے

اگرچہ اس ذرہ بے مقدار بیچ مدار کو اس آفتاب عالم تاب سے حکایت کرنے کی کچھ تاب نہیں ہے بلکہ اس کو سمندر بے پایاں کی کہوج لینے کا بالکل داب نہیں ہے اما از آنجا کہ ذرہ بے تاب کی تاب فی الحقیقت تاب ضیائے آفتاب ہے اور جنبش و آرام حباب فی نفس الامر جوش یا سکون آب سمندر پر آب ہے فی الواقع اس ناداں ہیچ مدان کو جو کچھ اس خزینہ اوتیت جوامع الکلم سے القائے خاطر فاتر ہو او ہی حوالہ خامہ کیا اور جو کچھ اس وارث گنج و ما یینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی سے سفینہ سینہ مکینہ کو عنایت ہوئی وہی نقشہ نامہ بنایا چونکہ اس تحریر و تطیر میں وجود بے وجود اس معیوب سراپا عیوب کا بجائے بانسری اگر کوئی تنگ فہم اپنے تصور فہم سے میرا حرف گیری کرے بحکم مآ علی الرسول الا البلاغ اس قلمزم اسرار معانی کا حرف گیری ہے۔

اگر ذرہ کہیں پر توفشاں ہے ÷ تو وہ خورشید تاباں سے عیاں ہے
وہ جنبش بلبل کا بحر سے ہے ÷ کہ بن دریا کے وہ ممکن کہاں ہے
دم نائی سے ہے وہ نغمہ فی ÷ بظاہر نغمہ فی جانکشاں ہے
ہے جنبش جسم کا وہ جنبش جاں ÷ بظاہر جسم سے جنبش عیاں ہے
وہی لیتا ہے دلدادوں سے دل کو ÷ اگرچہ مہتمم بس دلبران ہے
بہانہ غیر میں خود کام کرنا ÷ حقیقت میں صنم کی یہ نشاں ہے
دکھو قرآن کی تفسیر و مکتوم کہول ÷ و ما یینطق کی آیت میں بیاں ہے
حسینان جہاں میں ایک معنی ÷ وراے طور انسانی نہاں ہے

۱ دی گئے ہوں میں کلمات جامعہ ۱۲ ۲ اور نہیں بولتا خواہش اپنی سے اس وہ مگر وحی کہ بھیجی جاتی ہے ۱۲ سورہ نجم ۳۸ نہیں اور پر پیغمبر کے مگر ہو چکا ۱۲

یہ معنی کو وہ سمجھے صید جان سے ÷ جو تیر چشم و ابرو شاہداں ہے
حدیث قدسی الانسان سری ÷ انا سرہ بس اس کا بیاں ہے
قلم غماز ہی مقبول لے تہام ÷ کہ دکھتا ہوں قلم کو دوزباں ہے
چونکہ یہ سب کلمات قدسیہ حقیقت میں پر تو انوار مشکوٰۃ غوثیہ ہے اس لئے اس کو ایک لمحہ اور دو جلوں اور ایک بارقہ پر ترتیب دے کر باسم آئینہ باری فی ترجمہ غوث اللہ الاعظم منجھنڈاری رضی اللہ عنہ نام زد کیا۔

نفعنا اللہ وایاکم بہا وجعلہا خالصۃ لوجہہ الکریم انہ جواد ملک بر رؤف رحیم
وہا انا اشرع فی المقصود ÷ انہ ہو ذو الفضل الوجود
دمنہ التوفیق والاعانۃ فی البدایۃ ÷ والیہ المرجع والمآب فی النہایۃ

لمحہ بیچ بیان مقدمہ کے اور اس میں سات پر تو ہیں پر تو اول بیچ معنی اور اقسام ولایت اور مدارج اولیا کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے روشن ضمیران رموز عرفانی پر روشن اور نکتہ سخاں اسرار سبحانی پر مبرہن ہی کہ اللہ تعالیٰ شانہ کہ ذات پاک اس کی پاک ہے ہر عیب و نقصان سے اور درگاہ بلند اس کی بلند ہی مکند عقل و گمان سے بادشاہت اور جلالت اس کی صدمہ زوال سے مبرا ہے اور قدرت و حکمت اس کی دغدغہ قیل و قال سے معرا ہے ہر چند صفات اس کی جائز التشبیہ ہے اور منشاء کثرت حضرت ذات پاک اسکی واجب التزویہ اور لازم الوحدة ہے کیسا معبود بحق اور حکیم مطلق ہے کہ جس نے خیمہ زرنگار سبع سلوات کو بی چوب و طناب برپا کیا اور فرش زمین کو سطح پانی پر بچھوا کر موالید ثلاث سے آباد

۱ انسان بھید میرا ہے اور میں بھید اس کا ہوں ۱۲ ۲ نفع ہم کو اور تم کو خدا اے تعالیٰ اس سے اور گردانے اسکو خالص واسطے رضامندی ذات کریم اپنے کے تحقیق وہی ہے بخشش کرنے والا بادشاہ کو کا مہربان رحمت کرنے والا اور اب شروع کرتا ہوں میں بیچ مقصود سب اور اسی سے حمد توفیق اور مدد ابتدا میں اور طرف اسکے منجھد جوع اور بازگشت سب کا انتہا میں ۱۲

فرمایا اور محض اپنی معرفت و عبادت کے لئے بمضمون و لما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے جن و انس کو چن لیا خاص کر بنی نوع انسان کو خلعت کرامت سوز و درد مندی کا بموجب و لقد کرمنا بنی ادم کے پہنایا اور بواسطہ سوز و درد کے مرتبہ فرزند ادم کا کرو بیاں ملا اعلیٰ پر دو بالا کر دیا۔

مثنوی

قد سیوں کو عشق تھا اور درد کا حصہ نہ تھا ÷ درد کی خاطر خدا نے آدمی پیدا کیا
ایک ذرہ عشق کل آفاق سے خوشتر سمجھ ÷ ایک ذرہ درد کل عشاق سے بہتر سمجھ
پھر ان میں پیغمبران اولوالعزم رہنمائی کے واسطے پیدا کر کے سلسلہ انتظام ہدایت عالم کا ان کے سپرد کیا اور جناب مستطاب سید الانبیاء سید الاصفیاء سلطان دارین رسول الثقلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم المرسلین خاتم النبیین گردانا اور آپ کے ظہور پر نور کو موجب وجود ایمان کا بنایا اور آپ کے دین کو ناسخ کل ملل و ادیان کا ٹھہرایا اور آپ کے آل کو خیر آل اور آپ کے اصحاب کو خیر اصحاب کا خطاب دے کر سلسلہ انتظام دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے حوالہ فرمایا بعدہ علمائے حقانی اور اولیائے ربانی کو پیدا کئے کہ ان سے بناء اسلام کی مضبوط ہوئی اور سلسلہ ایمان کا مستحکم ہر ایک ان میں سے خورشید آسمان ہدایت ہے اور گلگونہ روئے رشادت ان کے برکات اقدام سے قیام آسمان وزمین کا ہے ان کے ہمت و نصرت سے انتظام امور عالم کا ہے ہر قرن میں ایک لاکھ چوبیس ہزار اولیا کرام رحمہم اللہ تعالیٰ عالم دنیا میں موجود ہیں نجات الانس میں حضرت

۱۔ اور نہیں پیدا کیا میں نے جن کو اور نہ آدمی کو مگر تو کہ عبادت کریں چکوا ۱۲ سورۃ الذاریات ۲۔ اور البتہ تحقیق بزرگی دی ہم نے فرزند آدم کو ۱۳

مولانا جامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے چار ہزار تن مکتوم ہیں کہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے ہیں یہ لوگ اپنے جمال حال کو بھی نہیں جانتے ہیں اور ہر حالت میں اپنے اور سارے خلق سے مستور رہتے ہیں اخبار و احادیث اس پر وارد ہے اور کلام اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا بھی اس کے ساتھ ناطق ہے اِمّا اولیائے اہل حل و عقد کارگاہی اور سرہنگان بارگاہ حضرت الہی عمل داران دربار بادشاہی تین سوتن ہیں کہ ان کو اخبار بولتے ہیں اور چالیس تن ہیں کہ ان کو ابدال کہتے ہیں اور سات تن ہیں کہ ان کے ابرار نام ہے اور چار تن ہیں کہ ان کے اوتاد مستی ہے اور تین شخص ہیں کہ ان کو اتقیا بولتے ہیں اور ایک تن ہے کہ اس کو قطب اور غوث کہتے ہیں ان میں ہر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور انتظام امور عالم میں ایک دوسرے کے اذن کا محتاج ہیں اور اخبار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی ناطق ہے کتاب مغز المعانی اور تاریخ فرشتہ میں مرقوم ہے کہ اولیائے کرام رحمہم اللہ کی چار مرتبے ہیں صغری و کبریٰ وسطی و عظمیٰ اور ان میں ہر ایک کی ہدایت و وسط و نہایت ہے اور طائفہ اولیا جو کہ ان مرتبوں میں مقام رکھتے ہیں کسی زمان میں تین سو چھپن تن سے کم نہیں برزگان صوفیان میں سے تین سوتن کو ابطال کہتے ہیں اور چالیس تن کو ابدال بولتے ہیں اور سات شخص کو سیاح نام رکھتے ہیں اور پانچ شخص کو اوتاد نام زد کرتے ہیں اور تین شخص کو قطب الاوتاد شمار کرتے ہیں اور ایک تن کو قطب الاقطاب اور غوث جانتے ہیں اگر ان میں سے ایک کم ہو دوسرے اس کے نیچے درجے والوں سے اس کے حگے قائم کیا جاتا ہے ان میں سوائے نذرتن کے اور کوئی قابل ارشاد نہیں ان میں سے پانچ تن اوتاد اور تین اقطاب اور ایک قطب الاقطاب ہیں اب جاننا چاہیے کہ ولایت بکسر و اودو قسم پر ہے ایک ولایت ایمان کہ اس

کو ولایت عامہ بھی کہتے ہیں اسمیں عامہ مؤمنین شامل ہیں قولہ تعالیٰ اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اسی طرف اشارہ ہے اشارہ ہے دوسرے ولایت احسان کہ اس کو ولایت خاصہ بھی بولتے ہیں اس ولایت میں خواص اور خاص الخواص اور واصلین لوگ داخل ہیں اور ولایت خاصہ بندہ حق میں فانی اور اس کے ساتھ بقا حاصل کرنے کو کہتے ہیں اور فنا عبارت ہے نہایت سیر الی اللہ سے اور بقا عبارت ہے ہدایت سیر فی اللہ سے کیونکہ سیر الی اللہ اس وقت پورا ہوتا ہے کہ بادیہ وجود اور ہستی کو بالکل قدم صدق و اخلاص سے قطع اور طی کر لے اور یہ بدون فناۓ ثلث خلق وہو وارادہ کے متصور نہیں ہے چنانچہ اس کا بیان آگے آتا ہے اور سیر فی اللہ اس وقت متحقق ہوتا ہے کہ بعد از فناۓ مطلق ایک ہستی سادہ بخت اور ایک ذات مطہر از لوٹ حدثان سالک کو ارزانی ہو کہ جس سے عالم اتصاف باوصاف الہی اور تخلیق باخلاق ربانی میں ترقی حاصل کر سکے یہ ولایت خاصہ کو بہ نسبت خاص مؤمنین کے ولایت صغریٰ کہتے ہیں اور بہ نسبت انبیائے عظام علیہم السلام کے ولایت کبریٰ بولتے ہیں اور بہ نسبت فرشتگان کے ولایت علیا نام رکھتے ہیں معلوم ہو کہ لفظ ولی او پر وزن فعلیل کے ہے اور فعلیل کبھی بمعنی فاعل بصفہ مبالغۃ آتا ہے اور کبھی بمعنی مفعول کے آتا ہے بر تقدیر اول بمعنی بہت نزدیک ہونے والے اور صاحب قربت کے ہے کہ قولہ تعالیٰ رب زدنی علما اسی سے کنایہ ہے اور یہ وصف حال کاملین ہے اور بر تقدیر ثانی بمعنی نزدیک شدہ اور مقرب کے ہے کہ قولہ تعالیٰ وهو یتولی الصالحین اسی طرف اشارہ

۱۔ اللہ دوست دار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف روشنی کے سورۃ بقرہ ۱۷۷ اے رب میرے زیادہ دے مجھے کو علم ۱۲ سورہ طہ ۱۷ اور وہ ہے دوست کرتا ہے صالحوں سے ۱۲ سورہ اعراف۔

ہے یعنی اللہ جل شانہ خود بدولت بندگان صالحین کی مختار کار اور متولی اور ضامن ہے ایک لمحہ اور ایک لحظہ ان کے نفس کا حوالہ نہیں کرتا ہے اور یہ وصف جمال کاملین مکملین یہ بہر تقدیر دونوں صفت ولی کو ہونا واجب ہے پس جو شخص ولی ہے وہ صاحب ولایت بالکسر اور صاحب ولایت بالفتح دونوں کی ہے ولایت بالکسر تو معلوم ہو چکی اور ولایت بالفتح اس کو بولتے ہیں کہ ولی کامل مکمل اپنے مرید کو خدا تک پہنچا دے اور آداب طریقت کی سکھا دے خلاصہ یہ ہے جو کہ درمیان ولی اور خلق کے ہو اس ولایت بفتح واو بولتے ہیں اور جو کہ درمیان ولی اور خداۓ تعالیٰ کے ہو اس کو ولایت بکسر واو کہتے ہیں اور ولایت بکسر واو وقت رحلت دار فانی سے ولی اپنے ساتھ لیجاتا ہے اور ولایت بفتح واو اس وقت کسی کا حوالہ کر دیتا ہے چنانچہ اس کو نفحات الانس میں حضرت جامی علیہ الرحمۃ نے تصریح فرماتے ہیں۔

پرتو دوم بیچ شناخت ولی اور عداوت اہل دنیا کے ان کے ساتھ واضح ہو کہ جب مضمون حدیث قدسی ان اولیائی تحت رداء عظمتی لا یعرفہم غیری۔ کے کسی فرد بشر کو شناخت اور پہچان اولیائے کرام رحمہم اللہ الرحمان کے ممکن نہیں ہے یہاں تک ایک ولی دوسرے ولی کو پہچاننا مشکل ہے عوام کو کیا تاب و طاقت ہے کہ اس میں دم مارے علاوہ اسکے اولیائے کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اہل دنیا سے ہمیشہ نفور رہتے ہیں اور اہل دنیا اہل اللہ سے مدام دور بھاگتے ہیں چنانچہ اس معنی کو خدائے پاک سورہ یٰسین شریف میں ادا فرماتا ہے قولہ تعالیٰ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتھوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم۔

۱۔ تحقیق اولیائے میرے نیچے چادر بزرگی میرے کے ہیں نہیں پہچانتاں کو کوئی سوا میرے ۱۲ ح تحقیق ہم بد جانتے ہیں رہتا تمہارا اگر نہ باز رہو گے تم البتہ سنگسار کریں گے ہم تم اور البتہ گنگا کا ہم کو ہم سے عذاب دروینے والا ۱۳ سورہ یٰسین

مثنوی

عطرجی سے جو ہوا گمراہ و گم ÷ بس وہی بولے تطیر نا بکم
رنج ہے ہم کو تمہارے قال سے ÷ یہ تمہارے وعظ بس بد فال ہے
گر رسالت سے نہیں باز آئے تم ÷ پاش پتھر سے کریں گے تم کو ہم
کھیل باز سے بس ہمارے کام ہے ÷ اس رسالت سے کہاں آرام ہے
عقل کی دار و جوافیوں سے کیا ÷ وہ مرض کو بالیقین بڑھا دیا
کیونکہ دنیا داروں کا مغز اور دل کلام و فیضان اولیاء اللہ کا تاب نہیں لاتا ہے چنانچہ اس
بارے میں قصہ دبہ گر کا کہ عطاروں کی بازار میں بولے عطر سے بے ہوش ہوا تھا نہایت
چپان ہے حضرت جناب مولانا رومی قدس سرہ السام اس قصے کو اہل دنیا کے شان میں
فرماتے ہیں وہ یہ ہے۔

مثنوی

گیا تھا دبہ گراک سوے بازار ÷ ضروری چیز کا تھا وہ خریدار
جو ناگہ اتفاقاً بیچ بازار ÷ وہ گذرا بر در دکان عطار
عطر کی مغز میں پہنچی جو خوشبو ÷ گرا سرگہوم کر بے ہوش واں ہو
گرا مردار سا بے ہوش ہو کر ÷ تو حلقہ اس پہ باندھی لوگ آ کر
کوئی ملتا تھا اس کا سینہ و سر ÷ کوئی تھا پہونکتا پڑھکر کے منتر
کوئی دیتا تھا مٹی سر پہ تر کر ÷ رکھی کوئی ہاتھ اس کی نبض ورگ پر

کوئی دیتا بخور و عود با ہم ÷ کوئی پوشش کو کرتا اسکے جام
کوئی جامنہ کو اسکے سونگتا تھا ÷ کہ کہا یا تو نہیں می بہنگ و گانجا
کوئی تھا ناک پر گہتا وہ جا کر ÷ گلاب و عطر و عنبر مشک اذفر
نہیں وہ جانتا کہ اس کو خوشبو ÷ کیا بے ہوش ولایا اس بلا کو
نہ جانے کوئی کیوں مرگی ہے اسکو ÷ یہاں کیونکر پڑا بے ہوش وہ ہو
خبر دی اس کے اپنوں کو شتابی ÷ کہ تپش ہے فلاں با صد خرابی
بڑا اک بھائی دبہ گر کا جو تھا ÷ نہایت ہو شیار وہ جلد آیا
وہ لینڈی آستیں میں سگ کے لیکر ÷ جماعت چیر کر جا پہونچا اندر
کہا پھلی میں جانو کیوں ہے بیمار ÷ کہ علت جاننا ہے اول کار
سبب جو جان لے دار و سہل ہے ÷ کہ بے جانے سبب دار و خلل ہے
وہ سوچا دل میں کہ اسکے طبیعت ÷ سدا کہتی ہے بس بدبو سے عادت
وہ رہتا رات و دن بدبو کے اندر ÷ گرا بیہوش یاں خوشبو وہ پا کر
جو عادت اس کو تھی بس گندگی کی ÷ عطر کی بونے اس کو بس تباہ کی
حکیموں کی یہ کیا ہے رائے اچھا ÷ کہ خلف عادتوں سے رنج آتا
وہ گو بر کی جعل جو دبہ گر تھا ÷ عطر کی بو سے اس کو بس غش آیا
خیثوں کے لئے آئی حیثیات ÷ دکھو قرآن میں فرمایا ہے یہ بات
ہٹا کر خلق کو آیا و ہاں پر ÷ نہ دیکھیں تا علاج لینڈی جا کر
پلیدوں کی دوا وہ خوب دیکھا ÷ ہتھیلی پر وہ لینڈی سگ کا گھیس

گیا چوں راز گو وہ کان کے پاس ÷ سو گناہ یا اسکو تین اس چرک کے پاس
جو پہونچی مغز کی اندر وہ بدبو ÷ گیا بیہوشی آیا ہوش اس کو
وہ جسم مردہ میں جھٹ جان آیا ÷ گہری میں مردہ تھا اب اٹھکے بیٹھا
کہا لوگوں نے کیا اس کا عجب دم ÷ کہ منتر پڑھتے ہی جاتا رہا غم
غرض پاکوں کو پاک آیا سزاوار ÷ بدوں کو بد ہے ہم دم اور ہمکار
تو اے غوث خدا ہو میرے مختار ÷ تو ہے مقبول کا جملہ سر و کار

الغرض۔ دنیا داروں کو طبیعت اہل اللہ کی صحبت سے ہمیشہ بھاگتی ہے سچ ہے کہ چند اشیاء ایسی ہیں کہ اس کی ملازمت سے جس میں جو خاصیت ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے اول دیدار انبیاء عظام اور اولیائے کرام علیہم السلام کا کہ موجب ترقی اور زیادتی نور ایمان مومنوں کی ہے اور باعث افراش کفر و نفاق اہل کفر و نفاق ہے دوسرا تلاوت کلام ربانی کہ وہ بھی سبب از یاد نور یقین اہل ایمان ہے اور باعث ترقی عناد و کفر و نفاق اہل طغیان ہے کہ قولہ تعالیٰ و اذا قلت علیہم ایثہ زادتهم ایمانا اس پر مینہ روشن ہے اور آیہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارة اس پر حجت مبرہن ہے قال اللہ عزوجل یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا تیسر دیدار حریم شریفین کہ اہل سعادت کی سعادت اور اہل شقاوت کی شقاوت کی موجب ہے چوتھا علم کہ نا اہل کی ناکسیت اور سفاہت کو بڑھا دیتا ہے اور اہل شرافت کی شرافت کو ترقی بخشتا ہے مانند ابر نیسان کے باغ میں لالہ پیدا کرتا ہے اور شورہ زمیں میں گھانس اوگاتا ہے۔ انبیاء

۱ اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے نشانیاں انکی زیادہ کرتی ہیں ان کو ایمان ۱۲ سورہ انفال۔ ۲ بھرت ہو گئی دل تہاری پیچے اسی کے بس وہ مانند پتھروں کے ہیں ۱۲ سورہ بقرہ ۳ فرمایا اللہ عزوجل نے گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو اور راہ دکھاتا ہے اس کے بہتوں کو ۱۲ سورہ بقرہ۔

عظام او اولیائے کرام علیہم السلام مدام مستغرق دریاے نور احدیت ہیں گرفتار بند ہواے نفسانی ان کے لئے ہمیشہ درپے حسد ہیں آدم علیہ السلام جب دولت علم و ہنر سے برتر ہوا ابلیس لعین اپنے تنگ کمتری سے ابتر ہوا حضرت مآب علیہ علی آلہ صلوٰۃ رب الارباب سے ابو جہل نے حسد کیا اپنے تئیس چاہ شقاوت ابدی میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ شانہ نے انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کو خلق اور خلق کے درمیان واسطہ مقرر فرمانے میں اہل صفا و وفا اور اہل حسد و دغا کی آزمائش مقصود ہے تاکہ ظاہر ہوا اللہ تعالیٰ کے دربار پاک میں کون مقبول ہے اور کون مردود ہے فرمایا اللہ تعالیٰ شانہ نے قولہ تعالیٰ یریدون لیطفنوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔

غزل

دام جہانست ترا بندش کا کل ÷ شیران جہاں بستہ این دام مسلسل
دام خدائیت کہ بس محکم و مضبوط ÷ چوں گسلد سگمکس از مکرو معطل
شمع خدائیت رخ ماہ لقایم ÷ ریش بسوزد کند از تف برو جاہل
بدر تو لمعانت پرخ ایشہ عزت ÷ سگ بچہ عمو بکند از حسد دل
مقبول تو حر باے رخ روشن او باش ÷ دست بدامانش بزن وز ہمہ بکسل
یعنی شاعر اپنے مرشد کامل اور رہبر اکمل سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اتحضرت
آپ کی شان محبوبی اور دلبری اور ارشاد و رہبری اس درجہ کو پہونچا ہے کہ شیران جہاں یعنی
مردان خدا کہ عبارت اولیائے کاملین سے ہیں آپ کی دم خادمیت کی بھرتے ہیں اور داغ
غلامیت پیشانی پر رکھتے ہیں۔

۱ چاہتے ہیں کہ نگہا دیوں نور خدا کا ساتھ مہوں اپنے کے اور اللہ پورا کرنے والا ہے نور اپنے کو اور اگر چہ ناخوش رہیں کافر ۱۲ سورہ القف

قطعہ

جو شرط دلبری کا تھا سو ختم تم پہ بے ÷ دلبر ہیں جتنے دنگ پیارے تیرے دم پہ ہے
ملک خدا میں دلبری کا دم بہرے جو آج ÷ سر سب کا اے میرے پیا تیرے قدم پہ ہے
آپ کی دام کا کل دلبری میں جو مردان خدا پہننے ہوئے ہیں اور آپ پر دل و جان سے نثار
ہوتے ہیں تو یہ دام خدائی ہے نہایت مضبوط اور محکم ہے اور مضبوطی اس کی اس درج کو
پہونچی ہے کہ شیران خدا اس میں اٹک رہے ہیں پس سگمکس کہ کنایہ علمائے دنیا سے ہے
جو کہ متاع دین متین کو بعوض خطام دنیا و دنیہ مہین کے بیچتے ہیں اور آخرت کو دنیا کی محبت
میں ڈباتے ہیں اور رات دن آٹھ پہر دنیا داروں سے جو مثل کتے کے مردار دنیا پر جھکے
ہوئے ہیں الفت و محبت رکھتے ہیں اور کتے کی طرح اہل دنیا سے چودھری صاحب اور
منشی صاحب اور نواب صاحب اور مانند ان الفاظوں کے کہہ کر ان کے کانوں پر دو ٹوک کرے
ہنڈی دنیا کیلئے کہ عبارت روپیہ پیسا سے ہے سدا بناتے ہیں گویا آیہ فَمَا رِبْحُ
تِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے کیسا اس دام مضبوط
خدائی کو ٹوڑ سکیگا۔

آپ حضرات آپ کی ذات بابرکات شمع خدائی ہے کہ آپ کی نور ہدایت و عرفان و ارشاد
سے تمام جہان اوجالا ہو رہا ہے اور آپ ہی کے وسیلے سے گم گشتگان بادیہ ضلالت شاہ
راہ ہدایت و عرفان پر پہونچتے ہیں پس شمع خدائی کو جو جاہل اپنے دم سے گل کرنے اور
بہو جانے چاہتا ہو اور نور ہدایت و ارشاد کو مٹا دینے کا ارادہ کرتا ہو وہ نہایت احمق اور پُرے

درجے کی نادان ہے کس لئے جس شمع کو خدا نے اجالا کیا ہے اور حسب منشاے ایزدی
روشن ہوا ہے وہ کبھی گل ہو جانے کا نہیں ہے بلکہ وہ جاہل اس خیال فاسد اور فکر باطل سے
اپنے کو بے عزت اور برباد کرتا ہے اور اس عداوت سے اپنے تئیں گمراہی کی کونے میں گراتا
ہے کیونکہ بعض اولیائے کرام رحمہم اللہ سے خوف سوء خاتمہ کا ہے معاذ اللہ من ذالک۔

شعر

چراغ را کہ ایزد بر فروزد ÷ برو گرفت کئی ریشہ بسوزد
پس آپ حضرت آپ کی ماہ ہدایت و ارشاد مانند ماہ چہار دہم کے آسمان عزت پر نہایت تابانی
اور لمعانی سے روشنی بخش فیضان ہے۔ اور اہل دنیا اور علمائے دنیا آپ کی مرتبہ عالیہ کو نہیں
جانتے ہیں اور آپ کی قدر و منزلت رفیعہ کو نہیں پہچانتے ہیں اسلئے مانند کتے کی بچے کے
حسد دلی سے عمو کر رہے ہیں پس اے مقبول تو مثل گرگٹ آفتاب پرست کے اس
آفتاب ہدایت پر جان و دل سے نثار راہ اور سارے عالم و عالمیاں سے بریدہ ہو ان کے
دامن محبت میں چنگل مار کہ یہی عین ایمان ہے اور خلاصہ ایقان۔

قطعہ

دل و جان تجھ پہ فدا کیسا طرح دار ہو تم ÷ ناز کیوں وہ نہ کرے جس کا کہ ولد دار ہو تم
خلق میں حسن کا تیرے نہ مچے کیونکر دھوم ÷ حسن کا باغ میں یکتا گل گلزار ہو تم
خلاصہ مرام یہ ہے کہ عداوت اہل دنیا کی اولیائے کرام رحمہم اللہ سے قدیم سے چلا آتی
ہے اور دوستان خدا بدل و جان دنیا اور اہل دنیا سے ہمیشہ سے نفرت و حشت رکھتے ہیں۔

غزل

جو چہرہ میں نے دیکھی ہوں جہاں میں کب سماتا ہے ÷ جمال اس چہرہ انور بیاں میں کب سماتا ہے
وہ کیسا روئے باریق ہے محض پیوں و مطلق ہے ÷ بری ہے عقل و فہم سے گماں میں کب سماتا ہے
کوئی گر مجھ سے پوچھے کچھ نشان اس وجہ مطلق کا ÷ تو کہدوں بے نشان ہے وہ نشان میں کب سماتا ہے
ہے مرغ لامکانی کا بسوئے لامکاں پرواز ÷ جو مرغ لامکانی ہو مکاں میں کب سماتا ہے
کسیت سے می وحدت پیئے جو کوئی نکل جاوے ÷ وہ کب کس ہے بہلا وہ جا کساں میں کب سماتا ہے
مئے وحدت سے عشاق عالی ہمت ہیں سدا یارو ÷ خبیث الہمتہ آخر عاشقان میں کب سماتا ہے
قوی قوت ہے عاشق پہلواں ہے رزم وحدت کی ÷ ضعیف و لاغر آخر پہلواں میں کب سماتا ہے
نجس آلودہ ہوتے اہل دنیا نسبت عشاق ÷ بھلا شیطان جا کر قدسیاں میں کب سماتا ہے
اگر گلشن میں جلسہ بلبلوں کا شاخ گل پر ہے ÷ کلاغ جیفہ خور جا بلبلاں میں کب سماتا ہے
بہلا مقبول رو باہ کو دخل شیروں میں کب رہوگا ÷ جو بیگانہ ہے وہ جا محرمات میں کب سماتا ہے
بالفرض اگر کوئی ان کو پہچاننے چاہے تو کیا پہچانے چشم شب پرہ ضیائے آفتاب کو کیا وزن
کرے سبحان اللہ جو حضرات کہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہیں کسی کو کیا طاقت ہے
کہ ان کی درجہ اور منزلت کو اپنے عقل ناقص کے میزان پر تولے کوہ کو کاہ سے تلنا نہایت
حماقت ہے آسمان عالی کو نپتے سے وزن کرنا غایت جہالت ہے۔

قطعہ

آواز مرغ قدسی کے داد چند ویراں ÷ اندر مقام شاہین کی گشت جائے زانغاں
اے مرغ پائے بستہ در دام نفس تو سن ÷ پرواز کی نمائی براوج چرخ گرداں

اب ظاہر ہو گیا کہ شناخت اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا من قبیل محالات کی ہے مگر باوجود
اس کے چونکہ انتظام امور عالم اور ہدایت سرکشگان بادیہ و دروغم حضرات اولیائے کرام
رحمہم اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ساتھ متعلق اور باز بستہ ہے اس واسطے بحکم ضرورت
ازراہ مہر و شفقت خود بزرگان دین اہل یقین نے اولیائے کرام رحمہم اللہ کا شناخت کے
لئے علامات اور نشان ظنی مقرر فرمائے ہیں اور بحکم مالا یدرک کلمہ لا یتدرک کلمہ
کے یہ چند نشانیوں پر بس کئے ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ ظاہراً شرع شریف پر کمال
استقامت رکھتا ہو فرمایا اللہ تعالیٰ شانہ نے ان اولیائہ الامتقون کیونکہ کمال تقوی
بدون ولایت کے متصور نہیں اور شریعت عبارت حفظ مراتب سے ہے چنانچہ اس کی بیان
بارقہ میں آتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی خدمت میں بیٹھنے سے
دل محبت دنیا اور اہل دنیا سے سرد ہو جاتا ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی درگاہ
پاک کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور الالیش آب و گل دل محبت منزل طالب سے دور ہو جاتا ہے۔

قطعہ

جسکی صحبت سے نہ ہوئی جمع دل ÷ جسکی صحبت سے نہ چھوٹی آب و گل
جس کی صحبت سے نہ دنیا جائے بھول ÷ ایسی صحبت میں تو جاہر گز نہ مل
ابن ماجہ اور امام بغوی اور امام نووی رحمہم اللہ تعالیٰ حضرت رسالت اب علیہ صلوٰۃ رب
الارباب سے روایت کئے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے
لوگوں نے پوچھیں کہ علامت اولیا کی کیا ہے فرمایا جنکو دیکھنے سے خدا یاد آ جاوے وہی ولی
اجو کہ نہیں سمجھا جاتا ہے پورا نہیں چھوڑا جاتا ہے پورا ۱۲ ح نہیں ہیں اولیا اسکے مگر پرہیزگار ۱۲ سورہ انفال۔

ہے اور یہ تاثیر بیش و کم ہر ولی میں پائی جانی چاہئے جس کے باطن میں یہ تاثیر قوی ہو مرید کو خدائے تعالیٰ کی طرف جذب کرے اور مراتب قرب خداوندی میں پہونچا دے اس کو مکمل کہتے ہیں جیسا کمال کا مراتب کثیرہ ہوتی ہے اسی طرح تکمیل کی بھی بہت مراتب ہے بعض اولیا اپنے کمال میں تفوق رکھتے ہیں اور تکمیل میں اس قدر تاثیر نہیں رکھتے ہیں لیکن اپنے مرتبہ تک دوسرے کو پہونچا سکتے ہیں۔ ذلک من فضل اللہ و کرمہ تیسری علامت ولی کی کم التفاتی اور بے رغبتی دنیا ہے جس سے جسدِ ردنیا چھوٹی ہے وہ اس قدر واصلِ بحق ہے۔

بیت

زمقصور و تشد تعلق حجاب ÷ تعلق رہا کن شوے کامیاب

کیونکہ اولیا دو قسم ہیں طیارہ اور سیارہ۔ طیارہ وہ ہیں جو بالکل تعلقات دنیاوی چھوڑ کر مقام مشاہدہ کو پہونچے ہیں اور ساتھ صف اول کے ملا اعلیٰ میں طیران کرتے ہیں جیسا فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ بِجَنَاحِيهِ اور سیارہ وہ ہیں جو کہ کسی قدر علائق دنیاوی میں بھی مبتلا ہیں لیکن وہ قاصد ترک علائق اور عازم طیران کے ہیں ان کو بھی اہل طیران سے ایک قسم کا مناسبت جیسی ہے اگر اس قدر بھی کسی مسلمان کے نہ ہوئی اسکے سوء خاتمہ ہونے کا خوف ہے اللہم احفظنا منه ولا تجعلنا من الضالین چوتھی علامت یہ ہے کہ ملک و ملکوت بلکہ سارے خدائی میں سب چیزیں ان کے اور ان کے نام کی تعظیم اور عظمت کرتے ہیں

۱ دیکھا میں نے جعفر بن ابی طالب کو اڑتا ہے فرشتوں کے ساتھ بہشت میں اپنے دو بازو کے ساتھ ۱۲ ۱۱ اے خدا نگاہ رکھ ہم کو اس سے اور نہ گردان ہم کو گمراہوں سے ۱۲

روایت ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب بتخانوں میں تشریف لیجاتے اور چمک نور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بتوں پر جا پڑتی سارے بت اس نور فیض معمور کی تعظیم کے خاطر سرنگوں ہو جاتے بلکہ سر کے بل گر جاتے اسی طرح جو ولی قطب العالم اور غوث الاعظم ہوں وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر اتم اور جلوہ گاہ اکمل ہوتے ہیں کل خدائی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی نہ کسی پیرایہ میں ان کے تعظیم بجانہ لاتا ہو اور کسی نہ کسی روش سے ان کے نام نہ لیتا ہو گو کہ زباں پر انکار ہو پر دل سے اقرار کرتا جاوے گا غرض جس طرح ہو ضرور ان کے نام ورد زبان اور وظیفہ دل و جاں ہونا ہی چاہئے مگر جن کے حکایت قلوب میں ثم قست قلوبکم کی شکایت ہے اس کا بہرہ اکثر انکار ہی ہو ا کرتا ہے ان کی محبت موجب رشد و ہدایت ہے ان کے عداوت سبب ضلالت و شقاوت۔

غزل

ز جام مدح سنجیت ز شرق و غرب ترکا مند ÷ چنان یاراں بہر جانید و خصمان ہم بہ چہانی
شد آنکس راندہ در گاہ ایزد ہر کرا اور اند ÷ قبول اود لیے مرقبول ذات یزدانی
ز یک قطرہ تو اس شستن نیہ اعمال نامہ را ÷ کہ در حیش بریز چشم گاہ خون افشانی
محبت او محبت اللہ عدا و وعد اللہ ÷ مریدش ہر کہ شد شد واصل در گاہ ربانی
سر خود بر فراز عرش افرازم اگر گاہی ÷ بحال زار من نظرے نماید از مہربانی
مریدی لا تحف ہست از خواص خاص ذاتیت ÷ صفی خود تو چہ ترسی چوں مرید پیر پیرانی

حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب التجلیات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو چیز محوسات بشریہ سے غائب ہے اسکے خبر عالم میں ہر چیز کو بطور کشف کے حاصل ہے مگر جنات اور انسان کے سوا کہ ان کو یہ بات حاصل نہیں ہے مگر خرق عادت کے طور پر ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہو بنا بر اسکے نباتات و جمادات و حیوانات میں سے کوئی چیز باقی نہیں ہے جو اس کو فطرت کی رو سے نبوت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں ہے بعض ابدال کی حکایت بھی اس پر پوری دلالت کرتا ہے کہ وہ جب کوہ قاف کے اس پار بحر محیط کے کنارے پر گیا تھا وہاں ایک سانپ عظیم الشان نظر آیا کہ وہ زمین کی چاروں طرف احاطہ کر رکھا ہے پس سلام کیا اس نے سانپ کو سانپ نے بھی جواب سلام کا پھیر دی بعد اسکے سانپ نے ابدال سے احوال شیخ ابی مدین کا پوچھا کہا تو

حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ اصابع حسنی نے اپنے تفسیر میں قلمی فرماتے ہیں کہ (ان الذین امنوا) یعنی تحقیق کہ جو لوگ ایمان حقیقی ملی یا معنی کے ساتھ ایمان لائیں (وعلو الصلوات) اور وہ نیک کام کئے جس سے تزکیہ اور تصفیہ بخوبی حاصل ہو یہاں تک کہ اپنے دل بس صفات سے نکل کر قبول تجلیات صفاتی کی مستعد ہو گئے (سیجعل لہم الرحمن ودا) البتہ کرے گا واسطے ان کے کہ جن محبت جیسا کہ فرمایا ذیادہ مؤمن ہمیشہ تقرب و صوملتا جاتا ہے میرے طرف ائمال نافذ سے یہاں تک کہ دوست رکھتا ہوں اس کو پس جب میں نے اس کو دوست رکھا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اسکے آئندہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اسکے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکارتا ہے اور فی الحقیقت یہ محبت اثر اور نچر عنایت اولی کی ہے جو کہ مستقفا ہے قول تعالیٰ یحبہم وحبہم نہ سے کیونکہ جب اس کو ممکن عیب میں ظہور آگے محبت اجنبی کے ساتھ دوست رکھا محبت خدا تعالیٰ کی اس کے دل میں ظہور کے وقت لازم کر دیا اور وفا سے عہد سابق کے لئے اس کو بے چین بنا دیا پس اس وقت وہ عہد سابق تازہ ہو گیا بسبب متابعت حبیب مطلق کے جیسا کہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ اور جب متابعت ائمال و احوال میں صحیح ہو چکی اس کو بے محبت اصطفا کے ساتھ محبوب رکھا چونکہ محبت اولی کی شرع سے بڑھ کر ہے اور اس کے محبت خلائق کے دلوں میں کوپ گئی اور ائمال ایمان کے نزدیک اسکے قبولیت ظاہر ہو گئی اور حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہ اسے جبریل تحقیق دوست رکھا ہو میں فلا بندہ کو پس تو دوست رکھ اس کو پس دوست رکھتا ہے اس کو جبریل پھر منادی پھیر دیتا ہے سچ ائمال آسمان کے کہ تحقیق دوست رکھا اللہ تعالیٰ فلاں بندہ کو پس دوست رکھو تم اس کو پس دوست رکھتا ہے اس کو ائمال آسمان پھر اسکے محبت زمین والوں کے دلیل میں آتا ہر پس دوست رکھتا ہے اس کو ائمال زمین اور حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نہیں پیش آتا ہے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے مگر کہ اسکے قبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور یہی معنی قولہ تعالیٰ سیجعل لہم الرحمن ودا کی ہے واللہ اعلم۔

شیخ ابی مدین کو کس طرح جانتا ہے پس سانپ تعجب سے کہا کہ ایا روئے زمین پر ایسا بھی کوئی ہے جو کہ شیخ ابی مدین کو نہیں جانتا ہے اور ان سے محبت نہیں رکھتا ہو قسم خدا کا جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنایا ہم سب کے دلوں میں پکار دیا اور ان کے محبت روئے زمین میں سب کے دلوں میں نازل فرمایا یہاں تک کہ شجر و حجر گرد و مدر درندہ و پرندہ میں سے کوئی باقی نہیں جو کہ ان کو پہچانتا نہ ہو اور ان کے محبت دل میں نہ رکھتا ہو واللہ اعلم انتھی کلامہ۔ ایک دن یہ حقیر عاصی سراپا معاصی سیر کرتا ہوا ایک جگہ پر پہونچا کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں بتقریب ضیافت چند علما و جہلائے دیار ہم گفتار و ہم کردار باہم بیٹھے ہیں جو دور سے مجھے دیکھیں تو چند عوام حسب اشارہ ان جہلائے علما کے نام کے مجھ کو ان کی مجلس میں لیجانے کو منت سماجت کرنے لگے جب بہت اصرار و استبداد کئے انکی مجلس میں تو نہیں گیا بکلم ضرورت جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا اور ان جہلائے علما نام کے بتلانے کی موافق مجھے استفسار کرنے لگے کہ آپ لوگ جو جناب مستطاب حضرت غوث اللہ الاعظم مجہد اری رضی عنہ اللہ الباری کو غوث اعظم کہتے ہیں ان کی غوثیت کی کیا نشانی ہے اس وقت میں نے جواب دی کہ جو حضرت غوث زمان خلیفہ خدا اور رسول کا ہونگے ان کے ذکر و یاد گاری جس طرح ہو ہر چیز کیا کریں گے اور ان کے نام کی تعظیم جن و انس و حیوش و طیور چرند و پرند گردو مدر شجر و حجر و ہر چیز کو ملحوظ خاطر ہوگی وہ بولے کہ یہ کیسا ممکن ہے میں نے کہی دیکھو کہ لوگ جب اپنے کشت و زراعت میں کیڑا لگ جاتی ہو یا کوئی دوسرے جانور اس کو کھا جاتا ہو تو ہمارے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دل میں مانتے ہیں فی الفور امان ہو جاتا ہے اور زراعت محفوظ رہتی ہے اب معلوم ہوا کہ کیڑا و پتنگ اور وحشی جانور بھی حضرت رضی اللہ عنہ

کی نام کا تعظیم کرتا ہے پھر دیکھو مثلاً کوئی میوہ دار درخت میں میوہ نہ لگنے کی صورت میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کا نیاز ماننے سے اس درخت میں میوہ لگ جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ درخت بھی حضرت کا نام کی تعظیم کرتا ہے جو نشان غوثیت کی ہم نے کتابوں میں پائی تھی سو آج پچشم ظاہر دیکھ لیتے ہیں پھر کیوں ان کو غوث زمان نہیں کہیں گے جب میں نے اسی طرح جواب دی تو بالکل نقشہ دیوار سا چپ ہو گئے اور میں وہاں سے اٹھ چلا علاوہ اسکے ایک مرتبہ رمضان شریف میں سب آستانہ پرستان بارگاہ غوثیہ کی دل دل کسی وجہ سے تقریب سے یہ امید آگیا تھا کہ شاید ہم لوگ آپکے دفعہ شاہد مقصود سے کامیاب اور بہرہ ور ہوں گے خدا را جب نماز عید کا پڑھا گیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس وقت عید گاہ میں جائے نماز پر رونق افروز محفل تھے سب کے دل میں یہ خیال گذرنے لگا کہ ہم دل دل جو بات ٹھان لئے تھے سو تو ظہور میں نہیں آیا اتنے میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ارشاد ترجمان سے درنثار ہوئے کہ نا سمجھ لڑکے لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے کام میں جلدی کیوں چاہتے ہیں ہم غوث زمان ہیں ہم کو بھلا برانیک و بد سب کا معلوم ہے جب ہی سے ہم لوگوں نے جان لیں اور سب کو یقین پر یقین ہو گیا کہ ہمارے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث زمان خلیفہ رحمان ہیں۔

غزل

پوشیدہ ایکہ رویت اندر نقاب مویت ÷ بند نقاب و اکن تارہ برم بکویت
در پیچ تار زلفت کی رہ برد و غریبی ÷ تاروشنی نہ بخشد آں آفتاب رویت
باد صبا خدا را کن عرضہ برد راو ÷ کز جان و دل گذشتم در بند آرزویت

از عرش تا بفرش و از ماہ تا بماہی ÷ از حسن بیز و الت ہر جاست گفتگویت
از ذرہ تا بخور شید از حرمت تو جانا ÷ سجدہ کنند اندر محراب آبرویت
از صد نماز و روزہ حق خوش ست پیشک ÷ مستی عاشقانست دریا و زلف و مویت
اے دلرباے رعنا دارم ز تو تمنا ÷ بشماری تا حیاتم اندر سگاں کویت
تا در جہاں بمانم جز نام تو نخواہم ÷ ہم وقت نزع جانم ہمنائی بارے رویت
تا جان باشتیافت صدقہ کم پیاپیت ÷ رقصاں غزل سراپاں در شوق و ہا و ہویت
اے غوث مجتہد اری تا کی کم صوری ÷ انعام کن حضور ی بارے بخواں بسویت
چوں صاحب سیکنہ یک جلوہ بر کمینہ ÷ در سوز طور سینہ مردم بآرزویت
مقبول بیدل تو دائم بصوت کوکو ÷ در دشت و کوہ و صحرا حیراں جستجویت
در بوستان ہستی اے آنکہ شہ گلستی ÷ چہ شود کہ عند لیب یابد یکی ز بویت

پر تو سوم بیان میں اس بات کے کہ ہر دورہ زمانہ میں ایک ولی قیوم عالم عالم میں موجود رہنا ضرور ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب زمین پر ضلالت و گمراہی پھیل جاتی ہے اور اہل زمین غایت گمراہی کے سبب سے نامرضیات خدا اور رسول میں بالکل منہمک ہو جائے لگتے ہیں تب عرش و کرسی آسمان و زمین شجر و حجر گرد و مدر نباتات جمادات حیوانات و خوش و طیور چرند پرند جمیع مخلوقات اپنے اپنے زبان حال و مقال سے بارگاہ ایزدی میں اہل زمین کی ہدایت کے لئے روتے ہیں اور تضرع و زاری اور الحاح و بیقراری سے بار بار درخواست کرتے ہیں تب اس وقت دریاے رحمت ارحم الراحمین کی جوش پر آتا ہے اور اپنے رحمت کاملہ اور افضال شاملہ سے ان کی درخواست قبول فرماتا ہے

اور اپنے کسی ایک بندہ پیارے لاڈلے کو اہل زمین کی ہدایت کے لئے اختصاص دیتا ہے اور اسکے سینہ کو حسد و کینہ اور تمام اخلاق مذمومہ سے پاک و صاف کرتا ہے اور انوار علوم گوناگون اور اسرار و معارف بقلموں اولین و آخرین سے روشن کر دیتا ہے اور اسرار ملک و ملکوت کی اسکی سفینہ سینہ میں ودیعت و امانت رکھتا ہے اور اپنے محرم راز بنا کر زمین پر بھیج دیتا ہے اور صاحب کتاب اور مالک شریعت اور مختار حقیقت اس کو بناتا ہے اور تمام خلاق پر اس کی اطاعت اور اتباع کو فرض کر دیتا ہے اور اس کی نافرمانی کو موجب بربادی و وجہانی گردانتا ہے اور اسکی اتباع کو عین رضا مندی اپنا قرار دیتا ہے اور اسکی عدم اطاعت اور سرکشی و بغاوت کو باعث ناخوشی اور سبب قہر و غضب اپنا ٹھہراتا ہے اور اسکے ذکر کو بلندی دیتا ہے اور اسکے فضائل لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے اور اسکی عظمت اور ہیبت دلوں پر غالب کر دیتا ہے اور اس کو اپنا نبی اور رسول اور خلیفہ اور نائب زمین میں بناتا ہے اور اہل زمین بلکہ تمام مخلوقات علوی و سفلی کو اسکے ذات بابرکات سے رشد و ہدایت پہنچاتا ہے اور بادیہ ضلالت سے شاہراہ ہدایت پر لاتا ہے اور اسی کی فیوض نامتناہی کی برکت سے عالم کو قائم رکھتا ہے بلکہ سارے عالم بمنزلہ قالب اور اسکے ذات بابرکات بمشائے روح اور جان کے ہوتا ہے اور یہ خلافت حق تعالیٰ کا کسی زمانہ کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ میں ایک خلیفہ خدا کہ قیام عالم کا برکت ذات متبرکہ اسکے ہو عالم میں موجود رہنا چاہئے مگر اتنا ہے کہ قبل زمانہ حضرت ختمیت مآب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلافت نبوت کی نام سے مشہور تھی اب بعد زمانہ ختم نبوت خاتم النبیین علیہ علی آلہ صلوٰۃ رب العالمین کے مرتبہ ولایت عظمیٰ میں یہ خطاب غوثیت شہرت پائی ہے ابو داؤد وغیرہ

حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے روایت کئے ہیں کہ اِنَّ اللہَ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مائۃ سنۃ من جدد لہا امر دینہا چنانچہ اس بات کو حضرت عارف رومی قدس سرہ السامی نے اپنی مثنوی شریف کی جلد ثانی میں بیان فرمائے ہیں اور یہ حقیر اس کو بعینہ نقل کر کے نظم و نثر میں ترجمہ کر دیتا ہے نقل مثنوی شریف پیراہین یوسفی میں ہے واضح ہو کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تین درجہ فرمائیں ہیں اصحاب و تابعین و تبع تابعین علمائے ظواہر کہتے ہیں کہ وہ تینوں درجہ کے لوگ گذر گئے اور صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تینوں درجہ کے لوگ تاقیامت رہیں گے کیونکہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے ”کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا وہ برابر اسکے ہے جس نے مجھ کو حیات میں دیکھا“ جو کہ اولیائے کرام سے حضور کو چشم باطن و یا خواب میں دیکھتے ہیں وہ اصحاب میں داخل ہیں ماند اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ ولی اللہ ہر وقت میں تاقیامت موجود ہیں ان کو ہر ایک شخص امت کا دیکھتا ہے وہ تابعین ہوا اور جس نے اس کو دیکھا وہ تبع تابعین ہوا اس صورت میں کل امت کے لوگ تاقیامت اصحاب و تابعین و تبع تابعین ہوئے اور جو کوئی اولیائے کرام سے بجائے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں موجود ہے منکر ہوا مثل منافقان عرب کے مقہور ہوا چنانچہ مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ غوث و قطب و ابدال وغیر ہم اولیا کے مدارج آگے بیان فرمائے ہیں۔

مثنوی

پس بھر دورے وئی قائم است ÷ تاقیامت آزمائش دائم است

۱ تحقیق خدا تعالیٰ سمجھا ہے اس امت کیلئے ہر برس ہر برس سے سر پر ایسے شخص کے نیا کرے واسطے اسکے امت کے دین انکے

یعنی ہر دورہ زمانہ میں ایک ولی قیوم عالم غوث زمان خلیفہ رسول مکرم ظل اللہ فی العالم عالم میں قائم ہے اور از مالیش حق و باطل کا بھی قیامت تک سدا جاری ہے۔

پس امام جی قائم آں ولیست ÷ خواہ از نسل عمر خواہ از علی است

پس امام خداے جی قائم اور خلیفہ حق وہی ولی ہے اور یہ شرط نہیں ہے کہ وہ سید ہوں بلکہ جائز ہے کہ نسل عمر سے بھی ہوں اور سید نہوں جیسا کہ ظاہر ہے۔

مہدی و ہادی ولیست اے راہ جو ÷ ہم نہاں وہم نشستہ پیش رو

رہبر عالم اور ہادی کل طالبان خدا کے لئے ظاہر و باطن میں وہی ولی خلیفہ خدا ہے آگے اس خلیفہ خدا غوث الحق کا بیان ہے۔

اوچہ نورست و خرد جبریل او ÷ آں ولی کم از قندیل او

وانکہ زین قندیل کم مشکوۃ ماست ÷ نور حق در مرتبت ترتیبہاست

یعنی وہ امام الحق غوث الکل نور ہے اور عقل اسکے جبریل علیہ السلام ہے کہ تدابیر انتظام امور عالم کا بتا رہا ہے جیسا عقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام تھا اور جو ولی اس سے درجے میں کم ہے وہ قندیل اسکی ہے اور جو قندیل سے کم درجہ ہے وہ مشکوۃ یعنی طاق ہے پس نور حق مراتب میں ترتیب وار ہے۔

واضح ہو کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السموات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الایۃ یعنی اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان و زمین کا مثال اس نور کے کہ طاق میں چراغ ہو قندیل کے اندر پس وہ نور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ

۱ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا مثال نور اسکی کے مانند طاق کے ہے چچ اس کے چراغ ہو اور چراغ چچ قندیل شیشہ کے ہے ۱۲ سورہ نور

وسلم کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے غوث وقت میں آیا ہے کہ عقل اسکے عقل کل ہے خبر رسائی میں مثل جبریل علیہ السلام کے اور بعد اسکے اقطاب ہیں مثل قندیل کے کہ وہ نور ان میں چمکتا ہے بعد ان کے اوتاد ہیں مثل طاق کے کہ وہ نور قندیل ان کے اندر تاباں ہے علیٰ ہذا القیاس اسی طرح درجہ بدرجہ کل اولیا میں وہ نور چمکتا ہے۔

زانکہ ہفصد پردہ دارد نور حق ÷ پردہ ہائے نور داں چند نیں طبق

در پس ہر پردہ توے را مقام ÷ صف صف انداں پردہ ہاشاں تا امام

اہل صف آخرین از ضعف خویش ÷ چشم شال طاقت ندارد نور پیش

واں صف پیش از ضعیفی بصر ÷ تاب نار و روشنائی پیشتر

روشنی کو حیات اول ست ÷ رنج جان و فتنہ ایں احوست

احولہا اندک اندک کم شود ÷ چوں ز ہفصد بگذرد اویم شود

یعنی اس نور حق تک جو کہ عبارت غوث وقت سے ہے سات سو پردے ہیں اور در پس ہر پردہ کے صف بصف بے شمار اولیاء کرام کے مقام ہے پس آخری صف والا بسبب ضعف قوت روحانیہ کے اپنے اوپر والے کی روشنی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے اور جو روشنی کہ اس اگلی کی حیات ہے وہ رنج اور فتنہ جان اس آخر والے کی ہے کیونکہ یہ احوال ہے باعتبار اگلے کے کہ معارف توحید کامل کے اس پر منکشف نہیں ہوئی ہیں وہ دوئی کے درجے میں ہے جب کہ احوالی اور دینی اور حجابات کثرت روز بروز تھوڑی تھوڑی کمتی جاتی ہے تو عروج اور ترقی حاصل کرتا ہوا سات سو پردے طے کرے گا تب دوئی سے بالکل نکل کر درجہ امامت کو پہنچے گا اور وہ دریاے عرفان بحر محیط ہو جاوے گا اور کل عالم اس کا موجین ہوگا۔

آتش کا صلاح آہن یا زرست ÷ کی صلاح آبی و سب ترست
 سب آبی خامی دارد خفیف ÷ فی چو آہن تابشی خواہد لطیف
 لیک آہن را لطیف آں شعلہا ست ÷ کو جذب تابش آں آژدہا ست
 مولانا رحمہ اللہ قوت و ضعف صفوں کا بتاتے ہیں کہ جو آگ اصلاح بخش لوہا یا زر کا ہے وہ
 آبی چیز اور سب تر کا اصلاح نہیں کرے گا کیونکہ لوہا شعلہ تیز سے گرم ہوتا ہے اور سب
 آبی حرارت خفیفہ سے پختہ ہوتی ہے اسی طرح جو اولیا کہ استعداد قوی رکھتا ہے متحمل تیزی
 تجلی قوی کا ہوتا ہے اور جو کہ استعداد ضعیف رکھتا ہے وہ متحمل تیزی تجلی قوی کی نہیں ہوتا ہے۔
 ہست آن آہن فقیر سخت کش ÷ زیر تبک آتش ست و سرخ و خوش
 حائب آتش بود بے واسطہ ÷ در دل آتش رود بے رابطہ
 بے حجابے آب و فرزند ان آب ÷ پختگی ز آتش نیابد و خطاب
 واسطہ و یکے بود یا تابند ÷ پچھو پارا در روش پا تا پند
 یعنی وہ آہن فقیر سخت کش ہے کہ نیچے ہوڑے ریاضات شاقہ اور مجاہدہ نفس اور آتش عشق
 کے سرخ و خوش ہے یعنی آہن بے واسطہ آتش سے گرم ہوتا ہے اور آبی چیز بواسطہ دیگر
 یا تو ا کے پختہ ہوتی ہیں اسی طرح امام الحق نور خدا فیض الہی کو بے واسطہ قبول کرتا ہے اور
 دوسرے اولیا رحمہم اللہ تعالیٰ واسطہ کے ساتھ فیض پاتے ہیں۔

پس فقیر آنست کو خود را دہد ÷ آب حیوانے کہ ماند تا ابد
 پس دل عالم و بست زیر اکہ تن ÷ میرسد از واسطہ ایں دل بفسن
 دل نباشد تن چہ داند گفتگو ÷ دل نجوید تن چہ داند جستجو

پس نظر گاہ شعاع آں آہنت ÷ پس نظر گاہ خدا دل فی تنست
 بازا ین دلہائے جزوے چوں تن ست ÷ بادل صاحب دی کو معدن است
 بس مثال و شرح خواہد ایں کلام ÷ لیک ترسم تا تلغز و فہم عام
 تا نگر دو نیکوئی مابدی ÷ اینکہ گفتیم ہم بند جز بیخودی
 پس فقیر فی الحقیقت وہی ہے جو اپنے کو فانی کر دے اور ذات حق کے ساتھ بقا حاصل
 کرے اور خلیفہ خدا اور نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا بنے ایسی شخص مثل آب
 حیات کے ہے کہ اس کو الیٰ ابد الابد ہمیشہ بقا ہے اور کبھی فانی ہونے کا نہیں اور آیہ
 فلنحیئہ حیوۃ طیبۃ یعنی حیات دینگے ان کو حیات پاک الالیش ممات سے ان
 حضرات کا وصف حال ہے عالم بہ نسبت ان کے مثل قالب اور تن کے ہے اور یہی دل
 و جاں عالم کا ہے جو دل نہ ہو تو تن کیا گفتگو کرنے جانے جو دل جستجو نہ کرے تو تن کیا جستجو
 کرے پس نظر گاہ شعاع جیسی آہن ہے اسی طرح نظر گاہ تجلی الہیہ کا یہ دل عالم غوث
 زمان ہے نہ تن عالم کہ مثل تن کے ہے اور دل اور اہل عالم کا بہ نسبت تن صاحب دل غوث
 زمان کے مثل تن کے ہے اور ان کا تن مثل جان کے ہے پس یہ کلام بسط و تفصیل سے
 شرح چاہتا ہے مگر ہم ڈرتے ہیں کہ عوام کا فہم کی پاپسل نہ جاوے مبادا ہماری نیکی
 بدی سے بدل نہو جاوے اور یہ جو کہا گیا گویا بیخودی کے حالت میں تھا۔

پرتو چہارم بیچ بیان اقسام علم اور شناخت علمائے کے مخفی نہ رہے کہ علم
 بڑے جو ہر نفس ہے علم دنیا و آخرت میں عالم کا یا رائیس ہے مقام افسوس صد افسوس ہے کہ
 آفتاب عربیت اور ماہ فارسیت تو غروب ہو چکا کچھ اردویت جو باقی ہے سو آفتاب لب بام

ہے چند روز میں یہ قصہ بھی تمام ہے علماء حقانی فضلا سے ربانی جو تھے سو تو گزر گئے بایں ہمہ ہر ناقص اپنے واسطے میں کامل ہے لکن نہ پڑھے نام محمد فاضل ہے۔

مثنوی

عجب طرفہ حالت اندر دہر ÷ جہل را مستی شد علم دہنر
ہنر کا سد و جہل را شد رواج ÷ سر سحر را شد سلیمانے تاج
بجان میتر ندایتک اندر زماں ÷ جہل را فرد شد اندر دکان
شراب سفیمان گلاب و شکر ÷ بنوشند دانا یاں خون جگر
ز پالان زخمی شد اسپاں نگر ÷ خراں را بگردن شد طوق زر

بعضے قدرے اردو یا فارسی پڑھکر حدیث و تفسیر سے بے خبر دین و عقبی سے دور خدا و رسول سے مہجور اپنے کو بایزید وقت و جنید زمان دکھلاتے ہیں اعوام کا لانعام کی سامنے خلیفہ خدا اور نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا کہلاتے ہیں اللہ اکبر ایسے لوگوں کو جو کہ انسان صورت شیطان سیرت ہیں نائب رسول اور وارث انبیا کہنا خواہ نحوہ طوق گناہ کا اپنے گردن پر باندھنا ہے بلکہ اللہ و رسول پر افترا کرنا ہے معاذ اللہ من ذلک فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کہ ہمارے امت پر ایسا ایک زمانہ آتا ہے کہ ان کے علما کا دل مانند دل بھیڑیا کے ہے اور ان کے کلام مثل کلام نبیوں کے ہے اور ان کے افعال مانند افعال فرعون کے ہے اور ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بری ہیں ان کو رچھٹان باطن احوال دیدان نے سارے عالم کو گمراہی کی کنویں میں گرانے چاہتے ہیں خود حجاب جہل مرکب میں مجھوب رکھ کر اوروں کا سراہ ہدایت ہوتے ہیں اور تمام عالم عالمیاں کو باران

فیض رحمت سے محروم رکھتے ہیں خدا و رسول سے بے ڈر قرآن و حدیث سے بے خبر چھوٹے منہ سے جیسا تیسرا بڑی بڑی بات نکالتے ہیں کیا تو مغرور ہے شناخت اور علامت ان علما کا یہ ہے کہ چند روزہ دنیا کے لئے اپنے دین کو بالکل برباد دیتے ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں اور حلال و حرام کے درمیان امتیاز نہیں رکھتے ہیں اور تھوڑے ناچیز گو گو بردنیا کے لئے ہر کس و ناکس کے سامنے جا کر منت سماجت سے چود مہری صاحب منشی صاحب بول کر مانند کتا مکھی کے ہات جوڑتے ہیں کہ الدنیا جیفۃ طالبھا کلاب یعنی دنیا ایک مردار ہے اور دنیا دار اس کی کتے ہیں اور بسبب غالب ہونے لالچ کے ان سگان دنیا سے بول بالا نہیں کر سکتے ہیں یعنی دنیا کا گو گو برفوت ہو جانے کا خوف سے حق بات بول نہیں سکتے ہیں اگر کچھ نیک بات غیر کو بطور نصیحت بولے بھی خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں فرمایا اللہ پاک نے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم یعنی غیروں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنے جانوں کو بھولتے ہو۔

بیت

وعظ کر کے خود نہیں کرتے عمل ÷ آنکہ باندھی بچھو شیطان دغل
لوگوں کو اپنے مکر و فریب کے دام میں پہنانے کے لئے اپنے کو مفتی پرہیزگار صوفی صاحب دکھلاتے ہیں ایسے عالم خدا اور رسول کا دشمن ہے جڑ سے اوکھاڑنے والا بنیاد و اسلام کا ہے برباد کرنے والا دین و ایمان کا ہے حقیقت میں شیطان در صورت انسان ہے نائب رسول تو نہیں نائب شیطان ملعون ہے فی الواقع خلیفہ نمرود اور نائب فرعون ہے۔

نقل ہے کہ ایک مرتبہ کسی بزرگ روشن دل نے شیطان علیہ اللعنة کو بیکار بیٹھتا ہوا دیکھ کر پوچھا کہ اے ملعون تجھ کو بندگان خدا کو اپنی دام مکر و فریب میں پہنسانا ہے بیکار اور معطل کیوں بیٹھ رہا شیطان ملعون نے جواب دی کہ حضور اس پیر ضعیف کا بہت سارے خلیفے ہیں جب سے وہ عالم دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں ہم اپنے کاروبار سے فراغت رکھتے ہیں وہ بزرگ نے استفسار فرمایا کہ وہ خلیفے تیرے کون سے لوگ ہیں بولا کہ وہ علمائے دنیا اور فضلاء آخر الزمان ہیں کہ دنیاۓ دنیہ کی طمع پر اپنے آخرت کو ڈوباتے ہیں اور خدا و رسول سے بالکل بے ڈر رہتے ہیں معاذ اللہ ایسے عالموں کا وعظ بے اثر سننا اور نصیحت بے ثمرہ گوش گزار کرنا جو ان کی بات طرفداری اور نفسانیت سے خالی نہیں ہے بالکل جائز نہیں ہے اور اس پر عمل کرنا موجب گمراہی اور سبب نارضا مندی خدا و رسول کا ہے اللہ تعالیٰ مسلمان بہائیوں کو ایسی بلا سے محفوظ رکھتے آمین۔

مثنوی

آب و نال کی واسطے کیوں در بدر ÷ اپنے ابرو کو تو دی برباد کر
چھوڑ دے تو صحبت اہل دول ÷ گوشہ لیتا ہوں نہیں تجھ کو خلل
گر تم مجھے دے گنج قارون ای فتا ÷ در پہ دنیا دار کے ہر گز نہ جا
جان اگر فاقہ سے نکلے از نفس ÷ جوڑ مت ہاتھ اپنا مانند گس
کہا تو جلا ب تلخ ہوگا شفا ÷ واسطے دنیا کے خواری مت اٹھا
بیٹھ جا کنج قناعت میں سدا ÷ یہ نہ ہو کر تو ژفر مان خدا

تخت کیا و س کو جالات مار ÷ کار اپنا دیدے عزت کو نہ بار
بات آوے گر ترا گنج و نفود ÷ ہمت عالی نہیں گر کیا ہے سود
مال دنیا کی محبت سے گذر ÷ کہا نہیں زر کے لئے خون جگر
بہر زر عزت جو دی برباد کر ÷ جان ان کتوں کو مثل گاؤں خر
زہد و تقویٰ یہ نہیں کہ پیش خلق ÷ صوفی کہلا پہنیں لے بس کہنہ دل
شانہ و مسواک تسبیح ریا ÷ جبہ و دستار و قلب بے صفا
چند یہودوں کو جو دیکھے جمع ÷ اپنے تئیں دکھلانا شیخ بے طمع
دام پٹھلا کر کے مثل راہزن ÷ اپنے تئیں دکھلانا بس شیخ زمن
ہے فریب و مکر یہ اے نابکار ÷ دمبدم شیطان ترا ہے یار غار
خود تو انصاف کراے اہل و غل ÷ دل بھرا ہے مکر و قرآں در بغل
ہے ترا ہمارا شیطان دمبدم ÷ راہ حق میں کب تو ہے ثابت قدم
ریش و دستار و ذقن مانع ترا ÷ حب دنیا رشتہ ہے زنا رکا
کرتے ہو طاعت ریا کے واسطے ÷ کب کیا سجدہ خدا کے واسطے
تا کہ جانے خلق تجھ کو با خدا ÷ متقی پر ہیزگار و پارسا
ہات لبتی ہے ترا بہر غنا ÷ مزد لیتے کر عبادات خدا
ایک دل ہے اس میں ہے سو آرزو ÷ چاک دل کو اس سے ہر سو جارو
بغض و مکر و عجب سے آراستہ ÷ ہونفاق و مکر سے پیراستہ
ہر طرف کرتا تکبر سے نظر ÷ اپنے تئیں کہتا کہ ہیں ہم باخبر

بت پرستی کرتے ہو بھی ہنگری ÷ دل ترار شک بتان آذری
پہولتا کیوں ہے تو براصل و نسب ÷ رہ تکبر سے کنار اے بے ادب
منہ پھر ایا تم خدا سے بے خبر ÷ اپنے تئیں کرتے ہو گم ہو کر نڈر

تزکیۃ القلوب میں ہے کہ مخفی نہ رہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو سارے مخلوقات سے بہتر اور معزز پیدا کیا اور اپنا خلیفہ اسی قوم انسانی سے بنایا اور بخطاب و لقد کرمنا بنی ادم کے سرفراز فرمایا اور یہ اعزاز و تکریم کی دو سبب ہیں پہلا یہ کہ وجود باوجود حضرت خیر البشر فخر اول و آخر خاتم النبیین رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اسی انسانی خلقت میں پیدا ہوا اور آپ کے ذات بابرکات کی فیض نامتناہی سے انسان مشرف اور معزز دنیا و آخرت کا ہو گیا آدم ابوالبشر تھے ہمارے حضرت خاتم النبیین والمرسلین علیہ صلوٰۃ رب العالمین ابو الارواح ہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو علم و حکمت عنایت فرمائی ہے اس وجہ سے ساری خلقت سے انسان کا رتبہ دو بالا ہو گیا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا یعنی نام ہر چیز کا بتایا اس وجہ سے فرشتگان عرش و فرش اپنے اپنے قصور سے شرمندہ ہو کر ان کو سجدہ کیا حضرت علیہ السلام کو علم لدنی عنایت ہوئی حضرت موسیٰ آپ کے شاگرد ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تاویلات خواب بخشا سلطنت ملی قید سے چھوٹی حضرت داؤد علیہ السلام کو علم صنعت ملا مالدا رہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر بخشا جن وانس وحوش و طیور آپ کے فرما بردار ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم تورات و انجیل عنایت فرمایا نبی مرسل

۱ اور البتہ تحقیق بزرگی دی ہم نے فرزند آدم کو ۱۲

ہوئے گہوارے میں اپنے ماں کی صفائی کی گواہی دی ہمارے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم لدنی دین و دنیا کا عنایت کیا سب انبیائے مرسل اور سارے مخلوقات سے مشرف اور مکرم ہوئے اللہ رب العالمین نے انسان کو علم و حکمت عنایت کیا اور دیگر حیوانات پر ایک خاص شرافت بخشا جو انسان کہ دولت علوم و حکمت سے بے بہرہ اور بے نصیب ہے وہ حیوان مطلق بلکہ اس سے بھی بدتر ہے ظاہر ہے کہ علم بذاتہ شریف ہے اور صاحب علم کو شریف بناتا ہے جیسا کہ پانی جاری خود پاک اور غیر کو پاک کرنے والا ہے علم غذائے روحانی ہے اور لذت ایمانی بیشک جاہل کے نسبت سے عالم کو ہمیشہ حاصل ہے بعض طبیعت نااہل سے علم میں فساد پیدا ہوتا ہے اور علم ضائع ہو جاتا ہے سو قصور علم کا نہیں ہے اور نہ علم کو خراب کہا جاسکتا ہے قصور اسی نااہل کا ہے جیسا سور کو سونے کی جزاؤ ہار پہنا تا ہے لقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام واضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذهب علمائے ربانی اور فضلاء حقانی وارث الانبیا ہیں علم و حکمت ترکہ انبیاء ہے مال و متاع پیغمبروں کا ترکہ نہیں ہے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان العلماء ورثة الانبیاء لم یروا دینارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذہ بحظ وافر ومن سلک طریقا یطلب بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنة یعنی علمائے شک ورثۃ الانبیا ہیں اور ترکہ ان کا دینار و درہم نہیں ہے بلکہ ترکہ ان کا علم ہے پس جس نے علم کو پایادہ بڑا حصہ پایا اور بہرہ مند ہوا اور جو

۱ رکبتہ والاعلم کا نزدیک غیر اہل علم کے مانند پہناتے والے خزیروں کے ہے جو ہر دن اور موتیاں اور سونے ۱۲

۲ تحقیق علماء وارثوں نبیوں کا ہیں نہیں وارث ہوتے ہیں دینار کا نہ درہم کا سوا کسی نہیں وارث ہوتے ہیں علم کا پس جس نے لیا اس کو لیا حصہ بے اندازہ اور جو چلے کسی طریقے کہ طلب کرتا ہو اس سے علم ہل کرے اس کے لئے راستہ طرف بہشت کے ۱۲

کوئی شخص کسی صورت سے علم کو طلب کرتا ہو اللہ پاک اسکے لئے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جانتا چاہئے کہ علم دو قسم پر ہے علم درست اور علم وراثت ظاہر شریعت کی علم کو علم درست بولتے ہیں اور باطن شریعت کی علم کو علم وراثت و علم لدنی کہتے ہیں دینداری اور شرع کی مطابق چلنے کی واسطے جس قدر علم کی ضرورت ہے اسی قدر علم کا سکھنا فرض ہے اور جو علم مخالف دینداری کی ہے اس کا حاصل کرنا حرام ہے اور علم توحید اور علم سر و علوم شرعی اور علوم قلب و معرفۃ الخواطر و علم مکاشف کا سکھنا علمائے باطن فرض کہتے ہیں تفسیر کبیر میں ہے کہ صاحب عوارف المعارف حضرت شہاب الدین سہروردی مرشد ارشد حضرت سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ نے عالم کو تین قسم پر منقسم کیا ہے پہلے عالم باللہ غیر عالم بامر اللہ یعنی یہ عالم خدا کی معرفت سے خبردار ہوئے خدا کی محبت کی دریا میں ڈوب گئے دونوں جہاں سے الگ ہو گئے شرعی احکام سے بھی بے خبر ہو گئے دوسرا عالم بامر اللہ غیر عالم باللہ یہ عالم ظاہر شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور دنیا میں پڑھتے ہیں خدا سے ان کو کچھ خبر نہیں ہے تیسرا عالم باللہ و بامر اللہ یعنی دونوں سے واقف یہ ان دونوں عالموں سے ہر طرح سے بہتر ہیں ان علماء کے جدا جدا نشانیاں ہیں دوسرے عالم کی نشان اور علامت یہ ہے کہ وہ ذکر زبانی کرتے ہیں دل سے نہیں آدمیوں کی خوف سے کرتے ہیں خدا سے خوف نہیں خلاق سے شرماتے ہیں خالق سے نہیں عالم جو عارف باللہ ہیں ان کی علامت بالعکس ہے تیسرے عالم ان دونوں کے بیچ میں حد مشترک ہیں اور ان دونوں کے یہ معلم ہیں ان دونوں عالموں کی یہ محتاج نہیں وہ ان کے دینی اور دنیوی امور میں محتاج ہیں مدار دین پاک محمدی صلی اللہ علیہ والہ وسلم فقہ و عقاید و تصوف پر ہے جیسا سکھنا علم فقہ و عقاید کا

اور اس پر عمل کرنا جملہ مسلمین پر فرض عین ہے اسی طرح سکھنا علم تصوف کا اور اس کو حاصل کرنا فرض عین ہے چنانچہ حدیث جبریل علیہ السلام جو کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں اس تینوں چیزیں بخوبی بیان ہوئیں ہیں یہ تینوں علم ایک دوسرے کی لازم ہیں کہ کوئی ان میں سے بغیر دوسرے کے تمام نہیں ہوتا کیونکہ تصوف بغیر فقہ کے درست نہیں کئے کہ احکام الہی بغیر فقہ کے معلوم نہیں ہوتی اور فقہ بغیر تصوف کے تمام نہیں ہوتی اسلئے کہ عمل بغیر حضور اور توجہ الی اللہ کے تمام نہیں ہوتا اور یہ دونوں بدون ایمان کے ہر گز صحیح نہیں مانند روح و بدن کے کہ کوئی ان میں سے بدون دوسرے کے وجود نہیں پکڑتا ہے اسلئے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن جمع بینہما فقد تحقیق۔ یعنی جس نے تصوف سیکھا اور فقہ نہ جانی وہ زندیق ہے اور جس نے فقہ سیکھی اور تصوف نہ سیکھی وہ فاسق ہے اور جس نے دونوں کو سیکھا وہ محقق ہے بعضی علماء صورت جہلا سیرت اپنی لاعلمیت کی وجہ سے جو کہ تصوف کو انکار کرتے ہیں حقیقت میں نؤمن ببعض و نکفر ببعض کی مصداق بنتے ہیں۔

مثنوی

لگا دل سن بیان کرتا ہوں تجھے ÷ ہویدا اور عیاں ہو راز جس سے
علم ہے دو قسم پر اے برادر ÷ ہے باطن ایک دیگر علم ظاہر
رفیق جاں بنا تو علم باطن ÷ بنی تو راہ حق میں جس سے موقن

نہ ظاہر علم سے ہو دست بردار ÷ کہ وہ بھی ہے تیرے اس راہ میں یار
یہ دونوں علم آپس میں ہیں تو ام ÷ یہ دونوں مثل جان و تن ہیں باہم
ہے دونوں سے مرکب دین احمد ÷ ہے دونوں کے فوائد خارج از حد
یہ دونوں علم گر تجھ کو نہیں ہے ÷ تو دو عالم میں خاسر بالیقین ہے
جسے ظاہر ہے اور باطن نہیں ہے ÷ اسی حاصل کہاں حق الیقین ہے
جسے باطن ہو اور ظاہر نہیں ہے ÷ تو اسکے دین باز یور نہیں ہے
غرض باطن مغز ظاہر ہے چوں پوست ÷ ہے علم ظاہری باطن کا بس دوست
ہو علم باطنی سے تیرا دل پاک ÷ ہو علم ظاہری سے تیرا دل چاک
ہے علم باطنی نور خدائی ÷ ہے علم ظاہری موجب بڑائی
ہو علم باطنی سے ناز ایمان ÷ ہو علم ظاہری سے فخر انسان
ہو وجد و حال علم باطنی سے ÷ ہو قیل و قال علم ظاہری سے
ہے بس نور خدا کا باطنی علم ÷ ہے موجب کبر و نخوت ظاہری علم
غذائے روح تیرا باطنی علم ÷ غذائے نفس تیرا ظاہری علم
بقائے روح کا ہے باطنی علم ÷ بقائے نفس کا ہے ظاہری علم
ہے علم باطنی موصل خدا سے ÷ خدا سے مل گذر کر ماسوا سے
اوڑے باطن سے تو افلاک اوپر ÷ گرے ظاہر سے تو بس خاک اوپر
یقین باطن سے بس مقبول حق ہے ÷ تو گر ظاہر سے مرغوب خلق ہے

پرتو پنجم بیچ بیان اس بات کے کہ آدمی کو نسا مقام میں پہنچ کر خلیفہ رسول
اللہ ﷺ اور وارث انبیا علیہم السلام کا ہوتے ہیں اب مسلمان بہائیو کان دلا
دھر کر سنئے کہ علمائے ربانی کون لوگ ہیں اور فضلاء حقانی اور وارث الانبیاء اور خلیفہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کون حضرات با برکات ہیں حضرت قطب الاقطاب فرد
الاحباب غوث اللہ الاعظم شیوخ العالم پیر پران میر میران شاہ جیلان محی الدین ابو محمد
عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب مستطاب فتوح الغیب شریف کی مقالہ
رابعہ میں فرماتے ہیں اور یہ حقیر اس کو بعینہ نقل کر کے ادنی وضاحت کے ساتھ ترجمہ کر دیتا
ہے قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه اذا امت عن الخلق. فرمایا رضی اللہ تعالیٰ
عنہ وارضاه نے کہ اے سالک راہ خدا جب تو لوگوں سے مرچکا یعنی ان کے منع و عطا و مدح
و ذم و نیک و بد اور سائر احوال سے الگ اور فانی ہو چکا اور ان سب کا عدم و وجود تیرے
نزدیک برابر ہو چکا اس وقت قیل لک کہا جائے گا تجھ کو حضرت حق جل و علا میں
یاد عا کیا جائے گا تجھ کو ملکوت اعلیٰ میں یا اعلام و آگاہ کیا جائے گا تجھ کو خواب یا معاملہ یا الہام
یا اشارات میں یا بشارت دی جائے گی تجھ کو اللہ کا فضل و رحمت کے ساتھ اور ساتھ ترقی
کرنے مقامات عالیہ اور درجات رفیعہ میں رحمک اللہ رحمت کرے تجھ کو اللہ
تعالیٰ و ماتک عن الهویٰ اور مارڈالے گا تجھ کو خدا سے عز و جل ہوائے نفسانی اور
میل شہوانی اور تمام لذات جہانی سے یہاں تک کہ ہوا بالکل تابع ہو جائے گا اور اصلا اسکے
خلاف پر نہیں چل سکو گے و اذا امت عن ہوک قیل لک رحمک اللہ واما
تک عن ارادتک و مناک. اور جب مرچکا تو اپنے ہوائے نفسانیہ سے کھا جائے گا
تجھ کو رحمت کرے تجھ کو اللہ اور مارڈالے گا تجھ کو اپنے ارادہ اور خواہش اور آرزو سے یہاں

تک کہ کوئی خواست اور آرزو تھیکو باقی نہیں رہے گا یعنی ارادہ اور آرزو جو اپنے تدبیر و عقل سے اختیار کرتا تھا باقی نہیں رہے گا ورنہ یہ تدبیرات و اختیارات جو وظائف و عبادات و طاعات کی شارح تقدس و تعالیٰ اپنے بندگان کیلئے مقرر فرمایا ہے منافی طریقہ بندگی کے نہیں ہے کس لئے جو خواست اور ارادہ اللہ تعالیٰ کا خواست اور ارادہ کے موافق ہو وہ ارادہ اور خواست بندہ کا نہیں ہے بلکہ وہ خواست اور ارادہ خدا کی ہے۔

بیت

جو کہے تھیکو تکر پس وہ نہ کر ÷ جو کہے تھیکو نبول پس وہ نبول اور بعضے تنگ فہم جو حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کہ ارید ان لا ارید پر اعتراض کیا کہ ارادہ نہ کرنا یہ بھی ارادہ ہے یہ اعتراض بے محل و بیجا ہے کہ اس نے سلطان العارفین کے قول کا بھید نہ سمجھ کر اعتراض کیا ہے و اذامت عن الارادة و مناک قیل لک رحمک اللہ و احیاک اور جو تو مرچکا اپنے ارادہ اور آرزوں سے اور فانی ہو چکا کہا جائے گا تھیکو رحمت کرے تھیکو اللہ تعالیٰ اور زندہ اور باقی گردانے گا تھیکو اپنے ذات پاک کے ساتھ کیونکہ ہر فنا کو بقا لازم ہے فحینئذ تحى حیوة لاموۃ بعدھا پس اس وقت ایسی حیات اور زندگی تھیکو ملیگی کہ اسکے بعد پھر کبھی موت نہیں ہے۔

بیت

موت کہاں عشق سے جو زندہ ہوا ہے ÷ ذات خدا ساتھ وہ پائندہ ہوا ہے و تغنی غناء لا فقر بعدہ اور ایسی تو انگری تھیکو ملیگی کہ پھر درویشی اور محتاجی نہیں ہے

اور حقیقت فقر فقر الی اللہ اور غنا عن غیر اللہ ہے اور حقیقت غنا غنا باللہ عن غیر اللہ ہے پس فقر وہی غنا ہے اور غنا وہی فقر ہے و تعطی عطاء لا منع بعدہ اور ایسا عطا تھیکو ملیگا کہ پھر منع و امساک نہیں ہے و تراح براحة لا شقاء بعدھا اور ایسی خوشی تھیکو ملیگی کہ پھر غم اور سختی نہیں ہے و تنعم بنعیم لا بؤس بعدہ اور ایسی ناز و نعمت تھیکو دی جائے گی کہ پھر محنت اور سختی نہیں ہے و تعلم علما لا جہل بعدہ اور ایسا علم تھیکو حاصل ہوگا کہ پھر جہل اور نادانی نہیں ہے و تؤمن امننا لا تخاف بعدہ اور ایسا بے ڈر بنایا جاوے گا کہ پھر نہیں ڈرو گے و تسعد فلا تشقى اور ایسا نیک بخت بنایا جاوے گا کہ پھر بد بخت نہیں ہو گے و تقرب فلا تبعد اور ایسی نزدیکی دی جاوے گا کہ پھر جدائی اور دوری اور مجھوری نہیں ہے و ترفع فلا توضع اور مراتب علیہ اور منازل رفیعہ میں ایسا اٹھایا جاوے گا کہ پھر پست نہیں کیا جاوے گا اور اتارا نہیں جاوے گا و تعظم فلا تحقر اور ایسا بزرگ بنایا جاوے گا کہ پھر خوار اور حقیر نہیں بنایا جاوے گا۔ و تطهر فلا تدنس اور تمام آلودگیہائے نفسانیہ اور عیوب و بات بشریہ سے ایسا پاک اور صاف کیا جاوے گا کہ پھر میل آلودہ نہیں کیا جاوے گا حاصل کلام اور خلاصہ مرام یہ ہے کہ جب ظلمات و تاریکی بشریت کی چھوٹ گئی اور انوار صفات ربوبیت کی آن پہونچی اور صفات ربوبیت باقی اور پائندہ ہوتی ہے اور کبھی فانی اور زائل ہونے والی نہیں ہے اسلئے اتفاق عرفا اس بات پر ٹہرا ہے کہ الفانی لا یرید الی اوصافہ یعنی بشریت چھوٹا ہوا شخص پھر اپنی بشریت کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے و ما رجع من رجع الا عن الطريق یعنی اگر کوئی رجوع کیا ہے تو اٹھانے راہ فنا سے رجوع کیا ہے کیونکہ بالکل فانی ہو جانے کے بعد رجوع کرنا ممکن نہیں ہے۔

قطعہ

مست جام عشق ہوں میں پارسائی کیوں کروں ÷ خلعت شاہی کو پہنے پھر گدای کیوں کروں
جو مٹا کر اپنے تئیں مقبول واصل ہو گیا ÷ دلبر جاناں سے اب پھر جدائی کیوں کروں
پس تمامی سلوک سا لک کہ عبارت سیر الی اللہ سے ہے فنائے بشریت سے پورا ہوتی
ہے اور جو سا لک اس مقام تک پہنچتا ہے تو حلیہ کمال سے آراستہ و پیراستہ ہو جاتا ہے
اسکے ہمیشہ بقا ہے اور ابتدا سیر فی اللہ کا یہاں سے ہے اور اس مقام میں سا لک
تجلیات صفات حق سے تربیت پا کر مرتبہ تکمیل کو پہنچتا ہے بعد اسکے سیر من اللہ ہے
کہ ناقصوں کی تکمیل کے لئے اس مقام سے نیچے اترتا ہے۔

بیت

گر نیشاندے ضیاء آفتاب پر ضیا ÷ کئے ہویدا گشتی کس را راہ درین ظلمت را
پھر اسکے بعد دوسرے سیر الی اللہ اور انقطاع کلی خلق سے ہے کہ اختبرت الرفیق
الاعلیٰ اس کی طرف اشارہ ہے اس سیر کے بعد سلسلہ ارشاد و تکمیل کے بظاہر منقطع ہو
جاتی ہے ہاں امداد اور اعانت بوجود حیات معنوی باقی رہ جاتا ہے ع فظن الناس میتا
وہو حی فیتحقق فیک الامانی پس اے سا لک راہ جب تو بالکل اپنے اپنی
بشریت سے فانی اور باقی بحق ہو چکا اب ثابت اور درست ہو جائے گا تجھ میں آرزوں
خلائق کا یعنی لوگ جو کچھ لوگ آرزو کریں گے اور درخواست کریں گے تجھے سو خداے کریم
برآمد کریگا۔

فائدہ اس کلام پاک میں پوری دلالت ہے اوپر جائزہ ہونے استعانت اولیائے کرام رحمہم
اللہ سے بیچ مہمات دینی و دنیوی کے و تصدق فیک الاقاویل اور جو کچھ ثناء و حمد تمہارے
شان میں لوگ کہا کریں گے سب راست اور درست آوے گا اور سچ لایا جاوے گا اور تم اسکے
سزاوار ٹھہرو گے فتکون کسربینا احمر پس اس وقت تو لال گندہک یعنی کیمیا کی بوٹی
ہو جاوے گے کہ ہستی خلایق کا تانبا تمہارے لطف و عنایت کی نظر سے کیمیا بنے گا یعنی مرتبہ
کمال سے درجہ تکمیل کو پہنچو گے اور دوروں کو نزدیک گردانو گے اور مجہوروں کو واصل بنادو
گے اور نادانوں کو دانادان اور اندہوں کو بینا اور بیگانوں کو یگانہ اور آشنا اور بد بختوں کو نیک بخت
کر دو گے کہ حضرت سلطان جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات قدسیہ سے ہے کہ الشیخ
من یسعد الشقی یعنی کامل مکمل وہی ہے کہ بد بخت کو نیک بخت کر دے۔

بیت

جو لوگ خاک کو نظر سے کیمیا کریں ÷ اک بار ہم پہ بھی نظر کبھی بھلا کریں
فلا تکاد تری بس نزدیک نہیں ہے کہ تو دکھا جاوے اور دریافت کیا جاوے بسبب
غایت بلندی مراتب و علو شان کے شناخت اور پہچان تیرا محال اور ناممکن ہو جاوے گا فی
الحقیقت جو بھید اور راز اولیائے کرام کو جناب عزت حق کے ساتھ ہے کسی فرد بشر کو اس پر
اطلاع نہیں ہے ہاں نصیبہ خلایق کا سوائے مشاہدہ بعض صفات ظاہرہ مانند انوار
استقامت اور اثاثہ کرامت کے اور کچھ نہیں ہوتی ہے اور حدیث قدسی ان اولیائی
تحت قبای عظمتی لا یعرفہم غیر ی عام کلمہ ہے یارب مگر کہ خداے پاک کسی کو
اطلاع اور آگاہی بخشے اور حقیقت معرفت اولیائے کرام براندازہ معرفت خداے تعالیٰ

کے ہے کہ سبحان من لم يجعل الدليل على اوليائه الا من حيث الدليل عليه ولم يوصل اليهم الا من اراد ان يوصل اليه. عزيزا فلا تماثل اور گرامی اور ار جند اور معزز خلایق ہو جائے گا کہ مثل و مانند تیرے کوئی نہیں ٹہرے گا۔ و فریدا فلا تشارك اور تہنا اور یگانہ زمانہ ہو جائے گا کہ تیرے حال و مقام کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ملیگا و وحید افلا تجانس اور یکتا ہو جائے گا کہ تیرے کوئی ہم جنس نہیں ٹہرے گا ہمارے حضرت سلطان سلاطین اولیائے عظام خلیفہ انبیائے علیہم السلام قطب الاقطاب فرد الاحباب نورالاعلام غوث اللہ الاعظم مجہذاری رضی اللہ الباری اکثر اوقات ہم سگان بارگاہ عالیہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ ہم کو کس آنکھ سے دیکھتے ہو گویا اس کلام پاک سے اشارہ فرماتے تھے کہ ہم تمہارے عقل کے دائرے سے باہر ہیں ہم کو کسی پر قیاس نہ کیا کرو اور نہ کسی کو ہم پر فی الحقیقت یہ مقالہ بیان حال سلوک ہمارے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے فرد الفرد و تر الوتر غیب سر السرایسی مقام میں ہو جائے گا تو یگانہ یگانہ تہنا تہنا طاق طاق ناپدید نہاں نہاں یعنی بسبب غایت یگانگی اور تنہائی اور ناپیدیدی اور تنہائی کے کسی فرد اولیائے وقت کو تیرے مانند اور ہم شریک ہونے کا امکان نہیں رہے گا اور تیرے قدم سب سے آگے اور پیشتر ہوگی اور کوئی تیرے حقیقت حال اور بھید سے جو کہ حضرت عزوجل کے ساتھ ہے خبردار اور آگاہ نہیں ہوگا فحسبذکون وارث کل رسول و نبی و صدیق پس اس مقام میں اور اس حالت میں تو میراث خوار اور وارث تمام پیغمروں اور صدیقیوں کا ہو جائے گا اور جو کچھ پیغمروں اور صدیقیوں سے مرتبہ علم و دین و منصب ارشاد و ہدایت باقی رہا ہے تجھ کو پہونچے گی کیونکہ ولایت سایہ

اور ظل نبوت کی ہے اور صدیقیت کی مرتبہ مرتبہ نبوت کے نیچے ہے کہ ان دونوں مقاموں کے درمیان دوسرے کوئی مقام فاصلہ نہیں ہے اور اس کلام میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب سالک اس مقام کو پہونچتا ہے تو کل طریقوں کی جامع ہو جاتا ہے اور اس کو اختیار ہو جاتا ہے کہ جس طریقے میں طرق تقرب میں سے جسکو چاہے اور مناسب سمجھے ہدایت و ارشاد کر سکتا ہے بلکہ یہ بھی اختیار ہے کہ چند طریقوں کو بہم ملا کر ایک طریقہ مرکب بناوے یا خود ایک نئی طریقہ حسب مصلحت دید اپنے اجتہاد سے ایجاد کر کے بیمار ان قلب و روح کو اسکے مطابق چلاوے مانند طبیب حاذق کے کہ بیمار کے مرض کی لحاظ پر دوائے عملی کرتے ہیں بک تختم الولاية تجہ ہی سے ختم کجاوے گی مرتبہ ولایت کہ تیرے کمال سب کے کمال کے اوپر ہوگا والیک تصدر الابدال اور تیرے ہی طرف رجوع کریں گے ابدال۔ ابدال نام ایک جماعت اولیاء اللہ کا ہے اور مقام ابدالیت مقام ولایت سے فوق اور اوپر ہے اور ابدال کو واجب ہے کہ قطب کے پاس آوے اور ان کے ملازمت میں رہے اور ان کے فرمانے کے اتفاق ان کے اوامر و نواہی اور احکام مخلوقات میں جاری کرے اسلئے ان کو قطب ابدال کہتے ہیں اور قطب ارشاد دوسرے ہیں کہ تعلیم علم الہی ان کے ذات بابرکات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور کبھی ایک ذات قطب ابدال اور قطب ارشاد دونوں ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے حضرت غوث اللہ الاعظم ہادی عالم مجہذاری رضی اللہ الباری قطبیت ابدال اور قطبیت ارشاد دونوں مرتبہ کی جامع تھے و بک تنکشف الکروب اور تیری ہمت سے کشادہ اور دور ہو جاتی ہے اندوہائے سخت و بک تسقى الغیوٹ اور تیرے ہی برکت سے لوگ سیراب ہوتے ہیں اور

برستی ہے زمین پر وبک تنبت الزروع اور تیرے ہی طفیل سے اگتی ہے کھیتیاں
وبک تدفع البلیا والمحن عن الخاص والعام اور تیرے ہی امداد اور اعانت
سے دور کیجاتی ہے بلائیں اور سختیں تمام خاص و عام لوگوں سے و اهل الشغور اور سرحد
والوں سے جو کہ درمیان اہل اسلام اور دار الحرب کے واقع ہے اور مسلمان اس جگہ جنگ
کفار پر مستعد ہوتے ہیں اور نہیں چھوڑتے کہ کفار دارالاسلام کو درآسکیں و الراعی اور
دور کیجاتی ہے بلائیں مواشی کے چرانے والے یا دالیان قوم سے و الرعیایا اور رعیتوں
سے اور رعیت کی لفظ اصل میں ماشیہ یعنی زمین پر چرنے والا کے معنی میں آیا ہے اور عرف
میں عامہ لوگوں کو بھی رعیت بولتے ہیں اور اس جگہ دونوں معنی مراد ہو سکتا ہے و الائمة
والامة اور اماموں اور قوم سے اور امت اصل میں ہر جنس حیوان کی جماعت کو بولتے ہیں
اور شرع میں جس جماعت پر پیغمبر آیا ہو اس کو امت کہتے ہیں۔ و سائر البرایا اور تمام
مخلوقات سے فتکون شحنة البلاد والعباد پس ہو جائے گا تو کتوال شہروں کا اور
نگہباں بندوں کا فینطلق الارجل بالسعی والترحال پس دوڑینگے تیرے طرف
پاں لوگوں کا شتابی اور کوچ کرتے کے ساتھ تا تجہ سے فیضیاب ہوں اور اپنے اپنے
مقاصد کو پہونچیں۔

قطرہ

خلقت ہیں جتنے جگ میں اے سلطان دو جہاں ÷ موقوف سب کا حاجتیں تیرے کرم پہ ہے
عشق خدا میں مست ہیں جتنے جہاں میں آج ÷ وابستہ سب کا مستی ساقی تیرے خم پہ ہے
قطب خدا تہی ہو اور غوث خدا تہی سب کا بھروسا تیرے ہی فضل و کرم پہ ہے

والاییدی بالبذل والعطا اور دراز ہوگی تیرے طرف ہاتھ لوگوں کا ساتھ لین دین
کے اور خدمت کرنے اور چاکری کرنے کے باذن خالق الاشیاء فی سائر
الاحوال خداے خالق اشیاء کی حکم سے ہر حالت میں ہمارے حضرت غوث پاک رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں رشک اور غبطہ کسی بات کی نہ تھی مگر خدمت گذاری کی کہ
ع بے خدمت مرداں نشود مرد خدا کس۔ اور خدمت فقط پاؤں دا بنے کا نام نہیں ہے بلکہ
دربار عالی کے ساتھ جتنے باتوں کا تعلق ہے سب خدمت ہے اور خدمت دو قسم پر ہیں
صوری اور معنوی دربار کے متعلق کاموں کو انجام دینے کو خدمت صوری کہتے ہیں اور دل
وجان سے فدا اور نثار ہو جانے کو خدمت معنوی بولتے ہیں اور خدمت کی حقیقت فنا ہے
ذات محبوب میں قلبا قالبا قولاً فعلاً۔

غزل

ہم در فراق و در دو تو بر تو تو کللم ÷ دیگر درے ندارم اے در تو منزلم
معلوم نیست مقبلیم یا مدبرم ہی ÷ دانم کہ رحمت تو گردیدست کا فلم
جزور پناہ دامت چوں نیست جائے من ÷ گراز تو بگریزم ہمانا بر تو مقبلیم
از جان و دل تن دادہ حکم تو ام مدام ÷ در دست تو زمام ہم در حکم تو قلم
بچوں من بدکار از بس امید ہاست ÷ در ملک رحمت ارکنی بپاگے علم
اندر سقر فرست و میزان را طلب مدار ÷ گر گفتن است مر تر بارے کہ عادم
من مقام امر تست مقبول غریب تو ÷ کن حکم ہر چہ خواہی حاکی تو بر حکم
والالسن بالذکر الطیب والحمد والثناء فی جمیع المحال اور جاری ہوگی

زبانیں لوگوں کا تیرے ذکر خیر اور ستائش دنیایش کے ساتھ ہر مجلسوں اور محفلوں میں ولا یختلف فیک انسان من اهل الایمان اور اختلاف نہیں کریں گے دو شخص مومنوں سے آپس میں تیرے بزرگی اور خوبی اور ولایت میں بلکہ بالاتفاق سب کوئی تیرے علو شان اور کمال مراتب کا قائل ہوں گے اور وقت فریاد کرنے اور مدد چاہنے کے تجھے اسی طرح کہا کریں گے یا خیر من سکن البراری والعمران و حال اے بہترین ان لوگوں کا کہ بیابانوں اور آبادیوں میں سکونت کئے ہوئے ہیں اور اسکے گردا گرد گھومے ہوئے ہیں ہمارے حضرت غوث پاک مجہد باری رضی اللہ عنہ الباری کے شان والا شان میں کوئی شخص نہ تھا کہ انکی بزرگی اور کمالیت کے قائل نہ ہو مگر شقی ازلی اور من اہل الایمان کے لفظ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو شخص غوث وقت سے منکر ہو اور بے اعتقاد اور بد عقیدہ ہو فی الحقیقت بے ایمان اور گمراہ ہے بلکہ وہ نہ مرہ یہود و نصاری میں داخل ہے ربنا اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کیونکہ باتفاق اکثر مفسرین مراد الذین انعمت علیہم سے گروہ انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین ہیں جیسا کہ اس ایہ شریفہ میں ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقاً اور مراد مغضوب علیہم سے یہود ہیں لقولہ تعالیٰ و بآؤا بغضب من اللہ ولقولہ تعالیٰ مَن لَعَنہ و غضب علیہ اور مراد ضالین سے نصاری ہیں لقولہ تعالیٰ قَدْ

۱۔ اے پروردگار ہمارے دکھا ہم کو راہ سیدہی راہ ان لوگوں کی کہ رحمت کی ہے تو نے او پر ان کے سوائے انکے کہ غصہ کیا ہے او پر ان کے اور نہ گمراہوں کی ۱۲ افاتحہ ۲۔ وہ لوگ کہ نعمت کی ہے اللہ نے او پر ان کے پیغمبروں سے اور صدیقیوں سے اور شہیدوں سے اور صالحوں سے اور اچھے ہیں یہ لوگ رفیق ۱۲ سورہ نساء ۳۔ اور پہرائی ساتھ غصے کے اللہ سے ۱۲ بقرہ ۴۔ وہ شخص کہ لعنت کی اس کو اللہ نے اور غصہ ہوا او پر اسکے ۱۳ مائدہ ۵۔ تحقیق گمراہ ہوئے آگے سے اور گمراہ کیا انہوں نے بہتوں کو ۱۲

ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا پس جو شخص غوث وقت ہیں وہ بلا شک و شبہ منعم علیہم کی زمر سے ہیں پس جو بد بخت منکر اور ان سے بد عقیدہ ہوگا بحکم ضرورت وہ یہود یا نصاری کی گروہ میں داخل ہوگا کسلئے منعم علیہم کے مقابلے میں فقط یہی دو گروہ مذکور ہوئے ہیں۔

قطعہ

حقاً یقین مہر تو شد حاصل ایماں ÷ ہر دل کہ ندارد مہرت آں بزیاست
ترساو یہودیت بحکم آیت قرآں ہر کس کہ بدل منکر آں غوث زمانست۔ فافہم ذلک
فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سب نعمتیں اور کرامتیں اور
بخششیں خدا کی ہے ایسے بندے کے بارے میں اور خدا تعالیٰ بڑے فضل والا ہے تمام ہوا
کلام پاک حضرت غوث پاک سلطان جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔

غزل

غوث اعظم جان عالم و لبر زیبا توئی ÷ معدن قرب خدا را گو ہر یکتا توئی
غیب غیب و سرسری نیست کس مانند تو ÷ در جہاں جستجو پس فرو بے ہمتا توئی
فرد فرد و بادشاہ تخت عزسی دلبرا ÷ ہاں خلافت را یقیناً فارس پیدا توئی
در جہاں ہستی موہوم انباز تو نیست ÷ بس گلستاں ولایت را گل رعنا توئی
در شب تاریک گمراہی توئی شمع ہدا ÷ روشنی افروز فیض اندر شب پیدا توئی
از نگاہ تست حل مشکلات دو جہاں ÷ اہل عالم را یقیناً حل مشکلا توئی
ذات والاے تو آمد رحمتہ للعالمین ÷ در مصیبت گاہ شفیع یکساں فردا توئی

۱۔ وہ فضل اللہ کے ہے دینا ہی اسکو جس کو چاہتا ہے اور اللہ صاحب فضل بڑی کا ہے ۱۲ سورہ جحد

ہر کسی تدبیر کا خود کندہ اندر جہاں ÷ بیدل مقبول را بس عروۃ الوثقی توئی

پرتوششم بیچ بیان اس بات کے کہ جھوٹا دعویٰ نیابت سے نائب شیطان کا بنتا ہے مخفی نہ رہے کہ اوپر کے توضیح و تصریح سے واضح و لائح ہو گیا کہ عالم حقانی اور فاضل ربانی اور خلیفہ خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا پد و ن طی کرنے مقامات فناے ثلثہ مذکورہ کے ہر گز نہیں ہو سکتا ہے اور جو شخص بغیر طے کئے مقامات فناے سہ گانہ کے دعویٰ خلافت خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا نائب جانے فی الحقیقت وہ مدعی کاذب ہے بلکہ وہ کم بخت اس دعویٰ باطل سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا اور جھوٹ باندھتا ہے اور کمر عداوت کی ان سے گستا ہے بلکہ جو شخص جھوٹا دعویٰ ولایت و ارشاد کا کرتا ہے وہ خلیفہ شیطان کا ہے مثل میلہ کذاب کے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افترى على الله كذباً سبحانه الله کیا طرف تماشا کی بات ہے کہ خود تو گمراہ ہو رہا ہے اور غیروں کو ہدایت کرنے پر کمر بستہ ہے اور یہ نہیں جانتا ہے کہ حصول ولایت اور ہدایت تامہ موقوف ہے۔ علمائے ربانی اور اولیائے حقانی پر کیونکہ حصول فیض حق سبحانہ و تعالیٰ سے بغیر واسطہ ہونے کسی کامل مکمل کے کہ باطن میں مناسبت ساتھ خدائے تعالیٰ کے رکھے اور ظاہر میں ساتھ خلق اللہ کے پیوستہ جیسا رسول یا نائب رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوام الناس کے حق میں متصور نہیں ہے فرمایا اللہ پاک نے لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مِثْلُكَ يَمْشُونَ مَطْمَئِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا جو شخص بغیر اولیائے کرام رحمہم اللہ کے قصد ہدایت طلبی کے کیا وہ مثل شیرہ یعنی

۱ اور کون شخص ہے بہت ظالم اس شخص سے کہ باندھ لیوے اوپر اللہ کے جھوٹ ۱۲ سورہ ہود ۲ اگر ہوتی زمین کے بیچ زمین کے فرشتے چلا کرتے آرام سے البتہ اتار تے ہم اوپر ان کے آسمان سے فرشتہ کو پیغام پہنچانے والا ۱۲ سورہ بنی اسرائیل

چمکا ڈر کی ظلمت ضلالت میں پڑا اور جو کوئی اولیائے کرام کی طرف لولا لنگرا بھی گیا وہ ان عیبوں سے چھوٹا اور دریائے معنی میں غوطہ لگایا اللہ اللہ انصاف دنیا سے اٹھ گیا یہ تو زمانہ شرف و فساد کا ہے علمائے ربانی جو تھے سوتشریف عالم دنیا سے اٹھائیں ہیں اب مسلمانی کتاب میں ہے اور مسلمانوں گور میں ہیں اس وقت زمانہ گمراہی کے ہے گمراہوں کو گمراہی پسند آتی ہے جیسا بد ذات رعایا ویسا ہی ظالم سلطان جیسا سرکش گلہ ویسا ہی سرکش چر او جیسا مردہ ویسا فرشتہ باطلوں کو سخن باطل پسند آتا ہے اور جھوٹوں کو جھوٹ نیکو معلوم ہوتا ہے نقل ہے کہ ایک طالب علم کج فہم ایک نسخہ علم نحو کا لیکر کسی نحوی استاد کے پاس گیا استاد نحوی معنی ضرب زید عمر کی اس کو بتلانا تھا یعنی زید نے عمر کو مارا طالب العلم نے کہا کہ وہ بے جرم کیوں مارا استاد بولا کہ زید و عمر و ایک امر فرضی ہے مثال کے طور پر واسطے اظہار حرکت لفظ کے اور اس بات کو بار بار سمجھاتا تھا پروہ کج فہم طالب العلم اپنے استاد کی بات نہ مانکر پوچھتا تھا کہ کیا جرم تھا کہ زید نے عمر کو ماری ہے تب استاد لاچار ہو کر کہا کہ زید و عمر و دونوں حقیقی بھائی ہیں اور تین تین حروف سے مرکب ہیں عمر و زید سے ایک واو زیادہ چور لیا ہے اس واسطے زید نے آگاہ ہو کر عمر کو ماری جو حد سے گذر اپس تعذیر کے لائق ہوا تب طالب العلم کج فہم باطل سمجھنے نے اس باطل تقریر کو پسند کی اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ یعنی خبیث عورتیں واسطے خبیث مردوں کے لائق ہیں خبیث خبیثوں کا راغب ہے اور پاک پاکوں کا طالب فی نفس الامر علمائے دنیا کی آنکھ دنیا کی کوکو بر کی طمع نے اندھا کر دی ہے طمع حطام دنیویہ نے گمراہی کی کنوئیں میں ڈال دی ہے فرمایا

۱ خبیث عورتیں واسطے خبیث مردوں کے ہیں ۱۲ سورہ نور

اللہ جل جلالہ نے مثل الذین حملوا التورۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا یعنی حال ان لوگوں کا کہ دئے گئے تورات پہ نہیں اٹھایا اس کو انھوں نے یعنی عمل اس پر نہیں کرتے ہیں مثال خر کے ہیں کہ بوجھا اٹھاتے ہیں کتابوں کا علمائے دنیا ریا کے واسطے اوروں کو نصیحت کرتے ہیں اگر ان کے دل میں اس نصیحت کی اثر ہوتا تو ان کے جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا مقام انصاف ہے کہ جادو میں دیوں کا نام اثر کر جاتا ہے کیا نصیحت میں اللہ پاک خالق دیوں کے نام اثر نہیں کرتا ہے اگر یہ علمائے ربانی ہوتے ضرور اللہ پاک کے نام پاک زبان پر لیتے ہیں بدن کا نپ جاتا اور حالت وجد طاری ہو جاتی فرمایا اللہ رب العالمین نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔

یعنی سوا اسکے نہیں کہ مؤمن کامل وہ لوگ ہیں کہ جب یاد کیا جائے اللہ ان کے سامنے تو ڈریں ان کے دل اسکے جلال کی ہیبت اور اس کی عظمت لایزال کے تصور سے یا اسکے انعام وافضال کے مقابلے میں اپنے اعمال کی کمی سے اور جب پڑھی جائیں ان پر آیتیں اس کے یعنی قرآن تو زیادہ کریں وہ آیتیں ایمان ان کا اس سے ظاہر ہوا کہ تلاوت سے ان کے باطن میں نور یقین زیادہ ہوتا ہے اور ان کے ظاہر میں طاعات کی زیادتی ظاہر ہو جاتی ہے جاننا چاہئے کہ ایمان حقیقی ایک نور ہے کہ روزن دل جس قدر وسیع ہو اسی قدر وہ نور دل میں چمکتا ہے پس جو لوگ اہل دل ہیں ان کے سامنے جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو اس کے برکت سے ان کے دل کے روزن زیادہ کھل جاتا ہے اور نور ایمان ان کے دل میں

۱۔ مثال ان لوگوں کی کہ اٹھائے گئے تورات پر نہ اٹھایا انہوں نے اس کو مانگہ ہے کہ ہے کہ اٹھاتا ہے کتابوں کو ۱۲ سورہ جمعہ ۲۔ سوا اسکے نہیں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب یاد کیا جاوے اللہ ڈر جاتی ہیں دل ان کے اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے نشانیاں اس کی زیادہ کرتی ہیں ان کو ایمان اور اوپر پروردگار اپنے کے توکل کرتے ہیں ۱۳

بہت بڑھتا ہے اور نور جمال میں وہ لوگ مستغرق ہو جاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں دنیا اور اہل دنیا پر نہیں اس واسطے کہ جو کوئی غلبہ نورانیت حق کے حملوں کے تحت میں مضحل اور مقہور ہوا اسے ماسوا اللہ کی پروا نہیں رہتی ہے بلکہ اس کے دیدہ شہود میں غیر حق آتا ہی نہیں ہے۔

مثنوی

ہر کہ مستغرق بدریائے شہود حق شود ÷ بیگماں او فارغ از کشتی واز زورق شود
ہر کہ اوشد غرق دریا بجز دریا ندید ÷ ہر چہ باشد غیر دریا ہست بروے ناپدید
اگر دیدہ انصاف سے دیکھے اور غور کیجئے تو اہل دنیا کی ایمان میں بھی شبہ ہے جیسا کہ اس آیت شریفہ مذکورہ میں کلمہ ”انما“ کے حصر اس پر دلالت صریحہ رکھتا ہے اگرچہ مفسرین ظاہر اسلام کی حرمت کی خاطر تاویل کئے ہوں۔

حضرت عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں

اہل دنیا کافران مطلق اند ÷ روز و شب در بق بق و در زق زق اند

پر تو ہفتم بیچ بیان موجب گمراہی اہل دنیا جاننا چاہئے کہ موجب گمراہی اہل دنیا ہر چند کہ بہت ہوں مگر دو سبب ان کے گمراہی کی نہایت قوی اور جلی ہیں ایک طمع اور حب دنیا فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ملاک الدین الورع و ہلاکہ الطمع۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حُب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔

۱۔ تحقیق اصل مایہ دین کا پرہیز گاری ہے و ہلاکی اس کا طمع ہے ۱۲۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستی دنیا کا سر ہر گناہ کے ہے ۱۳

دوسری حدیث شریف میں ہے کہ اصل جمیع الخطایا حب الدنیا واصل جمیع الفتن منع العشر والزکوۃ اور یحییٰ بن معاذ راوی سے روایت ہے کہ ترک الدنیا کلھا اخذ الاخرۃ کلھا فمن ترکھا کلھا اخذھا کلھا ومن اخذھا کلھا ترکھا کلھا فاحذھا فی ترکھا وترکھا فی اخذھا۔

مثنوی

حب دنیا اصل جملہ جرمہاست ÷ منع عشر وہم زکوۃ اصل بلاست
اگر تو دار آخرت خواہی جواں ÷ ایں سخن را بشنوا ز تکجی بجاں
ترک دنیا گو کہ تا از ترک آں ÷ آخرت را حاصل آری اے جواں
ترک دنیا اخذ عقبی باشدت ÷ اخذ عقبی ترک دنیا باشدت
جملہ دنیا کیو برگرفت ÷ جملہ عقبی زد دست او بر رفت

دوسرا سبب اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سے قیاس کرنے یہ امر موجب حرمان نعمت فیضان اولیائے کرام رحمہم اللہ سے ہوا کفار سابق انبیائے عظام علیہم السلام کو اپنا سا قیاس کرنے کے سبب سے چاہ ضلالت ابدی میں گرے ہیں اور نعمت اسلام سے محروم رہیں کہ حسب قانون السمراء یقیس علی نفسہ کے بولتے تھے وکما انتم الا بشر مثلنا اور کہتے ہا لہذا الرسول یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق۔

۱ اصل سارے گناہوں کا دوستی دنیا کا ہے اور اصل سارے بلاؤں اور فتنوں کا نہ دینا عشر اور زکوۃ کا ہے ۱۲ ترک کرنا پورا دنیا کا پورا لینا آخرت کا ہے پس جسے پورا چھوڑا دنیا کو پورا لیا آخرت کو اور جس نے پورا لیا دنیا کو اس نے پورا چھوڑا آخرت کو پس لینا آخرت کا ترک دنیا میں ہے اور چھوڑنا آخرت کا لینے میں دنیا کے ہے ۱۳ مرد قیاس کرتا ہے اپنے نفس پر ۱۴ نہیں تم مگر آدمی مانند ہمارے ۱۵ سورہ یسن ۵۱ کیا ہے اس پیغمبر کو کہ کہتا ہے کھانا اور چلتا ہے بیچ بازاروں کے ۱۲ سورہ فرقان۔

مثنوی

تو اپنا سامت جان کا فقیر ÷ اگر چہ ہم املا ہیں بس شیر و شیر
وہی شیر ہے جو کہ کھائے آدمی ÷ وہی شیر ہے جو کہ کھائے آدمی
وہی شیر ہے جو ہودر باد یہ ÷ وہی شیر ہے جو ہودر باد یہ
جہاں اسلئے حق سے گمراہ ہوئے ÷ کہ وہ اولیا سے نہ آگاہ ہوئے
نہیں دیدہ بینا کا فر کو تھا ÷ سمجھتے بد و نیک کو یکسا
نبیوں سے جا ہمسری وہ کئے ÷ ولیوں کو اپنے سے کہنے لگے
کہے ہم بشر اور تم ہیں بشر ÷ ہے دونوں میں آب و خورش کی اثر
وہ ہیں کور باطن نہیں سمجھے راز ÷ نہ با ہم کئے کچھ بھی امتیاز
ہے دونوں میں فرق از زمین تا فلک ÷ ہیں دونوں جدا مثل دیو و ملک
دو ملکی جو کہاتے ہیں ایک چیز کو ÷ ہے نیش اک سے دیگر سے بس شہد ہو
پئے ہر دو نے پانی اک جاے پر ÷ ہے اک خالی اور دوسرے پر شکر
دو آہو ہیں کہاتے ہیں گہانس آب کو ÷ ہو لید ایک سے ایک سے مشک ہو
و کہو ایسی ہیں بس ہزاروں مثال ÷ ہے اندر میان فرق ہفتاد سال
یہ کہانے سے ہوتی ہے چرکیں جدا ÷ وہ کہانے سے ہوتا ہے نور خدا
یہ کہانے سے پیدا ہو نخل و حسد ÷ وہ کہانے سے پیدا ہو نور احد
یہ کا فور وہ شورہ خاک ہے ÷ ملک یہ ہے وہ دیونا پاک ہے
اگر دونوں صورتیں ہیں اکسا ÷ یہ ہے کہار اوہ میٹا ہے با صفا

وہی جانے جو صاحب ذوق ہے ÷ تلخ اور شیریں میں کیا فرق ہے
 مزہ سمجھے جو صاحب ذوق ہو ÷ کہ بن چکے دونوں میں کب فرق ہو
 سحر پر رکھیں معجزہ کی قیاس ÷ کہیں مگر مخفی ہے دونوں کے پاس
 وہ سحر و موسیٰ سے لڑنے کو آ ÷ عصا لائے ہر ایک مثل عصا
 اگرچہ ہیں اک مثل دونوں عصا ÷ ہے دونوں میں بس فرق بے انتہا
 وہ سحر و موسیٰ کے ہیں دو عمل ÷ یہ ہے راست صادق وہ ہیں دغل
 اسی عمل پر رحمت اللہ پڑ ہیں ÷ اسی عمل پر لعنت اللہ پڑ ہیں
 وہ جو ہمسری کیں ہیں بندر مثال ÷ بفرمان حق آئی ان پر وبال
 جو کرتے ہیں مردم وہ بندر کریں ÷ بظاہر وہ آدم کا ہمسر بنیں
 گماں ان کو ہے ہم بھی کرتے ہیں کام ÷ برابر ہیں ہم اور خیل انا م
 یہ حکم خدائی سے کرتے ہیں کار ÷ وہ کرتے حسد سے یہی کارزار
 موافق منافق نمازیں پڑ ہیں ÷ حقیقت میں دونوں بباطن لڑیں
 ہیں دونوں کو حج و زکوٰۃ و صلوٰۃ ÷ ہے ہر ایک کو دوسرے کو ہے مات
 نہیں دونوں کو کبھی یکساں براٹ ÷ ہے مؤمن کو برد و منافق کو مات
 اگرچہ ایک ہی کھیل میں غرق ہیں ÷ و لے درمیاں دونوں کے فرق ہیں
 جدا گانہ ہر شخص کا ہے مقام ÷ کہ ہر ایک کو ان میں ہے ایک نام
 مقاموں پہ اپنے چلے ہر کوئی ÷ بھی ناموں پہ اپنے کھیلے ہر کوئی
 جو مؤمن کے شادماں ہوتے ہیں ÷ منافق کے غصہ سے جلتے ہیں

وہ بالذات ہے نام محبوب تر ÷ یہ آفات سے نام معیوب تر
 ایامیم و وادیم و نون پہ ہے ناز ÷ کہ ہو لفظ مؤمن کا اتنا نیاز
 منافق کہے گر کوئی پس یہ نام ÷ تو بچھو سا کاٹے جگر کو مدام
 نہیں آیا دوزخ سے گر ہے یہ نام ÷ تو کیوں مثل دوزخ وہ کرتا ہے کام
 نہیں زشت یہ نام ہے حرف سے ÷ نہ کہارا ہو پانی کہیں ظرف سے
 حرف ظرف ہے اس میں معنی ہے آب ÷ تو لے معنی عندہ ام الکتاب
 صفا شورہ دونوں راواں ایکساں ÷ ہے دونوں میں برزخ لایبغیان
 ہیں جاری بہم دونوں اک اصل سے ÷ فرع چھوڑ کر جاتا وہ اصل لے
 کھوٹا اور کہڑا پن ہو جب آشکار ÷ کہ زر کو گسے محک پر ایک بار
 رکھا جس کا حق نے محک جانمیں ÷ یقین اسکو آوے نہ کچھ شک رہیں
 دل و جاں سے مقبول ہو جانثار ÷ براں غوث حق دوست پروردگار
 ہو جان و دل سے جوان پر ثار ÷ وہ پایا ہے دیدار پروردگار
 تو اس جا پہ لے تہام اپنا قلم ÷ کرا ب حال غوث خدا رقم

غزل

موسم بہار کا ہے کیسا ترک مے کروں ÷ پیکر شراب عشق کو جنجال طی کروں
 مطرب کہاں ہے اب علوم زہد و تقویٰ کو ÷ فداے بانگ بربط و آوازیں کروں
 زاہد کا زہد و علم سے اب دل مرا ہے تنگ ÷ اب جان و دل سے خدمت معشوق وی کروں

اب میر میخانہ دل سے ہونگا میں مرید ÷ پیکر شراب عشق کو ہواور ہے کروں
کلمہ پڑ ہونگا پیر میخانہ کی اور میں ÷ باقی عمر میخواروں کا ہمراہ ملی کروں
اکجام بھر دے سا قیامت فزائے عشق ÷ تائیں حکایت جم و کاوس و کی کروں
غوث خدا مقبول بیدل پر نظر ہوا ب ÷ تا ایک بار بخت کو فرخندہ پے کروں

جلوۂ اولیٰ بیچ بیان ترجمہ احوال حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور
اس میں سات پر تو ہیں پر تو اول بیچ بیان خواب اسرار مآب ولادت حضرت غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ واضح ہو کہ شان والا شان حضرت غوث پاک حبیب خداوند
لالو کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توصیف و اصفین سے برتر ہے آفتاب کی طرف خود روشنی
آفتاب کا رہبر ہے۔ مصرعہ: آفتاب آئی دلیل آفتاب۔

بیت

وصف ترا خواہ کریں یا نکریں اہل فضل ÷ حاجت مشاطہ کیا روے دلارام کو
کرم سے جس کو حق نے آتش ذاتی ازل بخشا ÷ کرے کیا عارضی زیور کو حاجت کیا بنے گئے کا

غزل

کیست آنکس کہ مکان غوث اعظم داند ÷ ز اوراک و نمش از بس مکرم داند
رمز و رازش چہ گویم کہ بظاہر عبدست ÷ خود باطن یقین اللہ اعلم داند
کس نہ اند کہش از قدسی ہم آدم ÷ ایزد اورا بخدا یکیف و بے کم داند
فی الحقیقت آفتاب شاہد لم یزلی ÷ جلوہ گرد در شکل پاک غوث اعظم داند
ذات پاکش بحرے ژرف دو عالم موبش ÷ آشناے بحر عرفانش معظم داند

زفر از عرش گذر و سر فخر مقبول ÷ گر ز خاک در استان مکرم داند
اما شیدا یان جمال احمدی اور مشتاقان معشوق سرمدی کے لئے ذکر پاک حضرت درد دل کا
درمان ہے بلکہ ندا کرہ اوصاف غوثیہ قالب جان کا جان ہے اور یاد گاری حضرت کا یہی
خلاصہ ایقان اور مایہ و مغز ایمان ہے۔

قطعہ

رہے آفتاب عرش عظمت غوث مجبہ ناری ÷ جبریل با ملائک آمد رکاب دار
اے مضطربان درد ریا دت قرار جاں ÷ غم دیدگان عشق را نام تو غمگسار

غزل

اے دلبر ولد گاں بر جاے دل پنہاں توئی ÷ شاہنشہ خواہاں توئی ہم جاں را جانان توئی
ہم اول و آخر توئی ہم ظاہر و باطن توئی ÷ ہم جملہ عالم را شہاد در دیدہ ہا انسان توئی
ہم سوز و غم اندر دل عشاقی و رنج و الم ÷ ہم درد جاں زار من ہم درد را در مان توئی
ہم لیلیٰ و مجنون توئی فرہاد ہم شریں توئی ÷ ہم دلبر آں را حسن و تیغ ابر و دھڑ گان توئی
ہم در گلستان گل توئی کز بلبان دل میری ÷ ہم بلبان باغ را سر نہاں افغان توئی
ہم رشتہ زناری و ہم سیمہ زاہد توئی ÷ در کعبہ و ہم بتکدہ ہا پیدا و پنہاں توئی
ہم لعل و یاقوت و گہر اندر دل کا نہا توئی ÷ ہم موج ہم دریا توئی ہم لولوی رخشاں توئی
ہم در لباس غوث مجبہ ناری دلہا میری ÷ بیچار گاں را چارہ و ملجا و ہم ساماں توئی
ہم بردل مقبول خود فرماندہ جابر توئی ÷ از یک نگاہش جاں ربودہ جاے جاں پنہاں توئی
اب کچھ مختصر ترجمہ احوال حضرت غوث اعظم نور عالم قطب فخر رضی اللہ عنہ الاکرم کا

سنے اور اپنے مغز جان کو اسکے رائے ایمان افزا سے معطر فرمائے اور مشام دل کو اسکے شمیم
ایقان ز اسے معنیر کیجئے آنحضرت ولایت انتساب غوثیت مآب رضی عنہ رب الارباب کے
چھوٹے بھائی جناب فیض مآب ولایت پناہ مولوی شاہ سید عبدالکریم صاحب مدظلہ الواہب
فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد عرفان اساس وحدت لباس جناب فیض انتساب
مولوی شاہ سید مطیع اللہ صاحب قدس سرہ سے سنی ہوں کہ فرماتے تھے کہ قبل زمانہ ولادت
نشانہ حضرت غوثیت پناہ قطبیت دستگاہ غوث اللہ الاعظم فرد اللہ الاکرم مجبہنداری رضی عنہ
اللہ الباری کے ایک شب بعد نماز عشا اور ادشبینہ سے فراغت پانچے پیچھے بستر استراحت
پر میں آرام کرتا تھا اور سپر ملکوت اعلیٰ کا کر رہا تھا کہ ناگاہ دروازہ عالم مثال کا مجیر کھل گیا اور
حقیقت مطلقہ بصورت تین شمع تاباں یعنی چراغ سوزان درخشاں متمثل ہو کر میری نظر میں
آئی اور اسرار حقیقت اللہ نور السموات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیہا
مصباح فی زجاجة الایۃ۔ پر گویا مجھے اطلاع آگاہی دیتا تھا ان میں روشنی ایک چراغ
کی جیسا تھا اسکے بہ نسبت دوسرے چراغ کی روشنی بڑھ کر تھا ان دونوں چراغوں کی نسبت
تیسرے چراغ کی نور اور روشنی اس قدر بڑھ کر تھا جیسا ضیاء افتاب بہ نسبت روشنی دم کرم
شب تاب کے اس کی روشنی سے عرش و فرش آسمان وزمین ملک و ملکوت سب روشن ہو گیا تھا
بعد جاگئے اس خواب دولت مآب سے اس قدر خوشی وفرحت میرے دل میں سمائی اور اس
قدر مسرت میرے خاطر میں آئی کہ شادی مرگ ہو جانے کا قریب تھا گو فلما تجلی ربہ
للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا کا عالم تھا۔

۱ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا مثال نور اسکے کے مانند طاق کے ہے سچ اسکے چراغ ہو اور چراغ سچ قدس شیشہ کے ہے ۱۳ سورہ نور
۲ پس جب تجلی کی پروردگار اس کے نے طرف پہاڑ کے کیا اس کو بڑہ اور بڑہ اور گر پڑا موسیٰ ہے ہوش ۱۲ سورہ اعراف

غزل

ایکے می بینم بخوابے یا بہ بیداریست ایں ÷ ہست ایں سوداے دل یا حالت طاریست ایں
ایں چراغ حق یا ماہ شب رشد و ہدی ÷ یا کہ رحمت را بعالم چشمہ جاریست ایں
ہست یا خود بر بہانہ آیت از لطف حق ÷ یا کہ نور و پر توئی از مصحف سریست ایں
جلوہ حور بہشت ایں یا کہ ایں فضل خدا ÷ قبۃ نورست ایں یا کو کسب در یست ایں
ہست خورشید فلک یا شمع عرش اعظم ست ÷ یا جمال روئے غوث مجبہنداریست ایں
عکس روئے در بر عناست یا مقبول خود ÷ لمعہ برق تجلی حضرت باریست ایں
صبح کو جو بخوبی افاقہ ہوئی جناب مولوی عبدالہادی عرف بانٹری چاند میا نجی صاحب رحمہ
اللہ تعالیٰ جو کہ محرم راز اور شفیق و مساز تھے ان کے پاس گیا اور سارا حقیقت خواب کی ان
سے محل بیان میں لایا وہ بلبل گلشن معنی اس خواب پر اسرار کو سنتے ہی بکلام نصیحت التیام لا
تقصص رؤیاک علی اخوتک کے ترانہ سنج ہوا اور فرمایا کہ زینہا خبر دار ایسی
خواب میمون نیک انجام کو اصغات احلام سا چھوڑ بیگا اور ہرنا کس و نا اہل کے گوشگزار نہ
کیجئے گا اور تعبیر اس خواب میمون اور رویائے اسرار مثنون کا یہ ہے کہ آپ کی نسل شریف اور
خاندان منیف میں تین گویا ہر تاباں شب چراغ درخشاں یعنی تین فرزند عطیہ خداے منان
فضل و رحمت رحمان سے ایسی پیدا ہوں گے کہ ان میں سے دو فرزند تو نہایت پرہیزگار
روزگار اور خدا شناس معرفت اساس ہوں گے اور حقیقت اسرار نعم الولد الصالح
للرجل الصالح کی مکشوف کردیوینگے اور ایک گویا ہر یکتائے درمکنوں آپ کی دریائے

۱ امت بیان کرو خواب اپنی کو اوپر بہائیوں اپنے کے ۱۲ سورہ یوسف

پشت سے ایسی انجمن افروز عالم ہونگے کہ ان کے عکس رخسار سے تمام ملک و ملکوت کو اجالا اور روشن کر دیوینگے اور ایک آفتاب عالم تاب انوار مشون آپ کے آسمان صلب سے ایسی بزم افروز جہاں ہوں گے کہ ان کے پرتوے جمال جہاں آرا سے سارا خدائی کو منور اور مبرہن فرماویں گے۔

قطعہ

پری رویاں بہ حسن خویش می نازند در عالم ÷ بروے خوب جانانم حسن راہیں کہ می نازد
تعالی اللہ چہ حسن دلبری چوں برق بردارد ÷ بشمع و ماہ و انجم جلوہ ہائے نور اندازد

غزل

از جلوہ جمال تو جاری بحار فیض ÷ در گلشن ہستی ز تو آمد بہار فیض
از ماہ تابماہی و از عرش تابفرش ÷ جن و بشر حور و ملک جملہ شارتو
ذات کریم تو بود خود مبداء فیوض ÷ بر لطف وجود تو بود دار و مدار فیض
روے مراد خویشتم ہر گز ندید کس ÷ تا پردہ بر نکرد از رخ آں نگار فیض
پاکان عالمند بستہ کمند لطف ÷ روحانیاں ہستند کل در انتظار فیض
مقبول ذات پاک اور درخت رحمت ست ÷ فرار سیدہ چار سوز و برگ و بار فیض
فائدہ تفسیر فقرہ کار سورہ یوسف علیہ السلام میں مرقوم ہے کہ روایت ہے کہ امیر المؤمنین
عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز زمانہ خلافت میں حضرت امیر المؤمنین علی
کرم اللہ وجہہ کی زیارت کو تشریف ارزانی فرمائے تھے اور حضرت علی کرم اللہ
وجہہ سے تین سو الیں استفسار فرمائے ایک یہ ہے کہ کبھی دو آدمی باہم دوستی کرتے ہیں

اور مودت و اخلاص اور محبت و اختصاص ایک دوسرے کی نسبت محل ظہور میں آتی ہے
حالانکہ اسکے آگے کبھی آپس میں سابقہ احسان نہ تھا اسکے کیا وجہ ہے اور کبھی دو آدمی با یکدیگر
دشمنی ظاہر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے عداوت کے ساتھ پیش آتا ہے حالانکہ کبھی
اسکے آگے ایک سے دوسرے کو بدی نہیں پہونچا تھا اس کا کیا سبب ہے حضرت علی کرم اللہ
وجہہ نے فرمائی کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی سنی ہوں کہ
میشاق کے دن جب تمام اولاد آدم علیہ السلام کو ان کے پشت مبارک سے نکال کر کھڑا کروایا
بعضے ان میں سے رو برو اور مقابل ایک دوسرے کے ہوا اور بعضے پشتا پشت غیر مواجہ کھڑا
ہو گیا تھا پس جو کہ رو برو تھا دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور باہم دوستی و محبت
استوار کرتے ہیں اور جو کہ غیر مواجہ پشتا پشت کھڑا ہو گیا تھا اس کی اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے
اور باہم دشمنی اور عداوت سے پیش آتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آدمی کبھی کوئی بات سنتا ہے
اور یاد رہ جاتا ہے اور کبھی کوئی کلام سنتا ہے تو خاطر سے بھول جاتا ہے اور دل سے مٹ جاتا
ہے اس کا کیا باعث ہی امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ میں نے رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوں کہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دلوں کے
بہت پردے ہیں جب وہ پردے چہرہ دل سے اٹھا لیتے ہیں جو کچھ سنتا ہے یاد رہ جاتا ہے
اور جب وہ پردہ دل پر ڈھانک دیتے ہیں کوئی کلام سننے سے بھول جاتا ہے تیسرا سوال یہ ہے
کہ لوگ خوابیں دیکھتے ہیں کبھی وہ خواب موافق ظہور میں آتا ہے اور کبھی مخالف ہو جاتا ہے
اس میں کیا حکمت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی کہ میں نے سنی ہوں کہ فرمایا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر کہ اسکے روح کو خواب کے وقت
آسمان پر لیجاتے ہیں اور اوپر چڑھتے اور نیچے اترتے وقت بہت کچھ دیکھتے ہیں جو کچھ

آسمان کے نیچے دیکھتے ہیں چونکہ اس میں شیطان کو دخل ہے اور مجال تصرف کا ہے اسلئے خلاف واقعہ ظہور میں آتا ہے اور جو کچھ آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں اور اس میں تصرف شیطانی کا گنجائش نہیں ہے اسلئے حسب واقعہ وقوع میں آتا ہے اور جب امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ثانی پائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بہت تحسین فرمایا اور شکر خدا بجالایا خبر میں آیا ہے کہ خدائے عزوجل نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے اس کو فرشتہ خواب کہتے ہیں اور اس فرشتہ کو مقابلہ آنکھیں ہر فرد آدمیوں کے زمانہ آدم علیہ السلام سے بے انتہائے عالم تک آنکھیں ہیں یہ آنکھیں اس عالم دنیا کے جانب کھلی ہوئی ہیں اور اسکے دوسری ایک آنکھ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کشادگی اور وسعت تمام روئے زمین کی وسعت اور کشادگی کی برابر ہوگی اور وہ لوح محفوظ اور عرش مجید کی طرح کھلی ہوئی ہے اور اس سے ہر فرد افراد اولاد آدم علی نبینا وعلیہ السلام کے نام پر جو کچھ مرقوم اور لکھا ہوا ہے پڑھتا ہے اور جو آنکھ سے ہر فرد آدمی کی طرف ناظر اور دیکھ رہا ہے اس سے اس کو خواب میں وہ نوشتہ لوح محفوظ اور عرش مجید کا دکھلاتا ہے یہاں تک کہ غم و شادی جو کچھ ہونی ہے ظہور میں آتا ہے پس اگر خواب دیکھنے والا مؤمن ہے تو یہ خواب اس کی کرامت ہے اور اگر کافر ہے تو یہ اسکے واسطے الزام حجت ہے اور جو خواب موجب خوشی اور فرحت کی مؤمن کو دکھلاتا ہے تو شیطان کو اس سے حسد آتا ہے اور فی الفور خواب دیکھنے والے کو جگا دیتا ہے اور خواب ٹوٹ جاتا ہے اور مؤمن خواب بندہ کو افسوس آتا ہے کہ درلغ ایک اچھا خواب دیکھتا تھا اور جلد جاگ گیا اور کبھی شیطان بعض واقعات میں دخل کرتا ہے اور جھوٹ کو سچ سے ملا دیتا ہے اور علما فرماتے ہیں کہ دس قسم کا خواب مخصوص فرشتے کے ساتھ کہ اس میں شیطان کا دخل نہیں ہے اول دیدار فرشتگان کا دوسرا دیدار انبیاء علیہم السلام کا تیسرا دیکھنا قرآن شریف کا چوتھا

دیکھنا آسمان کا پانچواں دیکھنا ابر کا چھٹواں دیکھنا برسات کا ساتواں دیکھنا ستارواں کا اٹھواں دیکھنا آفتاب کا نواں دیکھنا ماہتاب کا دسواں دیکھنا اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ فائدہ جواہر خمسہ میں حضرت غوث گویاری رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں واضح ہو کہ کاسہ سری انسانی دو حصوں پر منقسم ہے حصہ آخر یعنی جانب پس معدن تاریکی اور ظلمات ہے اور حصہ اولی یعنی پیش سر مخزن نور و عقل ہے پس درمیان ان دونوں کے ایک حد فاصل واقع ہے اور بروقت شروع نیند کے جب اس روزن پر برابر رفیق حائل ہوتا ہے تو غفلت و بے خودی شروع ہوتی ہے حتیٰ کہ آنکھوں پر اس غفلت کا اثر پہونچتا ہے اور خواب خواب غلبہ کرتا ہے پس گوش و زبان اور دوسرے حواس معطل و بیکار ہو کر دل صنوبری پر پہونچتا ہے اور آدمی کو بیہوش کر دیتا ہے اور یہی نیند ہے اور اس وقت دروازہ عالم مثال کا کھل جاتا ہے تزکیۃ القلوب میں ہے کہ عالم مثال ایک ایسا عالم ہے کہ رب العالمین نے اس عالم دنیا کی پیدا کرنے سے پہلی اس عالم مثال کو پیدا کیا اس عالم کی خلقت سے اس عالم کی خلقت کو نہیں بنایا قیامت کی میدان میں جیسا نیک و بد سب لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے ویسا ہی وہ عالم بھی دکھلائی دے گا اس عالم کے وجود کا ثبوت صحیح حدیثوں سے ہو چکا ہی اس عالم کا انکار کرنے والا گنہگار ہے نہ دیکھنا ایک چیز کا اسکے انکار کا سبب نہیں ہو سکتا ہے جیسا عنقا کا نام مشہور ہے کسی نے اس جانور کو نہیں دیکھا اس دنیا میں جو انسان شکل و شباهت سے نظر آتے ہیں یہ ان کے اصلی شکل نہیں ہے وہ صورت بھی نہیں اصل شکلوں سے اسی عالم مثال میں نمایاں اور ظاہر ہونگے وہاں کے شکل اپنے اپنے عمل کی صورت پر ہے جیسے یہاں کی زنا کار کی شکل اس عالم میں گٹے کی صورت پر ہے گنہگاروں کو قیامت کے دن اپنے عمل کی صورت جب نظر آئیگی اس وقت ان کو بڑا

افسوس ہوگا لیکن سوائے حسرت اور رنج کے ان کو کچھ فائدہ نہ ہوگا مومنوں کو چاہئے کہ خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے اپنے عمل کو درست کریں تا اس عالم مثال میں اپنے اچھی صورت انسانی پر رہیں جیسی کہ اس دنیا میں ہیں تصریح ان باتوں کی معتبر کتابوں میں مذکور ہے جس کو زیادہ شوق ہو اس میں ملاحظہ فرماوے نور ایمان سے جن لوگوں کا دل روشن ہو گیا ہے ان کے آنکھیں کھل گئی ہیں وہ اس دنیا میں بھی عالم مثال کو دیکھتے ہیں ہمارے بھائیوں میں سے اکثر لوگوں کو اسی صفت پر پاتے ہیں۔

بعض اسرار خواب مذکور مخفی نہ رہے کہ طالب صادق کے حق میں پیران کامل اور مرشدان مکمل جو کہ مقام فنا فی اللہ اور بقا باللہ کو طی کر مقام مشاہدہ کو پہنچے ہیں بجائے رسول اور نبی کے بلکہ رسول حقیقی ہیں کہ صحت عمل حدیث نبوی الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ پر اجماع اہل ولایت اور اتفاق اہل عرفان کا ہو چکا ہے اور کاف تشبیہ اس حدیث مذکور میں گویا ایک منہ بند اور گہونگاٹ ہے کہ چہرہ مقصود کو اس سے چھپا لیا ہے جیسا نور کا لفظ آیت شریفہ اللہ نور السموات والارض مثل نورہ الایۃ میں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک مراد نور ثانی سے ذات پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ اشارہ طرف تنزل اول کے ہے چھ تنزلوں سے کیونکہ جو محبوب اعلیٰ مقام محبوبیت میں ہو اور مظاہر حسن کا فرد اکمل ٹھہرے ضرور اسکے ناز و ادا اور محبوبوں کے ناز و ادا سے بڑھکر ہوگا اور ان کے ذات مقنع عزت اور حجاب عظمت کی اندر پوشیدہ ہوں گے بلکہ غایت حسن اور

نہایت جمال انکے خود ان کے ذات کا حجاب اور پردہ ہو جاتا ہے مانند آفتاب کے کہ غایت انجلا اور روشنی اسکے اسکے ذات کا حجاب اور پردہ ہے اسلئے حضرت سید عبدالسلام بن بشیش قدس سرہ اپنے مناجات میں فرماتے تھے کہ اللہم اجعل الحجاب الاعظم حیوۃ روحی حجاب اعظم سے مراد ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر قول اس قدس سرہ کا ماسبق میں وحجابک الاعظم القائم لک بین یدیک اسلئے علمائے صوفیہ کرام ذات جناب رسالت علیہ علی آلہ صلوة رب الارباب کو برزخ کبری بولتے ہیں اور تصور صورت مرشد کامل کو شغل برزخ کہتے ہیں۔

غزل

ایک شدہ موجب ہجرانی ہمیں دیدار ÷ پردہ رخسار تو شد پر تو رخسار
غایت نزدیکی تو موجب دوری ÷ تدرک الابصار ولا تدرک الابصار
بسکہ ظہور تو شدہ کوری چشمان ÷ نیست دگر نہ ز تو کوتاہی دیدار
ہستی چشمان شدہ خود موجب کوری ÷ ورنہ مدامت از جلوة رخسار
وہم عنادل کند از صحبت گل دور ÷ ورنہ بہارست مدام اندریں گلزار
مقنع رخسار کہ اطوار وجود است ÷ ہفتاد ہزار است ز تار کی و انوار
ہر لحظہ بہر رنگ و بہر شاں بر آید ÷ ہست تلون بشیون لازم عیار
دلبری شانت تلون بر خوبان ÷ لذت عشق آمدہ در نازش دلدار

۱۔ اے اللہ گردان حجاب اعظم کو حیات روح کے میرے ۱۲ حجاب اعظم تیرا جو کہ کھڑے ہیں تیرے لئے تیرے سامنے ۱۳

۲۔ ادراک کرتا ہے تو انکھوں میں ۱۴

۱۔ میرا اپنے نوم میں مانند بغیر کے ہے سچ امت کے ۱۲ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا مثال نور اسکے ۱۳

گہر نشانت اگر کلک تو مقبول ÷ جاہل نشود گو ہر یکتا را خریدار
جرعہ بیاشام ز جام شہ خوبان ÷ خاموش نشیں زیر قدم نقش قدم دار
احولی چشم کہ یکدو بنماید ÷ محروم گذاردت از دولت دیدار
خاک خرابات بروب از مرثہ چشم ÷ سرمہ پنچشماں یکش از خاک مجتہد اری
غوث مجتہد اری کہ جانان جہانت ÷ جان و دل خود نذر کفش او گلزار
پس جو محبوب اس صفت کی ہوں یعنی مظاہر حسن کافر و اکمل ٹھہریں ست اس پر درجہ
محبوبیت کی ختم کیجاتی ہے اور وہ خاتم الحبوبین ہوتے ہیں بلکہ جملہ محبوبان عالم بہ نسبت ان
کے مقام محبت میں ہوتے ہیں اور انہیں کی مظاہر عشق بجاتے ہیں۔

قطعہ

جو شرط دلبری کا تھا سو ختم تم پہ ہے ÷ دل بر ہیں جتنے دنگ پیارے تیرے دم پہ ہے
ملک خدا میں دلبری کا دم بہرے جو آج ÷ سرب کا اے میرے پیاتیرے قدم پہ ہے
اور روشن ہے کہ جو محبوب اپنے محبوبیت میں قوی ہو اور ناز و ادا اس کی بڑی ہو ضرور اسکے
عاشقوں کی درد و غم اور رنج و الم زیادہ ہوتا ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسا
معشر الانبیاء اشد الناس بلاء اسی طرف اشارہ ہے بنا بران رمزوں کے خداوند
رب العالمین اپنے محبوب پاک صاحب تاج لولاک کو بخطاب یتایہا المزممل قم اللیل
فرماتا ہے کہ اے محبوب اکمل و اے معشوق مکمل عظمت محبوبیت کی کمال اپنے چہرہ پر نور
اجمل سے اٹھائیے اور حجاب عزت ناز دلبرانہ اور نقاب کرشمہ اداے محبوبانہ کو اپنے آفتاب

عالم کتاب رخسار پر انوار سے دور کیجئے اور شب تاریک درد مندانہ بادیہ عشق کو ضیائے خورشید
رخسار سے روز روشن فرمائیے اور یہ ظاہر ہے کہ جس عاشق کا درد و غم اور رنج و الم بڑھ کر
ہے اسکے قربیت اپنے محبوب سے سب سے زیادہ اور برتر ہے اور اسی طرف اشارہ حدیث
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علما امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔

غزل

تم دلربا سا شکل میں کوئی دلربا نہیں ÷ انسان نہیں پری نہیں شمس سما نہیں
جگ مار کر سارا جگت پہرا ہوں چار سو ÷ کوئی مہ لقا تمسا نہیں کوئی دلربا نہیں
غنج و دلال و ناز و عشوہ و ادا میں خود ÷ اپنا نظیر آپ ہو ثانی تر انہیں
ہے جلوہ جمال تیرا جلوہ خدا ÷ خدا سے تم جدا نہیں گر تم خدا نہیں
وہ کون ہے جو کشتہ تیغ ادا نہیں ÷ کون ایسا دل جو تم پہ ہر دم وہ فدا نہیں
اپنے ہی دلبری میں تم سلطان بنو کا ہو ÷ کون ایسا بت جو در کا تیرے وہ گدا نہیں
مقبول فانی قدم وہ دلربا کا ہو ÷ غوث خدا کا ہے اگر وہ خود خدا نہیں
عزیز و روز ازل سے نور مقدس محمدی اور حقیقت اقدس احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قرن
اور ہر دورہ زمان میں لباس ہائے گوناگوں اور قوالب و قلموں میں نقل کرتا رہا اور عجیب
و غریب شائین اپنی دلبری کی دکھاتا چلا آتا ہے چنانچہ روایت ہے ”کہ ستر ہزار سال وہ نور
فرخ قال شجرۃ الیقین کے درمیان سفید موتیوں کی حجاب میں بصورت طاؤس جلوہ گری
فرمایا اور ایک لاکھ برس تک قدیلی یا قوت سرخ کی اندر تسبیح و تہلیل میں مشغول رہا“ علی ہذا

القیاس وہ نور مقدس بہت سارے پردوں میں جلوہ فرمایا اور ہر پردے میں عجیب و غریب رنگ اپنی محبوبیت کی ظہور میں لایا چنانچہ قالب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بہانے سے خود مسجد ملائک ہوا پھر روضہ رضوان سے دار الخلافۃ دنیا میں تشریف لا کر عالم کارگاہ کو منتظم فرمایا پھر حضرت نوح علیہ السلام کے قالب میں ہو کر نوسو برس تک کافروں کو دعوت دیتے رہا اور اہل عالم کو جودی سلامت تک پہونچایا پھر نقاب خلعت میں روپوش ہو کر سلطنت نمرودیہ کو برباد کر دیا اور نارنودی کو گلزار سلامت و بہبودی کی بنایا اسی طرح سے وہ نور فیض معمور از آدم تا عیسیٰ بن مریم گہونگٹ رسالت منہ پرد ہرے شان پیغمبری کی دکھاتے رہا اور داد دلبری کی دیتے چلا آیا آخر مرتبہ بمرتبہ نقل کرتا ہوا حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ تک پردہ بہانے میں جلوہ گری فرمایا پھر حضرت آمنہ زہریہ کی رحم پاک میں بے پردہ ظہور فرما کر دار السلطنت دنیا کو تشریف ارزانی فرمایا اور وہ ناز و عشوہ محبوبانہ دکھایا کہ اپنے تنغ ابرو سے برق اما الکلمۃ او السیف کا چکایا اور ظلمت کفر کو ساحت عالم سے یکلقم مٹا دیا اور مہر نبوت کو اپنی ہی نام نامی پر ختم فرمایا یارو یہ نہ سمجھو کہ وہ نقل و انتقال سابق اس نور فیض گنجور کا اب موقوف ہو گیا اور وہ جلوہ گری اور دلبری اب ختم ہو چکا نہیں نہیں ہرگز ہر آئینہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے حالانکہ وہ نور پاک صاحب لولاک روح عالم ہے اور حیات عالم اس نور موفور السرور کے ساتھ باز بستہ اور امور عالم اس نور فیض معمور سے منتظم ہے بلکہ انقلاب ادوار اور اختلاف لیل و نہار سے اس نقل و انتقال کی طور و روش میں البتہ فرق آیا ہے یعنی قبل از ختم نبوت وہ نور پاک خداوند لولاک نبوت و رسالت کی نقاب میں جلوہ گری فرماتا تھا اب بعد زمانہ ختم نبوت ہر ہر قرن

ولایت عظمیٰ کی گہونگٹ میں روپوش ہو کر کرشمہ و ناز دلبری کی دکھاتا ہے اور اپنی سلطنت محبوبیت کو اپنی ہی دلبری سے آراستہ اور اپنے گلستان معشوقیت کو اپنی ہی جلوہ گری سے پیرا ستہ فرماتا ہے اور اپنی امتان شکستہ مال اور اپنے شدایان ویرانہ حال کی خود بدولت متدارک و معہد حال ہو رہا ہے۔

فرد

بعہد خود نہ تنہا بود پیدا ÷ بہر جزو زماں باشد محمد ﷺ

ہاں اس نور شریف کی حیثیت انتقال و جلوی گری میں البتہ فرق ہے جس کی وجہ سے مدارج انبیائے عظام علیہم السلام اور درجات اولیائے کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں بیش و کم کی امتیاز درمیان میں آگیا پس یہ نور شریف عالم مثال میں کبھی بصورت آفتاب چمکتا ہے اور کبھی بصورت ماہتاب جلوہ فرماتا ہے اور کبھی بشکل ستارے نظر آتا ہے اور کبھی متمثل بچراغ دکھائی دیتا ہے چنانچہ فرمایا اللہ جل شانہ نے اللہ نور السموات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجۃ کانہا کوکب دری الایہ اے بہائی جب تجھے یہ معلوم ہو چکا اب گوش دل لگا کر سن کہ اتفاق علما رحمہ اللہ تعالیٰ اس پر ٹہرتے کہ روشنی اگر بالذات ہو تو اس کو ضیا کہتے ہیں اگر بالعرض ہو تو اس کو نور بولتے ہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ یونس شریف میں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً یعنی وہ ہے خداوند جس نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا سورج کو روشنی والا اور چاند کو اوجالے والا پس آفتاب بذاتہ روشن ہے اور غیر کو روشن کرتی ہے اور مہتاب اگرچہ غیر کو روشن کرتا ہے اما خود بذاتہ روشن نہیں ہے بلکہ وہ روشنی آفتاب سے لیتا ہے۔

اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا مثال نور اکی کے مانند طاق کے ہے چنانچہ چراغ ہو اور چراغ قندیل شیشہ کے ہے وہ قندیل گویا کہ وہ تارا ہے چمکتا ۱۲ سورہ نور

مصرعہ کہ از خورشید باشد پر تو ماہ۔

بیت

نور ماہ کو ہے ضیاء خورشید کو ÷ سورہ یونس سے ثابت دیکھ لو

اور دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ نے آفتاب کو چراغ فرمایا ہے چنانچہ سورہ نوح میں فرمایا وجعل القمر فیہن نوراً وجعل الشمس سراجاً یعنی اور کر دیا چاند کو ان میں سے ایک میں روشنی اور کیا آفتاب کو چراغ اہل زمین کا کہ جس طرح چراغ اندھیری کو اپنے گرد سے دور کر دیتا ہے آفتاب تاریکی کی زمین سے ہٹا دیتا ہے اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خداوند عزت نے ایک آیت میں چراغ فرمایا ہے فرمایا سورہ احزاب میں یا ایہا النبی انا ارسلناک شاحداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ باذنه وسراجاً منیراً اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیشک بھیجا ہم نے تجھے گواہ امت کی تصدیق اور تکذیب پر اور خوشخبری دینے والا ہمارے رحمت کی اور ڈرانے والا ہمارے عذاب سے اور پکارنے والا خدا کی عبادت کی طرف اور اسکی توحید کی اقرار کی جانب اسکے حکم سے یا اسکے توفیق سے اور چراغ روشن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چراغ اس واسطے فرمایا کہ چراغ کی روشنی اندھیری کو مٹا دیتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور وجود نے کفر کے اندھیری کو جہاں سے نیست و نابود کر دیا۔

بیت

ہے نور خدا سے وہ روشن چراغ ÷ جہاں نور سے انکے ہے رشک باغ۔

قطعہ

چراغ جسم و دل چشم و چراغ جاں رسول اللہ ÷ کہ انکے پر تو رخسار سے دین کے شمع رخسار نہوتے گر چراغ روشن اس چہر کا دنیا میں ÷ تو ظلمت سے کفر کے کب رہائی پاتے کوئی یاں دوسرے یہ کہ جو کچھ گھر میں گم ہو جاتا ہے اسے چراغ کی روشنی میں پاسکتے ہیں اسی طرح جو حقائق لوگوں سے پوشیدہ تھے اس چراغ رسالت کی نور سے انوار معرفت حاصل کرنے والوں پر روشن ہو گئی۔

ابیات

اسی سے جاں کو ہے بس آشنائی ÷ بھی چشماں جہاں کو روشنائی

وہی قفل معانی کے ہے کو نجی ÷ وہی صاحب دل و ناکا دکی پونجی

تیسرے یہ کہ چراغ گھر والوں کو امن و امان اور راحت کا سبب ہوتا ہے اور چور کو بخلت اور عقوبت کا باعث ٹھہرتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوستوں کے واسطے سلامت اور کرامت کے سبب ہیں اور منکروں کے لئے حسرت و ندامت کی باعث ہیں اور ”مُنیراً“ کے لفظ تاکید ہے یعنی آپ چراغ ہیں اور چراغوں کی طرح نہیں اس واسطے کہ اور چراغ کبھی بجتی ہیں اور کبھی روشن ہوتی ہیں اور آپ اول سے آخر تک روشن ہیں اور چراغ ہوا سے جہل ملاتی ہیں اور کوئی آپ کے نور کو مغلوب نہیں کر سکتا ہے یسریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کمرہ الکفرون۔

بیت

جس شمع کو نور سے اپنے خدا روشن کیا ÷ کسکو طاقت ہے کہ دم سے اپنے دے اسکو مٹا

ترجمہ: اے جانتے ہیں تاکہ تجاویں نور اللہ کا اپنے منہ سے اور اللہ پورا کرنے والا ہے اس کی نور اگرچہ ہر جانے کافروں نے ۱۲ سورہ صف

اور چراغ رات کو روشن کجاتی ہیں دن کو نہیں آپ نے ظلمت دنیا کی رات کو دعوت اسلام کی نور سے روشن کر دئے۔

مثنوی

آفتاب اعراض کو کامل کی ہے ÷ اس لئے بازار قائم دن کو ہے
تا کہ نقد و قلب کا ہوئے ظہور ÷ غبن و حیلہ تا کہ ہو لوگوں سے دور
جب نبی کی نور پہونچا برز میں ÷ مومنوں کو رحمت آئی بالیقین
کافروں پر ان کا آنا سخت ہے ÷ بے رواج انے کفر کا رخت ہے
دشمن صراف کا ہے بس قلب ÷ دشمن و رویش جیسا ہے کلب
کافروں سے انبیا لڑتے رہیں ÷ رب سلیم پس ملک کہتے رہیں
کہ خدا یا سب کو یہ دیتے ہیں نور ÷ کافروں کے دم سے انکو کہہ تو دور
نور کا دشمن جہاں میں چور ہے ÷ چشم کافر نور حق سے کور ہے

اب مشتاقان جمال احمدی اور شیدایان کمال حضرت غوث سرمدی کو خیال فرمانا چاہئے کہ ہمارے حضرت غوثیت پناہ قطبیت دستگاہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد رحمہ اللہ کو رات کی خواب میں وہ چراغ جہاں افروز نظر آئی تھی اس میں اشارہ ہے کہ چراغ غوثیت کہ نور ذاتی سے روشن ہیں عین شب تاریک ضلالت و گمراہی عالم کی وقت جلوہ افروز عالم ہوں گے آپ کے انوار ہدایت و ارشاد سے گم گشتگان بادیہ ضلالت و عصیان کو شاہراہ ہدایت و عرفان پر لاویں گے اور شب درد مند ان صحراے حیرت بھران مجبورین کو اپنے ضیائے وصال سے بالکل روز روشن اور اوجالا کر دیوں گے اور مانند آفتاب عالم تاب کی تاریکی ضلالت کو

اپنے نور ہدایت و رہبری سے یک قلم جہاں سے منادیوں کے ہال اتنا ہے کہ آفتاب چراغ آسمان ہے اور ہمارے حضرت غوثیت مآب چراغ عرش اور چراغ زمین و زمان ہیں وہ چراغ دنیا ہے اور آپ چراغ دین ہیں وہ منازل فلک کا چراغ ہے اور آپ محافل ملک کے چراغ ہیں وہ چراغ آب و گل ہے اور آپ چراغ جان و دل ہیں چراغ آفتاب کے روشن ہونے سے لوگ خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں اور آپ کے ارشاد و رہبری کے چراغ روشن ہونے سے لوگ خواب ہجر و فرقت سے بیدار ہو کر جام نوش بزم وصال ہوتے ہیں۔

قطعہ

اے آفتاب عرش عظمت غوث مجہنڈار ÷ جبریل بالملکات آمد رکاب دار
اے مضطربان درد و ریادت قرار جان ÷ غم دیدگان عشق را نام تو غمگسار
اے برادران مشتاقان جمال احمدی واے سرمستان بادۂ شوق سرمدی واے دیوانگان
صحراے عشق غوث مجہنڈاری واے اسیران کمند کا کل خمدار سلطان ملک دلبری مقام ہزار
ہزار شکر گذاری اور جائے لاکھ لاکھ حمد و پاسر حضرت باری ہے کہ جو ہم ایسی کمینوں کو
غایت لطف و عنایت کی نظر سے اپنی بارگاہ فلک پایگاہ کے کتوں میں شامل فرمایا اور اپنے
دربار دربار عرش مقدار میں دولت بار و بیک سر فرازی تمام بخشا۔

غزل

سگ دربار غوث پاک مجہنڈاری شواے دل ÷ کہ از شرف ہمیں نسبت شود قرب خدا حاصل
اگر قرب خدا خواہی بذیل عشق اوزن چنگ ÷ کہ از عشق شوی ایدل تو در عشق خدا کامل
تو یک نیم نگاہش را دلا ہر دم نگہ می دار ÷ کہ از نیم نگاہ او شوی تو با خدا واصل

زبان و دین دول بگذر بنام و نگ خط برکش ÷ ز ذیل عشق اودست دلت ز نہار میں مگل
چو گردوں پائے بوس خاک کوش پاش پیوستہ ÷ کہ از خورشید دمہ خاکش فزود ترہست در منزل
بہ تعظیم در پاش چراسر ہا فرو نایند ÷ کہ بر کونین انعامش بیامد فائض و شامل
بجز مہر کسی کا نہ روش انکار او باشد ÷ بود طاعات او ضائع بود اعمال او باطل
بود مقبول در گاہش یقین مقبول یزدانی ÷ قبول اودلیل واثق ہر بندہ مقبل
ربنا لك الحمد والمنة حب دنیا میں ایسی عنایت فرما کر ہم بیکسوں کی شبستان ہجران
کو اپنے جمال جہان آرا کے روشنی وصال سے روز روشن اور منور فرمائیں ہیں امید قوی ہے
کہ قیامت کے دن کو بھی مشعل جمال با کمال کو روشن فرما کر ضرور ہمارے حب تاریک ہجرو
فرقت کو اوجالا کر دیویں گے۔ نظم

شد بدنیاروے او مشعل فروز ÷ زو شب یلدائے ما گردیدہ روز
باز فردا نیز بر شمع جمال ÷ جان ما سوزند پروانہ مثال
اور حقیقت مطلقہ بصورت شمع اور چراغ کے نہ بصورت آفتاب کے متمثل ہونے میں
باوجودیکہ آفتاب چراغ سے روشن تر ہے یہ نکتہ ہے کہ سورج سے دوسری سورج نہیں بن
سکتی ہے اور یہ چراغ سے لاکھوں چراغ روشن ہو سکتی ہیں تو گویا اس میں اشارہ ہے چراغ
غوثیت سے قیامت تک چراغ قلوب مؤمنین روشن ہوتے رہیں گے اور فیض جاری
رہے گا کیونکہ نوع انسانی میں آپ فرد کامل ہیں۔

قطعہ

چراغ فیض سے اپنے کئے پر نور عالم کو ÷ قیامت تک فخر حاصل ہے انے نوع آدم کو

کریں اکیر مشمت خاک کوتا شیر ہمت سے ÷ تو اکیر حقیقت بوجہ خاک غوث اعظم کو
اور حقیقت مطلقہ بصورت شمع کے متمثل ہونے میں اور بھی اشارہ ہے طرف مقام فی اللہ
اور بقا باللہ کے یعنی جیسا چراغ بلا واسطہ روشن ہوتی ہے اور نور کسی دوسری چیز سے حاصل
نہیں کرتی اسی طرح اولیائے فانی فی الذات اور باقی بالذات کا جمع حرکات
وسکنات ظہور تجلیات اسما و صفات حق ہوتی ہے۔

قطعہ

از فروغ آفتاب لایزالی رو شنیم ÷ مانمی آریم عاریت ز بزم کس چراغ
ساقی عالم جناب غوث مجبہ باریم ÷ بندہ مقبول را از لطف یکجام ایام
حدیث قدسی الانسان سرّی و انسا سرّہ اسی سے کنایہ ہے اور حدیث قدسی قرب
نوافل لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احبہ
كنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش
بہا ورجلہ الذی یمشی بہا و لفظ اخر بی یسمع و بی یبصر و بی
یبطش و بی یعقل الحدیث اسی کا بیان ہے ایسے ولی فی الحقیقت خداے عزوجل کا
ترجمہ ہے ان کی ارادت عین ارادت حق ہے۔

بیت

ہے کلام ان کے کلام اللہ کا ہے بظاہر بات عبد اللہ کا ÷ ان کی صحبت سے رمز کو نوامع اللہ کا عیاں ہوتا ہے

۱۔ آدمی مجید میرا ہے اور میں مجید اس کا ہوں ۱۲۔ ہمیشہ بندہ مؤمن میرا نزدیکی کرنا جاتا ہے میری طرف تو سوا نوافل کے یہاں تک
کہ دوست رکھتا ہوں میں اس کو پس جب میں نے دوست رکھا اس کو ہو جاتا ہوں میں کان اس کا جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھ اس کا جس
سے وہ دیکھتا ہے اور ہات اس کا جس سے وہ پکڑتا ہے اور پا اس کا جس سے وہ چلتا ہے اور دوسری روایت میں مجہ سے سنتا ہے اور مجہ
دیکھتا ہے اور مجہ پکڑتا ہے اور مجہ سے چلتا ہے اور مجہ سے سمجھتا ہے ۱۲۔

بیت

ہم نشینی گرتو چاہے با خدا ÷ پس حضور اولیا میں بیٹھ جا
انکی صورت ظاہر دنیا و آخرت میں سر خدا اور سائیہ یزدان ہے۔

نظم

انبیا و اولیا سر حق اند ÷ در صفات و ذات فانی مطلق اند

اوچہ باشد سایہ یزدان بود ÷ گر چہ ظاہر صورت انساں بود

فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من رأنی فقد راء الحق (جس نے دیکھا مجھ کو پس
ہر ایزد دیکھا حق کو) علمائے ظاہر اس حدیث کی معنی یوں نکالتے ہیں کہ جس نے مجھ کو دیکھا بہ تحقیق
اس نے حق دیکھا یعنی اس کا دیکھنا مجھ کو صحیح ہے غلط نہیں ہے یعنی فی الحقیقت مجھ کو دیکھا ہے
غیر کو نہیں دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں پکڑ سکتا ہے ہاں یہ بھی ایک معنی ہے کہ اہل
ظاہر کا پیاس اس سے بھتی ہے مگر حقیقت شناساں دقیقہ رس لوگ اس حدیث کا اور معنی سمجھ
لیتے ہیں جاں لینا چاہئے کہ لغت میں جس چیز کا حقیقت ثابت اور متحقق ہوا ہو اس کو حق
کہتے ہیں اور عرب میں حق کا لفظ مقابلہ باطل میں بولتے ہیں محققین اہل حق کے مشرب
میں فی الحقیقت سوائے حقیقت مطلقہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اور کسی چیز کا وجود مطلقاً پایہ
ثبوت کو نہیں پہنچی ہے سوائے وجود اور ظہور اس ذات پاک کے وجود اور ظہور کل اشیا کا
باطل اور غیر متحقق ہے اور اسمائے حسنیٰ باری تعالیٰ میں سے اسم حق کا یہی معنی ہے
پس ہستی عالم کو کہ نیست ہست نما ہے حق کہنا مجازا ہے مانند سراپ کے بچ میدان لق دق
کے کہ دور سے پانی کی طرح دیکھائی دیتا ہے اور تشنہ لبان آب طلب کو اپنی ہستی کا دھوکا

دیتا ہے جب قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کے ہستی قطعاً نظر نہیں آتا ہے اسی طرح
مبعودین مجبورین کو ایک نیست ہستی نما و ہم کے طور پر نظر آتا ہے جس کو وہ ہستی عالم سمجھتے ہیں
جب سالک بادیہ طلب میں مراحل فنا کو قدم صدق و اخلاص سے طے کرتا ہوا مقام بقا کو
پہنچ جاتا ہے اور حفیض علم یقین سے اوج حق یقین تک رسائی کرتا ہے ہستی عالم کہ فی
الحقیقت نیست ہست نما ہے نظر و ہم سالک سے اٹھ جاتا ہے اور حقیقت ہستی حق کہ فی
نفس الامر ہست نیست نما ہے جلوہ گر ہوتا ہے یعنی کل ماسوی اللہ نظر سالک سے غائب
ہو جاتا ہے اور سوائے وجود اور شہود حق تعالیٰ اور کچھ نظر نہیں آتا ہے قُلِ اللہ تعالیٰ
قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا یعنی جس وقت تجلی ہستی
حق کا ظاہر ہو جاتا ہے ہستی موہوم ماسوا کہ فی نفس الامر باطل ہے مٹتا ہے واقع میں ہستی
عالم ہستی حق کے سامنے نیست اور منعدم ہے۔

قطعہ

زبالا تا بہ پستی ہر چہ رنگ ہستی دارد ÷ ز نور مہر رویش جملہ را غرق ضیاء دیدم

وجودش بہ جو بحرے ہر دو عالم موجے آمد ÷ در جنب وجود او وجود کل خطا دیدم

نظم

ہمہ باطل و ہستی حق حق است ÷ بجز ہستی حق ہمہ زاہق است

تو ہستی دگر چی شئی ہست نیست ÷ کہ ہستی شان بے تو پابست نیست

ولے ہستیت ہستی نیست و ش ÷ دگر ہست خود نیست لی ہست و ش

مثال ولی فانی فی الذات باقی بالذات مانند شخص آسیب زدہ کے ہے کہ جیسے پری کے سایہ ہونے سے بشریت زائل ہو جاتی ہے اور جو کچھ آسیب زدہ بولتا ہے فی الحقیقت وہ پری کی بول ہے اسی طرح حالت غلبہ ہستی حق میں جو کچھ ولی فانی کہتا ہے اور کرتا ہے وہ قول و فعل حق کا ہوتا ہے۔

مثنوی

آدمی پر جب پری غالب ہوا ÷ آدمی کا وصف اس سے چھٹ گیا
جو وہ بولے وہ پری کا بول ہے ÷ گرچہ ظاہر آدمی کا قول ہے
جب پری کو یہ دم و قانون ہے ÷ کیسا ہے وہ جو کہ خود بیخوں ہے
آدمیت چھٹ پری خود وہ ہوا ÷ انجمنی بے وحی تازی گو ہوا
جو بہوش آوے نہ جانے یک لغت ÷ جب پری کو ہے یہی کار و صفت
پس خداوند پری و آدمی ÷ کب پری سے ہو بہلا آخر کی
کب ترے لب سے ہے مقبول یہ کلام ÷ غوث حق تلوار تو ہے بس نیام
نقل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی قدس سرہ السامی عین جذبہ
عشق اور غلبہ اسرار توحید میں فرمایا کہ سُبْحَانِی مَا اعْظَمَ شَانِی۔ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا
فَاعْبُدُونِی جب وہ حالت گذر گئی تب مریدوں نے ان سے عرض کئے کہ حضرت نے
جذبے کی حالت میں ایسی کلمہ فرمائی ہیں حضرت سلطان العارفین نے فرمایا کہ اگر پہر
ایسی کلمہ میرے منہ سے نکلی تم مجھ کو قتل کیجیو، کیونکہ۔

۱۔ پاک ہو نہیں کیا بڑا ہے شان میرا ۲۔ نہیں کوئی معبود سوا میرے پس پوچھو تم مجھ کو

بیت

حق منزہ اور تنزیہ کی سزا ÷ قتل کیجیو جو میں ایسا ہی کہا۔
یہ وصیت فرما کر پھر بار دیگر حضرت رحمہ اللہ کئی عشق الہی سے مست سرشار ہو کر اول سے
قوی تر فرمائی کہ لیس فی جبتی سوی اللہ (نہیں ہے جہ میں مرے سوا خدا کے) الحق
جب عشق غالب آجاتا ہے عقل کو کیا تاب ہے کہ اس میں دم مارے عشق سلطان ہے اور
عقل اسکے کو تو ال ہے جب دبدبہ سلطانی ظہور کرے تو کو تو ال بیچارہ کیا زور کرے عقل تو
حق کا سایہ ہے اور حق آفتاب ہے سایہ کب تاب آفتاب کی تاب لاسکتا ہے۔

نظم

عشق آیا عقل آوارہ ہوا ÷ صبح ہوتے شمع بے چارہ ہوا
شوکت سلطان جو دیکھی کو تو ال ÷ جاگئی کونے میں وہ بے قیل وقال
عقل سایہ حق کا ہے حق آفتاب ÷ سایہ کو خورشید سے پس کیا تاب
مقام انصاف ہے کہ آدمی شراب انگوری پیکرا اپنے جوہر قفل کو کہو بیٹھتا ہے کیا شراب عشق
الہی اور جذبہ انوار الہیہ کو اس قدر زور نہیں ہے کہ اسکے عقل کو زائل کر دے اور حواس کو
معطل بنا دے۔

جبکہ ہے بادہ کو اتنا شر و شور ÷ نور حق کو اس سے ہے بس بڑھکے زور
تجھ کو تجھ سے حق کبھی خالی کرے ÷ تیرے لب سے وہ سخن عالی کرے
دیکھ قرآن لب سے پیغمبر کے ہے ÷ جو نجانے قول حق کا فروہ ہے
القصہ وہ سب مریدان حسب فرمان حضرت سلطان کو چہڑیوں سے مارنے لگے اور ملحدانہ
دیوانہ وار وار تلوار اپنر چلانے لگے جون جون ان کے گلے پر وار لگایا اس نے اپنے گلو اور حلق کو

کاٹا جس نے ان کے سینہ بے کینہ پر زور کیا اس نے اپنے ہی سینے کو زخموں سے چور کیا اور جسم مبارک حضرت کو ایک وار بھی تلوار کا کارگر نہ ہوا کیونکہ شیخ ذات حق میں فانی مثل آئینے کے ہوا تھا اس میں ہر ایک اپنے اپنے صورت دیکھ کر خود وار تلوار کا کرتا تھا اور خود گہاں ہوتا تھا۔

غزل

اے جمال تست جانہاے جہاں ÷ واے لقاے تولقاے ذوالمنن
روئے رخشات یقین بدر الدجی ÷ بلکہ خورشید خدائی در زمن
انت شمس والجمع کالضیا ÷ معنی کل ہستی وجملہ متن
تو ہے آفتاب اور سب مانند روشنی کے ہیں ۱۲
تو کلی وکل ترا جز ہاستند ÷ جملہ موج وتوئی بحر موج زن
یا امام الحق یا غوث الامم ÷ سوے مقبولت نگاہی بر فکل
اے امام حق کا اے غوث استوں کا ۱۳

وہ سب مریداں احمق شیخ فانی فی الحق پر زور کرنے سے مسافر ملک عدم اور راہی عالم گور ہو گئے صبح کو ان کے گہروں میں ماتم پر ماتم برپا ہو گیا جوق جوق لوگ آکر حضرت شیخ کی خدمت میں دستہ بستہ باادب تمام عرض حال کرنے لگے حضرت شیخ بولے ”کہ میرے پیر ہن ہستی ہر دو عالم سے بہرا ہوا ہے اگر یہ تن میرا آدمی کاتن ہوتا انکا سامیر اتن بھی تلوار کے وار سے گم اور پردہ فنا میں منعدم ہو جاتا اگر بیخود کو باخود نے جا کر مارا ہے تو وہ اپنی ہی دیدہ کور بنایا اور اپنی ہی کو مارا ہے جو کہ بیخودوں پر تلوار ماری وہ اپنی جان پر واری کیونکہ بیخود فانی ہے اور عزلت نشیں گنج ایمنی ہے وہ مثل آئینہ کے ہے سوائے شکل مثالی کے اس میں اور کچھ نہیں ہے جو ان پر تہو کے وہ اپنے ہی منہ پر تھو کے جو ان کو مارے وہ اپنے ہی کو مارے یعنی جو صورت آئینے میں دیکھی جاتی ہے وہ اپنی ہی صورت ہوتی ہے جو بھلا دیکھی تو اپنا صورت ہے اگر برا دیکھی تو اپنا صورت ہے پس اس

صورت میں جو فعل کرے وہ اپنے ہی ساتھ کرتا ہی۔

غزل

اے جمال تو جمال بے زوال ÷ واے لقاے تولقاے زوال الجلال
یا بُری وصفک عن ہمنا ÷ لا یسع فیک لنا قیل وقال
انت معنی الكل کل لفظک ÷ انت ذو الظل وکل کا لظلال
انت کا الروح ونحن کالجسد ÷ شمس شانک وصین عن شین الزوال
انت بحر عن امواج لك ÷ انت موجود ونحن کالخیال
زلف تو زنجیر ارباب عقول ÷ روئے رخشات کشود ہر عقال
در شب یلداے مویت گر ہم ÷ آفتاب رہ نماید از ضلال
فی ہواک مدۃ قلبی سقیم ÷ ان لقیاک شفاء للعضال
پارہ پارہ گشتہ ام قلب وجگر ÷ من سنان الجفن ومن سیف الدلال
من بجان و دل ثنا خوان تو ام ÷ بر گل رخسار تو بلبل مثال
دلبر اتا کی گذاری تشنہ ام ÷ در لبانت چشمہ آب زلال
خاکروب آستانم دلبرا ÷ ورکنی از تیغ خون من جلال
یا امام الحق یا غوث الوری ÷ یا حبیب اللہ یا بحر الکمال
بیدل مقبول خود را یک نظر ÷ بخت خود را تا کند فرخندہ فال

۱۔ اے وہ شخص کہ پاک ہے وصف تیرا ہمارے وہم سے نہیں سارایے تیرے شانہیں ہمارے قیل وقال ۱۲۔ تو معنی ہے سب کا اور سب لفظ تیرا ہیں تو ہے صاحب سایہ اور کے سب سایہ تیرا ہیں ۱۳۔ تو ہے مانند روح کے اور ہم مانند جسم کے ہیں آفتاب شان تیرا محفوظ ہے عیب زوال سے ۱۴۔ تو ہے دریا اور ہم سب تیرے موجیں ہیں تو موجود ہے اور ہم سب مانند خیال کے ہیں ۱۵۔ تیری محبت میں ایک ہفت تک میرے دل میں بیمار ہے تحقیق دیدار تیرا شفا ہے ہماری سخت کا ۱۶۔ تیرہ سے پہلوں کو اور تلوار سے ناز کے ۱۷۔ اے امام حق تعالیٰ ہمارے غوث خلق اللہ کا اے دوست خداے تعالیٰ اے دریا کمال کا ۱۸۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو لئے رونق افزائے مجلس ہو کر تشریف رکھتے تھے اور اپنی عکس رخسار خورشید آثار سے شبستان عاشقان کو صبح خندان پر انوار کر رہے تھے کہ ناگاہ ابو جہل لعین وہیں پر آن پہونچا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نور کو دیکھ کر بولا کہ کیا بدنما چہرہ ہے خدارا اتفاقاً اس وقت حضرت صدیق اکبر سوختہ جگر رضی عنہ اللہ الاکبر بھی تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمع رخسار پر انوار کو مشاہدہ فرما کر پروانہ وار شمار ہو کر فرمایا کہ میرے جی جان اور میرے ماں باپ کے جی جان آپ پر قربان ہو کیسا خوشنما چہرہ اور آئینہ خدا نما ہے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت صدیق اکبر شیفہ دلبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل لعین کے دونوں مقابل کلام سکر غریق و رطہ حیرت ہو کر حضرت رسالت مآب علیہ صلوٰۃ رب الارباب سے مستفسر ہوئے کہ ایک ہی چہرہ پر نور کو دیکھ کر صدیق اکبر کی زبان صداقت ترجمان سے یہ کلمہ خوش بیان عیاں ہوا اور ابو جہل لعین کے منہ سے کیوں اسکے ضد اور خلاف ظاہر ہوا اس وقت حضرت رسالت نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ”کہ میری ذات آئینہ خداوندی ہے ہر ایک شخص اپنے اپنے عکس حال باطن مجھ میں معاینہ کرتا ہے“ جو صدیق اکبر اپنی صورت ایمانیہ باطن کو معاینہ فرمایا تو اپنے گل روی ایمان کا عاشق ہو کر بیساختہ بلبل وار عاشق کردار کلمہ عاشقانہ کے ساتھ ساتھ ترانہ سنج ہو کیوں نہ ہو فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”کہ اگر سارا دنیا کے مومنوں کی ایمان ایک پلہ ترازو پر رکھا جاوے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تہنا ایک پلہ پر رکھا جاوے البتہ ایمان ابو بکر صدیق اکبر کا راج اور غالب ہوگا“ سارے ایمان والوں کے ایمان پر اسی طرح ابو جہل لعین بھی اپنی صورت باطن کفر کو دیکھتے ہی نفرت سے کلمہ وحشانہ بول اٹھا ہے۔

مثنوی

کیونکہ بیخود فانی مطلق ہوا ÷ آپ سے فانی ہو بالکل حق ہوا
صورت اسکی چھٹ ہوئی اب آئینہ ÷ نقش اپنا جس سے ہوئی معائنہ
اسپہ جو تھو کے سوا اپنی ہی پہ ہے ÷ اسپہ جو وارے سوا اپنے جی پہ ہے
جو برادیکھے تو صورت اپنی ہے ÷ جو بھلا دیکھے تو صورت اپنی ہے
صاف ہے وہ عیب سے سالم ہے بس ÷ نقش تیرے پیش رو قائم ہے بس
سبحان اللہ سخن مستانہ چل رہا ہے بیگانہ سے محفوظ ہو جیو۔

نظم

اس جگہ پر پہونچتے ہو بات گم ÷ اس جگہ پر پہونچتے ٹوٹے قلم

باندہ لب مت دے نصاحت کی توداد ÷ دم نمارو اللہ اعلم بالرشاد

اور اللہ زیادہ جانتے والا ہے ساتھ رہنمائی ہو

پرتوی دوم بیچ ذکر ولادت بابرکت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب ذکر ولادت بابرکت حضرت غوث اللہ الاعظم محبوب الحق نور نور عالم کا بادب دل گوش دل سے سنئے اور مشام جاں اور دماغ روح ورواں کو رانحہ طیبہ اس ذکر دل آویز یقین انگیز سے معنر اور معطر کیجئے۔

غزل

کلک سے نکلے جو نام غوث مجتہد ارکا ÷ بوسہ زن ہوتے ملائک کلک گوہر بارکا
سنئے ہی نام مبارک وہ مرے دلدار کا ÷ سر جھکا لیتے او بے ہر درد یوار کا
شیریں لب شیریں ادا شیریں سخن ہے وہ پیا ÷ گالیوں میں بھی عجب لذت ہے اس دلدار کا

وصف غوث پاک کا ہے جب میرے شعر و نغمہ فر ۛ کیوں نکلے شعر سے بومشک و عنبر سار کا
نام پاک غوث اعظم کا جو ہے اشعار میں ۛ قد و شکر سے نہ بڑھے کیوں مذاق اشعار کا
دیکھو کیا کیا کر و فر دکھلایا اے یار و مرے ۛ چاوش عظمت مرے سلطان مجبہنڈار کا
جیسے دیکھی خنجر ابر و جناب غوث پاک ۛ ہو گیا ہوں کشتہ بیدل اسی تلوار کا
ہوتے ہی عاشق پیا کا عزت و حرمت گئی ۛ عیش و عشرت چھٹ گئی ناتا کئی گہر بار کا
دین و ایمان چھٹ گیا دونوں جہانے ہوں بری ۛ ہوتے ہی دل صید دام گیسو خمدار کا
جملہ عالم چھٹ گیا ہے شکر حضرت عشق کا ۛ استجناب عشق رہا تو نشاں دلدار کا
عکس مھر روئے تاباں جیسے دل پر پڑ گیا ۛ ہو گیا دل میرا تب سے مشرق انوار کا
مصحف رخسار انور کا جو نقش دل ہوا ۛ دل میرا ہے یار و تب سے مخزن اسرار کا
کیا کروں تسبیح و تہلیل و ذکر اشغال سے ۛ نام پیار کا ہے کافی دفتر اذکار کا
نعمت جنت کی کچھ یار و نہیں رکھتا ہوس ۛ ہے مجھے جنت سے خوشتر کو چہ دلدار کا
ڈر نہیں دوزخ سے جھکو دل پہ ہے غم بھر کا ۛ نقش پا جب ہو چکا ہوں غوث مجبہنڈار کا
سب سے ہو آزاد مقبول ہو رہے مشتاق نظر ۛ رحمت عالم جناب غوث مجبہنڈار کا
وضح ہو کہ مولد پاک حضرت روح العارفین فخر المتقدین و المتاخرین سلطان المقربین
مولائے عالم غوث اللہ الاعظم مجبہنڈاری رضی عنہ اللہ الباری کے صوبہ بنگالہ کے اندر
اشرف البلاد میں سواد اسلام آباد عرف شہر چانگام برکت انضمام میں متعلق تھانہ فطری رشک
گلزار لطیف موضع مجبہنڈار شریف ہے یار و چانگام شریف وہ شہر منیف ہے جس میں
ہزاراں اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعمت ولایت عظمیٰ سے صاحب نعمت ہو چکیں

ہیں جس میں سیکڑوں ہزاروں عاشقان خدا مجاہدان راہ ہدی چلے کشی کئے ہیں گویا چانگام
شریف غار حرا ہے خیر و برکت سے بھرا ہے چانگام محط العلماء العارفین ہے چانگام منبع
الفصلاء الکاملین ہی چانگام معدن الاذکیا ہے چانگام مصدر الاسخیا ہے چانگام مخزن الادبا
ہے چانگام ملاذ الفقرا ہے چانگام مادی الغریبا ہے چانگام راحت افزا ہے سرکشگان ہے
چانگام درمان بخش درد مند ان ہے چانگام غیرت روضہ رضوان ہے چانگام رشک
افزا ہے انجمن گلزار جنان ہے : دوستو

قطرہ

رضوان دنگ سکے ہو تعریف چانگام ۛ جسبیا پہ کوئی کرتا ہو تو صیف چانگام
لاکھوں زبان چاہئے تو صیف کو قلم ۛ دوئی زباں سے کیا کرے تعریف چانگام

غزل

مژدہ رحمت کی ہر دم چانگام کو ۛ ہر گز نہیں کسی طرح غم چانگام کو
باراں رحمت خدا برستی ہے سدا ۛ خداے پاک کا ہے کرم چانگام کو
ہر ہر جگہ گذر ہے اولیا کرام ۛ نبی کا بھی ہے نقش قدم چانگام کو
نشست گاہ اکثر اولیا کا ہے وہاں ۛ ہے فخر از جمیع عجم چانگام کو
تاریکی جہالت اسمیں کب دکھے کوئی ۛ روشن سدا ہے شمع علم چانگام کو
شمع ہدایت ہے اوجالا ہر گہری کوواں ۛ علم و عمل ہیں دونوں بہم چانگام کو
ہر کوئی اپنے دین کو رکھتا ہے جستجو ۛ دھرم میں ہیں ثابت قدم چانگام کو
خود مقصودات کی رمز کہتے ہی سدا ۛ خوش مہلقایاں صنم چانگام کو

دعویٰ ہے لیوں کو بھی عصمت کی اپنی تیں ÷ پیا ہے عصمت کی علم چاٹگام کو
انصاف و عدل کو ہر کوئی رکھتا ہے نظر ÷ دیکھے کہیں نہ کوئی ستم چاٹگام کو
رکھ لیگا داغ رشک کا کشمیر سینہ پر ÷ آب و ہوا جو دیکھے اکدم چاٹگام کو
از روئے حسن و خوبی باطن کے کب بھلا ÷ مقابل ہو باغ ارم چاٹگام کو
ہے چشمہ بے آب خوشگوار ہر جگہ ÷ چوں سلسبیل باغ نعم چاٹگام کو
مقبول چاٹگام اب رشک جنان ہے ÷ جب ہے مقام غوث اعظم چاٹگام کو
خاصکر شرافت خاک پاک مجہد ار شریف ظاہر ہے وصف اسکے از حد توصیف و تعریف
باہر ہے کوئی اگر در مان درد دل افگار ہے تو بالیقن گرد و غبار مجہد ار ہے جس کا چشم دل انوار
معارف الہیہ سے کور ہے خاک پاک مجہد ار شریف اسکے لئے سرمہ تجلی طور ہے خاک
مجہد ار شریف کیا ہے دارو و درمان درد سینہ ہے خاک مجہد ار شریف کیا ہے انوار الہی کا
گنجینہ ہے خاک مجہد ار شریف کیا ہے اسرار خدائی کا خزینہ ہے خاک مجہد ار شریف کیا
ہے دافع حسد و کینہ ہے خاک مجہد ار شریف کیا ہے عرش عرفان کا زینہ ہے خاک مجہد ار
شریف کیا ہے حقیقت اسرار مکہ و مدینہ ہے خاک مجہد ار شریف کیا ہے کنت کنز
مخفیا کا دینہ ہے خاک مجہد ار شریف کیا ہے حقائق جبروتیہ کی مخزن ہے خاک مجہد ار
شریف کیا ہے جلوۃ لاہوتیہ کی انجمن ہے خاک مجہد ار شریف کیا ہے تجلیات ماہوتیہ کی ظہور
ہے خاک مجہد ار شریف کیا ہے حقیقت باہوتیہ کی نور ہے خاک مجہد ار شریف کیا ہے
کیمائے ہر آب و گل ہے خاک مجہد ار شریف کیا ہے ماہ ہر جان و دل ہے خاک مجہد ار
شریف کیا چیز ہے مورث رشد و تمیز ہے خاک مجہد ار شریف سرماہ رحمت ہے خاک
مجہد ار شریف راز قدرت ہے خاک مجہد ار شریف انوار حکمت الہیہ ہے خاک مجہد ار

شریف اسرار حقیقت نبویہ ہے خاک مجہد ار شریف لجنہ احدیت ہے خاک مجہد ار
شریف نقطہ وحدت ہے خاک مجہد ار شریف مقصود کل ہے خاک مجہد ار شریف ہر بلبل
شیدا کا گل ہے وصف خاک مجہد ار شریف سے زبان قلم قلم ہے اسکے آگے قدم در صحرائے
عدم ہے اگر گھر میں کس ہے اس کو یہ ایک اشارہ بس ہے۔

غزل

کیا لکھوں میں وصف خاک پاک مجہد ار کا ÷ کیسی کوزے میں بھرے کوئی قلزم اسرار کا
آئینہ راز خدا ہے خاک مجہد ار کا ÷ جلوۃ قدرت کی ہے ہرزہ اس دربار کا
خاک طور سینا گر سرمہ بنی ہے عام کا ÷ خاک اس کا سرمہ ہے چشم اولی الابصار کا
خودز میں کی کرہ سے مقصود کیا معلوم ہے ÷ بقعہ چاک مبارک خاک مجہد ار کا
خاک مجہد ار کا ہے مورث رشد و تمیز ÷ بلکہ ہر ذرہ ہے اس کا کیمیا اسرار کا
کور چشماں ضلالت کے لئے ہے بالیقین ÷ خاک مجہد ار کا بس تو تیا انوار کا
ہے شکستہ خامہ مقبیل کا تو صیف سے ÷ وصف و اصف سے ہے برتر رتبہ مجہد ار کا
نام نامی اور اسم سامی والد ماجد حضرت غوث الاعظم رضی عنہ رب العالم کا شیخ بزرگوار
پرہیزگار روزگار جناب شاہ صوفی سید مطیع اللہ صاحب قدس سرہ الواہب ہے اور اسم
مبارک مادر مہربان فاطمہ زمان مقبولہ بارگاہ خدا مسماۃ حضرت خیر النساء رحمۃ اللہ علیہا ہے
رمز خیر النساء لقب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے نام مبارک والدہ ماجدہ
حضرت سلطان جیلان رضی عنہ اللہ الرحمن کا بھی فاطمہ ثانیہ تھا اور روز قیامت کو لوگ
اپنے اپنی ماں کی نام سے پکارے جاویں گے۔

مخفی نہ رہے کہ جس وقت درمکنوں یتیم بحر غوثیت ابرنیساں صلب پدری سے صدف رحم مادری میں جلوہ فرمایا اور زمانہ ولادت برکت نشانہ قریب آں پہونچا عالم ارواح و اجسام میں آپ کی تہنیت کی دہو میں مچکیا اور انجمن کز و بیباں ملا اعلیٰ میں آپ کی آمد آمد کی چرچا ہونے لگا ستمان ملکوتی دائرہ آسمانی نے غلغلہ تسبیح شادمانی کا مرکز میں تک پہونچایا اور ناسوتیاں خاکی وطنوں نے ططنہ کامرانی سے گوش ملکوتیاں آسمانی کو پر کر دیا آثار بہبودی کا اسباب مقصود سے ہمقران نشانیاں حصول مقصود کا ہر پیر و جوان کے جبین حال سے نمایاں ناصیہ مؤمنین اہل یقین نورایقان سے آفتاب نیم روز رخسارہ دین متین گلگونہ صداقت اور غازیہ ایمان سے جلوہ افروز بیت الاحزان عاشقان ہجرت کشیدہ پیانہ وصال سرور آمال سے عشرت کدہ ماتمکہ محنت گزیدگاں فرقت رسیدہ بادہ مشاہدہ جمال باکمال سے جہاں جہاں مسرت کے ساتھ آمادہ دیرو حرم میں شیخ و برہمن آپ کی تہنیت کی بادہ رنگین اور آپ کے آمد آمد کی شہد شیریں سے رطب اللسان چمنستان دہر میں گل و سنبل قمری و بلبل بالاتفاق آپ کے خیر مقدم کی ترانہ ریزی اور آپ کے مژدہ آمد آمد کی نغمہ پروازی سے عذب البیان کہ سبحان اللہ العظیم کیا زمانہ مسعود اور ایام برکت آموذ آگئی کہ اب باغستان عالم میں بہار جانفر آئی باد صبا نے پیغام وصال دلر با کالائی غنچہ قلوب کا بند قبا و ہو گیا گل ارمان کھل کھلا کر ہنس پڑا گلستان آرزو کی ہوا بدلی نخل مراد کی پہولی اور پہلی گل لالہ کا جگر کہ ازل سے آپ کی اشتیاق میں داغ داغ ہے اس وقت ہر داغ اس کا آپ کے تہنیت آمد آمد سے نرگس وار ہمہ تن گوش اور آپ کے انتظار جمال بے زوال میں ہمہ تن چشم ہو کر باغ باغ ہے ساقی سے سبو کا یہی چرچا ہے کہ حضرت محبوب خدا اب تشریف عالم دنیا کو لاتے ہیں سبو سے رنگ و بو کا بھی غوغا ہے کہ حضرت معشوق الہی اب رونق بزم دنیا ہوتے ہیں

نباتات و جمادات و حیوانات کے آپس میں اپنی اپنی زبان حال سے یہ قیل و قال ہے کہ حضرت قطب اللہ الاکرم رضی اللہ الارحم زیب انجمن عالم شہادت ہوتے ہیں اولیائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مجالس شریفہ میں آپ کے جستجو اور اتقیائے با احترام رحمہم اللہ تعالیٰ کے محافل منیفہ میں آپ کی گفتگو یوں ہے اب عنقریب حضرت محبوب الحق نور عالم حضرت فرد اللہ الاکرم غوث اللہ الاعظم مجتہد اری رضی اللہ عنہ اللہ الباری ہنگامہ افروز عالم آب و گل ہوتے ہیں اور باغ عالم کو آپ کے قدوم مہینت لزوم کے آبیاری سے سرسبز و شاداب فرماتے ہیں اور دامن تمنائے اہل عالم کو آپ کے فیوض ارشاد و رہبری کے یادری سے گلہائے گوناگون مقصود سے مالا مال کر دیتے ہیں۔

قصیدہ مشتمل بر بحر طویل در تہنیت آمد آمد حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اللہ رب العالم آئی بہار اندر چمن بالبلبل و گل ہمسخن ساقی ہے اب پیانہ زن مطرب ہے خوش آہنگون شیخ حرم اور برہمن بھی ہر طرف سے مردوزن کہتے ہیں سب بے مومن زاہد سے کھدو یہ سخن ہے فصل گل تو بہ شکن ہے بیعوض جو بن کا دہن گر چاہے عیش جان وتن میخوار و نکا سہکے چلن بن ٹھنکے وہ ناز کبدن بازلف برچین و شکن سب سے نرالا بانگین تازان ہے جس سے جان وتن چوں شمع روشن در لگن از حسن روے ناردن در حسن خوباں زمن از ہر طرف آتش فگن بر گرم آشوب زمن باناز و شوخی جلن صدقہ ہوا پیر جان و من ہوتے ہیں زیب انجمن سنبل سے ملکر آججو بلبل کے سنگ گل جمع ہو کرتے تھے باہم گفتگو دہو میں مچاتے چار سوتھی ہمکو جسکی جستجو آتے ہیں اب وہ ماہر دآتے ہیں وہ خم آبرو آتے ہیں وہ گلگون بدن وہ ساسیہ ذات خدا مرآت نور مصطفیٰ وہ نور چشم انبیا چشم و چراغ اولیا وہ مہر برج اعتلا وہ ماہ چرخ اجتبا وہ غوث حق بحر عطا وہ مظہر سر و علن وہ بادشاہ دو جہاں وہ قبلہ گاہ مقبلاں وہ کعبہ دلدادگاں وہ

مصدر فیض عیاں وہ رہنما اے انس و جان وہ دستگیر بیکساں وہ جانجان عاشقان نور العیون
 پختن آتے ہیں وہ نور خدا آتے ہیں وہ خیر اذرا آتے ہیں وہ بحر عطا آتے ہیں وہ ابر سنا
 آتے ہیں وہ نجم الہدے آتے ہیں وہ بدر الدجی آتے ہیں وہ شمس الضحیٰ آتے ہیں وہ شاہ
 زمن آتے ہیں وہ سر نہاں آتے ہیں وہ عین عیاں آتے ہیں وہ فخر زماں آتے ہیں وہ شاہ
 شہاں آتے ہیں وہ روح ورواں آتے ہیں وہ جان جہاں آتے ہیں وہ مطلوب جاں آتے
 ہیں وہ مقصود تن آتے ہیں وہ سلطان دین آتے ہیں وہ شاہ زمیں آتے ہیں وہ ماہ حسین
 آتے ہیں وہ عین الیقین آتے ہیں وہ مسند نشیں آتے ہیں وہ دلکاکیں آتے ہیں اب وہ
 نازنین محبوب رب ذوالمنن آتے ہیں اب وہ دلربا آتے ہیں اب وہ ملقا آتے ہیں اب
 وہ خوش ادا آتے ہیں اب وہ رہنما آتے ہیں وہ گلگون قبا آتے ہیں وہ مہر ضیا اہلا وسہلا مرحبا
 رستم زخود زیں آمدن اے جان جانان جہاں واے مرہم دختگان واے چارہ درد نہاں
 واے راحت دلدادگاں عرش دل مقبول یاں ہے بزم عیش جاوداں تشریف لائے اب
 یہاں چوں شمع نور انجمن الغرض جب نومینے مدت حمل کی پوری ہو گئی ۱۲۳۴ھ ایک ہزار
 دوسو چوالیس ہجری قدسی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطابق ۱۱۸۸ھ مکے ایک ہزار ایک سو
 اٹھاسی مگنی بنگالہ کی ماہ ماگھ کا پہلی تاریخ بدھ کے روز نماز ظہر کے وقت دو بجے کو باجمال
 باکمال ولفریب ہنگامہ افروز بازار ناسوتی ہوئے اور اپنے عکس رخسار پر انوار سے سارے
 ملک و ملکوت کو متور اور روشن فرمائے۔

نظم

اب تولد ہو گئے غوث خدا ÷ واسطے تعظیم ان کے ہو کھڑا
 جس نے کی تعظیم کو ان کو قیام ÷ پاچکا فوراً وہی دل کا مرام

سلام در حالت قیام

السلام اے آسمان معرفت ÷ السلام اے شمع عرش مکرمت
 السلام اے آفتاب غوثیت ÷ السلام اے ماہتاب قطبیت
 السلام اے نور ذات احدیت ÷ السلام اے آئینہ محبوبیت
 السلام اے عارف غیوب الغیوب ÷ السلام اے سر امکان ووجوب
 السلام اے نور چشم انبیاء ÷ السلام اے بادشاہ اولیا
 السلام اے مقتدائے اصفا ÷ السلام اے پیشواے اتقیا
 السلام اے سرستان خدا ÷ السلام اے بلبل سر و ہداے
 السلام اے مظہر آیات حق ÷ السلام اے مرآت جلوات حق
 السلام اے مایہ سر وجود ÷ السلام اے غرق دریاے شہود
 السلام اے سرور کملائے دین ÷ السلام اے رہبر راہ یقین
 السلام اے مرکز دور کمال ÷ السلام اے مظہر حسن خصال
 السلام اے مایہ حسن وجمال ÷ السلام اے واقف اسرار حال
 السلام اے برزخ غیب و شہود ÷ السلام اے مطلع انوار وجود
 السلام اے مصدر فیض اتم ÷ السلام اے مظہر حلم و کرم
 السلام اے شد عدیل تو عدم ÷ السلام اے نزد خفی محترم
 السلام اے رحمة اللہ الحکیم ÷ السلام اے نعمة اللہ الکرم

السلام اے عشق تو ایمان من ÷ السلام اے درد تو درمان من
السلام اے درگہت ماو اے من ÷ السلام اے آستان جائے من
السلام اے راز وحدت السلام ÷ السلام اے سرکثرت السلام
السلام اے راحت من السلام ÷ السلام اے نعمت من السلام
السلام اے بخت علم لدن ÷ من کیم در وصف تو را نم سخن
السلام اے دوستان در نعیم ÷ من سگ در گاہ تو بردر مقیم
بیکس و پچارہ و در ماندہ ام ÷ توئی مولاے من و من بندہ ام
ہمچو من بسیار داری بندگان ÷ خواجہ چوں تو ندارم مہرباں
بتلائے درد تو پیوستہ ام ÷ جان من از خار بھرت خستہ ام
گر نہ بخش شربت وصل اے کریم ÷ تیغ ہجرت میکند ہر دم و دینم
غوث الاعظم کار من گرد و تباہ ÷ سوئے مقبول خود انداز یک نگاہ

اشعار عربی در وقت قیام

غوثنا الفوز لَدِیک ÷ نحن مقبل علیک
فصلوة اللہ علیک ÷ بالتواتر والتوالی
یا حبیب اللہ العالی ÷ یا خلیل ذی النوالی
فسلامنا علیک ÷ فی الحال والمال
انت غوث اللہ الاعظم ÷ انت قطب اللہ الافخم

انت فرد اللہ الاکرم ÷ خیر مقدم تعال
انت قبلۃ المرام ÷ انت کعبۃ المہام
انت صاحب المقام ÷ انت السعی للرحیل
انت معدن السخاء ÷ انت مخزن الوفاء
انت منبع الحیاء ÷ انت مصدر الکمال
انت صاحب المکارم ÷ انت رحمة العوالم
انت مظهر المراحم ÷ انت ذو المجد المعالی
انت للجمیع ہادی ÷ للمبادی والمعادی
انت نور للقواد ÷ یا کریم ذو الفضال
انت صاحب المعارج ÷ انت حاوی المدارج
التی وصفها خارج ÷ یا حمید فی الخصال
انت الشمس للہدایۃ ÷ انت محمود البدایۃ
انت مسعود النہایۃ ÷ انت محمود الفعال
انت غوثنا المعظم ÷ انت قطبنا المکرم
انت فردنا المفخم ÷ انت المولی للموالی
انت شمسنا النور ÷ انت بدرنا المنیر
انت شمعنا الظہیر ÷ کالنجم والہلال
مدۃ قبلی سقیم ÷ فی اشتیاقک حمیم

لک فی بابک مقیم ÷ یا مسیح للعلیل
انا من عطشک حریق ÷ للترحم حقیق
وفی لعلک رحیق ÷ انت الساقی للعلیل
یا غیاث العالمین ÷ یا امیر المؤمنین
یا امام المسلمین ÷ انت زینۃ المحال
انت عالی السحات ÷ انت ذاتی و صفاتی
انت محیا و مماتی ÷ انت ناصر الملل
انت قبلۃ المقاصد ÷ فالیک نسعی نحفد
انت فی الکونین مقصد ÷ انت مالک المقبول

غزل در تہنیت و تاریخ تولد

صدر حاصل علی غوث خدا پیدا ہوئے ÷ جان جہان و قبلہ اہل صفا پیدا ہوئے
صدر جہا خورشید عرش اعتلا پیدا ہوئے ÷ عالم میں اب تو جلوہ شان خدا پیدا ہوئے
اب گلشن دنیا میں سرو اجتا پیدا ہوئے ÷ عالم میں اب شمع شبستان ہدا پیدا ہوئے
جس نازنین کے اک کرشمہ دو جہاں میں بالیقین ÷ وہ شاہ تخت عشوہ و ناز واد پیدا ہوئے
جنکی تمنا میں سدا لوح و قلم تھے عرش و فرش ÷ عالم میں اب وہ شہ گل باغ منا پیدا ہوئے
دونوں جہاں پائے مبارک کا ہے جنکی کفش اب ÷ عالم میں وہ سلطان ملک اعتلا پیدا ہوئے
دیں نبی کے زندگی جنکی نظر کا فیض ہے ÷ عالم میں اب وہ روح دین مصطفیٰ پیدا ہوئے

فیض نظر سے جنکی ہوتی ہے روا حاجات خلق ÷ اب عالم دنیا میں وہ حاجت روا پیدا ہوئے
ادنی نظر سے جنکے حل مشکلات خلق ہو ÷ اب عالم دنیا میں وہ مشکل کشا پیدا ہوئے
جنکا وجود عالم ایک قطرہ ہے بحر جود کا ÷ اب عالم دنیا میں وہ بحر سخا پیدا ہوئے
جنکی نظر کیفیض سے دل مردگاں زندہ ہوئے ÷ عالم میں اب وہ عیسیٰ معجز نما پیدا ہوئے
جنکے قدز بیابہ زیبا ہے قبائے غوثیت ÷ اب عالم دنیا میں وہ صاحب قبا پیدا ہوئے
جنکے رخ رخشاں سے عالم منور ہوں سدا ÷ اب عالم دنیا میں وہ شمس الضحیٰ پیدا ہوئے
جب آمد آمد کی صدا کا غلغلہ برپا ہوا ÷ آئے بشارت عرش سے شمع ہدا پیدا ہوئے
سال ولادت کی جودلیں سوچ کی مقبول نے ÷ جب مقتدائے اولیا غوث خدا پیدا ہوئے
بیساختہ جبریل نے مژدہ سنائی اس طرح ÷ پس قبلہ جان کعبہ سر خدا پیدا ہوئے

غزل دیگر مشتمل بر تہنیت و تاریخ ولادت

آفتاب عرش عز و اعتلا پیدا ہوئے ÷ صورت انسان میں سر خدا پیدا ہوئے
آرزو میں جنکے تھے چرخ برین و عرش و فرش ÷ آج وہ شاہ گل باغ منا پیدا ہوئے
انبیا میں فخر جنکا کرتے تھے احمد رسول ÷ آج ہی وہ زبدۂ اہل صفا پیدا ہوئے
رشتک سے جنکے پڑا تھا سینہ سے مو میں داغ ÷ آج دنیا میں وہ رشتک انبیا پیدا ہوئے
اولیاء وقت جنکی داغ خدمت کار کہیں ÷ آج وہ سر دفتر کل اولیا پیدا ہوئے
جنکی برکت سے زمین و آسماں قائم رہیں ÷ آج وہی قیوم ارض و سما پیدا ہوئے
جنکے لطف عام سے اکدم میں حاجت ہو روا ÷ آج دنیا میں وہی حاجت روا پیدا ہوئے

اک نظر سے جتنے مشت خاک بجاتی ہے زر ÷ عالم دنیا میں اب وہ کیسا پیدا ہوئے
جتنے نور روے رخشاں سے جہاں پر نور ہوں ÷ آج عالم میں وہی شمع ہدی پیدا ہوئے
فکر تھا سال ولادت کی دل مقبول میں ÷ عالم دنیا میں جب غوث خدا پیدا ہوئے
جبریل و عرش و کرسی بول اٹھیں بالاتفاق ÷ کعبہ جاں غبطہ اہل ہدی پیدا ہوئے

پرتو سوم بیچ ذکر تسمیہ مبارک اور بیان حالت رضاعت حضرت کے لے
الحمد والمنة کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے فضل بے غایہ اور عنایت بے نہایہ سے
اپنے محبوب خاص غوث پاک حبیب حضرت صاحب لولاک کو آفتاب ہدایت بنا کر انجمن
فلک ارشاد و رہبری کو پر نور فرمایا اور ظلمت ضلالت شبستان عالم ناسوتی کو عکس ضیائے
رخسار پر انوار سے غیرت روز روشن بنایا بلکہ بزنگاہ جماعت ملکوتیوں کو بھی نور علی نور
کردیا نہیں عالم ملک کو رشک افزائے ہنگامہ ملکوتیاں بنا کر دیکھلایا اور خود اس پردہ
غوثیت اور نقاب قطبیت میں روپوش ہو کر داد حسن و دلبری کے اپنے دیا اور گلشن دنیا کو اپنی
نکبت کا کل سے رشک گلزار جناب فرمایا اور تمام ساکتین ملک و ملکوت کو برنگ بلبلاں شیدا
مظاہر عشق گل روئے جہاں تاب کے اپنے بنایا اور اپنے حبیب مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے نام نامی اور اپنے اسم سامی کو عاشق و معشوق سا بہم ملا کر سٹی باحمد اللہ
فرمایا اور ذات پاک اپنے محبوب پاک کو مرتبہ عاشقیت اور معشوقیت کی مظہر جامع اور
آئینہ لامع بنایا اور جلوہ گاہ رمز ان اللہ معنا کے صورتہ و معنا اسی آئینے میں دکھلایا اور
حقیقت و رفعنا لك ذكرك کے اسی پردے میں بتلایا اور سر مخفی وحدت پر بقول۔

شعر

احمد کو خدا مت کہو احمد خدا نہیں ÷ لیکن خدا کے نام سے کوئی دم جدا نہیں
اطلاع و آگاہی بخشا۔

شعر

معشوقی اور عاشقی دونوں ہیں آپکو ÷ محمودی اور حامدی دونوں ہیں آپ کو

بیت

چونام احمدش واصل مع اللہ ÷ فوصل اللہ فی درج المعالی۔

غزل

آئے مرے باغ میں اے جان جہاں مجبذاری ÷ تیرے جدائی میں شہاد یکہنے کیا ہے قراری
نوری قدم سے دیجئے روشنی میرے باغلو ÷ اے تیرے چہرہ کی جھلک شمس و قمر بھی مشتری
نجم نین تھمکو بناؤ نگا مرے پیار بجن ÷ بہر کے نین دکھوں ترے حسن کا تب جلوہ گری
زلف کا دام میں پیدا نہ ہے خال جو ترے ÷ ہر دو جہاں اسیر ہیں موسیٰ بھی اور سامری
میم کی گونگہٹ میں چپے خوب کی تم نے دلبری ÷ امتی رنگ میں کبھی کبھی لیا پیسیری
لیلیٰ کی رنگ میں کبھی قیس کا دلکو تمنے لے ÷ جاں کبھی فرہاد کا دکھلایا شیرین پیکری
لفظ انا الحق بول کے دار پہ کبھی آچڑھا ÷ مفتی بنے کبھی دیا فتوے کفر و کافری
بیدل مقبول کو اب کر کے دیوانہ در بدر ÷ غوث الاعظم دیا ہے تمنے خوب داد دلبری
اللہ اکبر کیا مکرم نام ہے کہ حروف چار گانہ اس کا حقیقت عالم کا چار عنصر ہے سبحان
اللہ العظیم کیسا معظم نام ہے کہ اس کے الف مقام احدیت کی طرف مشیر ہے۔

تبارك الله الكريم کيسا نام نامی ہے کہ ”حائے حلقی“ اس کے حقیقت حلقہ عالم ہستی کا حامی و لپڈیر ہے۔
تعالی اللہ الجلیل کيسا اسم سامی ہے کہ میم اس کی دائرہ ہستی عالم نیست ہست نما کی حلقہ ہے ببارك الله المجید کہ ”دال“ اس کے دفاتر موجودات کی اسرار وحدت و کثرت کی دلیل ہے اللہ اللہ کيسا شیرین نام ہے کہ پہلی دونوں حروف الف و حائے حلقی کی تلفظ سے دونوں لب غایت شوق سے حلق تک کھل جاتی ہیں اور اخیر دونوں حروف میں سے میم کی تلفظ میں ہر دو لب نہایت ذوق سے سمیٹ جاتی ہیں اور دال موقوف کے تلفظ کے وقت دل مضطر کو سکونت اور اطمینان پہنچتا ہے گو الا بذكر الله تطمئن القلوب کی حقیقت پر اطلاع و آگاہی بخشتا ہے۔

غزل

لیتے نام اس پیارے کا ÷ دولب شوق سے کھل جاتا
ذوق سے پھر خود سٹ آتا ÷ کیا میٹھے نام پیار کا
شریں کر دیتے زبان کو ÷ پیارے نام ہے پیارے کا
جس نام پہ چرخ زمیں فدا ÷ جس نام کزیب ہے عرش و سما
جس نام شیدا ہے خدا ÷ نہ نثاروں کیوں جی جاں کو
کعبہ ہو تم عالم کا ÷ ترے طرف کو سجدہ ہے بجا
جامی نے کیا خوب لکھا ÷ والیک نسجد جو کہا
(اور تیری طرف سجدہ کرتے ہیں ہم)

سمجھے کیا ترا کوئی شاں کو ÷ ذرہ تیرے استاں کا
درہ تاج عرش و سما ÷ انصاف سے کہئے تو بہلا
کس کو ہے ایسی رتبہ ÷ عشق ہے تیرے رحمان کو
مکتب میں ناز و ادا کا ÷ استاد کی شہرہ ہے ترا
کتب عشوہ و ناز و ادا ÷ منسوخ ہوا اور و نکا
دیتے ہی تو درس قرآن کو ÷ اے پیارے پیانغوث خدا
مقبول عشق کا ہے مارا ÷ ہجر سے تیرے آوارہ
حرم دل پر بیٹھے آ ÷ کیجئے آباد ویران کو

واضح ہو کہ ہمارے حضرت پیغمبر علیہ صلوٰۃ اللہ الاکبر سٹی بدو اسم ہیں دونوں اسم مبارک آپ کے قرآن مجید میں مسطور ہیں آیت شریفہ محمد رسول اللہ ﷺ میں نام نامی محمد مذکور ہے اور حکایت بشارت روح اللہ میں اسمہ احمد مزبور ہے ہر ایک کے ان دونوں اسم مبارک سے ولایت علیحدہ ہے ولایت محمدی ہر چند آپ کے مقام محبوبیت سے ناشی ہے لیکن وہاں محبوبیت صرفہ نہیں ہے ایک گونہ امتزاج نشا محبت سے ہے اگرچہ یہ امتزاج بالا صالت نہو پر مانع مقام محبوبیت صرفہ ہے اور ولایت احمدی محبوبیت صرف سے بے شائبہ محبت ناشی ہے یہ ولایت اس ولایت سے ایک مرحلہ نزدیک تر بہ مطلوب ہے اور محبت کو مرغوب تر ہے کس واسطے کہ محبوب جس قدر محبوبیت میں تمام تر ہوا استغنا و بے نیازی کامل تر ہوگی اور نظر محبت میں زیبا تر و رعنا تر ہوگا محبت کو بہ جانب خود بیشتر شیفۃ و والہ کرے گا۔

شعر

تنہا نہیں آفت مرازیبائی ہے اسکا ÷ جانا بلا میرا بے پروائی ہے اسکا
مراد بلا سے افرات عشق ہے کہ مطلوب عاشق ہے سبحان اللہ احمد عجب اسم سامی ہے
کہ مرکب کلمہ مقدسہ احد سے ہے حلقہ حرف میم غوامض اسرار الہی جل شانہ سے ہے
عالم بیچوں میں اس کی گنجائش نہ تھی کہ عالم چوں چگوں میں تعبیر اس درکنون کی بغیر حلقہ میم
کے ہو سکتی اگر گنجائش ہوئی حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ اس سے تعبیر فرماتا اور احد
لا شریک لہ ہے حلقہ میم طوق عبودیت ہے کہ اس نے بندہ کو مولیٰ سے تمیز کیا پس بندہ وہی
حلقہ میم ہے لفظ احد کا اس کی تعظیم کے واسطے آیا اور اظہار اس کے اختصاص کا کیا علیہ و
علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام۔

غزل

عجب محبوب ہے نام بیجا لب پہ آتا ہے ÷ دل بچن جھٹ پٹ جاکو سرسوں سا جلاتا ہے
خیال زلف اسکے مجھ کو سودائی بناتا ہے ÷ کہ زنجیر عقل کو یہ دل وحشی توڑا تا ہے
ذرا دیکھو تو وہ پیارے یہ کیا کیا شاں دکھاتا ہے ÷ جہلک چہرکا دکھلا کر جگت شیدا بناتا ہے
وہ جو چہرہ دکھاتا ہے اگر سمجھو حقیقت میں ÷ وہ چہرے کی بہانے آئینہ قدرت دکھاتا ہے
وہ ابرو اور چہرے کا جو دکھلاتا تجھے جلوہ ÷ نشان مصحف و محراب و مسجد کا بتاتا ہے
نہیں وہ شعلہ روخ ہے اسی پردے میں وہ سکو ÷ خلیل اللہ سا آتش پرستی کو سکھاتا ہے
ارے ناداں تو کیا سمجھا وہ کیسا گنج مخفی ہے ÷ محمد سا تجھے وہ نقشہ وحدت بتاتا ہے
وہ دم بے لے کے چلے اور رک رک کر کہہ ÷ شمر کی نشان میں دلبری اپنا جتاتا ہے

بنول اے طوطی بنگالہ تو دلبر کی بولی میں ÷ گلے پر میرے نغے نے ترے چہویاں چلاتا ہے
ترے مقبول بیدل کو اے غوث پاک مجہذار ÷ ترے شوق قد مبوی دکھو کیا کچھ دکھاتا ہے
باعتبار وجود عنصری جسمانی اور ارشاد عالم ہیولانی ظلمانی کے اسم مبارک آپکا محمد صلی
اللہ علیہ والہ وسلم ہے اور ولایت اس اسم مبارک کی ناشی ہے اس اسم الہی سے کہ
مناسبت ساتھ اس عالم سفلی کے رکھتا ہے اور مسمیٰ ہے بحقیقت محمدی اور باعتبار وجود روحانی
کہ مربی عالم ملکوت اور عالم ارواح ہے نام آپکا احمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم
ہے قبل از وجود عنصری ساتھ اس وجود کے آپ ہی بنی تھے چنانچہ فرمایا کنت نبیا و آدم
بین السماء والطين یعنی نبی تھا میں دران حال کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے اور
ولایت اس اسم پاک کی ناشی ہے اس شان جامع سے کہ مبداء و اصل ہی خاص حقیقت محمدی
کے علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحق ہے اور مناسب ہے واسطے تربیت اس عالم نورانی کے مسمیٰ
بحقیقت احمدی ہے اور نیز معتبر ہے بحقیقت کعبہ ربانی اور ہمارے حضرت غوث اللہ
الاعظم رضی عنہ اللہ الاکرم اس نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ مسمیٰ ہونے میں گویا ایما
و اشارہ ہے کہ جیسا روحانیت آپکی مربی تربیت اس عالم سفلی کے ہو کر اسیران بند آب
و گل کو سلاسل قالب جنسی سے رہائی عطا فرما کر قالب قدسی کے چپرکٹ پر بیٹھلاتے ہی اسی
طرح ساکنان ملا علی ارواح کو بھی دولت فیض سے سرفراز فرماتے ہیں۔ (مسئلہ تحقیق یہ
ہے کہ اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ قیام جسمی اور صوری کی رو سے محتاج تاثیرات ستارگان اور
کارروائی فرشتگان عالم ملکوت ہیں اور ستارگان و فرشتگان اپنے اپنے ایصال تاثیرات و کار
روائی میں امداد فیوض اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف محتاج ہیں)

ہمارے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات فرمایا کرتے تھے ”کہ ہمارے ایک لاکھ چوبیس ہزار فرشتے ہیں“ بعد از انبیاء علیہم السلام گویا اس میں ایسا اشارہ اس پر تھا کہ ہماری روحانیت کے فیض سے ایک لاکھ چوبیس ہزار تن آلائش بشریت اور لوٹ نفسانیت سے چھکارا کر قالب قدسی روحانی نورانی میں پہونچے ہیں خواہ یہ امر ظاہر میں ہو یا باطن میں اور ہر ایک شخص ان میں سے مقام ولایت عظمیٰ میں پہونچکر ہادی عالم اور فیض رساں عالم ہوئے ہیں جیسا انبیاء علیہم السلام ہادی عالم اور فیض رساں عالم تھے یعنی ہر ایک ولی ان میں سے خلیفہ ایک ایک نبی کی ہے اور ولایت ایک ایک ولی کے ان میں سے تحت نبوت ایک ایک نبی کے ہے پس جو ولی کی ولایت تحت نبوت حضرت آدم علیہ السلام کے ہے مثلاً اس ولی کو آدمی المشرّب کہتے ہیں اور جس کا ولایت مثلاً تحت نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہے اس کو ابراہیمی المشرّب بولتے ہیں اور جس کا ولایت تحت نبوت حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہما السلام کے ہے اس کو موسوی المشرّب یا عیسوی المشرّب لقب ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس انہیں جس ولی کی ولایت تحت نبوت ہمارے حضرت خاتم النبیین رسول رب العالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ہے اس کو محمدی المشرّب کہتے ہیں جیسا ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم خاتم الانبیاء اور سلطان المرسلین ہیں یہ ولی بھی اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ میں خاتم الاولیا اور سلطان الاولیا اور غوث الثقلین اور وارث خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صورت اسکے غلاف خداے معبود ہے اور وہی کل عالم آب و گل کا گل مقصود ہے گویا کل خدائی تن ہے اور وہی خدائی کی جان و من ہے۔

غزل

تیرے ظہور ذات سے جاری ہے اب دریاے فیض ÷ روحانیاں اب تجھے ہیں ہر دم بجاں جو پائے فیض
ہے فیض تیرے دونوں عالم میں یقین بلجائے کل ÷ ہے ذات عالی اپکا عالم میں اب بلجائے فیض
ہرگز نہ دیکھے چہرہ مقصود کا عالم میں کوئی ÷ جیتک نہ کر لے اک نظر دودیدہ بینائے فیض
ہرگز نہیں اسکاں قیام عالم امکان کا ÷ جیتک نہ سایہ ڈالے تیرے عالم بالاے فیض
حق الیقین کی آنکھ سے تو دیکھ لے بے ریب و شک ÷ ہستی ہر دو کون ہے اک موجد دریاے فیض
دیدار حق چاہئے اگر غوث خدا کا از یقین ÷ مقبول پہلے دیکھ لے وہ چہرہ زیبائے فیض
ہمارے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت فیض موہبت میں اکثر اوقات ساکنین طالبین جب عرض کرتے کہ یا حضرت کیسا چلوں اور کیا شغل کروں تو زباں ارشاد ترجمان سے یوں درنثار فیض ہوتے ”کہ تم پاک چڑیا بکمر رہو“ یا فرماتے ”کہ تم فرشتہ ہو کے رہو“ اور کبھی ایک شخص کو دونوں کلمہ بھی فرماتے تھے اور کبھی فرماتے ”کہ تم کنجشک یا کبوتر یا فاختہ بکمر رہو“ جاننا چاہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ارواح شہدا کی مقام خطیرۃ القدس میں حواصل طیور سبز کے اندر رہا کرتا ہے ہمارے حضرت غوث پاک حبیب حضرت صاحب لولوک رضی اللہ عنہ گویا ان کلمات قدسیہ سے اشارہ فرماتے تھے کہ تم حسب مضمون قولہ تعویلاً تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احياء عند ربہم ولكن لا تشعرون کی راہ محبت و عشق خداوندی میں عد و مبین نفس و شیطان کے ساتھ مجاہدہ کرو اور اپنے نفس کو خیر الفت اور تیغ محبت سے شہید کر ڈالو اور مقام

رضا و تسلیم کی بات میں لاؤ اور مانند کج شک و کبوتر وفاختہ کے اپنی آلاش بات بشریہ اور ہوائے نفسانی اور تعلقات دنیویہ اور اخرویہ اور لوٹ اقدار جسمانی سے پاک و صاف ہو کر ہوائے آزادی پر اوڑ و بازویہ نشیں کج صبر و قناعت ہو جاؤ اور فرشتہ صفت دائرہ لا یُعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون سے قدم عزیمت ہرگز باہر نہ دہرو اور اپنے زندان مقتضیات بشریہ اور ہوائے نفسانیہ سے نکل کر سیر فضائے ملکوت اعلیٰ کی کرو اور قالب جنسی کشیف کو چھوڑ کر قالب قدسی لطیف میں آؤ اور تحصیل دولت سعادت فلنحیینہ حیوۃ طیبۃ سے سرفراز دو جہانی بن جاؤ (پس البتہ حیات دیوینگی ہم اسکو حیات پاک)۔

بیت

کشتگاں خنجر تسلیم کو ÷ دمدم ہے غیب سے سوجان نو

غزل

اے دل بعشق جاں جاں در راہ او کن جان و تن ÷ در زمرہ دلداد گاں گرنا مور خواہی شدن
راز دروں پردہ لے منصور ساں با کس لگو ÷ مہنوں ساں لگ بوس ہم فرہاد و شن مکشہ بزن
ہاں پیش مردن مردہ شو کا در لیس از مرگ چینن ÷ پیش از شما و ما ہمہ رفتند در باغ عدن
شد زندہ دائم کسی کز عشق شد دل زندہ اش ÷ رخت سفر گر چہ بہ بند از ہمیں دار المحن
مہماں ایں دار الفتن تا کی بمانی مردہ دل ÷ از مصطفیٰ بشنو کہ از ایمان تست جب الوطن
راہیت روشن بیخبر تو چشم کو رستی مگر ÷ در چاہ می افقی بسر بشنو صفی پندے زمن
رسن ریاضتہائے سخت وہم کلنگ عشقگیر ÷ یا جوج را بر بند وہم سد سکندر را بکن

۱۔ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کے جو حکم کرے ان کو اور کرتے ہیں جو حکم کئے جاویں ۱۲ سورہ تحریم

روشن ہے کہ حضرت رسالت مآب علیہ صلوٰۃ رب الارباب کے اسمائے مبارک سے خاص کرام سامی احمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہمارے حضرت غوث اللہ الاعظم مجتہد اری رضی عنہ اللہ الباری کو عنایت ہوا ہے اور یہ اسم پاک حسب قاعدہ نحویہ غیر منصرف ہے اور حکم عدم انصراف عدم قبولیت جرتنویں ہے کیونکہ جر کنایہ جانب پستی سے ہے اور پستی مقتضائے اوصاف مذمومہ اور نتیجہ اخلاق ذمیمہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ قلب کی دو دروازے ہیں ایک دروازہ جانب فوق قلب کے وہ کھولا ہوا ہے طرف عرش اعلیٰ اور لامکان کے اور ایک دروازہ اس کی جانب تحت قلب کے ہے وہ کھولا ہوا ہے طرف تحت الشری اور دوزخ کے پس جس کا دروازہ فوقیہ کھولا ہوا ہے اور دروازہ تجیہ بند ہے اسکے دماغ جان میں ہمیشہ راکھ طیبہ مقام عرش اور لامکان کے پہنچتی ہے اور اس کی جان سدا شائق سیر ملا اعلیٰ اور آرزو مند عالم بالا رہتا ہے اور مانند آہوئے مشکناں کے دیوانہ وار مستانہ کردار جو یاں مطلب اور پویان بادیہ طلب رہا کرتا ہے اور عالم دنیا میں اہل اللہ سے محبت اور دنیا اور ان دنیا سے نفرت و حشت رکھتا ہے اور ہمہ دم دم ویلکم ثواب اللہ خیر کے بہرتا ہے اور شائق جلوۂ جمال اور تحصیل دولت کمال کے رہتا ہے اور جس کا دروازہ تجیہ قلب کے کھولا ہوا ہے اور دروازہ فوقیہ بند ہے اسکے دماغ راکھ کرئیہ منتہنہ دوزخ سے بہرا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ طرف ان اعمال قبیحہ اور افعال رذیلہ کے جو کہ اس کو دوزخ تک پہنچا نیگی مائل رہتا ہے اور اسکے دل سدا جانب پستی دوزخ کے جھکتا ہے اور مانند بھلن گوبر کش کے دنیا کی گو گوبر میں ڈوب رہا کرتا ہے اور مانند

۱۔ داسے ہے تم کو ڈاب خدا کا بہتر ہے ۱۲ سورہ بقرہ

فرعون ملعون اور نمرود مردود کے دنیا کی گوگوبر کے پشت پر تکیہ لگاتا ہوا کبر و نخوت سے اہل اللہ کے ساتھ پیش آتا ہے اور ہمہ دم قارونیوں سانحہ تمنائے یسائیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم کے مارتا ہے اور ہمیشہ تماشا میں فُخسفنا به وبداره الارض کے رہتا ہے آخر کا نتیجہ اعمال ایسے لوگوں کا حکم خداوند جبار قہار حسب قانون کل شیء یرجع الی اصلہ پستی دوزخ ٹھہرتا ہے معاذ اللہ من ذلك (پناہ اللہ کا اس سے) جیسا غیر منصرف غیر قابل جر ہے اسی طرح غیر قابل تنوین بھی ہے کیونکہ تنوین حسب قاعدہ نحو یاں علامت تمکینیت اسم ہے اور اسم ممکن اکثر معرب ہوا کرتا ہے اور غیر منصرف اگرچہ اقسام معربات سے ہے لیکن بسبب عدم قبولیت جر و تنوین کے گوئیہ مشابہت لفظی مبنیات کے ساتھ پیدا کیا ہے اور مبنی مانند اسمائے ممکنہ معربہ کے حرکات ثلثہ کو تنوین کے ساتھ جگہ نہیں دیتا ہے پس تنوین میں شائبہ تلون اور تلوین کے ہے اس واسطے مبنیات کی مثال مثل اہل تمکین کے ہے کہ وہ اپنی حالت عزیمت پر ثابت قدم رہتے ہیں اور جادہ استقامت مستقیم الحال ہوتے ہیں اور یہ عین کمال عارف ہے کہ الاستقامۃ فوق الکرامۃ پر اجماع اہل عرفان کا ہے بخلاف معربات کے کہ وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتی ہے اور یہ مناسب مقام اہل تلوین اور ناقصین کے ہے گویا ہمارے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک غیر منصرف ہونے میں اشارہ ہے طرف صاحب استقامت اور اہل تمکین اور محمود الصفات ہونے کے اور یہ اسم مبارک غیر منصرف ہونے کے سبب وزن فعل ہونے میں گویا اشارہ کہ آپ کے تمام

۱۔ اسے کاٹنے ہوا واسطے ہمارے جیسا دیا گیا ہے قارون کو تحقیق وہ بڑی نصیب والا ہے ۱۲ سورہ قصص ۲۔ پس وہ سادیا ہم نے اس کو اور گھرا کی زمین میں ۱۲ سورہ قصص ۱۲۔ ہر چیز رجوع کرتا ہے طرف اصل اپنے کے ۱۲

افعال اور سارے اعمال موزون ہے اوپر میزان حقیقت شریعت غر اے محمدی اور طریقت منجلائے احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آنحضرت موصوف بصفۃ کمال تخلقوا باخلاق اللہ تھے اور ہمیشہ بحلیہ جمال و آنک لعلی خلق عظیم محلے اوپر راستہ رہتے فی الحقیقت ہمارے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ جمال اخلاق الہیہ اور آراستہ بزبور کمال اوصاف احمدیہ تھے اور یہ کنایہ ہے طرف مقام فنا فی اللہ و فنا فی الرسول اور فنا فی ذات و صفات اور توحید ذاتی و صفاتی کے اور یہ اسم پاک صیغہ اسم تفضیل کے ہے اور مشتق مصدر حمڈ سے ہے اور یہ مصدر معروف و مجہول دونوں ہو سکتا ہے بر تقدیر مصدر معروف سے مشتق ہونے کے اس کے معنی ستائش کنندہ تر اور بہت حمد و شکر کرنے والے کے ہے فی نفس الامر ہمارے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشاکرین اور سلطان الحامدین تھے اور مرآت ظہور جلوہ حسن و جمال لکن شکر تم لازیدنکم کے تھے گویا اس میں اشارہ ہے طرف تکمیل مقامات حامدیت کے اور بر تقدیر اشتقاق اس اسم مبارک کے مصدر مجہول سے اس کے معنی ستودہ تر ہے اور یہ اشارہ ہے اس پر کہ ذات ستودہ صفات حضرت غوث پاک حبیب حضرت صاحب لولاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی نفس الامر صورتہ و معنی ستودہ تر تھے اور فی الحقیقت محمود الابدات اور مسعود الایمان تھے یعنی دو شخص اہل ایمان میں سے ستودہ اور برگزیدہ نہوے میں از روے کمالیت ظاہرہ و باطنہ کے اختلاف نہیں کریں گے بلکہ کل اہل ایمان حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمالیت پر اتفاق رکھتے ہیں گویا اس میں اشارہ ہے کہ جیسا ذات محمود الصفات آپ کی اقصیٰ مراتب حامدیت میں ہیں ویسا ہی اعلیٰ منازل محمودیت میں بھی ہیں اور مرتبہ حامدیت اور محمودیت یکمالہا و تمامہا دونوں کے جامع ہیں۔

۱۔ خور ہو ساتھ خصلتوں خدا کے ۱۲۔ اور تحقیق تو البتہ اوپر خلق بڑی کے ہے ۱۲ سورہ قلم ۲۔ اگر شکر کرو تم البتہ زیادہ دو گنا میں تم کو ۱۲ سورہ ابراہیم

غزل

جی جاں سے قربان ہوں اس پیارے نام کا ÷ بجتی ہے ڈنکا عرش پر جس ذی مقام کا
کیا عالی وصف و صغین سے ہے شان پاک ÷ شکستہ ہے عطار و کی کلک ارقام کا
آئینہ جمال احدیت میں غوث پاک ÷ نقش کمال احمدی ہے شان امام کا
بیاں تھے انک علی خلق عظیم کی ÷ اخلاق جملہ اس شے عالی مقام کا
محمود الالبدا تھے اور مسعود الانہا ÷ اس واسطے تھا نام احمد اس ہمام کا
جامع ہے شان عالی شان حضرت حضور ÷ محمودی اور حامدی دونوں مقام کا
اعلو شان کا ان کی خمیر شقی کم نصیب ÷ منکر نہیں کوئی ہے اس تاج الکرام کا
اوہ کون ہے جو آپ کی در پر نہ گہیے سر ÷ کعبہ ہے کوچہ آپ کی ہر خاص و عام کا
دیدار حق جو چاہے تو غوث پاک کی ÷ مقبول جان و دل سے ہو نقش اقدام کا
اور یہ اسم مبارک اوزان فعل میں سے فعل مضارع کے وزن رکھتا ہے اور فعل مضارع میں زمانہ
حال اور استقبال دونوں ملحوظ ہوتے ہیں گویا اس میں ایما ہے کہ ذات عالی صفت آنحضرت
جامع الکملات کے برزخ جامع ہے درمیان خالق اور خلق کے کہ بظاہر باخلق آمیختہ اور باطن
باحق پیوستہ یعنی صورت مظہر محمدیت و احمدیت ہیں اور معنی مظہر واحدیت و احدیت۔

شعر

اکناتہ پہ بٹھلائی ہے تقدیر و محمل ÷ سلمائے حدوث تو ولیلاے قدم کو
اور یہ اسم مبارک صیغہ مضارع میں سے وزن و صورت صیغہ وحدان حکایت نفس متکلم
کی رکھتا ہے اور ضمیر 'اَنَا' اس میں مستتر اور پوشیدہ ہے مکتوبات حضرت شیخ شرف الدین

یچی منیری میں ہے کہ اہل ذکر فرماتے ہیں کہ پہلے جس ذکر پاک کے ساتھ خداوند پاک
نے اپنے ذات پاک کو یاد فرمایا ہے وہ ذکر 'اَنَا' تھا پس ذکر حقیقی خداوند پاک کا فی
الحقیقت 'اَنَا' ہے اور سارے اذکار میں بلکہ جمیع کلام اہل عالم میں یہاں تک آواز حیوانات
میں بھی صد اس ذکر حقیقی 'اَنَا' کا ہے کہ مخلوقات الہیہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے
تئیں 'اَنَا' نہ کہتا ہو سبحان اللہ انا کیسا ذکر قدیم لایزال ہے جیسا بدایت و نہایت ہستی
درختوں کی دانہ و بیج ہے اسی طرح ہر ذکر کا اصل اور بیج ذکر 'اَنَا' ہے 'اَنَا' کی حرفوں کو عکس
کرنے سے بھی وہی انا ہی نکل آتا ہے جب کوئی شئی نہ تھا تو 'اَنَا' تھا کہ کنت انا ولم
بکن شئی اسی کا بیان ہے اور جب سب کچھ موجود ہوا تو بھی 'اَنَا' ہے کہ انی انا اللہ
لا الہ الا انا اسی کا دلیل و برہان ہے اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو 'اَنَا' ہی رہ جائے گا
کہ انا اللہ الواحد القہار اسی کا بیان ہے پس انا هو الاول والاخر والظاهر
والباطن یہی تو آیت قرآن ہے اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو کیا ایمان ہے اِنَّا لِلّٰہ
وَ اِنَّا الیہ راجعون فافہم۔

قطعہ

اَنَا الاول انا الاخر انا الظاہر انا الباطن ÷ ہے جملہ چیز و کس بالکل 'اَنَا' کی جلوہ روشن
'اَنَا' کی راز جو کچھ وہی سردار عالم ہے ÷ 'اَنَا' دونوں جہاں کے واسطے ٹہری ہے بنخ و بن
اور نام نامی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرف اسم گرامی حضرت باری تعالیٰ شانہ کے
اضافت کرنے میں غرض تعظیم شان آنحضرت رضی اللہ عنہ کے ہے مانند نبی اللہ اور رسول
اللہ اور بیت اللہ کے۔

۱ میں ہوں خدا کی تائید نہایت صغیر و الا ۱۲ انا وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے۔ ۳ تحقیق ہم واسطے اللہ کے ہیں اور تحقیق ہم
طرف اس کے پھر جانے والے ہیں ۱۲ میں ہوں اول میں ہوں آخر میں ظاہر میں ہوں باطن ۱۲

بیت

جسے تعظیم کی حضرت الہی ÷ کرے تعظیم کون اس کا کما ہے

اور انعام اسم سامی آنحضرت رضی اللہ عنہ کا ساتھ اسم گرامی ذات جامع الصفات اللہ جل جلالہ کے سوائے دوسرے اسمائے صفاتیہ کے اشارہ ہے طرف فناے ذات والا صفات آپ کے بیچ ذات پاک باری تعالیٰ شانہ کے مع فناے جمیع صفات کے اور یہ ایما ہے طرف تکمیل کمالات ذاتیہ و صفاتیہ بجمیعہا کے اسلئے لیلۃ المعراج کو جو کہ تکمیل کمالات نبویہ کی رات تھا اپنے بندہ خاص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہی ذات کی طرف اضافت کیا کہ سُبْحَانَ الَّذِي اسْرٰى بَعْبُدِه کیونکہ قاعدہ ہے جب کوئی شخص کسی چیز کی محبت میں منہمک اور فانی ہو جائے اور اس شخص کی نسبت اس چیز کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے تب اس کو اس چیز کی طرف اضافت کرتے ہیں مثلاً کوئی شخص اگر محبت دنیا یا محبت زر میں فانی ہو تو اس کو عبد الدنیا و عبد الذهب کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی صفت رحمت حق میں فانی ہو اس کو عبد الرحمن یا عبد الرحیم بولتے ہیں اگر کوئی صفت کرم الہی میں ہو جائے اس کو عبد الکرم کہا کرتے ہیں علیٰ ہذا القیاس جو شخص فانی فی الذات مع جمیع الصفات ہو اس کو اصطلاح عرفا میں عبد اللہ کہتے ہیں چنانچہ حضرت عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

شعر

گفتہ او گفتہ اللہ بود ÷ گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

غزل

جہاں میں کون ہے جو ربّ غوث خدا سمجھے ÷ اگر سمجھے خدا سمجھے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے

۱۔ پاکی ہے اس شخص کو کہ لے گیا بندے اپنے کو ۱۱ سورہ بنی اسرائیل

وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن ÷ اسے دونوں جہاں میں ابتدا و انتہا سمجھے خدا و غوث حق کی راز کو ناداں تو کیا سمجھے ÷ وہ سرالاولیا ہیں اولیا کو بس خدا سمجھے وہی ہے فی الحقیقت نقش پاک اس وجہ باقی کا ÷ اگرچہ صورت ظاہر میں کوئی عبد خدا سمجھے دو عالم بلبلہا ہے ایک اسکے بحر وحدت کی ÷ بہلا پھر کس طرح راز بحر کو بلبلہا سمجھے خدا و غوث حق مقبول آپس میں جدا کب ہیں ÷ نہ ہوگا واصل مقصود جو ان کو جدا سمجھے بیان رضاعت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر پلانے کی نعمت خدمت آپ کی مادر مہربان عفیفہ زمان سیدہ زناں اہل صفا جناب شرافت مآب حضرت بی بی خیر النساء رحمۃ اللہ علیہا کو عنایت ہوئی جون جون آنحضرت رونق افزاے اور نگ کنار مادر دلپذیر بہشت نظیر ہو کر چشمہ شیر سینہ بے کینہ سے شیر نوش جان فرماتے ہو قطرہ شیر کے ساتھ بمقتضای رحمت نامتناہی کا فور نور اور مشک محبت خداوند غفور جوش کہاتے اور اس سے خمیر عشق الہی کا بنتا تھا اور جون جون آپ کی آواز نالہ دلپذیر مثل صریر بانسری اور نغمہ بیس کے حاضرین کے دلوں کو تیرکاری لگاتے سب کو اپنی جوش محبت میں سیماب سا با اضطراب اور ماہی بی آب سا بیتاب بناتے۔

غزل

کیا خوب تو ہے دلبر کہ مادر زمانہ ÷ فرزند تجھ سادیکہی ہر گز نہیں یگانہ
شیدائے حسن تیرے عالم میں ہے نہیں کون ÷ ہر حرکت و سکون بس تیرا ہے دلبرانہ
اے غوث اللہ الاعظم محبوب ہر دو عالم ÷ عالم فدا تر ہے ہر آن عاشقانہ
کیوں جوش پر نہ آوے دل عاشقوں کا تیرے ÷ آواز دلبرانہ ناہید کی ترانہ
مقبول جان سے کیوں ہو ہر دم فدا نہ تیرا ÷ تو دلبر زمانہ تیرا ہیں سب دیوانہ

جون جون آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہوارے پر چلتے تھے دلہائے حاضرین ہواے شوق سے ہلتے تھے جون جون آپ اودھر مہدناز واداپر اوچلتے تھے اودھر فوارہ اشتیاق چشمہ محبت سے اوچلتے تھے جون جون آپ سر کے بل زانوے غنچ و دلال پر چلتے تھے بلبل شیداے دلہائے عشاق پر اشتیاق اس گل روے حسن و جمال پر بصد منت ٹارہوتے تھے جون جون اودھر وہ سر و چین ناز الف وار قدر است فرمائے اودھر عاشقان جانباز لام زلف عنبر بیز کی طرح بصد شوق سنبل پائے سرو آزاد ہو گئے جون جون اُدھر مائے اقدس کو میم خلخال ناز وادائے رفتار سے آراستہ فرما کر عرش دل محبت منزل پر قدم دھرتے تھے ادھر حاجی پشیمان شیدایاں نیاز جبل صفا قلب مصطویہ کی طرح طواف زیارت ناز اور سعی صفا و مروہ اشتیاق و سوز و گداز و وقوف عرفہ اخلاص ادا کرنور بصارت اسرار عشق سے منور ہوتے تھے۔

غزل

اے ماہ چرخ خوبی وائے مہر برج دلبری ÷ سب ویران پر پھر تجھ کو سنا ہے سروری
بر جملہ خوباں جہاں تو بادشاہ و سروری ÷ لمعال ترے چہرے سے ہیں ٹمس و قہر بھی مشتری
صدقہ ترے ناز واداپر ہیں سدا حور و پری ÷ ہے قامت زیبا پیہر زیندہ قبائے ناز کی
ناز وادائیں ناز کاں دہر سے ناز کستری ÷ آویزہ زلفوں کی تیرے ہیں پیما ہر دو جہاں
سنبل کو کا کل سے ترے کب ہے مجال ہمسری ÷ میں گلزار حیا ہندوترے صید کند مو ترے
خواہ حور ہوں یا پری خواہ زہرہ ہو یا مشتری ÷ وہ کون ہے جو عشق دلبر سے نہ کھتا داغ غم
خواہ لالہ ہو اندر چمن خواہ ماہ چرخ چنبری ÷ ناز وادائے دل کو بس تیر بھی کام ہے
تیرے سوا کس کو بھلا زینا ہے یہ عشوہ گری ÷ شاہنشہ خوبی توئی زینا ہے محبوبی توئی

آئینہ شان خدا تجھ کو سنا ہے دلبری ÷ مقبول کوچے میں ترے ہے منتظر دل لے بکف
اے جان جان مانع ہے کیا کروے یہ نینما دلبری ÷
پرتو چہارم بیچ ذکر تحصیل علوم ظاہرہ و کتب و تکمیل کمالات باطنہ حضرت رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے جب حضرت شاہنشاہ ملک ولایت اور رنگ نشین انجمن غوثیت چار برس
چار مہینے کی سن شریف کو پہونچ یعنی ۱۲۳۸ھ یک ہزار دو سو اڑتالیس ہجری قدسی نبوی صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوالہ استاد ادیب اور سپردہ معلم لیبیب ہوئے اور محفل درس کو غیرت
گلزار جاوید بہار جنت فرمائے اور تھوڑے عرصے میں اپنے ہجو لیوں سے گوئے سبقت کی
لیکے اور آداب خرد مندی اور اطوار ہوشمندی میں اپنے ہم درسی بھائیوں سے سرفراز و ممتاز
ہوئے یہاں تک کہ ۱۲۶۸ھ ہجری یک ہزار دو سو اڑتھہ ہجری قدسی کو بیچ مدرسہ عالیہ
اشرف البلاد مینو سواد دار السلطنت کلکتہ میں تمام علوم ظاہرہ اور فنون متداولہ مروجہ سے
فراغت حاصل فرمائے اور رشک افزائے علمائے زمان اور غیرت قلوب فضلائے آوان
ہوئے اور حالت تحصیل میں ہر ہر جماعت میں اولیت درجہ پاس و نمبر اور جاگیر و انعامات
و مشاہرہ آنحضرت کو لازم و ملزوم ساتھی کوئی سال جاگیر انعامات و تنخواہ حضرت سے نہیں
چھوٹی ہمارے حضرت بابرکت ولی مادر زاد تھے جہاں کہیں خیمہ انداز اقامت ہوتے رشتہ
قلوب خلایق طناب خیمہ ہو جاتے محبوب ازلی سے اداے محبوبانہ کب چھوٹا تھا جو ایک نظر
گل روے جہان تاب کو دیکھا بصد دل و جان صید کند سنبل کا کل خمدار ہوتا تھا مدرسین
باتمکین ہر چند کہ داد تعلیم قدر بس کی دیتے تھے پراز ہزار جان و دل سے والہ شیداے شان
دلبری آپ کے رہتے تھے۔

غزل

تجھے نازک ازل نے ناز کتری سکھایا ÷ تجھے مکتب ازل میں پری پیکری سکھایا
علم ادا و ناز اور عشوہ گری سکھایا ÷ سبھی ناز دلبرانہ سب ہی دلبری سکھایا
ترجھی نظر سے اپنے عالم کا دل لہانا ÷ وہ معلم ازل نے یہ ستمگری سکھایا
ہر غمزہ و کرشمے سے محو اپنا کرنا ÷ آمزگر ازل یہ جادو گری سکھایا
تخت حسن پہ بیٹھے داد ادا کا دینا ÷ تجھے حاکم ازل نے یہ داوری سکھایا
مقبول تجھے جاں سے ہر دم فدا نہ کیوں ہو ÷ تجھ سا خدا نے کس کو جلوہ گری سکھایا
خوش نویسی۔ اور جادو نگاری آپ کا کیا بیان کروں کہ اثر رنگ مانی آپ کے نگارستان میں
بیرنگ۔ قلم منشی فلک آپ کے میدان تیز رفتی میں لنگ۔ آپ کے ہر حرف شگرف موے
پیچاں غنیمتیں محبوبوں سے دل آویز۔ بیاض بین السواد اور سواد بین البیاض سواد و بیاض مردم
چشم مہوشوں نے فتنہ انگیز چشمان اہل نظر آپ کے نگارش سرمہ پرور سے مکمل۔ دامن کا کل
عروساں نقوش آپ کے مانند موجہ دریا سراسر مسلسل۔ صفحہ تحریر دلپذیر آپ کے امینہ
قدرت خدا۔ کلک عطار دآپ کے نگار خانہ کا ادنیٰ گدا۔ خوشنقیر آپ کے رشک اعجاز
حضرت میجا۔ ہر بات ہم پیوند نبات آپ کے نسخہ رسالہ حق نما۔ عذوبت بیان آپ کے
قد و نبات کے سنگ ہمراز و ہم سخن۔ سورت لسان آپ کے لالہ صفت داغ نہ جگر سوسن۔ ہر
لفظ متین آپ کے معانی راز کا ہمراز۔ اور ہر راز آپ کے شاہد مطلوب کا دمساز۔

غزل

عجب حسن و عجب دلبر عجب محبوب جانی ہے ÷ کہ اپنے دلبری میں آپ ہی بس اپنا ثانی ہے

عجب رنگین کہ ہر حرکات و سکنات انکے رنگین ہے ÷ کہ ہر رنگ انکا پیرنگی کی اسرار نہانی ہے
عجب منشی ہے وہ دلبر عجب تحریر ان کا ہے ÷ کہ ہستی کی کتاب اک حرف انشائے معنی ہے
خط حسن و ادا اور و نکا بالکل ہو گیا منسوخ ÷ جب ہی سے خامہ ان کا غیرت اثر رنگ مانی ہے
خمش کی مہر منہ پر کہیں ہیں بلبلان قدس ÷ جب ہی سے نغمہ زن وہ عندلیب لامکانی ہے
نشاں ان کے علوشا نکا کیونکر بتائے کوئی ÷ وہ ہستی کی جہاں میں بے نشان کا یکنشانی ہے
دم لاعلیت کی جنگی شانیں قدسیوں کو ہے ÷ قلم کا پھر بھلا مقبول یاں کیا تر زبانی ہے
۱۲۶۹ ہجری نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ کو آنحضرت غوثیت پناہ قطبیت دستگاہ ضلع
جسر کا عہدہ قضائی اختیار فرمائے اور ایک سال کارروائی قضائی میں مصروف رہے بعد از
انقضاء ایک سال کے پھر ۱۲۷۰ ہجری کو رونق افروز دار السلطنت کلکتہ ہو کر جناب
مستطاب منشی ابوعلی صاحب مرحوم کی مدرسے میں عہدہ مدرسے میں مقرر ہوئے اور نہایت
جودت طبع اور سوسن زبانی سے طالبان علوم دین اور جویندگان راہ یقین کو تعلیم فرمانے لگے
اور داد فصاحت و بلاغت کی دیتے رہے۔

قطعہ

سبحان اللہ چہ خوشنقیری در بزم خندانی ÷ سسر طبع بلیغت را ہمہ دعویٰ سبحانی
بسیف کیف و مقراض لما ولا نسلم تو ÷ سر بوزید و نیم ست ہم دو گوش سردانی
ز بس کز بہیت ہات بگاہ رزم گفتارت ÷ نگہ براثری دارد چہ سکا کی چہ جرحانی
مدام از حسن گفتارت تن گفتار را جانست ÷ ہم از معنی طرازیت نگار دل خندانی
ہم از فصل سکر و حیت جنس معنی ممتازست ÷ ہم از خوش قیل و قال نطق راتخت سلیمانی

ہم از ساقی کلکتہ خشک کام معنی لبریز ست ÷ ہم از سحر کلامت ملک معنی را نگہانی
زداد و دامعنیت بلا و نکتہ آبا و دست ÷ بد رس خوش ادایت ابن سینا در سبق خوانی
بمعقولات و حکمت چوں زنی دم کلیات نفس ÷ نمیدانی سراید با جلال الدین دوانی
ریاضی و اصول و معنی و فقہ و عقاید را ÷ زبان و چشم و گوش و بینی و دستی و ہم جانی
بدین آئیں داد معنی دادن در سخن رانی ÷ بملک علم و حکمت مر تر اشایان سلطانی
گداے در گہ تسم بزر سایہ لطف ÷ کجا مقبول می ترسد بزر ظل سبحانی
اسی سال کو آپ نے منصفی امتحان بھی دیئے تھے بسبب چورایا جانے سوالات کے سب کا
امتحان نامنظور ہو گیا تھا غرض ۱۲۶۹ اور ۱۲۷۰ ہجری یہ دو سال بعد از فراغت تحصیل
علوم ظاہرہ حسب اقتضائے بشریت اور بروفق داعیہ طبیعت چراغ افروز عقل معاش رہے
ہر چند کہ آنحضرت فردالاحباب غوثیت مآب ولی مادر زاد تھے اور حاجت تربیت کسی شیخ اہل
ولایت کی نہیں رکھتے تھے بائیں ہمہ جذبہ غیبی عشق لاریبی ہر دم جلوہ تازہ دکھاتے تھے اور
ہر لحظہ داعیہ طلب نے تجلی انوار رب زدنی علما کا دل عرش منزل پر آپ کے چمکاتی
تھی سچ ہے کہ آفتاب عشق پہلا برج دل معشوق میں جلوہ افروز ہوتی ہے جو ہیں اسکی عکس
تجلی دل طالب پر چمکتی ہے تو مہتاب طلب افق قلب طالب سے طلوع کرتا ہے۔

قطعہ

عشق اول دلبروں کے دہیں کرتا ہے ظہور ÷ عکس اسکے عاشقوں کے دہیں پس کرتا ہے زور
ذات معشوق آفتاب و ذات عاشق کا ہے ماہ ÷ جلوہ خورشید سے لیتا ہے بیشک ماہ نور
لیکن آفادہ نور آفتاب کی مہتاب کو مستور ہے ظاہر میں جلوہ نور مہتاب کی ظہور ہے۔

بیت

میل معشوقوں کا ہے خفیہ نہاں ÷ میل عاشق کا ہے بادھل و فغاں
عند لیبان خوشنواں رخ روایت اس مقام پر یوں ترانہ ریز حکایت ہیں کہ آنحضرت غوثیت
پناہ دار الامارۃ کلکتہ میں اسی ۱۲۷۰ ہجریہ قدسیہ نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ کو ایک روز
روفق افروز سواری ہو کر بقصد سیر یا کسی ضروری کار کو تشریف لئے جاتے تھے اس زمان
حجۃ آواں میں جناب فلک رکاب ولایت انتساب قطبیت مآب آفتاب عرش رفعت
ماہتاب برج عظمت فردالاولیا سند الاصفیا خلاصہ نسل حضرت محبوب سبحانی حضرت شیخ محی
الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی ظل اللہ الباری حضرت شیخ ابو شحمہ محمد صالح لاہوری قدس سرہ
العزيز بادشاہ ہند رونق بخش شہر کلکتہ تھے اور اپنی شمع ہدایت کی نور سے شہر کلکتہ بلکہ تمام
ممالک ہندوستان جنت نشان کو غیرت چمنستان جنان بنار ہے تھے اتفاقاً گذر سواری
ہماری حضرت غوث اللہ الاعظم مجتہد اری عنہ اللہ الباری کے عین دروازہ کوئی حضرت شیخ
رحمہ اللہ پر سے ہوا حضرت شیخ قدس سرہ علمائے کبار و حکمائے روزگار اور روسائے نامدار
وامرائے دیار کو لئے جلوہ فرمائے بزم احباب تھے یعنی سارے علما و امرا ایک بستر چٹائی پر
نیچے دست بستہ خدمت حضرت شیخ قدس سرہ بیٹھے اور حضرت شیخ قدس سرہ ایک نثر کی رسی
کی کہاٹ پر آفتاب سانور بخش فیضان تھے اس اثنا میں نظر کیا اثر حضرت شیخ قدس سرہ کا
حضرت غوثیت مآب رضی عنہ اللہ الوہاب کی سواری پر جا پڑانی الفور تبوسط اپنے خلیفہ
خاص جناب فیض مآب ولایت دستگاہ حضرت شاہ عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شائق
ملاقات حضرت غوثیت پناہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہوئے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ
عنہ اس امر پر مطلع ہوتے ہی اند کے اپنے دل صفا منزل کی طرف مراقب ہو کر اجازت

فرمائے کہ اچھا چلو جو ہیں حضرت شیخ قدس سرہ سے چار چشتی ہوئی غایت تکریم کے ساتھ اپنے اشستگاہ خاص پر ہم جلوس اور ہم تکیہ فرمائے اور شاہ صاحب موصوف رحمہ اللہ کے ہاتھ اپنے باورچی خانے سے خاصہ منگوا کر پیش کش رکھوائے حضرت غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجودیکہ اپنے جاگیر سے باسودگی تمام آب و طعام نوشجان فرما کر گئے تھے سب خاصہ حضرت شیخ قدس سرہ کو تناول فرما کر فرمائے کہ خاصہ اور چائے حالانکہ خاصہ پیش شدہ اس قدر تھا کہ بفرغت تمام چار پانچ آدمی کو کفایت کرتا تب حضرت شیخ قدس سرہ بولے کہ بھائی جس قدر خاصہ میرے باورچی خانے میں موجود تھا سو سب آپ کے پیش کش ہوئی باقی خاصہ آپ اپنے ہات سے پکوا کر تناول فرمائے گا پھر بعد سلام و کلام کے وہاں سے خیر باد ہوئے بعد اس کے حضرت شیخ قدس سرہ نے حاضرین سے فرمائے کہ اپنے تمام عمر میں آج ہی بس ایک ہی آدمی کے ہاتھ پر میرے ہاتھ پہونچی اور رفعت شانی اور علو مکانی حضرت غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضرین محفل سے وصف فرمائے سبحان اللہ کیسا علو شان اور رفعت مکان حضرت غوثیہ ہے کہ بادشاہ ہند اپنے مدۃ العمر عالم جستجو میں ہمارے غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کو فقط آدمی کے ہاتھ پائے۔

فوائد موضحہ

جاننا چاہئے کہ اصطلاح عرفا میں باورچی خانہ کنایہ قلب و دل عارف سے ہے اور خاصہ سے مراد نعمت باطنہ ہے گویا کلام اسرار اختتام حضرت شیخ قدس سرہ شیر طرف توجہ اتحادی کے تھا یعنی جو کچھ نعمت باطنہ ہمارے خزینہ سینہ میں مخزون ہے سو آپ کو عنایت ہوئی ہے اس وقت ہم اور آپ ایک اور ہم درجہ اور ہم مرتبہ ہیں اگر اس سے بڑھکر مقام ترقی درجات اور علو مقامات میں نعرہ زنی ربّ زدنی علماً (اے رب میرے زیادہ دے مجھ کو علم) آپ کو

منظور ہے تو یہ آپ کے علو ہمت اور کثرت مجاہدت و ریاضت کی ذمہ ہے سبحان اللہ کیا وسعت ظرفیت اور کیسا پر جوصلگی کہ پہلی ہی لقمہ میں باورچی خانہ بادشاہ ہند کا لوٹ گئی۔

غزل

جہاں میں گر کوئی پر حوصلہ کا ہو بس ایسا ہو ÷ حقیقت کی زمیں پر کوئی دریا ہو بس ایسا ہو
زمیں پر تیرے ہی نقشہ ہے ظل ذات سبحانی ÷ کہیں دنیا میں گر سایہ خدا کا ہو بس ایسا ہو
ترے ہمت کی تالو میں دو عالم ہیں ایک ہی لقمہ ÷ نہنگ لجنہ وحدت جو ہونا ہو بس ایسا ہو
طیب مرض روحانی مسیحائی تر ہے کام ÷ کہیں عالم میں کوئی گر مسیحا ہو بس ایسا ہو
مس ہستی عالم کا تم ہی کبریت احمر ہو ÷ کہیں عالم میں بوٹی کیسا کا ہو بس ایسا ہو
ہے اے غوث خدا مقبول اسیر دام زلفون کا ÷ اسیر سلسل زلف دو تا کا ہو بس ایسا ہو
حضرت شیخ قدس سرہ آنحضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بدولت طلب فرمانے میں اشارہ ہے اس پر کہ آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں مرید نہیں کیونکہ طالبان خدا دو قسم پر ہیں اول مراد کہ اس کو محض فضل الہی اور جذبہ بادشاہی شامل حال ہو کر بے رنج و ریاضت و شدت مجاہدت توجہ مرشد کامل مکمل سے جمال شاہد حقیقی کی دکھلائی دے اور اپنے خودی و خودنمائی سے خلاصی دے کر درجہ بی بیسمع و بی ببصر کو پہونچا وے ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم دوسرا مرید کہ اس کو بعد کمال محنت و مجاہدت و کوشش و ریاضت رحمت الہی شامل حال ہو کر بارگاہ خداوندی میں بار دیتا ہے۔

قطعہ

گرچہ وصلش نیابی جز بفضل ÷ تو بکوش اے انخی بجان و دل
بر تو کل برو براہ طلب ÷ زانکہ جویندہ می شود واصل
احوال حضرت شیخ قدس سرہ کا حضرت شیخ قدس سرہ کا اور بھی تین بھائی تھے پہلے جناب
مستطاب قطب الاقطاب فرد الاحباب ولایت انتساب صمدیت آگاہ حاجی الحرمین
الشریفین حضرت دلاور علی شاہ قدس سرہ الالہ یہ حضرت صاحب کرامات علیہ تھے اور جامع
علوم ظاہرہ و باطنہ تھے کسی نے تاریخ وصال آپ کا یوں تحریر کیا ہے۔

قطعہ

آں شیر دلاور جہاں گرد ÷ در باغ بہشت گشت داخل
سال وصلش بگفت ہاتف ÷ سر دفتر صوفیان کامل
دوسرا جناب فیض مآب ولایت پناہ حضرت شاہ قدس سرہ صاحب قدس سرہ حضرت شیخ قدس
سرہ سے چھوٹے تھے ان سے چھوٹے جناب مستطاب ولایت پناہ کرامت دستگاہ حاجی
الحرمین الشریفین حضرت شاہ محمد منیر صاحب قدس سرہ ہیں ۱۳۰۹ کو آب نے وصال
فرمائی ہیں آپ کے مادہ تاریخ وصال فیض رسان حق ہے آپ کے صاحبزادہ یعنی حضرت
شیخ قدس سرہ کے برادر زادہ اور آپ کے داماد جناب فیض مآب حاجی الحرمین الشریفین
حضرت مولانا شاہ محمد نور الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ متخلص بشاغل نے قطعہ تاریخ
وصال اپنے والد بزرگوار صوفی روزگار کا یوں رقم فرمائے ہیں۔

قطعہ

صوفی رو شضمیر شاہ محمد منیر ÷ کرد چو عزم سفر جانب دار القرار

مصرع

تاریخ اوشاغل از اخلاص گفت ÷ مرجع اہل ورع سانک شب زندہ دار
حضرت شیخ قدس سرہ کی ایک صاحبزادی دام فیضہا تاہنوز با حیات ظاہری رونق افزاے
عالم دنیا ہیں جناب مولانا شاہ محمد نور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ ازدواج میں تھیں
نہایت عفیفہ روزگار مقبول حضرت کردگار جناب مولانا شاہ محمد نور الحق صاحب کی زبانی
اکثر محامد و اوصاف ان کی سنتا تھا کہتے ہیں کہ حضرت شیخ قدس سرہ بسا اوقات خلوت میں
اپنے صاحبزادی دام فیضہا کو پیش نظر لئے بیٹھے رہتے اور تعلیم حقائق و معارف الہیہ کی
کرتے تھے مولانا موصوف صاحب نے ایک قطعہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی منقبت میں بطور
صفت تو شیخ ساتھ نام مبارک حضرت شیخ قدس سرہ کے یوں تحریر فرمائے ہیں۔

قطعہ

ملک دل رازات پاکت ظل سبحانی بود ÷ حلقہ فرمانت زیر گوش سلطانی بود
ماحی ظلم و نفاق و کفر ہستی فیض تو ÷ دستگیر ماندگاں تیسر حسیروانی بود
صدق دارد با جنابت ہر کہ او اندر اماں ÷ از مکد ہائے نفس و مکر شیطانی بود
لیل ظلمت بدل گردد بانہارا ہندا ÷ حل مشکل پیش تو بس کار اسانی بود
از سر ہر مصرعہ گریخ گیری شاغلا ÷ اسم مرشد را بیابی چشم نورانی بود
۱۲۹۰ ہجری قدسی کو حضرت شیخ قدس سرہ ہم آغوش شاہد حقیقی ہوئے ہیں مولانا شاہ محمد نور
الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے تاریخ وصال میں فرماتے ہیں۔

قطعہ

چوں سفر کرد از جہان بے بساط اندر بہشت ÷ شاہ صوفی حاجی الحرمین صالح المتقی

شاغل لاہور جست از عقل کامل سال او ÷ گفت دل شد طالب حق مرد صالح جنتی
 القصہ حضرت غوثیت مآب بعد خاصہ تناول فرمانے کے بسا اوقات حضرت شیخ قدس سرہ
 کی صحبت کیمیا خاصیت میں آیا جایا کرتے تھے اور داد اسرار معانی کو نوا مع
 الصادقین کا دیتے اگر کبھی حضرت غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف ارزانی فرمانے
 میں کچھ وقفہ ہوتی تو خود بدولت خدمت حضرت شیخ قدس سرہ تشریف لاتے الغرض کسی دم
 کسی آن مفارقت جسمی تک روانہ رکھتے بلکہ ہر دم مثل قران السعدین کے ہمقرین وہم دم
 رہتے اور سدا مجالس سماع و سرود میں بلکہ ہر سفر و حضر و صعود و فرود میں شریک حال ایک دیگر
 ہوتے خدارا ۱۲۷۳ ہجری قدسی کو حضرت غوثیت مآب رضی عنہ اللہ الوہاب بسبب غلبہ
 جذبہ عشق و استیلائے حال بالکل قریب الوصال ہو گئے تھے اس وقت جناب مولانا جان
 علی صاحب سلطان پوری اور جناب مولانا عبد الباق صاحب عسکر آبادی چائنگامی رحمہما
 اللہ تعالیٰ مصاحب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تھے اور نعمت خدمت فیض
 بدرجت سے سدا سرفرازی و دو جہانی حاصل کرتے مرضی خدا مرض عشق الہی حضرت غوثیہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روز بروز اس قدر بڑھتا گیا کہ ہر دونوں مولانا صاحبان موصوف آپ
 کے حیات ظاہری سے مایوس ہو کر پارچہ کفن تک خریدے تھے اور دو برس کامل شدت
 بیماری سے نہایت لا چاری لاحق حال رہی ۱۲۷۵ ہجری قدسی کو ماہ اساتھ بنگلہ کی انیسویں
 تاریخ پیر کے روز نماز ظہر کے وقت جناب مستطاب صوفی روزگار پدر بزرگوار حضرت غوثیت
 شعار رضی اللہ عنہ اللہ الغفار اس سرافانی سے عازم ملک جاودانی ہوئے انا للہ وانا الیہ
 راجعون۔ (تولد آپ کے ۱۲۰۸ ہجری کی کانک مینے کی تیرویں تاریخ کو ہے مجموعہ شریف آپ کے ۶۷ مرتبہ سال ہے)

القصہ بعد وصال والد ماجد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولانا صاحبان
 موصوف رحمہما اللہ تعالیٰ کی خط پاکر حسب فرمان واجب الاذعان والدہ ماجدہ حضرت
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے منجملے بھائی جناب مستطاب مولوی شاہ عبد الحمید صاحب رحمۃ
 اللہ علیہ کلکتہ جا کر نہایت سعی بلیغ سے خدمت حضرت رضی اللہ عنہ کو ٹھکانے تک پہنچائے
 پھر فضل الہی سے رفتہ رفتہ صورت شفا نظر آنے لگا ۱۲۷۶ ہجریہ قدسیہ نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ
 والسلام والتحیہ کے بیساکھ مہینے کو شادی مبارک باد آپ کا شب چراغ دودمان عفت گوہر
 مخموم خاندان عصمت و خیر نیک اختر جناب شرافت مآب مقبول بارگاہ احد نشی افاض
 الدین احمد رحمہ اللہ الصمد ساکن مقام عظیم مگر متعلق تہانہ ^{مکمل} چری مسماۃ الف النساء
 کے ساتھ منعقد ہوئی اور اسی سنہ مذکورۃ الفوق کے ماہ کنوار کو حرم موصوفہ حضرت رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ کے مرگ مفاجات و با سے جام نوش ساقی اجل ہوئی انا للہ وانا الیہ
 راجعون پھر بعد وصال کر جانے حرم محترمہ حضور پر نور کے دوسری حرم مسماۃ لطف
 النساء دختر نیک اختر جناب مولوی افاض الدین صاحب کے ساتھ صورت مناکحت کی
 ٹھہری حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ ہجری یہ دو سال اجراء
 احکام شرعیہ میں مصروف رہے اور شمع مواعظ و نصائح کو روشن فرما کر ظلمت شرک و بدعت کو
 عالم سے یکلقم دور فرمائے۔

غزل

وہ ترک عجم رونق منبر جو ہوئے آج ÷ عرش سے صدمہ جراتی ہے ندا آج
 نغمہ سرا ہوتے ہی لبہاے شکر ریز ÷ طوطی و بلبل کا زبان گنگ ہوا آج

ہوتے ہی دربار مرے وہ ابر فیض ÷ مرتبہ لولوے شہوار گیا آج
پرتو پھرے سے وہ شب لعل ہدایت ÷ جگ سے دے ظلمت بدعت کو مٹا آج
شمع ہدایت سے وہ خضرہ عرفان ÷ خانہ دین نبی پر نور کیا آج
بعدہ شاہد پر غیرت حسن تنق غیب سے جلوہ فرما ہوا اور ہر دم و ہر آن جلوہ تازہ واللہ
اغیر منی (اور خداے تعالیٰ غیرت ناک تر ہے مجھ سے ۱۲) کا دکھانے لگا اور خطاب ما لہذا اخلقت
ولا بہذا امرت (نہیں واسطے اس کے پیدا کیا تو اور نہ ساتھ اس کے حکم کیا تو ۱۲) مخاطب بنایا اور اپنے محبوب
مرغوب کو اپنے ہی لئے مخصوص فرمایا یہاں تک کہ بسبب غلبہ حال اور استیلائے جذبہ عشق
خداوند ذوالجلال جمیع ماسوی اللہ سے برخاستہ ہو گئے اور تمام مخلوقات سے چہرہ التفات کا
پھرا لئے اور جب تعلقات کا بالکل قطع کئے اور مردار دنیا سے دنیہ پر چار تکبیر ادا فرما کر یک قلم
اپنا زیر قدم دفنائے۔

غزل

دل و جاں میرے لیا وہ بت عیار نے لوٹ ÷ ناگہاں بے خبری میں لیا دل دار نے لوٹ
اولا صبر و قرار دل بیتاب لیا ÷ کرتے ہی ایک نظر تر چھی ستم گار نے لوٹ
یعنی جو وعدہ کر شے سے شب آنے کو کیا ÷ خواب خوش میرے لیا نہ کس بیمار نے لوٹ
دام میں کا کل خمدار کے دل ہوتے اسیر ÷ دین و ایمان لئے شکر کفار نے لوٹ
چورنجی کو کیا نیزہ مثر گان مرا ÷ شہر سینے کو لیا تیر جفا کار نے لوٹ
دولت علم و ہنر ذہن و ذکا ہوش و خرد ÷ لے لیا میرا یہ سب عشوہ دلدار نے لوٹ
شکر مقبول خدا کا کہ ابھی کچھ نہ بچا ÷ مجھے اب چھکوا لیا غوث مجبہ ناری نے لوٹ

۱۲۷۸ ہجری کو ایک صاحب زادی آپ کی مسماۃ سیدہ بدیع النساء رونق افروز عالم ہو کر
۱۲۸۲ ہجری کو مرض چچک سے عازم سفر ملک عدم ہو گئی اور ایک صاحبزادہ کہ نام معلوم
نہیں ہے اسی اثنا میں تولد ہو کر انتقال کر گیا ۱۲۸۲ ہجری مقدس کو شاہزادہ جناب ولایت
مآب مولانا شاہ سید فیض الحق صاحب تیرھویں چیت کو جلوہ فرمائے بزم گاہ عالم دنیا ہوئے
۱۲۸۹ ہجری قدسی کو شاہزادی مسماۃ انوار النساء جسکو حضرت غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ
عنه طواینا کر کے فرمایا کرتے تھے تولد ہوئی ہے اللہم زد فی حیوۃ اولادہ
وانفعنا ببرکات انفسہم فی الدنیا والاخرۃ امین۔ وصلى اللہ علی
خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی الہ واصحابہ واولیاء امتہ
اجمعین الی یوم الدین۔

قطعہ

ہے آئینہ خدا کا درگہ والاے غوث پاک ÷ اگر تجھ کو خدا چاہئے تو اس دربار کا ہو خاک
تجھے معلوم ہے اے دل کہ اس دربار کا ذرہ ÷ خدا کا عرش کی تارا ہے مہر مجلس افلاک
محبت ان کے اہل بیت کی کو نچی ہے جنت کا ÷ دوا ہی درد دل کا اور زہر و نکا ہی وہ تریاک
تو اونی نظر کا رہ منتظر مقبول بیماہی ÷ کہ بنتا کیما ادنیٰ نظر سے ان کے مشیت خاک
پرتو پنجم بیچ ذکر حلیہ شریف اور بعض عادات اس کرامت آیات رضی اللہ عنہ کے خیل
عشاق پر اشتیاق آں سرور آفاق پر واضح و لائح ہو کہ آنحضرت معدن خیر و برکت نہ چند ان
نجیف البدن تھے نہ سمین الجسم میانہ قامت گندم گون پیوستہ اور دراز ابرو محاسن احسن سفید

۱۔ اے خدا بزادے بیچ حیات اولاد ان کی اور نفع دے ہم کو ان کی برکات سے دنیا اور آخرت میں قبول کر اور درد و بیچہ خدا تعالیٰ اس
کے بہترین خلائق پر سردار ہمارے اور مولانا ہمارے محمد کے اور ان کے آل و اصحاب اور ان کے اولیائے امت پر دن قیامت تک ۱۲

رکبتے تھے موے پاک سر مبارک سفید تھا نرم گوش مبارک فرد ہشتہ رہتے چہرہ مبارک روشن مدور مائل بطوالت غیرت ماہ شب چہار دہم تھا سینہ بے کینہ چوڑا ذرا او برا ہوا با اندک اندک ریش رکبتے تھے شکم مبارک مانند تختہ قائم ہموار تھا دستہا مبارک دراز او گلیاں باریک ہموار ناخنیں دی ہوئی قصیر رکبتے تھے ہر دو ابہام پائے مبارک کے ناخنوں میں ذرا نکیر سا معلوم ہوتا تھا۔

غزل

جان جہاں نجم نین تجھ کو کرونگا ÷ جی بھر کے ترے حسن کا تب جلوہ دکھونگا
معنی کل من علیہا ہوے روشن ÷ حسن پیاریکا جوا کر نہ کہوں گا
یَنفَخُ فِي الصُّورِ كَاهُورِازِ هُوِيْدَا ÷ تیرے جلالت کی نشانی جو دکھونگا
مَعْنَى يَحْيَى الْعِظَامِ كَاهُورِالْحِ ÷ قندلبا تیرے خطا بس جو سنونگا
سَرَوِيَاتِيْنِ مِنْ كُلِّ فِجَاجِ ÷ ہوویگا روشن جو ہیں دربار دکھونگا
سَرَطَوَافِ حَرَمِ مُحَرَّمِ اللّٰهِ ÷ کشف ہو جو تیرے گلیوں میں پہرونگا
مَعْنَى وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا كَاهُورِشِ ÷ مصحف رخسار کو تیرے جو پڑھونگا
سُورَةُ وَاللَّيْلِ كَاهُورِازِ هُوِيْدَا ÷ کاکل مشکیں جو میں سنگار کرونگا
سَرْدَحِيْقِ مَخْتُوْمِ كَاهُورِاَضِحِ ÷ پیارے ترے لکی صفت جو میں کہونگا
لَوْلُو مَرَجَانِي حَقِيْقَتِ هُو مَجِيْ كَشْفِ ÷ پیارے سخن ترے جو دند انکو دکھونگا

۱۔ جو کوئی اوپر زمین کے ہے فنا ہونے والا ہے ۱۲ سورہ رجن ۲ جس دن ہو نکاحا جوے کا بیج صورت کے ۱۲ سورہ نباہ ۳ زندہ کرے گا بدلوں کو ۱۲ سورہ
نہس ۴ آویگے ہر راہ دور سے ۱۲ سورہ ص ۵ قسم ہے سورج کی اور دھوپ اسکی ۱۲ سورہ شمس ۶ قسم ہے رات کی ۱۲ سورہ لیل ۷ شراب خالص
مہر کی ۱۲

راز يَدْ اللّٰه کی ہو جایگا مکشوف ÷ دست خنای کو تیرے جبکہ دکھونگا
كَلَمِ مُوسَى کی حقیقت کہلے مجھ پر ÷ شیریں لبہا تجھ سے جہی بات کرونگا
مَارْتَمِيْتُ اِذْ رَمِيْتُ کی ہو روشن سر ÷ تیرے تصرف کو جو میں غور کرونگا
مَعْنَى فَاصْطَادُوا كَاوَاضِحِ هُوِ خُوْبِي ÷ ابرو و مژگاں کو تیرے جبکہ دکھونگا
سَرِيكَادِ الْبَرْقِ هُو وِيْگَا پِيْدَا ÷ تیرے تبسم کو جو میں پیارے دکھوں گا
غُوْثِ اعْظَمِ سَرِّ لِقَا پَايَے كَا مَقْبُوْلِ ÷ نقش پا ہو تجھ میں جو میں پیارے منوں گا
آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نفیس پوشاک سفید استعمال فرماتے اور خوش وضع اور
خوش اسلوب تھے اور غالب اوقات سر بر ہنہ رہتے نعلین شریفین بریدہ تمہ پہنتے باوجود اتنی
بڑی قدر منزلت اور رفعت درجہ و مرتبت کے مجاہدہ سے ایک آن بھی فارغ دل نہیں پہنتے
بلکہ ہمہ دم طالب زیادت منازل درجات رہتے اور دم بدم قدم سعی ترقی علو درجات
و مراتب و مقامات کے آگے دہر تھے اور ہر زمان بلبل مثال نعمت ربّ زدنی علماً کے
ساتھ قربت عِنْدَ مَلِيْكَ مَقْتَدِرِ میں ترانہ سنج رہتے کبھی آپ پلنگ یا چہر کہاٹ پر نہیں
سوتے اور چھری کے اندر آرام نہیں فرماتے بسا اوقات نہایت جاڑے کے موسم کو بھی
لحاف و نہالی نہیں اوڑتے کہانے پینے میں جو کچھ ماحضر وقت ہوتا اس پر قناعت فرماتے اور
ساگھ و ترکاری جو کچھ پیش نہاد ہوتی تناول کر لیتے بلکہ آناج ترکاریوں کی طرف بہ نسبت اور
چیزوں کے زیادہ رغبت فرماتے اور ہدایا و تحفہ کثرت سے پہنچتی تھی اکثر اوقات اس میں
سے پہلے لانے والے کو عنایت فرماتے۔

۱۔ ہاتھ اللہ کا ۱۲ سورہ فتح ۲ باتیں کی اللہ نے موسیٰ سے ۱۲ سورہ مائدہ ۳ اور نہ پھیکا تھا تو نے جس وقت کہ پھیکا لوئے سورہ انفال ۴ پس شکار
کرو ۱۲ مائدہ ۵ کہ بجلی او چک لجاوے ۱۲ ۶ اے رب میرے زیادہ سے مجھ کو علم ۱۲ سورہ طہ ۷ نزدیک بادشاہ قدر والے ۱۲

اور خود بدولت بھی قبول فرماتے اور بسا اوقات حاضران خدمت کے آگے دست مبارک سے نام بہام تقسیم کرتے اور کبھی اندر شریف لیجانے کو ارشاد فرماتے اور کبھی پڑوسیوں کو عطا کر دیتے اور تحمل اس قدر تھا کہ اکثر اوقات اہل حاجات مجلس شریف میں غل مچاتے تو بھی کچھ سخت کلمہ زبان مبارک سے نہیں نکالتے بلکہ نہایت شیرین زبانی سے ہر ایک کے حاجت بخوبی استفسار فرما کر اسعاف مرام فرماتے اور اغلب اوقات اہل محلہ ہدایا و تحفہ جات تقسیم فرمانے کے وقت پرے درجے کی ہجوم کرتے اس پر بھی تحمل اور برداشت فرماتے مگر بحالت جلال کسی کو نزدیک جانے کی تاب نہ رہتا ابتدا میں آپ کی طبیعت عالیہ پر اکثر جلال غالب رہتا انتہای عمر شریف میں جلال سے جمال بڑھ گیا تھا اور باوجود اتنی بڑی علو درجہ اور رفعت مرتبہ کے ہر صغیر و کبیر اور برنا و پیر کا بنظر شفقت حال پر سہاں ہوتے اور خبر گیری فرماتے اگر کوئی شخص آپ کے ہجول ہمیش یا ہم سبق یا ہم عمروں یا دوست و آشنایا جان پہچان والوں سے کسی کا نام لیتا اگر وہ شخص بحالت زندگی ہے تو اس کے واسطے تبرکات و تحفہ جات ارسال فرماتے اور اسکے صحتوری مزاج و سلامتی حال استفسار فرماتے اور اگر وہ شخص نام گرفتہ جو ار رحمت میں سو گیا اور سر اے فانی سے گذر گیا ہوتا تو اس کے تمام اہل و عیال کا پرسان حال ہوتے یہاں تک کہ جو شخص حضرت کی خدمت میں ایک روز بھی گیا ہوگا تو وہ تابقائے زندگی آپ کے الطاف و احسانات کو کبھی نہیں بھولیگا اور خادموں سے ہر کسی کا مرکوز خاطر اور یقین دل یہی ہے کہ آپ کے نظر عنایت کے سامنے ہم سے عزیز تر اور زیادہ پیارے اور لاژد لے دنیا میں کوئی فرد بشر نہیں ہوگا اگر کسی و خادموں سے دو ایک گھنٹہ نہ دیکھیں اسکے حال پر سہاں ہوتے اور کھاتے پیتے وقت جب تک خادموں کو عنایت نہ

فرمالیتے خود بدولت ہر گز تناول و نوش جان نہیں فرماتے اور تو انگریز و مفلس سب پر یکساں نظر شفقت و مرحمت کا کرتے بلکہ یہ نسبت امرا کے فقرا کا زیادہ متعہد حال رہتے آپ کے در فیض آثار دولت پر جو کوئی طالب رحمت دستک سوال کا مارا ہر گز وہ بیمار و انہیں بھرا بلکہ اپنے دامان طلب کو گلہاے مراد و ارمان سے بہرا۔

قطعہ

کئی رو و محروم اے دل از مراد خویشتن ÷ ہر کسیکو دامن آں شاہ شاہاں در گرفت
تاج عزت بر سر وہم ناز بر گردوں کنم ÷ در غلامی تاکہ آں سلطان خوبان دو گرفت

غزل

معدن نور خدا بحر ولایت آپ ہیں ÷ چرخ رحمت پر سدا ابر عنایت آپ ہیں
آفتاب عرش عشق و ماہتاب دلبری ÷ قلزم بیغایہ عشق و محبت آپ ہیں
حسن عالمگیر سے اپنے کیا تسخیر کل ÷ بادشاہ و سرور ملک رشاقہ آپ ہیں
نازنین تخت ناز و مایہ حسن و جمال ÷ رونق افزائے رخ اور نگ الفت آپ ہیں
آسمان پر عرش پر بختی ہے ڈنکا آپ کا ÷ آفتاب عرش قدر و عز و عظمت آپ ہیں
در مقام قربت عند ملوک مقتدر ÷ بالیقین سلطان دار الملک قربت آپ ہیں
آپ ہیں مرد خدا مردی سزاوار آپ کو ÷ یکے تاز عرصہ تلخ ریاضت آپ ہیں
آپ کے نظروں سے سب کا سبز ہے غل مراد ÷ معدن جود و کرم بحر سخاوت آپ ہیں
اہل حاجت روز و شب تھے آپ کے دربار پر ÷ صاحب لطف و عطا حلم و مروت آپ ہیں
آپ کے فیض نظر نے کس کو چھوڑی بیماراد ÷ ہر دو عالم میں خداوند فتوت آپ ہیں

آپ کے دربار سے کیونکر کوئی مایوس ہو ÷ والا قدرت آپ ہیں اور بحر رحمت آپ ہیں
دو جہاں میں وقت مشکل کیا مجھے مقبول ڈر ÷ میرے آقا غوث الاعظم ذی حمایت آپ ہیں
آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام موعظت التیام سراسر خداے سبحانہ کی راز تھا آپ
کے سخنان لطیف سراتا پا الطاف خداوندی کا ناز تھا آپ کی گالیوں میں اس قدر لذت
و عذوبت تھی کہ فی الحقیقت درد مند ان بادیہ رنج و محنت کی داروے صحت تھی شکر گفتاری
آپ کا ہو شر باے عالم و شنام دہی آپ کا دور فرماے رنج و الم ہر لفظ پاک آپ کا مشون از
اسرار حکمت نامتناہی شکر خندی آپ کا محض برق تجلی الہی سبحان اللہ کیسا شیریں لب کہ ہر کلمہ
آپ کا قد و نبات رموزات سے لبالب۔

غزل

اے نازنین نازک خن تجھسا نہیں شیریں دہن ÷ ہر حرف ہے شکر شکن ہر لفظ سرز و الممن
ہے سچ صحیح ہے بالیقین جو ہو خدا کا نازنین ÷ گالی ہے اسکی شکرین ہے دافع رنج و محن
اکبار شکر آپ کا دشتام کا جس نے چکا ÷ قد و نبات دہر کا بھولے وہی نام و خن
ہر لفظ ہی حکمت سے پر ہر حرف ہی راز و کی در ÷ ہے ناز اس کو خوبتر جو تجھسا ہو شکر دہن
کیونکر زبان کلک کا ہووے نہ خوشبو سے بھرا ÷ ہر لفظ ہے مشک خطا ہر حرف ہے مشک خن
کیونکر نہو عذاب البیاں میرے قلم کی دوزبان ÷ کیونکر نہوے ہر زماں ہر نکتہ میرا عشوہ زن
شیریں زبان شکر دہن نازک اداے گلبدن ÷ ہے انکی نازش کا خن زیب زبان کلک من
صدمر حاصل علی مقبول تجھکو ہے بجا ÷ بولوں اگر شیریں اداچوں بلبل خوش نغمزن
آپ کی خوش رفتاری میں ایسی ناز و تنختری تھا گویا خن اور کبکد ری کا جلوہ گری تھا نہیں نہیں

آپ اصل و ماسیہ حور و پری تھے ہر گام و قدم میں داد ناز و اداے دلبری کا دیتے جون جون
آپ تحت گاہ عرش دل محبت منزل عشاق پر قدم رکھتے ہزاراں سر شہیدان خنجر الفت کا نقشہ
پاے اقدس ہو جاتے۔

غزل

بر حسن وادائے تو حور و پری فدائے تو ÷ شمس و قمر گدائے تو درد دم جلو ہائے تو
سرو و نخل ز قد تو غیرت درد خد تو ÷ کیست کہ یافت خد تو درد حسن وادائے تو
نازی ز پاے تاب سرتا کہ شوی تو جلوہ گر ÷ خلق جہاں را سر بسر در جبین سجد ہائے تو
آدم و شیث و نوح را عرش و کرسی لوح را ÷ جملہ جسم و روح را سر بہ نیاز پاے تو
گرد و جہاں چار سورہ سپریم کو بکو ÷ درد و جہاں کیست اونست بدل و لاے تو
عشق تو ز اول رماں روح صفت نہان بجاں ÷ می شود ایں زماں عیاں دل پلسد از براے تو
گر تو ہزار غم دہی یا بترے بسر نہی ÷ کی کنیم از تو دل تھی مغز و فاجفائے تو
ناز کشیم انچنین زانکہ تو شاہ نازنین ÷ باد ہزار جان و دین صدقہ ناز ہائے تو
ہاں دمی جلوہ بکس از رہ لطف یکخن ÷ صدقہ تست جان و تن در سر یک اداے تو
غوث اعظم پائے تو مقبول تو گدائے تو ÷ جملہ ماسوائے تو صدقہ یک لقاے تو
آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے التفاتی و بے رغبتی دنیا اس قدر تھا کہ کبھی روپیہ پیسہ
اپنے دست مبارک سے نہیں چھوتے مگر شاذ و نادر بنظر حکمت بلکہ جو کوئی شخص آپ کی
خدمت فیض مکرمت میں دو چار روز بھی رہا تو اسکے دل قطعاً محبت دنیا و مافیہا سے برخاستہ
و بریدہ ہو گیا۔

قطعہ

محراب ابرو تو ہر دیدہ کہ دیدہ ÷ از کعبہ و مساجد یکسر دلش رمیدہ
ہر کوچہ گرد پایت پاکفش بہ تو پیوست ÷ از تیغ یک نگاہت گشت از جہاں بریدہ
آپ تابقائے زندگی ظاہری کبھی کسی اہل دنیا یا امیر و اہل دولت کی تعظیم کو قیام نہیں فرمائے
بلکہ تمام امرا و اہل دولت بجان و دل فداے پائے اقدس رہتے۔

فرد

مقبول بردر پاک غوث مجتہد اری ÷ ہر کس سر نہادہ اور دسر فر از ست

پر تو ششم پنج ذکر بعضے کرامات حضرت غوثیت آیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔

جاننا چاہئے کہ دربار الہی جل شانہ میں کوئی بات ناممکن اور محال نہیں ہے پس اگر کوئی ناممکن
امر عادیہ یا عقلی کسی سے ظہور میں آجائے تو وہ کئی صورت سے خالی نہیں ہے یا متعلق ایمان
و اسلام کے ساتھ ہے یا نہیں بر تقدیر ثانی استدراج بولتے ہیں جیسا حسب حکم فرعون نیل
دریا جاری ہونا استدراج تھا بر تقدیر اول اگر کسی نبی سے محل ظہور میں آیا ہو تو اس کو معجزہ کہتے
ہیں اور اگر کسی ولی سے یہ بات ظاہر ہو تو اس تقدیر پر اس کو کرامت نام رکھتے ہیں حقیقت
میں کرامات اولیاء کرام رحمہم اللہ معجزات انبیاء علیہم السلام ہے جیسا کہ اوپر فتوح الغیب
شریف کی عبارت سے ظاہر ہو چکا ہے کہ جب سالک فناے ثلاثہ خلق و ہوا و ارادہ
سے گذر جاتا ہے تو ہر نبی کا نائب اور خلیفہ بن جاتا ہے پس اس صورت میں کمالات نبوت
سے جو کچھ باقی رہ گئی ہو از راہ کمال اتباع بطور وراثت اس سالک کو پہونچی ہے اس پر
ایمان لانا مسلمانوں پر فرض ہے جو شخص کرامات اولیاء کرام رحمہم اللہ کو انکار کرتا ہوئی

الحقیقہ وہ معجزات انبیاء علیہم السلام کا منکر ہے جیسا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم
نہ من امن بکرامات الاولیاء فقد امن بمعجزات الانبیاء ومن انکر
بکراماتہم فقد انکر بمعجزاتہم نعوذ باللہ من ذلك مگر بغرض امتیاز اور فرق
درمیان معجزہ اور کرامت کے اظہار و اعلان معجزہ انبیاء علیہم السلام پر فرض اتم ہے اور اخفا
و کتمان کرامت اولیاء کرام رحمہم اللہ پر لازم و مختتم کیونکہ انبیاء علیہم السلام اثبات نبوت میں
اظہار معجزہ کی طرف احتیاج کامل رکھتے ہیں بخلاف اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے کہ
اثبات ولایت عند الخلق امر ضروری نہیں ہے کسے دعوت علمائے ربانی اپنے نبی کے
دین کی طرف ہوتی ہے اور اس دعوت میں معجزہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کا کافی ہے علما اور فقہا
ظاہر شرع شریف کی طرف دعوت کرتے ہیں اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ مع دعوت
ظاہر شرع دعوت باطن شرع کو بھی منتظم فرماتے ہیں اور یاد الہی سے معموری اوقات کی تعلیم
دیتے ہیں اور اس دعوت میں احتیاج کرامت کے نہیں ہے علاوہ اسکے مرید رشید اور
طالب صادق مقامات سلوک میں بسبب تغیر احوال ایک مقام سے دوسرے مقام میں
ہر دم و قدم میں کرامت اپنے شیخ کامل اور رہبر مکمل کا اپنے ذات ہی میں مشاہدہ کرتا ہے
پس تصرف شیخ کامل مکمل اسکے لئے کرامت بس ہے دوسری کرامت کی اس کو کیا حاجت
ہے زندہ کرنا جسم مردہ کا عوام کے نزدیک عمدہ کار ہے اور زندہ کرنا دل مردہ اور روح مردہ کا
خواص کے نزدیک پورا اعتبار ہے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اظہار کرامت بالقصد کو
حرام جانتے ہیں اور لہذا حیض عورتوں کیسی چھپاتے ہیں بلکہ اہل سلوک اس کو موجب سدرہ

۱۔ جس نے ایمان لایا کرامات اولیاء کے ساتھ پس ہر ائمہ ایمان لایا اس نے معجزات انبیاء کے ساتھ اور جس نے انکار کیا ان کے کرامات کو
پس ہر ائمہ انکار کیا انکے معجزات کو پناہ چاہتے ہم ساتھ خداے تعالیٰ کے اس سے ۱۲

مقصود سمجھتے ہیں حضرت شیخ اکبر محی الدین بن العربی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء جن سے کرامتیں کثرت سے ظہور میں آئیں ہیں اپنے اپنے رحلت کے وقت پہنچتے ہیں کہ کیوں اس قدر کرامتیں ہم سے ظاہر ہوئی حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ فتوحات مکیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مخلوقات الہیہ میں سے کسی مخلوق کے حق میں قوت تکوین کا عطا ہونا منصوص نہیں ہے مگر حضرت انسان میں یہ قوت ودیعت رکھی گئی ہے ولیکن حیات دنیا میں اس قوت کی کچھ حصہ اس کو نصیب نہیں ہاں بعض مردان خدا میں سے اس قوت کو حیات دنیا میں حاصل کرتے ہیں اور اس سے احیاء اموات وغیرہ جو کچھ منظور ہوتا ہے کر لیتے ہیں چنانچہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ظاہر ہوا فرمایا کن اباذر یعنی ہو جا ابوذر پس ہو گیا ابوذر اور بعض مردان خدا باوجود حصول اس قوت کے دربار الہی کا ادب کرتے ہیں اور بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ کر کے کوئی کام کرتے ہیں اور اپنے حول و قوت سے یک قلم نکل جاتے ہیں ہاں بہشت میں یہ بات ادنیٰ سے ادنیٰ بہشتی کو بھی میسر ہوگا۔ ہمارے دیار کی علمائے دنیا دار مردار خوار اور عوام کا لانعام ظہور کشف و کرامات کو بڑے عمدہ کام جانتے ہیں اور اہل عرفان و حقیقت سے کچھ کام نہیں رکھتے ہیں اور دل دل بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اہل اللہ ہوتے ضرور غیب کے باتوں سے آگاہی رکھتے جب ان کو اس قدر خبر نہیں تو اپنے خدا کی اسرار سے کیا خبردار ہونگے اگلے زمانے میں منافقین ایسی بات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان عالی شائیں کہا کرتے تھے اور اس زمانے میں یہ جہلا لوگ بھی اس خیال فاسد کے سبب سے دوستان خدا کی برکات فیوض سے محروم رہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ حق جل شانہ اپنے دوستوں کے

حق میں غیرت رکھتا ہے اور انکو شغل اغیار سے فارغ دل بناتا ہے کہ واللہ اغیر منی (اور خدا غیرت ناک تر ہے مجھ سے ۱۳) کنا یہ اسی سے ہے۔

بیت

ہر چہ خواہی کن ولی در عشق اودار احتیاط ÷ دلبر عیار پر شکست ہشیار احتیاط

قطعہ

تازندہ در جہانم تو بانسی جان جانم ÷ اے غوث اللہ الاعظم چیزے دگر تو دانی

از تو ترا بخواہد مقبول مینوایت ÷ بادرد و غم ہمہ دم چیزے دگر تو دانی

کشف احوال غائبین ثمرہ ریاضت کی ہے خرق عادات و کرامات نہ

لوازم ولایت سے ہے اور نہ اس کی شرائط میں سے ہے اور نہ صدور کثرت خوارق

و کرامات موجب فضیلت اور سبب درجت ہے بہت سے مردان خدا اولیاء اللہ مقربان

بارگاہ الہ سے خرق عادات و کرامات ظہور میں نہیں آئی ہے چنانچہ اکثر صحابہ کبار رسول مختار

علیہ صلوٰۃ اللہ الجبار سے خرق عادت و کرامت مروی نہیں ہے حالانکہ ادنیٰ اصحاب رضوان

اللہ علیہم اجمعین دوسرے اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم سے بالاتفاق والاجماع اولیٰ

وافضل ہیں ہمارے حضرت غوث پاک مجبہ ناری رضی عنہ اللہ الباری کرامات کے

چھپانے میں گایت احتیاط فرمایا کرتے تھے اسکے ہوتے ساتھ بھی اس قدر کرامات بلا قصد

واختیار محل ظہور میں آتی تھی کہ حیطہ احصا و شمار سے باہر ہے منجملہ چند کرامتیں جو کہ عام فہم

ہیں بغرض یادگاری اس جگے پر حوالہ قلم کیجاتی ہے۔ حضرت جناب کرامت مآب ولایت

انتساب مولانا شاہ سید امین الحق والدین قدس سرہ رب العالمین جو کہ حقیقی برادر زادہ

حضرت غوثیہ ہیں اور شمسوار یکہ تازہ عرضہ گاہ فصاحت و بلاغت تھیں رخس خوشترام تقریر کو اس میدان دلپذیر میں یوں تیز گامی دیتے ہیں کہ ہمارے حضرت غوثیت پناہ قطبیت دستگاہ تخمیناً تادمت چالیس سال بالکل سرمست بادۂ توحید خداوند وحید ذوالجلال تھے اور سدا اس قدر غریق بحر مشاہدہ جمال شاہد حقیقی رہتے کہ کبھی ماسوی اللہ کی طرف چشم التفات کی نہیں اٹھاتے ہمیشہ قانون مآزاع البصر وما طغیٰ نقد حال تھا اور مدام خزان نعمت دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی پیش نہاد رہتا۔

قطعہ

بے خبر اس نور جمالی سے نہونگا ÷ دور کہیں یار کے گلی سے نہونگا
سرمہ کش سرمہ مازاغ رہونگا ÷ چشم زن اس برق تجلی سے نہونگا
دور دور سے طالبان راہ خدا تشنہ کاماں نچانہ ہدیٰ سوختہ جگر ان آتش طلب یادہ شوق و عشق سے ملبب حضرت غوثیہ کی کمالات عالیہ اور منزلات رفیعہ کی شہرہ سکر پروانہ وار اس شمع منور کردگار پر جاں نثار ہوتے تھے باطنا ایسی گلستان رحمت تو امان سے خالی دامان از گلہائے مراد وار مان جانا تو محال تھا یہ بوجہ عدم توجہ ظاہرے طالبو کنی دلوں میں نہایت ملال تھا۔

قطعہ

تارخ شاہ بتا نغم شمع ہر خانہ شد ÷ جان بہاے جہاں بر شعلہ اش پروانہ شد
کے تھی دامان رود زیں گلش رحمت سرشت ÷ لخطمے ہر کو گداے بر در جانانہ شد

۱۔ نہیں کئی کی نظر نے اور نہ زیادہ بڑھ گئی ۱۲ سورہ نجم ح نزدیک ہوا پس اتر آیا پس ہوا قدر دو کمان کی یا زیادہ نزدیک ۱۲ سورہ نجم

ایک مرتبہ ایک شخص طالب مراد پنجابی نثر ادعاشق جانباز ہمہ تن بانیا زہمراز سوختہ آتش درد و گداز باسوز و گدار نہا ز شراب وصال کا تشنہ کام شیخ احمد نام جنگل گھومتا ہوا خشکی و دریا طے کرتا ہوا دیوانہ وار پروانہ کردار نہایت اشتیاق سے حاصر دربار حضرت غوثیت شعار ہوا۔

غزل

کیسا پڑا شمشے پہ د لکے سنگھارا ÷ جو ہو گیا ہے دل ہمارے پارے پارا
جنگل بیابان شہر کو بھی چہاں مارا ÷ د لکا پتا ملتا نہیں دل کیسا ہارا
سمل بنا کر خنجر ابروے مارا ÷ د لکا تڑپتا تو نہیں ہوتا گوارا
آتش لگی دستے پہ د لکے جب ہمارا ÷ گل گل کے یہ دل اوڑ گیا مانند پارا
آتشکدہ دل ہو گیا عشق صنم سے ÷ اب تو بہم ہوتا چلا جل کر کے سارا
خورشید سامکھ صنم کا جیسے دیکھا ÷ گم ہو گیا ہے تب سے دل مانند تارا
عشق صنم نے کر دیا دیوانہ دل کو ÷ لگتا نہیں کنچن نگر میں دل ہمارا
اب اے دل وحشی تو مجہد اری کو جا ÷ بلجیگا واں تیرے دلدار پیارا
مقبول کالے اب خبر خستہ جگر کر ÷ لایا اسی در پر تیرے شوق نظارا

اور ایک ہفتہ کامل تک ناصیہ نیازا ستانہ فیض کا شانہ اس شاہد ناز پر گہیتا رہا مگر بحر شفقت غوثیہ جوش پر نہیں آیا آخر الامر بعد از ایک ہفتہ کے ایک مرتبہ دائرہ شریفہ میں حضرت غوثیت پناہ رونق افروز انجمن احباب ہو کر تشریف رکھتے تھے اتنی میں شیخ احمد موصوف بیساختہ پروانہ مثال اس شمع رخشان کمال پر بھزار جان و دل نثار ہو کر پائے اقدس غوثیہ کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا اور نہایت الحاح و زاری اور غایت عجز و بیقراری سے

خواہاں وصال شاہد مراد ہوا اور کمال شوق اور نہایت نیاز سے یوں عرضگذاں دربار عالی
مقدار ہوا۔

غزل

صدقہ میں بنون نام پہ اس پیارے صنم کا ÷ جان و دل و دین ہو فدا اس بحر ہم کا
مرشد مرے آقا مرے مولا مرے مختار ÷ محتاج ہوں ہر آن ترے لطف و کرم کا
بازار محبت کو ترے ہچھوڑ لیخا ÷ آیا ہوں نکل جلد اٹھا پردہ شرم کا
استانہ ترا کعبہ مقصود دلی ہے ÷ طواف نہیں ہونیں کسی دیو حرم کا
کوچہ ترا ہے روضہ رضوان سے بدھکر ÷ دلیں نہیں ارماں مرے خلد و نعم کا
آتا ہے یہی دلیں میرے ہر دم و ہر وقت ÷ عشق میں فانی رہوں اس نور قدم کا
آیا ہوں تم نے یہ شہادت کے عدم سے ÷ خنجر ابرو سے اسی شاہ امم کا
لالہ کی طرح داغ لیجا ونگا قبر تک ÷ جیتک نہ میں قرباں ہوں نوری قدم کا
خدمت میں سرشید اُبیدل کا ہو مقبول ÷ ہے زیر قدم آپ کا وہ نقش قدم کا
سچ ہے محبوبوں سے ناز دلبرانہ کب چھوٹا ہے اور دلدادوں سے نیاز عاشقانہ کب منک ہوتا
ہے اس طرف سے مدام جان بازی اور اس طرف سے تمام بے نیازی اس طرف سے دمدم
رب ارنی کا نغمہ پردازی اور اس طرف سے ہمہ دم لن ترانی کا ترانہ ریزی۔

غزل

اں دنوں کیسا گرم تر عشق کا بازار ہے ÷ تیرے حسن و عشق کامی سے سبھی سرشار ہے
کیسا عالی تیرے حسن و عشق کا سرکار ہے ÷ جسطرف دیکھو تو حسن عشق کا دربار ہے
قمری و کوئیل و طوطی کا بھی یہ اذکار ہے ÷ شاخ گل پر بلبلوں کا بھی یہی تکرار ہے

اکطرف کو ہے نیاز اور اکطرف کو ناز ہے ÷ اکطرف کو ہے شہید اور اکطرف تو ار ہے
اکطرف کو لن ترانی لن ترانی کا ہے ناز ÷ اکطرف کو رُب ارنی طالب دیدار ہے
اکطرف کو زاهد و سجادہ و تسبیح و دلق ÷ اکطرف کو رند مست و بادہ و مے خوار ہے
اکطرف کو مسجد و محراب و منبر شیخ ہے ÷ اکطرف بتخانہ و بت برہمن زنا ر ہے
اکطرف کو ہے طیب و دار و درمان شفا ÷ در و دل سے اکطرف از بس طپان بیمار ہے
اکطرف کو بیدل مقبول کا ہے بیکسی ÷ اکطرف کو ناز شاہی غوث مجبہ نزاری
القصہ بعد از ناز و نیاز حضرت فلک رکاب غوثیت مآب نے ایک عدد مٹائی کہ کسی عقیدت
شعار نے حاضر دربار دُر بار بطور ہدیہ کے لایا تھا لیکر نہایت ناز و ادا اور غنچ و دلال سے شیخ
صاحب موصوف کو عنایت فرمائے اور یہ ارشاد کئے کہ آج شب کو آپ ہمارے مسجد میں
آرام فرمایا گیا شیخ صاحب مذکور حسب فرمان واجب الاذعان مسجد میں جا ٹہرا شب کو شیخ
صاحب جون ہی حالت مراقبہ میں متوجہ قلب غوثیہ ہو کر بیٹھا قدرت خدا سے تمام بدن شیخ
صاحب کو آگ لگ گئی اور کل بدن انکا جلکا الکل خاکستر اور بہم ہو گیا۔

فرد

دولت سے عشق غوث کے جو آگ لگ گئی ÷ سب خاک ہو کے اوڑ چلا ہے جانب عدم
بعدہ وہ بہم پانی سا بن گیا اور بمقام جلوس برف کے طور بمقدار ایک نیل کے جم گیا۔

فرد

زلف سیہ ناگ نے ڈنتے ہی جگر کو ÷ ہو گئی پانی ہے قسم نیجگری کے

صبح رات کو جو حضرت ولایت مآب قربیت انتساب مولوی عبد الحمید صاحب برادر مایانہ حضرت غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداے نماز کیلئے مسجد کو تشریف لگئے شیخ صاحب موصوف کی یہ حالت پر وحشت دیکھ کر لرزان و ترسان بحضور فیض معمور آنحضرت حاضر ہو کر کیفیت حال عرض خدمت کی ارشاد ہوا کہ آپ اسی مقام دل آرام پر واپس جائے اور جس جگہ پر کہ جسم شیخ کا آتش عشق الہی سے اول جھلک رہی اور پھر فیوض ربانی سے پانی ہو گیا ہے اس مقام کو عطر و گلاب سے معطر اور معطر کیجئے اور اس پانی منجمد کو ایک جائے محفوظ میں دفنا دیجئے اور ان کیفیات سے خبردار کسی کو مطلع اور آگاہ نہ کیجئے چنانچہ حسب الارشاد حضرت غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوی صاحب موصوف نے فی الفور تمام کاموں سے فراغت حاصل فرمائے اور جلد بحضور پر نور آنحضرت فیض معمور یہ خبر پہونچائی تو فرمائے کہ جو ولی مقام فناء الفنا میں پہونچ جاتا ہے پھر رجوع کرنا اس کا بعالم غصری ممکن نہیں ہے سوائے دو کس ولی کے کوئی شخص پھر رجوع بعالم غصری نہیں کیا ایک تو سید ابن رفاعی احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کہ خواہر زادہ حضرت جناب سلطان الاولیاء سند الاصفیا محبوب سبحانی شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا ایک ولی کہ ایام سلف میں اس پر بھی یہی حالت وقوع میں آئی تھی زہے نصیب اور جہی بخت شیخ احمد قدس سرہ ہے کہ عین لقاے جانان کی وقت مرغ جان قرباں جانجانان ہو گیا سبحان اللہ کس دلدادہ کی دل کو ایسی تاب ہے کہ اس آفتاب برج دلبری کی تاب کا تاب لاسکے کیسا محبوب مرغوب ہیں اور کیسا دلبر مطلوب ہیں کہ جس جناب عالیجناب کا عشق و محبت کی تاب سے جگر آفتاب ہمہ دم کباب ہے اور دلہائے عشاق پر اشتیاق و مہم دم آب و سیماب۔

قطعہ

دولتے عشق کی ترے جو آگ جلگئی ÷ دیکھو تو اب مراد دل و جگر کباب ہے
بے چینی دکا مرے کیا بتلاؤں میں پیا ÷ نمونہ کچھ بھی دیکھنا تو یہ سیماب ہے

غزل

جو ہر دم قدم آپکا دیکھتا ہے ÷ دل و دیکھ کو پریا دیکھتا ہے
قدم غوث اعظم کا چوما ہے جسے ÷ سعادت وہ اپنا سدا دیکھتا ہے
قدم غوث اعظم کا کبریت آحر ÷ جسے لگ گیا کیمیا دیکھتا ہے
غبار نعال مبارک ہے سرمہ ÷ ہو روشن بصر جو لگا دیکھتا ہے
کوئی جانے کیا رتبہ غوث خدا کو ÷ جو دیکھے انہیں وہ خدا دیکھتا ہے
جو واصل جو کامل ہو عشق حق میں ÷ خدا سے وہ انکو ملا دیکھتا ہے
وہ عشق خدا میں ہو افانی فی اللہ ÷ جو اپنے کو اپر مٹا دیکھتا ہے
جو رشتہ محبت کی ان سے لگایا ÷ وہ ربط اپنا حق سے لگا دیکھتا ہے
وہ اکدم میں واصل بحق ہو کے جاوے ÷ جسے انظر وہ اٹھا دیکھتا ہے
جو منظور انہیں کا ہو اپنے کو ہر دم ÷ وہ کل ماسوا سے چھٹا دیکھتا ہے
جو اپر ہو افانی ہر وقت ہر دم ÷ وہ اپنے فنا میں بقا دیکھتا ہے
ہوا جب سے مقبول تیرا قدمبوس ÷ وہ اپنے کو تجھ پر مٹا دیکھتا ہے
عبدالقادر نامی ایک شخص بنجہ شیراجل سے بطفیل حضرت غوثیہ رضی اللہ عنہ کے رہائی پانا
بعدہ دربار کرامت آثار میں حاضر ہو کر بزم مرۃ استانہ بوسان بارگاہ داخل ہونا جناب مولوی

شاہ منیر اللہ صاحب ناصر آبادی چائنگامی خادم قدیم نشستگاہ سلطان العارفین حضرت ابی یزید بسطامی قدس سرہ السامی جو کہ اس دربار فیض بار غوثیہ کی ناصیہ سایوں میں ہیں اس حکایت دلپذیر کی یون روایت سنج خوش تقریر ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں میں ایک شخص عبد القادر نام سعادت فرجام سے ازراہ محبت دینی میری انیسیت و محبت تھی قضا کارا یکبارہ نیکو کردار سخت بیمار ہو گیا طبیبان حکمت مزاج جوں جوں اس مرض لاعلاج کا علاج کرتے گئے روز بروز ساعت بساعت وہ مرض بڑھتے گئے اور مہدم قضاے الہی نے بھی جلوہ جلال واللہ غالب علی امرہ کی تماشاد کہانے لگی۔

مثنوی

ہمہ رامند مر حکم قضا را ÷ قضاے حق بردا شد وارا
طیب ابلہ شود از حکم ایزد ÷ کراز ہرہ کند حکم خدا رو
قضا از سر کہ صفر امیزد ÷ قضا از رو غنت خشکی نماید
ہلیلہ میخورد از ہر اطلاق ÷ از قبض آیدت گز نخت شد عاق
کہ آرد با قضاے حق کند زور ÷ قضاے حق نماید جملہ را گور
چو مقبول قضاے حق نگرود ÷ بدہ تن بر چہ آید نیک یابد

آخر کار اطباءے روزگار اس مرض لاعلاج کا علاج سے عاجز آ گئے اور سارے حکیمان دیار اسکے معالجہ سے دست بردار ہو گئے اور آنا فنا پیک اجل نامہ قضاے الہی کا پہونچانے لگے اور چند روز حیات مستعار سے نوبت یاس و نومیدی کی آن پہونچی اور آثار حالت نزع قائم ہو گئی اور مہدم زور زور سے ہچکیاں لینے لگا آخر کار بحکم۔

مثنوی

بشادی خدا را فرامش کند ÷ لب از یادگاریش خامش کند
چو قطعافر و ماند از جملہ کار ÷ رجوع آورد سوسے پروردگار
رجوع طرف حکیم مطلق حقیقی اور طبیب حازق تحقیقی کے لایا کیونکہ حسب فحوائے
و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والافتس
والثمرات جب حکیم علی الاطلاق باقتضائے حکمت رحمت سرشت اپنے بندہ کو کسی بلائے
سخت سے آزماتا ہے اور مبتلا کرتا ہے تو وہ بندہ بمضمون ان الانسان خلق هلو عا
اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا کے پہلا اپنے ہی تدبیر کی زور
سے اس بلائے الہی اور قضاے بادشاہی کو ٹال دینے چاہتا ہے اور جب تک اپنی کوشش سے
دفع کر سکے غیر کی طرف رجوع نہیں لاتا ہے جب اپنی تدبیر سے بلائے الہی کو ٹال نہ سکا
اور اپنے چارہ گریوں سے عاجز آ گیا غیر کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے مدد چاہتا
ہے پس اگر وہ بلیہ از قسم معاملات دنیوی ہو تو اس صورت میں اصحاب جاہ و منال اور
ارباب ملک و مال کی جانب دوڑتا ہے اور اگر امراض و اسقام بدنی کے قسم سے ہو اس
تقدیر مرطبیان حاذق اور معالجان و آتش کی طرف رجوع لاتا ہے پس اگر انہوں کے تدبیر کی
ناخن سے بھی گرہ کشائی کار نہ ہوئی اور صورت رہائی کی نظر نہ آئی تب بحکم ضرورت درگاہ
بادشاہ حقیقی کی طرف رجوع لاتا ہے اور تضرع و زاری اور الحاح و بیقراری سے دست دعا کا
اٹھاتا ہے اور حمد و ثنائے خداوندی کو اپنے زبیر زبان بناتا ہے پس بندہ جب تک اپنی تدبیر

۱ اور البتہ از ماویہ گئے ہم تم کو ساتھ ایک چیز کے در سے اور بھوک سے اور کمی مال کی سے اور چان کی سے اور پہلوں سے ۱۲ تحقیق آدمی
پیدا کیا گیا ہے بے صبر جب گنتی ہے و سکو برائی اضطراب کرنے والا ہے اور جب گنتی ہے اسکو بہلائی منع کرنے والا ہے ۱۳ معارج

سے حل مشکلات کر سکے غیر کیطرف رجوع نہیں کرتا ہے اور جب تک خلأق سے گرہ کشائی ہو سکے خالق کیطرف رجوع نہیں لاتا ہے جب کوئی تدبیریں نہیں پڑتی ہے اور کسی صورت سے صورت مقصود نظر نہیں آتی ہے تب درگاہ بے نیاز کیطرف روئے نیاز کالاتا ہے اور عجز و انکساری سے گریہ وزاری کرتا ہے اور امید و بیم کے ساتھ داد نیاز مندی کا دیتا ہے تب اس صورت میں خداوند بے نیاز بھی اپنی شان بے نیازی اس کو دکھاتا ہے اور اس کو دعا وزاری اور تضرع و بیقراری سے عاجز کر دیتا ہے اور اس کی دعا وزاری کو قبول نہیں فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ سارے اسباب و تدابیر سے منقطع ہو جاتا ہے اور اپنے کو حوالہ تقدیر بادشاہ قدیر کرتا ہے اور توکل کوشش و تدابیر کی اسکے دل صفا منزل سے نکل جاتا ہے اور محض تقدیر الہی پر ایمان لاتا ہے اور خداے پاک ہی پر اس کے بھروسہ پورا ہو جاتا ہے پس ایسی حالت میں تقدیر الہی اور قضاے بادشاہی اس بندہ میں نافذ ہو جاتی ہے اور بندہ تمام اسباب و تدابیر سے فانی محض ہو جاتا ہے اور دلیں صفائی آپہنچتا ہے اور ساری کدورات بشریہ اور جمیع مقتضیات نفسانیہ سے چھٹ کر خالص روحانیت رہ جاتی ہے اور صورت آدمی اور معنی فرشتہ بن جاتا ہے اور وہ ذکر الہی سے ہر دم قوام پاتا ہے اور محسوسات سے چھٹکر مقام تذکر و یادگاری خداوندی میں انس و آرام لیتا ہے اور اس کی روحانیت عالم ارواح میں فرشتگان ملا اعلیٰ کے ساتھ سیر کرتا ہے جب صفائے باطن اور نورانیت دل حاصل ہوگئی اور حقیقت اسرار اُس پر منکشف ہوئی پس بے اختیار صاحب یقین اور موحد ہو جاتا ہے اور متصرف حقیقی اور موثر تحقیقی سوائے خداوند سبحانہ و تعالیٰ کے اور کسی دوسرے کو نہیں دیکھتا ہے اور دل سے یقین کر لیتا ہے کہ حرکات و سکنات عالم یعنی خیر و شر نفع و ضرر منع و عطا و بست

و کشاد و موت و حیات عزت و خواری درویشی و توانگری سب کچھ قدرت الہی اور فعل خداوندی سے اس حالت میں وہ بندہ مانند سچے شیر خوار کے ہو جاتا ہے کہ سوائے اپنے دایہ مہربان کے اور کسی سے علاقہ نہیں رکھتا ہے یا مثل مردہ کے ہو جاتا ہے دہلانے والے کے ہاتھ پر کہ اپنے اختیار سے بالکل عاری ہے یا مانند گولہ کے ہو جاتا ہے چوگان باز کے سامنے کہ بحسب خلقت صلاحیت علم و اختیار کی نہیں رکھتی ہے اور چوگان باز جیسا چاہے اس کو جد ہر تدبیر گھومتا ہے پس اس صورت میں بندہ اپنے سے بخود اور فعل مولا میں فانی ہو جاتا ہے اور مولا اور فعل مولا کے سوا کچھ اس کے نظر شہود میں نہیں آتا ہے ایسی حالت میں حقیقت معنی اللہ ولا سواہ (اللہ اور نہیں سوائے اس کے) کی ٹھیک آتی ہے اور اس کو عرفا توحید افعالی کہتے ہیں پس اگر وہ دیکھتا ہے تو اس واسطے دیکھتا ہے کہ وہ کارخانہ خداوندی ہے اور اگر سنتا ہے تو اس واسطے سنتا ہے کہ وہ کلام الہی ہے اور اگر جانتا ہے تو اسلئے جانتا ہے کہ وہ معلوم الہی ہے اور یہ مرتبہ قرب نوافل اور مقام فناے صفات کا ہے اس کو توحید شہودی بولتے ہیں محققین کے نزدیک کلمہ منصور یہ اسی مقام سے نکلتی ہے اس مقام میں بندہ خدا ہی کی نعمت سے متمتع ہوتا ہے اور اس کی قربیت کی زیور سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے اور اسی کے وعدہ سے خوشی و آرام پاتا ہے اور اسی کے یادگاری سے اطمینان حاصل کرتا ہے اور اسی کے ساتھ انس و آرام پکڑتا ہے اور اسکے غیر سے متوحش اور منتظر رہتا ہے اور اس کی یادگاری کیطرف پناہ اور میل دل لاتا ہے اور اسی کے ساتھ واثق العہد اور کامل التوکل ہو جاتا ہے اور اسکے نور معارف سے راہ پاتا ہے اور اسکے غرائب علوم اور اسرار قدرت پر مطلع ہو جاتا ہے۔

غزل

جان جہاں شہ بان سہیں عیان تو کون ہے ÷ عین عیاں میں بے نشان ہو جو نہاں تو کون ہے
دکے مکا نہیں تو ملکین خاتم کون کا نگیں ÷ پردہ جگ میں ہو کہیں جلوہ کنان تو کون ہے
شمس و قمر پہ عکس روڈا لکے کل جہاں کو ÷ کر کے اوجالا ہو چھپا نور فشاں تو کون ہے
جا کے چمن میں گل ہو بادہ میں جا کے گل ہوا ÷ شاخ پہ گل کے بلبل نالہ کنان تو کون ہے
ممبر پہ جا کے واعظ و سبھ لے ہات شیخ ہو ÷ دیر میں رام و کعبہ میں ہو حور حمان تو کون ہے
محفل میں شمع ہو گلا عشق میں جاں سے مبتلا ÷ پروانہ ہو کے پھر جلا با سوز جاں تو کون ہے
باغ میں جا شجر ہوا کان میں جا کے زر ہوا ÷ بحر میں جا کے دُز ہو اسب میں عیاں تو کون ہے
بنکے تو آدم و حوا خلد بریں کو جالیا ÷ پہلایا دام مکر پھر ہو کے بوالجان تو کون ہے
نوح و خلیل با صفا موسیٰ کلیم بانوا ÷ عیسیٰ مسیح تم تو تھا عالم کاں تو کون ہے
احمد عالیشان ہو تم ختم پیسیراں ہو تم ÷ سلطان دو جہاں ہو تم جان جہاں تو کون ہے
اول سے لے آخر تک جو کچھ کہ آیا یک بیک ÷ تیرے ظہور کا جہلک تیرے شان تو کون ہے
اے دلبر ماہ لقا اے غوث مجبہ ہزار کا ÷ جاتا نہیں اب تو سہا در و ہجران تو کون ہے
مقبول تجھ کو ڈھونڈ کر خستہ جگر ہو در بدر ÷ پھرتا ہے اے جان و جگر سارا جہاں تو کون ہے
اے تو عیاں اے تو نہاں اے بے نشان اے باناں ÷ اپنا نشان دے اب بتاے بی نشان تو کون ہے
القصہ وہ بیمار و لقا رلا چار مایوس از زندگی ناپائدار اس ناصیہ سارے دربار کو بلا کر با حالت
زار و دیدہ اشکبار یوں عرض کند اے ہوا کہ بھائی موذن اجل بنداے بلند حسی علی
الذہاب (آبادہ ہوا پر جانے کے ۱۲) ہر دم میری گوش ہوس میں بانگ کر رہا ہے اور اس کی اجابت

سے کسی فرد بشر کو کیا چارہ ہے ایسی وقت میں اسکے پنجہ سخت گیری سے چھٹکارا پانیکا کیا یا رہے
اور اس شیر زور آور سے عالم میں کون ہارا ہے آخر اس نے سب کو گھل گھل کر مارا ہے جھکو بھی
بضرورت صید پنجہ اسکے ہونا ہے اور خواہ نخواہ اس مشرب سے پار گذرتا ہے اور اس چکی
سراے فانی سے ناچار سفر کرتا ہے اور اپنے خداوند حقیقی اور آقاے تحقیقی سے دو چار ہونا ہے
مگر اپنی سیاہ اعمالی سے شرمندہ ہوں اس وقت تو چارہ گری اور تلافی سے درماندہ ہوں
آقاے حقیقی کو کیا جواب دوں گا اسکے سامنے یہ سیاہ منہ کس طرح دکھاؤں گا ایسی حالت بیچارگی
میں ہماری یاری کیجئے اگر کوئی صورت نجات آخرت کی آپ کو سوچتی ہے جھکو بتا دیجئے۔

منشوی

سیاہ کاریوں نے میں شرمندہ ہوں ÷ تلافی سے اس وقت درماندہ ہوں
خدا سے میں کیا دوں گا آخر جواب ÷ ہے اعمال میرا سب ہی ناصواب
مرے دوست و اب مدد کیجئے ÷ رہا کی صورت بتا دیجئے
میں جاتا ہوں ڈوب آسرا دیجئے ÷ یہ غرقاب سے اب بچا لیجئے
اے غوث خدا عاصیوں کا شفیع ÷ نہیں ہے سوا تیرے میرا شفیع
اے غوث خدا تیرے مقبول پر ÷ سدا لطف کا تیرے ہووے نظر
تب میں نے کہا کہ بھائی وقت تلافی کا تو فوت ہو چکا ہے اب کیا تلافی و تدارک کیجئے گا
ایسی تنگی وقت میں سامان آخرت کیا کیجئے گا جھکو سوائے اس بات کے اور دوسری کوئی تدبیر
نہیں سوچتی ہے کہ آپ نیک نیت اور صدق طمانیت سے صاف عقیدہ ہو کر بادیہ تر حضور
پر نور فیض گنجور جناب عرش رکاب سلطان المقربین منہ العارفين سيد الكونین

غوث الثقلین القطب الافخم غوث اللہ الاعظم منجہ نزاری رضی عنہ
اللہ الباری کی دربار فیض بار کبیر قلباً رجوع کیجئے اور اس مبد فیوض باری سے بہ تضرع
وزاری مدد لیجئے کہ۔

بیت

اولیا کو ہے وہ زور اللہ سے ÷ تیر خستہ باز لاویں راہ سے

خاص کر جو کہ قطب العالم غوث الاعظم ہوں وہ کیا نہیں کر سکتے ہیں وہ مکتوبہ لوح محفوظ کو مٹا
اور فرمان قضا کو نال دے سکتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کا مخزن اسرار جلی و خفی ہیں بقیہ سیاہی
قلم تقدیر انہیں کے تہ زبان قدرت ترجمان مخفی ہیں ۱۱

غزل

اے دل بیاں ہر دم بر نام غوث الاعظم ÷ شیدا و جان نثار اقدام غوث الاعظم
اے دل چو بارے نامش زیب زباں نمائی ÷ از صدق دل بیابی انعام غوث الاعظم
از یمن نام پاکش در عیش مانی و خوش ÷ ذوق یقین بیابی از نام غوث الاعظم
در رنج و ورطہ غم ہر گز فرد نمائی ÷ یابی گرانند کے از اکرام غوث الاعظم
تغییر نقش لوحی فرمان و لفظ پاکش ÷ بقیہ سیاہی لوح در کام غوث الاعظم
شان کرامت او اے دل چہ دانی آخر ÷ دیدار حق تعالیٰ اکرام غوث الاعظم
للہ الحمد مقبول از جان و دل یقیناً ÷ گردیدہ نقشہ زیر اقدام غوث الاعظم

آخر وہ ضعیف کمزور راہی عالم گور اس سخن سعادت مآثر کو گوش و راہ گوش ہوش کرتے ہی
مارے خوشی کے پھول گیا اور اپنے سارے درد و غم کو دل نیاز منزل سے یک قلم بھول گیا اور

نہایت صداقت دل اور غایت عقیدہ کامل سے بارگاہ فلک پایگاہ غوثیہ میں بالحاح
و یقیناً تضرع و زاری کرنے لگا اور بار بار با چشم تردعا و اشکباری کرتے رہا دہریہ و عجز و
انکساری سے دعا کرتا تھا ادھر حکم پروردگار سے اس پر غشی و بیہوشی طاری ہوتا تھا آخر بے خودی
غالب ہو گیا پیچارہ اپنے چارہ گری سے عاجز آگیا اسکے خویش واقربا جتنے تھے سب کوئی
رونے لگے اور حاضرین کے درمیان ایک بڑی بل بل سا بڑھ گئی بعد ایک ساعت کاملہ
کے اس کو فاقہ ہوا اور حمد و ثنائے باری تعالیٰ شانہ کا کرنے لگا تب میں نے پوچھی کہ بہائی
کیا حال ہے کس بات کی شکریہ میں آپ کا یہ مقال ہے بولا کہ اے یار غار جس وقت نام
نامی اور اسم سامی آنحضرت غوث اللہ الاعظم مجبہ نزاری رضی عنہ اللہ الاکرم کی ورد زبان
و وظیفہ جان کرتا ہوا بے ہوش ہو گیا تھا اس حالت بے ہوشی میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت
ملک الموت ایک تلوار بران اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے جس کے چمک دھمک دیکھنے مرغ
جان نفس تن سے بے اختیار پرواز کر جاتا ہے ساتھ ان اوصاف مہیبہ کے جو کہ کتابوں میں
مسطور ہے میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور جھکواں کرنے کے قصد سے تلوار میرے گلے پر
چلا رہا تھا اتنے میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بدولت تشریف ارزانی
فرمائے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو میرے قتل سے روک لئے اور تلوار کا دستہ پکڑ کر
فرمائے کہ جس نے ہمارے نام لیا اور ہم سے امان طلب کیا تیرا کیا زہرہ ہے کہ اسکو قتل
کرے اس شخص کو ہم نے اپنے سرکار عالی مدار سے ساٹھ برس کی حیات اور عنایت کی تم
واپس چلا جاؤ جب ملک الموت ایسی ارشاد حضرت غوثیہ رضی اللہ عنہ کے سنے
دست بستہ عرض کی کہ یا حضرت میں بامر الہی جل شانہ ہر ذی جان کی جان قبض کرتا ہوں

بلا ارشاد حکم الحاکمین واپس نہیں جاسکتا ہوں غرض کہ بہت دفعہ فیما بین آں حضرت اور ملک الموت کے دربارہ واپس جانے کے تکرار ہوئی مگر ملک الموت کو بجز واپس جانیکے اور کچھ بس بچلا آخر ملک الموت واپس چلا گیا بعد اسکے آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمائے کہ تم بعد از صحت کامل ہمارے خدمت بابرکت میں حاضر ہو جایو کہ تمہارے لئے ہم نے ضیافت کے کھانا رکھی ہیں اور یہ بھی فرمائے کہ ایک ہفتے کے بعد فلاں تاریخ کو تمہارے باپ سرائے فانی سے دار جاودانی کی طرف راہ سد ہار یگا اتنے فرما کر حضرت غوثیت مآب رضی عنہ رب الارباب میری نظر سے غائب ہو گئے اور مجھ کو بھی بے خودی سے افاقہ حاصل ہو گئی غرض وہ مسافر باز آمدۃ عالم گور کو کمال شعور آ گیا اور بستر مرگ سے اٹھ بیٹھا اور روز بروز روئے صحت نظر آنے لگا بعد ایک ہفتہ کے اس کے باپ جو کہ صحیح المزاج تھا سرگھوم کر زمین پر گر پڑا اور بعد ایک ادھ گھنٹہ کے جان بحق تسلیم ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون بعد از مرد و ایک ماہ کے وہ مسافر ملک عدم کو پوری صحت حاصل ہو گئی اور مسلک استانہ پرستوں میں مسلک ہو کر دولت دارین اور نعمت کو نین سے سرفراز ہو گیا۔

غزل

غوث اعظم ہیں خلیفہ قادر مختار کا ÷ کر دکھا سکتے ہیں قدرت ہے اسی ہر کار کا
غوث اعظم ہیں وکیل خاص اس جبار کا ÷ غوث اعظم بس ہیں نائب احمد مختار کا
غوث اعظم ہیں جہاں میں سایہ خاص خدا ÷ ہیں وہی مالک خدا کے جملہ سرکار کا
غوث اعظم ہیں چراغ روشن دنیا و دین ÷ ہیں وہی جل و علا کی مخزن انوار کا

۱ تحقیق ہم واسطے اللہ کے ہیں اور تحقیق ہم طرف اس کے پھیرنے والے ہیں ۱۲ سورہ بقرہ

غوث اعظم ہیں گل یکتاے گلزار کمال ÷ بھی گل خندان ہیں وہ بس حسنکے گلزار کا
غوث اعظم ہیں درمکنوں دریاے وجود ÷ قدر سمجھے گا بھلا کون اس در شہوار کا
غوث اعظم ہیں خدا کا محرم راز نہاں ÷ ہیں وہی عالم میں بس اک معدن اسرار کا
غوث اعظم ہیں جہاں میں حامی مشکل کشا ÷ ہوتی آساں اک نظر سے مشکلیں ہر کار کا
جو گدا اس در کا ہے وہ فی الحقیقت شاہ ہے ÷ بالیقین ہے شیر وہ جو ہے سگ دربار کا
تیغ ابرو کا تو کشتہ بن دلا کو نین میں ÷ ہوتی اکسیر حقیقت کشتہ اس تلوار کا
ذراء نا چیز در ہو غوث مجتہد ار کا ÷ چرخ رتبت کی ہے تار اذرہ اس دربار کا
آپ کا جو نام لیوا ہو یقین دل سے کوئی ÷ پھر حشر میں کیا ہے ڈرا سکوعذاب النار کا
تیرے مقبول کینے کو نہیں جنت سے غرض ÷ ہے فقط محتاج تیرے دولت دیدار کا
جناب شاہ سید محمد ہاشم صاحب دام مجدہ کے ساتھ ایک جتنی خبیث کے معاملہ۔

آپ کے برادر زادہ مکرم جناب شاہ محمد ہاشم صاحب دام مجدہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بسبب بخار نہایت زار نہ زار ہو گیا تھا میرے بڑے بھائی جناب شاہ غلام سبحان صاحب دام فیضہ بیلوں کے لئے گھانس کٹوا کر ایک جگہ جمع کر رکھے تھے دوسرے گاؤں آ کر اس کو کھا گیا تھا بنا بریں تنبیہاں مجھے کئے لفظ سخت بکدئے ان کے بکنے سے مجھ کو غصہ آ گیا میرے مکان سے پچم جانب ایک جگہ جھیل میں بنا جوڑی نالہ کی قریب ہرے ہرے لنبے لنبے گھانس بہت موجود تھا عین دوپہر کے وقت ایک بڑی ٹوکری اور کانچی لیکر میں بقصد گھانس کاٹ لانے کے اس طرف جا رہا تھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم مبارک سے دائرہ شریف کو تشریف ارزانی فرمائے اور مجھ کو سامنے دیکھ کر بلاے میں فوراً

قد مبوس ہو کر مشغول خدمت ہو گیا اور پنک کا جھلنے لگا تھوڑے دیر کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے چلم تیار کرنے کو فرمائے میں پنک کا دوسرے ایک شخص کو دیکر حرم پاک سے چلم تیار کر لایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹے پینے میں مشغول ہوئے اور میں پنک جھلنے والی کو تنبیہ کر کے کہ خبردار میں آنے تک تم پنک جھلنے رہنا یہ کہہ کر بعد از ادائے سجدہ تحیہ گذاری جھیل کی طرف بقصد گہاش کاٹ لانے کے چلا گیا اور وہاں جا کر گہانس کاٹنے میں مشغول ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ میں جتنے گہانس کاٹ کر ٹوکری میں جمع کرتا جاتا ہوں گہانس کہتے جاتا ہے ایسا ہی کئے دفعہ ہوئی یہ معاملہ دیکھ کر میں ہوشیار ہو گیا وہاں ایک خبیث جن ہمیشہ رہا کرتا تھا اور لوگوں کو اذیت دیتا تھا میں حقیقت معاملہ سمجھ کر کہا ارے خبیث تو غوث اللہ الاعظم سے بھی بے ادبی کرنے لگا خبردار پھر ایسا کرے گا تو مقرر اپنے سزا کو پہونچے گا یہ کہہ کر میں شمشیر غوثیہ اپنے زیب دست جان بنا کر بدستور گہانس کاٹنے میں مشغول ہوا اس وقت وہ جن دور سے میرے پڑوسی ایک شخص کی صورت پر دکھائی دیا اور مخاطب ہو کر مجھے تکرار کرنے لگا کہ تم نے شمشیر غوثیہ ہات میں لیا ہے ورنہ تجھ سے مقابلہ کرتا میں اس کو گالیاں بہت دیا اور جس قدر گہانس کاٹا تھا سولیکر وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہوا اور جس راہ سے وہاں گیا تھا اس میں اس کے تصرف چلنے کا پورا احتمال تھا اور وہ جن وہی راہ مجھ کو بتلاتا تھا میں نے اس راہ کو چھوڑ کر دوسرے رستے سے میرے مکان کے نزدیک ایک تالاب کے پار پر سے آتا تھا ایک عورت مجھے دیکھ کر پوچھی کہ آپ کے پیچھے پیچھے بصورت خنزیر یہ کیا آرہا ہے یہ کہہ کر وہ عورت اپنے گھر کو گھس گئی میں ٹوکری گہانس کی وہیں رکھ کر جو پیچھے طرف موڑ کر دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا پھر جو گہانس کے ٹوکری

کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جتنی گہانس میں نے کاٹا تھا اور وہ جن چورار کہا تھا سب لا کر حاضر کر دیا میں یہ ماجرا دیکھ کر گہانس کے ٹوکری اٹھا لیکر چلا آنے کا قصد کیا تو گہانس کے ٹوکری اس قدر بہاری ہو گیا کہ میں اٹھا نہیں سکتا تھا جون توں کر کے وہاں سے لا کر ایک جگہ رکھ دیا اور فی الفور بعد از درنگی طہارت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت مس حاضر ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک وہی چلم جو کہ میں نے تیار کر دے کے گیا تھا پے رہیں ہیں میں جو قد مبوس ہوا تو پوچھے کیا یہ باچہ میاں ہے میں نے عرض کی کہ ہاں حضور میں باچہ میاں ہوں (حضرت غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ محمد ہاشم صاحب کو باچہ میاں بلایا کرتے تھے) فرمائے کہ کہاں گیا تھا اتنا پسینہ کیوں آیا ہے یہ فرما کر فرمائے ”کہ حرام زادہ میرا گی میرے لڑکے کو اذیت دینے چاہتا ہے“ پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف شریف حرم پاک میں لائے اور حاضرین بھی رخصت ہو گئے۔

غزل

ہر کہ از دل بر آستان آمد ÷ از حنیض او بآسماں آمد
گشت نامی بعالم آنکہ ردل ÷ نام نامیت برزباں آمد
چیت ترس و ہراس آنکس را ÷ کیس درش مامن امان آمد
ہر کہ در غم گرفت نام تو ÷ از نگاہ تو شاد ماں آمد
از علو مراتب شانت ÷ حکم نافذ برانس و جاں آمد
ہست فرمانت حکم یزدانی ÷ ہچو تو کس نہ قہر ماں آمد

کس ننالید بردرت شہا ÷ مگر از کام کام مران آمد

ہست مقبول بیدلت بیجان ÷ ذات عالیت جانجان آمد

بیان ایک ہندوی تنبولی معتقد در بار غوثیہ کے کہ بعد مرنے کے اس کے نعش آگ میں نہ جلتی تھی۔ اس راقم الحروف کو کمال تحقیق سے پایہ ثبوت کو بھونچا ہے کہ ایک ہندوی تنبولی باشندہ موضع کنجن نگر جان و دل سے نہایت معتقد در بار حضرت غوث اللہ اکبر تھا اور اکثر اوقات حالت حیات میں در بار غوثیہ کا تحفہ و ہدیہ پیشکش کرتا رہتا ناگہاں بفرمان قادر جانتان اس کے وقت مرنے کا قریب آگیا اور پیک اجل نے پیغام سرکار باری پہونچایا اور مرض موت لاحق حال ہوا جب چند روز کے بعد ایک روز حالت نزع جان کی شروع ہوگئی۔

بیت

اجل سے کسی کو نہیں چارہ ہے ÷ رہائی کی بچے سے کیا پارہ ہے
بیساختہ اسکے زبان سے کلمہ شہادت و توحید الہی کی نکل گئی اس کے خویش و اقربا رام رام بولتے ہوئے اس کو گھر سے باہر کردئے اور خاموش خاموش اور چپ چپ کرتے ہوئے اس بات کو چھپائے لیکن وہ سعید ازلی اس کلمہ ایمان کو ہرگز نہیں بہولتا اور سدا یہ کلمہ شریفہ کو بولتا ہوا جان بحق تسلیم ہو گیا۔

قطعہ

از میں حسب حق نے دی سعادت ÷ وہ کب بھولیگا اب لفظ شہادت

سعادت ہے خدا تعالیٰ کی بخشش ÷ نہیں ہے زور بازو سے یہ دولت

متعلقان اسکے حسب رسوم کفار نابکار لاش اس کے بمقام مرگھٹ واسطے جلانے کے لیکے اور مستعد جلانے کے ہو کر لاش کو لکڑیوں میں رکھا اور آگ دیدیے اور تیل اور گھی معمولی بھی ڈالا جو کہ وہ ہندوی صوری مسلمان صوری و معنوی بندہ درگاہ عالم پناہ حضرت غوثیہ تھا ہر چند کہ اور عضوں کو چڑے کے اوپر سے آگ نے کچھ کچھ جلایا مگر سینہ کو بالکل داغ نہ لگا کفار ناہنجاریہ حال پر ملال دیکھ کر سخت گھراے اور تیل گھی آگ پر اور مضاعف کئے پھر بھی بجکم قلنا یا نار کونی بردا و سلاما آگ میں کچھ اثر پیدا نہ ہوا۔

قطعہ

نقش پا جو ہو چکا ہو غوث مجبہ نڈار کا ÷ گرد و جہاں میں کب ہے ڈرا کو عذاب النار کا
آستان پران کے جو سیر کہیتا صبح و شام ÷ بالیقین پیارا ہے وہ اللہ کے دربار کا
جب کفار نابکار اپنی تدبیر سے لاچار ہوئے تب یہ ارادہ کیا کہ مردہ دل افسردہ کو آگ سے نکال کر دریاے ناپیدا کنار میں ڈال دیجئے کہ وہاں یہ لاش دلخراش طعمہ نہنگ و ماہی ہو جاوے گی آخر کار یہ بات لمیں ٹھان کر ہرنگ ندی میں ڈال دیئے سبحان اللہ جو شخص منظور نظر جناب فلک رکاب قطب ائم غوث اللہ الاعظم ہے اس کو آگ سے کیا لاگ اور پانی سے کیا مطلب ہے وہ لاش بہتے بہتے ایک جگہ ندی میں کہیں اٹک رہی بعضے کہتے ہیں کہ اس جگہ کے لوگوں کو در بار غوثیہ کی طرف سے خواب ہو گیا تھا تا اس کے لاش کو بعد غسل وادائے نماز جنازہ دفن کریں اور بعضے روایت کرتے ہیں کہ پولیس آکر اسکے لاش اٹھالیا کر دفنائیں ہیں۔ عاشقان جمال احمدیہ اور مشتاقان در بار غوثیہ کو بشارت ہو کہ جب وہ تنبولی فقط نیک اعتقادی اور خوش عقیدتی شان والا شان غوثیہ کے سبب دولت ابدیہ

ایمان سے سرفراز اور نعمت سرمدیہ مغفرت و امان سے ممتاز ہوا یقین کامل ہے کہ اپنے شیدایان صادق اور محبان واثق کو جو کہ دل و جان سے پروانہ مثال آپ کے شمع جمال باکمال پر نثار ہوتے ہیں ضرور اپنی دولت و دیدار اور نعمت لقا سے دونوں جہاں میں سرفراز و ممتاز فرماوینگے اور مشکلات دینی و دنیوی اور آفات صوری و معنوی سے نجات بخشینگے۔

غزل

جناب غوثیہ جس پر نظر اکبار کرتے ہیں ÷ اسے ہر دم خدا و مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں
جناب غوث الاعظم جسے عکس نظر کا ڈالیں ÷ فلک کی انجم آسا مطلع الانوار کرتے ہیں
جو دل سے بستہ دربار غوث پاک ہوتا ہو ÷ اگر چہ خار ہو وہ خوش گل گلزار کرتے ہیں
خس و خاشاک بھی گر ہو کوئی دربار حضرت کا ÷ اسے بستان تجری تنحہا الانہاد کرتے ہیں
غرق بحر الفت ان کے جوہودوں عالم میں ÷ اگر قطرہ بھی ہو اس کو در شہوار کرتے ہیں
جو صدق دے ان کے در کا ذرہ ہو تو گوہر ہو ÷ اگر ہو سنگ اس کو ابر گوہر بار کرتے ہیں
گداے آستان جو ہو وہی ہو بادشاہ بے شک ÷ جو ذرہ ہو تو مہر و مشرق انوار کرتے ہیں
عقیدہ سے یقین سے ان کے جو سردار پر کہیے ÷ نگاہ لطف سے اپنے اسے سردار کرتے ہیں
دو عالم میں کوئی مقبول سا گر نقش پا ہو جاے ÷ تو مسفت سے عنایت دولت دیدار کرتے ہیں
در بیان مسلوب الولایۃ ہو جانے ایک ولی مشہور کے بسبب بے ادبی ازندانہ
جناب حضور پر نور غوثیہ کے اور خوار ذلیل ہو جانے اس کے راویان صدق شعار اور
صادقان راست گفتار اس نقل و لکیر کو یوں تقریر کئے ہیں کہ ایک ولی قربیت پناہ ولایت
دستگاہ مسمی بہ بہار اللہ شاہ باشندہ مقام شاہ نگر متعلق تہانہ فطری خداوند درجات بلند صاحب

مقامات ارجمند تھا اپنے وقت میں وہ کسی ولی کو اپنے برابر نہیں جانتا ایک روز ایک شخص معتقد
بارگاہ فلک پایگاہ جناب حضرت غوثیت پناہ باشندہ مقام کنچن نگر ایک ہانڈی جغرات میث
بازار سے چنکر عمدہ دیکھ کر بہ نیت ہدیہ دربار غوثیت مآب لیجا رہا تھا بہار اللہ شاہ صاحب اس
وقت برسر راہ بیٹھا ہوا تھا وہ شخص وہی لانے والے کو جب دیکھا خداوند عالم کو روشن ہے
کہ اس کے دل میں کیا خیال آیا پوچھا کہ تم یہ ہدیہ وہی کے ہمارے سامنے سے کس
صاحب منزلت والا درجہ کی واسطے لئے جاتے ہو اس نے عرض کی کہ حضور یہ ہدیہ نذرانہ
حضرت قطب اللہ الاثم غوث اللہ الاعظم مجہنڈاری رضی عنہ اللہ الباری کی ہے مجرد سنتے
ہی اس خبر غیرت مآثر کے شاہ صاحب مذکور فوراً اپنے نشستگاہ سے اٹھ کر وہ ہانڈی وہی
کے زور سے چھین لیا کہ اس زمانے میں سے ہم سے بڑھ کر ہدیہ کھانے والا کون ہے کہہ کر
حضرت غوثیت مآب کی ہدیہ میں ہاتھ کے انگلی ڈوبا کر اوپر سے کچھ کھایا اور باقی میں منہ
سے تھوک ڈال کر وہ شخص ہدیہ آور کو دیدیا یہ شخص نہایت تنگدلی اور پریشان حالی سے بادیدہ
اشکبار واسطے نالش اس بے ادب روزگار کے وہ ہانڈی وہی کے اپنے منہ ہاتھ میں لئے
ہوئے حاضر دربار عالی مقدار حضرت غوثیت شعار ہوا ہنوز یہ شخص صحن آستان عالی شان
تک نہیں پہنچا تھا کہ حضرت غوث اللہ الاعظم کی دریاے جلالت جوش پر آ کر فرمایا ”کہ
خبردار ہمارے دربار تک کوئی ہانڈی وہی کے نہ پہنچا دے حرام زادہ بہار اللہ سے کہو کہ
ہانڈی وہی کے اسکے گائٹر سے دیوے“ وہ شخص ہدیہ آور کو حضرت کی جلال دیکھ کر تاب نہ ہوا
کہ سامنے جا کر عرض حال کرے مارے ہیبت کے وہیں سے بھاگ گیا اور حسب فرمان
واجب الاذعان حضور پر نور وہ ہانڈی وہی کے بہار اللہ موصوف کے سامنے رکھ کر وہ شخص

اپنے ٹہکانے کو چلا گیا اسی روز سے نعمت ولایت بہار اللہ سے مسلوب ہو گئی اور جو کچھ قدر و منزلت بارگاہ الہی میں تھی یک قلم گم ہو گئی اور راندہ درگاہ باری تعالیٰ شانہ ہو گیا اور ہر کس و ناکس کے سامنا خوار و بے مقدار بن گیا اور جہاں جاتا تھا بجز ذلت و خواری کے نہیں دیکھتا اور چند روز کے بعد اسی حالت پر ملالت میں دنیا سے گزر گیا۔ نعوذ باللہ من سوء الادب مع الاولیاء (پناہ چاہے خدا سے بے ادبی سے ساتھ اولیاء) سچ ہے کہ جب نحوست بخت چہرہ دکھاتی ہے تو اسکی حالت یوں ہی ہوتی ہے جب کسی کو بد بختی آ جاتا ہے تو اپنے سے بزرگ تر کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتا ہے بخت اذا جاء القضاء ضاق الفضا اذا جاء القدر عمی البصر۔ (جب آیا قضا تنگ ہو گیا میدان جب آیا قدر راندہ ہو گئی آنکھ ۱۲)

مثنوی

راہ حق میں جو ہوا ہے بے ادب ÷ ہی وہی محروم نعمتہائے رب
بے ادب ہے جو کہ وہ نامرد ہے ÷ بے ادب کب پایا عشق و درد ہے
ذلت شیطان گستاخی سے ہے ÷ گر کہیں خواری ہے وہ شوخی سے ہے
ہے ادب سے برتری ہر پاک کا ÷ پستی حصہ ہوتی ہے بے باک کا
دیکھ ادب سے آسماں پر نور ہے ÷ جو ادب رکھے وہی مسرور ہے
دوستاں حق سے جو ہو بے ادب ÷ نعمت حق اس سے ہوتی ہے سلب
اسلئے فرمایا حضرت مولوی ÷ از رہ تحقیق اندر مثنوی
از خدا خواہیم توفیق ادب ÷ بے ادب محروم گشت از فضل رب
از ادب پر نور گشتت ایں فلک ÷ و ز ادب معصوم و پاک آمد ملک

جو طریقت میں کرے گستاخیاں ÷ وہ گرے اندر چہر بادیاں
اولیا سے جو کہ گستاخی کرے ÷ چاہ گمراہی میں بے شک وہ گرے
اولیا سے جو مرے گستاخی کر ÷ سوء انجامی کی ہے بس اسکو ڈر
غوث حق مقبول تیرا ہے گدا ÷ دیجیو توفیق اسے آداب کا

غزل

جو خاک آستان غوث مجہذ ار ہو جاوے ÷ دو عالم میں یقین واللہ وہ سردار ہو جاوے
خدا نے شان عالی شان ان کو ایسی بخشی ہے ÷ کہ خورشید فلک بھی غاشیہ بردار ہو جاوے
بشکل انجم چرخ اسکو کر دیتے ہیں نورانی ÷ جو کوئی صدق دل سے ذرہ دربار ہو جاوے
ہے وہ مقبول اللہ کا جو ہو مقبول غوث اللہ ÷ خدا کا راندہ ہو جو راندہ سرکار ہو جاوے
جو اس دربار عالی کا بدل ترک ادب کرتا ÷ نگاہ قہر حق سے وہ تہ تلوار ہو جاوے
جو گستاخی کرے ان سے وہ محروم ولایت ہے ÷ بھی مقہور نگاہ قہر وہ قہار ہو جاوے
جو گستاخی کرے ان سے وہ محروم ایمان سے ÷ جہاں جاوے یقیناً خوار بے مقدار ہو جاوے
جو گستاخی کرے ان سے یقیناً وہ شقی ہووے ÷ حشر میں وہ سزاوار عذاب النار ہو جاوے
یہودی ہے نصارا ہے حقیقت میں وہی کم بخت ÷ جسے غوث خدا سے کچھ بدل انکار ہو جاوے
نہ ہوگا منکرانے جز وہی کم بخت بد طالع ÷ جسے حق سے ازل میں بہرہ ادا بار ہو جاوے
یقیناً دولت دارین سے واللہ مشرف ہو ÷ جو دل میں غوث الاعظم کا کبھی اقرار ہو جاوے
جو مقبول دنی دل سے نار غوث الاعظم ہے ÷ نہیں ہے کچھ عجب گر بخشش دیدار ہو جاوے
در بیان رہائی پانے ایک شخص کے پنجہ شیر سے بسبب یادگارے حضرت جناب

غوثیت مآب رضی عنہ رب الارباب کے ایک شخص باشندہ ضلع بریال یا فرید پور کے تھا سو بخوبی اس حقیر کو اس وقت یاد نہیں آتا ہے وہ خود حضرت حضور پر نور غوثیہ کی دفتر خانہ میں بیٹھا ہوا کہتا تھا اور یہ حقیر مع احباب دیگر سنا کرتے تھے کہ میں بہت دنوں سے آرزو مند سعادت آستانہ بوسی اور امیدوار ناصیہ سائی دربار فیض بار غوثیت شعار ہوں پر بسبب تعلقات دنیاے غدار اور گردشات روزگار ناپائیدار حضور آستانہ فیض کاشنہ سے ناچار ہوں بعد از مدت مدیر و عرصہ بعید جزبہ شوق دربار نے مجھے یہاں تک کھینچی کہ ایک آن مجکو اپنے ٹھکانے میں ٹھہرنے کی زہرہ نہ ہوئی آخر پروانہ وار شائق دیدار دربار فیض آثار ہو کر راہ سفر اس جانب کا اختیار کیا چنانچہ آج چوتھا روز ہے کہ اپنے ٹھکانے سے نکلا ہوں اور حضرت غوثیہ کے لطف و عنایت کی نظر سے یہاں تک آپہونچا ہوں میں اپنے ٹھکانے سے نکل کر سواری شوق پر سوار ہو کر راہ طے کرتا ہوا چلا آتا تھا کہ اثنا سے راہ میں مجھکو حاجت بیت الخلا کی ہوئی جنگل نزدیک تھا ایک جہار کے آڑ میں رفع حاجت کیلئے بیٹھ گیا اتنے میں ایک شیر ببر زور آورنے مجھ پر حملہ کیا ناگاہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیخ بزرگوار آفتابہ طہارت دست مبارک میں لئے غیب سے نمودار ہوئے اور زور سے وہ آفتابہ شیر کے ناک پر ایسا مارے کہ شیر بھاگ گیا اور میں بھی جان لیکر وہاں سے فوراً بھاگادہ بزرگ بھی وہاں سے غائب ہو گئے معلوم نہیں وہ بزرگ کون تھے غرض میں وہاں سے جلد روانہ ہو گیا اور آج دیدار فیض بار دربار سے دولت سعادت دارین حاصل کیا جون ہی عکس ضیاء خورشید جمال جہان آراے حضور پر نور سے دیدہ جان روشن ہوا تو ہویدا ہو گیا کہ وہ بزرگ ہمارے حضرت قطب اللہ الافخم غوث الاعظم تھے۔ سبحان اللہ پروانگان شمع ولایت جان

نثاران جمال غوثیت کو مژدہ ہو کہ جب حائے لطف و عنایت غوثیہ اپنے سرگشتگان صحراے درد و غم کو ہر دم و قدم دشمنان ظاہر اور درندگان وحشت مآثر سے بچا کر دنیا میں زیر سایہ چتر حفاظت اور خمیہ وقایت کی پناہ دیتے ہیں امید قوی اور رجائے واثق ہے کہ فردائے قیامت کو بھی اپنے سر اسیمگان بار یہ ہجر و فراق اور تشنہ کامان میدان درد و اشتیاق کو ہر لمحہ و لحظہ دشمنان راہ مقصود اور جملہ موانع مرام سے رہا فرما کر زیر ظل ظلیل شمشاد قامت عطاے دولت دیدار سے متسلی اور مطمئن فرماویں گے۔

غزل

عجب رفعت عجب قدرت عجب ہے عز و جاہ تیرے ÷ عجب قدر و عجب منزل عجب ہی بارگاہ تیرے
عجب شان و عجب شوکت عجب ہے رتبہ شاہ تیرے ÷ حقیقت میں ہے ذرہ آستان کا مہر و ماہ تیرے
تو وہ سلطان عالی جاہ ملک ناز کے کی ہے ÷ دلوں میں اور آنکھوں میں بنی ہی تخیگاہ تیرے
توئی ہے مصدر جو دو کرم تو معدن رحمت ÷ ترا جو دو کرم جو دو کرم پر ہے گواہ تیرے
وہ برج آسماں سرورے پر بنجم ساچمکے ÷ عقیدے سے یقیں سے جو کہ ہووے گرد راہ تیرے
جو لیوے نام تیرا وقت مشکل اور فتنے کے ÷ تو مٹجائے کرم سے فتنہاے کارگاہ تیرے
ترے آستان عالیشان کا جو ہو گدا دل سے ÷ نگاہ لطف و رحمت سے گدا ہو بادشاہ تیرے
اگر چہ بوند ہوا کدم میں بنجائے سمندر وہ ÷ در رحمت پہ تیرے آکے جو ہو لطف خواہ تیرے
ترے در پر جو آوے مور چہ بے پر شمنشاہا ÷ ہما بنجائے گادم میں جو ہو اسپر نگاہ تیرے
غلامان در عالی اگر چہ ہوں سیاہ اعمال ÷ مصفا لطف سے ہو جائے اعمال سیاہ تیرے
اسی آفات عالم سے نہیں ہے کچھ بھی ڈر شاہا ÷ جو لیوے صدق دلے آکے دامن میں پناہ تیرے

اگر چہ صحن آستان ترے کوئی کاہ بنجائے ÷ یقیناً لطف و رحمت سے بیگ کاہ تیرے
اے غوث اللہ الاعظم تیرے مقبول کمینہ بھی ÷ امید لطف پر اب ہے گدائے بارگاہ تیرے
در بیان نجات پانے ایک شخص کے مار زہر دار سے بطفیل نام پاک حضرت رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے ایک شخص منعقد بارگاہ غوثیہ عبد السبحان نامی باشندہ مقام کنجن نگر کہتا ہے کہ
میں ایک مرتبہ جنگل کو واسطے کسی حاجت ضروریہ کے گیا تھا وہاں سے لوٹتے وقت اثنائے
راہ میں ایک بڑا سانپ زہر دار نہایت غصے سے میرے سامنے آکر بقصد ڈسنے کے کلمہ بلند
کیا میرے چاروں طرف بوجہ جنگل ہونے کے جھکو وہاں سے بہا گئے کے بھی کوئی صورت
بن نہ پڑی اور ایک بالشت کی تفاوت پر قریب ایک پاؤ گھٹنے کے کھڑا رہ گیا اور میں بھی ہوش
باختہ ہو رہ گیا آخر الامر نام پاک حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو یاد آ گیا میں نے کہا یا
حضرت ایسی حالت یکسی میں مجھ کو ایسی دشمن چانستان کے پنچے سے نجات چھنے یہ کہتے ہی وہ
سانپ زہر دار سر نیچا کر ایک طرف جنگل کے چلا گیا اور میں وہاں سے بھاگ چلا آیا۔

غزل

۱۱ غوث الاعظم جو ترے نام کوئی دل سے لیا ÷ کیسا ہی سخت ہو مشکل اسے آساں ہوا
دشمن ظاہر و باطن اسے کب زیر کرے ÷ صدق دل سے جو ہوا تیرا کبھی نام لوا
مشکلیں پل میں ہو آساں دو عالم میں اسے ÷ تجھے سا حامی مددگار کو جو یاد کیا
شان عالی کو ترے کوئی بہلا کیا سمجھے ÷ تجھے سا ایسی رتبہ کس کو دیا حق نے بہلا
پل میں برباد ہو عالم جو نہ تیرا ہونظر ÷ جان عالم ہو تمہے سارا جہاں تن ہے ترا
عقدہ مشکل اسی دنیا و عقبیٰ میں ہے کب ÷ جس کا حامی تجھے سا کوئی رہے گرہ کشا

ورطہ جرم میں کب کشتی اعمال ڈوبے ÷ ناخدا جس کا رہے دونوں جہاں میں تجھسا
قیمت خاک ترے صحن کا ہے زر سے فزوں ÷ کیوں نہ ہونظر نے تیرے جس سے اکیر کیا
غوث الاعظم توئی مقبول کا مختار ہے بس ÷ دل سے جو بندہ ترے در کا ہوا مولا بنا
در بیان پھیر جانے دہرنگ ندی کی ہالہ ندی کی طرف جناب فیض ماب ولایت پناہ
قریت دستگاہ حضرت مولانا شاہ سید امین الحق والدین صاحب العلم والیقین قدس سرہ
رب العالمین اور دوسرے راویان راست مقال روے جمال اس حکایت بمشال کو غازہ
بیان اور گلگونہ بتیان سے یوں آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں کہ حضرت غوثیت آیات قطبیت
مقامات کبھی کبھی بازار محمد دائم ناظر کی جانب سیر کینا طر مرضی فرمایا کرتے تھے ایسے وقت
میں بعض خاکروباں باب بھی ہمرکاب اس فلک رکاب کے رہا کرتے ایک روز حضور فیض
گنجور حسب دستور مذکور بقصد سیر بازار مسطور تشریف شریف ارزانی فرماتے تھے اور منزل
کرتا ہوا بہزار ناز و بختری چل رہے تھے گویا ہر ہر قدم عاشقوں کے آنکھوں پر دھرتے اور
پاے عتاب رنگ شیدا یوں کے دل محبت منزل کے اورنگ پر رکبتے۔

قطعہ

اے یار ترا کسجا نشانم ÷ بردیدہ نشینی یا بہ جانم
باناز واداروے چو شاید ÷ برناز تو جان و دل فشانم

اثناے مرور میں نوبت عبور دہرنگ ندی کی درپیش آئی اور عین حالت عبور میں تہد شریف
حضرت غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہگ گئی اس وقت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
طبیعت غایت جلال میں آئی اور کنارہ ندی پر کفش پاے اقدس سے ضربت لگاتے ہوئے

یوں فرمانے لگے ”کہ حرام زادی تاہنوز تو یہاں سے نہیں بھاگی خبردار جیسا تجھے ہم بار دیگر یہیں دیکھنے نہ پائیں“ یہ فرما کر حضرت وہاں سے تشریف لیئے اسی سال کو دھرتنگ ندی وہاں سے پھیر گئی اور مقام بانس گھانٹھ سے جاری ہو کر ہالہ ندی کے ساتھ جا ملی۔

بیت

سوعرش سے لے فرش تک جاری ہے فرمان ÷ ہر چیز ہے سلطان کا فرمان پہ قربان
بادی النظر میں چونکہ اس ندی کی پھیر جانے میں لوگوں کو بہت زیاتی اور نقصانی عائد حال
تھا لوگوں نے نہایت سعی بلیغ اور کوشش تمام سے چاہیں کہ فی الحال جہان سے جاری ہو گئی
ہے اس مقام کو بند کر کے بدستور سابق جاری کریں اور اس باب میں بہت سارے روپیہ
پیسہ اور زر و نقد بھی خرچ کئے بمنشاے واللہ غالب علی امرہ ولكن اکثر الناس
لا يعلمون۔ (اور اللہ غالب ہے اور پر کام اپنے کے ولیکن بہت لوگ نہیں جانتے ہیں ۱۲ سورہ یوسف) مجراے حال کو
بند نہیں کر سکیں اور ویسا ہی جاری رہ گئی۔

بیت

کہ ہر اک کو ہوتا ہے ایک ایک راے ÷ وہی ہوتا آخر جو چاہتا خداے
شعر

اولیاء ہست قدرت ہر چہ خواہند آں کنند ÷ اہل عالم را چہ زہرہ رواں فرمان کنند
آخر کار لوگ اپنے تدبیر کار سے ناچار ہو کر دربار عالم بقدر غوثیت شعار میں ہدایا
وتحائف پیش کرش کر کے درارہ بند کرنے مجراے ندی مذکورہ عرض گذار ہوئے
حضرت غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب مصلحت دید و منشاے یزدانی اور حکمت

ربانی بمضمون جَفَ القلم بما هو كائن اس بات میں سکوت اور خموشی اختیار
فرمائے اور زیور کسی قسم امر و نہی اور لادئم کو زیب زبان ارشاد ترجمان نہیں بنائے کیونکہ جمیع
تصرفات اولیاء فانی فی الذات اور باقی بالذات کا جو کہ عالم میں کرتے ہیں حسب
فرمان عالیشان خداے متعالیٰ ہے اور کل حرکات و سکنات انکے بالکل مقتضیات طبعیہ سے
عاری اور ہوائے نفسانیہ سے یکقلم خالی ہے ان کے تصرفات فی الحقیقت تصرفات خداوند
ذوالجلال ہے ان کے اقوال و افعال حکمت ایزدی سے مالا مال ہے ان کے تصرفات اور
فرمان واجب الاذعان کو رد کرنے اور ٹالنے کا عالم میں کسکو مجال ہے ہاں ان کے تصرفات
کی حکمت مخفی از درک اغیار ہے عقل و اندیشہ اس کے سمجھنے سے عاجز و لاچار ہے جیسا کشتی
توڑنا حضرت خضر علیہ السلام کا حسب فرمان ایزد سبحان تھا لیکن اس کی رمز حکمت حضرت
موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سے باوجود پیغمبر اولو العزم ہونے کے بھی پوشیدہ اور پنہاں رہا کسلے
اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ دو قسم ہیں موسوی الطریقہ اور حضروی الطریقہ اولیاء موسوی
الطریقہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے چال چلن حسب شریعت ظاہرہ کے ہوتی ہے ان کے افعال
واقوال قریب الفہم عوام الناس ہوتا ہے ان کو حکمت قضا و قدر الہی سے اطلاع و آگاہی کم ہوتی
ہے اور حضرات حضروی الطریقہ کو حقیقت شریعت اور مغز و مایہ شرع شریف مد نظر رہتی ہے
ان کو حکمت قضا و قدر یزدانی اور اسرار و رموز سبحانی پر پوری پوری اطلاع و آگاہی ہوتی ہے
چنانچہ حضرت بلبل شیر از حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

فرد

راز دروں پردہ زرندان مست پرس ÷ کیس حال نیست صوفی عالم مقام را

یہ لوگ بظاہر خراب حال اور باطن انوار اسرار الہی سے مالا مال ہوتے ہیں چنانچہ ان حضرات کے وصف حال میں حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی شیرین مقال علیہ رحمۃ اللہ المتعال فرمائے ہیں۔

بیت

چوبیت المقدس دروں پر زتاب ÷ رہا کردہ دیوار بیروں خراب
ان کے اسرار تصرفات عوام کا لانعام کیا سمجھینگے صوفیان عالم مقام جو کہ موسوی الطریقہ
ہیں ان کے سمجھ میں آنا نہایت امر بعید ہے فی نفس الامر ذات والا صفات ان حضرات کے
سرائا پائے اسرار حکمت خداوند مجید ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود پیغمبر اولوالعزم
ہونے کے رمز کار حضرت خضر علیہ السلام کو نہیں سمجھے تھے اسی طرح موسوی الطریقہ لوگ بھی
حضرات خضروی الطریقہ کی اسرار تصرفات کو سمجھنے سے عاجز ہوتے ہیں یہ حضرات سارے
ماسوا اور اپنے ہوائے نفسانیہ اور ارادات طبعیہ سے قطعاً فانی اور بقی باقی ہوتے ہیں یہی
لوگ نائب خدا اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی جنبش و آرام و اکل و طعام قعود
و قیام شادی و غم سرور و الم جو کچھ ہے سب فی الواقع افعال خداوند ذوالجلال اور منشاے ایزد
متعال ہے جیسے قول خداے ذی القدرۃ والکمال جو کہ حضرت خضر علیہ السلام سے حکایت
فرمایا وما فعلتہ عن امری (اور نہیں کی میں نے اس کو اپنے حکم سے سورہ کہف) اس پر بخوبی دال ہے۔

مثنوی

اولیا ہیں فانی ذات خدا ÷ کوئی دم حق سے نہیں ہوتے جدا
اولیا باقی ہیں با ذات خدا ÷ قول و فعل ان کا ہے آیات خدا

نائب دست خدا دست ولی ÷ ہست حق ہی گر ہے کچھ ہست ولی
ظاہر انکا ہے سب کروار و کار ÷ باطناً وہ سب ہیں فعل کردگار
نے کو صاحب نے سے خوش آواز ہے ÷ صوت فی خود نے خدا کاراز ہے
ہے ید اللہ فوق ایدیہم بیان ÷ اسکا بس قرآن سے باخوبی عیاں
ما رمیت اذ رمیت قول حق ÷ لا تو ایمان دل میں کیا لا تا قلق
قول پیغمبر ہے قرآن ظاہری ÷ گرنجانے قول حق ہے کافری
حکم حق سے کرتے ہیں کار جہاں ÷ عام سے رکھتے ہیں حکمت کو نہاں
محرم راز خدا ہیں اولیاء ÷ عام انکے راز کیا جانے بہلا
لما فعلتہ عن امری ہے بیاں ÷ قصہ موسیٰ و خضریٰ سے عیاں
یا امام الحق یا غوث الوری ÷ بالیقین تو ہی ہے برجاے خدا
کام تیرا سب خدا کا کام ہے ÷ لیک ظاہر میں ترا بس نام ہے
یہ جو کہتا ہوں نہ میرا قول ہے ÷ میری صورت پر یہ تیرا قول ہے
میرے جسم و میری جان و پاوسر ÷ تو ہے واللہ بالیقین یہ سر بسر
خود ثنا اپنا تو کرتا ہے بیاں ÷ ہے عیال مقبول اما تو نہاں
کیا کرونگا میں بھلا تجھ سے عرض ÷ ظاہر و باطن میں تو ہی بس غرض
مدعا مقبول کا معلوم ہے ÷ جان و دل سے تجھ میں وہ مکتوم ہے
ہر چند کہ ندی مذکورہ کی پھیر جانے سے بہت سارے نقصانی لوگوں کو ظاہر اعاند حال ہے
باطن اس کی مصلحت و حکمت غامضہ معلوم خداوند ذوالجلال ہے۔

غزل

غوث اعظم اولیا کا سرور و سردار ہیں ÷ غوث اعظم مالک کل ایزدی سرکار ہیں
 غوث اعظم نائب حق سب کا وہ مختار ہیں ÷ غوث اعظم بس خدا کا مخزن اسرار ہیں
 غوث اعظم بادشاہ ہیں ساسیہ ذات خدا ÷ حق تعالیٰ کا یقیناً ان کا سب کردار ہیں
 جکو السلطان ظل اللہ فرمائے رسول ÷ سایہ افکن آج عالم پر وہی مختار ہیں
 فانی مطلق ہیں وہ در ذات و اوصاف خدا ÷ نور یزدانی ہیں وہ بس معدن انوار ہیں
 ہے ید اللہ فوق ایدیہم جمال دست پاک ÷ مار میت ایک سزا برو خدا ہیں
 حق کا فرمان ہے ترے فرمان از روئے یقین ÷ گرچہ ظاہر میں حکم لہاے شکر بار ہیں
 رمز اسرار خدائی ہے ترا سب قول و فعل ÷ کب جہاں میں عام تیرا واقف اسرار ہیں
 ہر قرن میں بہر اظہار خدائی ہے سبب ÷ ذات عالی آپ کا اب موجب اظہار ہیں
 کون سمجھے گا بھلا قدر و منازل آپ کے ÷ دونوں عالم آپ کا یک جلوہ رخسار ہیں
 آپ کی استان کا ذرہ ہے خورشید کمال ÷ شیر ہیں وہ فی الحقیقہ جو سنگ دربار ہیں
 فیض گل سے بلبل طبع مرے ہی نغمہ سنج ÷ ورنہ کب یہ نغمہ اس کے لائق منقار ہیں
 غوث اعظم آپ ہیں بس ناظم نظم ثنا ÷ بیدل مقبول کے لب سے ترے گفتار ہیں

در بیان ہدیہ پہونچنے بروقت ضرورت۔ بلبلان خوشنوا سنج چنستان روایت طوطیان
 شکر میں منقار گلستان حکایت چہرہ عبارت اس داستان کو غازہ بیان سے یوں ارستہ کرتے
 ہیں کہ کسی زمانے میں آنحضرت والا رتبہ آئینہ جمال شاہد الفقر فخری کے تھے اور بسا
 اوقات مظہر اتم جلوہ موت ایض رہتے ایک مرتبہ حضرت حضور فیض معمر کی والدہ ماجدہ

عفیہ زمانہ کی تدبیر سے چار شخص مزدور معموری سقف خانہ کے لئے آئے تھے اس وقت
 خانہ برکت کا شانہ حضور عالی اسباب مہمانداری مثل مرغ و ترکاری و دیگر اسباب ضروری
 سے یک قلم خالی تھا مزدور لوگ کام کرتے کرتے دوپہر ہو گیا اور وقت تناول طعام کی آں
 پہونچا اس اثنا میں والدہ ماجدہ آپکا آنحضرت سے اظہار کی کہ بابا جان مزدوران کا گزار
 حاضر دربار بشغل معموری سقف خانہ مصروف کار ہیں اسباب مہمان داری کے درکار ہے
 حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شکر خندی سے فرمائے کہ اچھا اما جان یہ فرما کر پھر عالم
 مشاہدہ جمال شاہد حقیقی بمثال میں از جہان برخاستہ بخدا پیوستہ ہو گئے۔

بیت

آنکس کہ رشتہ دل بستہ بیار دارد ÷ باین چہ حاجت اور ابا آں چہ کار دارد
 مادر مہربان آنحضرت کئے بار اسی طرح اظہار کی آنحضرت بدستور سابق فرما کر مشغول
 تماشاے جمال حضرت ذوالجلال ہوئے جب دوپہر ہو گیا اور مزدوران بعد از فراغت کار
 سقف خانہ سے اترے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ سے فرمائے کہ اما جان
 مہمانوں کی واسطے بچھوانے بچھوائے جائے اور کہانے کے بند و بست و تیاری کیجائے ادھر
 بچھوانے تیار ہو رہی تھی کہ ناگاہ قدرت خداوندی سے ایک شخص ایک بکری موٹا تازہ ذبح
 کر کے قور ما پلاؤ پکوا کر چار ٹکریوں میں سجا کر دو موٹیا کی کاندھا پر کر کے حاضر دربار فیض
 آثار ہوا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بدولت مہمانوں کو آسودگی سے کہلا کر باقی طعام
 اہل محلہ کو تقسیم فرمائے۔

غزل

ہے خدا اسکے لئے جو ہے خدا کے واسطے ÷ خود خدا شیدا ہے تیرے تو خدا کی واسطے

جان و دل میرا فدا ہوا اس شہ کو نین پر ÷ جو کہ ہیں آنکھوں کی پتلی ہم گدا کی واسطے
روز و شب کیوں سرنگھنیں تیرے در پر عام خلق ÷ تیرا در ہے قبلہ گاہ ہر مدعا کے واسطے
سرمہ طور تجلی خاک در تیرے کی ہے ÷ اور اکسیر حقیقت کیا کے واسطے
سایہ شمشاد قد میں جس نے لیلیٰ ہے پناہ ÷ وہ نہ ہوگا منتظر ظل ہما کے واسطے
تیرے قدم کی تصور بس ہے از روے یقین ÷ اہل دل کو آئینہ دل کے صفا کی واسطے
روز و شب صبح و سہا ہے منتظر اے غوث پاک ÷ تیرے مقبول کمینہ اک لقا کے واسطے
در بیان رہائی پانے ایک شخص کے بجنہ شیر سے بطفیل حضرت غوث پاک رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے۔ ایک باریہ معصیت کردار واسطے تحصیل دولت ناصیہ سائی دربار عرش مقدار
حاضر آستان عالیشان ہوا تھا ایک روز حضرت غوثیت پناہ دو پہر کے وقت لب تالاب پر
رونق افروز ہر کر عین حالت جلال میں طہارت فرما رہے تھے اور غلامان دربار دربار بھی
ہالہ ماہ درخشان کیسی چاروں طرف حلقہ زن تھے اس اثنا میں حضرت غوثیت رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نہایت جلال میں آکر ”حرام زادہ تم اب تک یہاں سے نہیں بھاگا“ یہ فرما کر
آفتابہ طہارت دست با کرامت سے تالاب کے بیچ ڈال دیئے اس وقت طہارت حضرت
حضور پر نور نا تمام تھی داہنے پائے اقدس تو دھوئے تھے بائیں پائے مبارک کا دھونا باقی
رہ گیا تھا خاکروماں آستانہ فیض کا شانہ فور دوسرے لوٹا حاضر خدمت عالی درجت کروئے
آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ بعد از اسباغ وضو و تکمیل طہارت دائرہ شریف کو تشریف ارزانی
فرما کر رونق افزاے بزم آستانہ پرستان ہو کر بیٹھے اور اسعاف مراف اہل حاجات و کام
میں توجہ فرمانے لگے۔

غزل

جو شرط دلبری کا تھا سو ختم تم پہ ہے ÷ دلبر ہیں جتنے پیارے دنگ تیرے دم پہ ہے
ملک خدا میں دلبری کا دم بہرے جو آج ÷ سر سب کا اے مرے پیا تیرے قدم پہ ہے
خلقت ہیں جتنے جگ میں اے سلطان دو جہاں ÷ موقوف سب کا حاجتیں تیرے کرم پہ ہے
عشق خدا میں مست ہیں جتنے جہاں میں آج ÷ والبتہ سب کا مستی ساقی تیرے خم پہ ہے
قطب خدا تہی ہوا اور غوث خدا تہی ÷ سب کا بھر و ساتیرے ہی فضل و کرم پہ ہے
مرشد تہی مولا تہی آقا مرے ہو تم ÷ شکرانہ کیسا ہوا داجو فضل ہم پہ ہے
ادنیٰ غلام آستان مقبول ہے ترے ÷ مانند سایہ چو منے نقش قدم پہ ہے
مرضی جو ہو سو مجھ پہ ہو فضل و کرم ترے ÷ امید میرے تیرے ہی فضل و کرم پہ ہے
ادھر غلامان دربار فیض بار مطہرہ غوثیہ گوجا فشتانی کے ساتھ اتنا تجسس و تلاش کئے مگر کہیں
تالاب کے اندر پتہ و نشان نہ ملا یہ حقیر سراپا تقصیر دو روز کے بعد تحصیل سعادت آستانہ بوسی
حسب الاجازت اپنے ٹہکانے کو چلا آیا بعد از القضاے میں یا بائیں روز کے پھر جو بہ نیت
ناصیہ سائی دربار فیض آثار غوثیت شعار حاضر دربار عالی مقدار ہوا آفتابہ مذکورہ حضرت
غوثیہ کے سامنے حاضر پایا اور آفتابہ کی پیٹ اندر جانب دبا ہوا اور ٹوٹا ہوا دیکھ کر جناب
فیض مآب بر در کرم شفیق معظم میاں میر حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو کہ بڑے نواسہ
حضرت غوثیت مآب کے ہیں استفسار کیا کہ بھائی صاحب آفتابہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا تالاب کے اندر گم ہو گیا تھا اور بعد تفحص بلغ نہیں پایا گیا تھا اب کہاں سے مل گیا جناب
میر حسن میاں صاحب مرحوم نے سارے ماجرا اس آفتابہ گم شدہ کا یوں محل بیان میں

لائے کہ ایک شخص باشندہ پر گنہ راگونہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے
ناشتہ لانے کو اپنے دل میں نیاز مانا تھا چونکہ اسکے گھر میں کمی لکڑی کی شکایت تھی واسطے
تیاری ناشتہ حضرت غوثیہ کے لکڑی لانے کی خاطر جنگل کو گیا تھا بعد لکڑی کاٹنے کے وہ شخص
بوجہ باندہنے کو مستعد ہو رہا تھے میں ایک شیر زور آور آ کر اس پر حملہ کیا قریب تھا کہ اس کو نگل
جاوے ناگاہ پردہ غیب سے یہ آفتابہ حضرت غوثیت پناہ رضی اللہ عنہ پر واز کر شیر حملہ آور
کے ناک منہ پر جا پڑا آفتابہ گرتے ہی شیر بھاگ گیا۔

قطعہ

تجسسا یک شیر خدا جس کا رہے حامی کار ÷ اس سے کیوں شیر بھلا جان سے کریگا نثار
تجسسا مولار ہے جس کا دو جہاں کا ناصر ÷ پنجہ نفس میں کب ہووے مقید اکبار
غوث الاعظم تجسسا مولو جو پایا مقبول ÷ جان و دل سے نہو کیونکر وہ بہلا تجہ نہار
شیر کی حملہ کے وقت وہ شخص ہوش باختہ ہو گیا تھا بعد کتنے دیر کے جو اس کو بے ہوشی سے
افاقہ حاصل ہوئی تو مطہرہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پڑا ہوا پایا اور
اپنے دہلیس سوچھا کہ یہ عنایت حضرت غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے یہ مطہرہ بھی ضرور
حضرت کا ہوگی یہ سب کیفیات کرامت آیات دیکھ کر دہلیس ہمت آگئی اور آفتابہ ہذہ کو
نہایت تعظیم سے اپنے حمال گردن بنایا اور بوجھ لکڑی کی لیکر اپنے ٹھکانے کو پہونچا اور فوراً
حضرت غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناشتہ نیاز تیار کر کے حاضر دربار کرامت آثار ہوا اور
یہ لوٹا اپنے گردن سے کہو لکر آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا اور بعد بجا
آوری آداب دربار فیض بار سارے کیفیات حملہ شیر زور آور اور آفتابہ کا تفصیل
خادمان دربار سے بیاں کیا سبحان اللہ کیا شان عالی شان ہے۔

غزل

عجب وہ نازنین میرا عجب محبوب جانی ہے ÷ کہ ملک دلبری میں انکا کوئی پھر نہ ثانی ہے
عجب رفعت عجب درجت عجب عزت عجب عظمت ÷ کہ نام انکا دو عالم کے لئے بس حرز جانی ہے
عجب شان و عجب شوکت عجب آئینہ قدرت ÷ جو چاہیں کر دکھا سکتے یہ کیسا عالی شانی ہے
عجب شیرین ہے نام پاک شیرین کردے جانو کو ÷ کہ نام پاک سے خامہ کو بس رطب المسانی ہے
نہ کام جان کیوں شیرین بنجاویگا مدحت سن ÷ کہ مدح پاک میں بہر لفظ کو شکر بیانی ہے
وہ کیسا گنج مخفی ہیں ارے ناداں تو کیا جانے ÷ دو عالم میں یہی بس بے نشان کا اک نشانی ہے
پلک میں مشکلیں آسان کر دیتے ہیں نظروں سے ÷ وجود انکا دو عالم میں خدا کی مہربانی ہے
نہ پل میں کیوں برآوے مقصد و ارمان دل اسکا ÷ وہ عالی نام تیرا جس کسی ورد جانی ہے
اے غوث اللہ الاعظم تیرے مقبول کہنے کو ÷ دو عالم میں توئی مقصود جان و جان جانی ہے
در بیان ایک ہفتہ مہملت طجانے جناب مولوی عبدالغنی صاحب مرحوم کو وقت نزاع
جان کے بطفیل حضرت غوث پاک کے۔ ایک بار یہ خاکسار حاضر دربار غوثیت شعار تھا
جناب فضیلت مآب مولوی عبدالغنی صاحب مرحوم باشندہ مقام منیف مجبہ نزار شریف
کو دیکھا کہ بوجہ بیماری کے از بس زاز و زار ہو گیا ہے اور آستان عالی شان پر گر گڑا کر
رورہا ہے جب التجا سے فراغت حاصل ہوئی ترسان و ہراسان بحال خود حیران سب
خادمان آستان فیض اقتران سے عذر معافی تقصیرات کرنے لگا یہ خاکسار سراپا عجز و انکسار
اس کے یہ حال حیرت مالا مال کو دیکھ کر نہایت دلجوئی اور گرم جوشی سے جو پرسان احوال ہوا
تو مجھ سے حالت باطنہ کو اخفا کر لیا یہ حقیر کو بسبب اخفائے حالت اور زیادہ اشتیاق تجسس

بڑھ گیا اور بار بار استیداد و اصرار سے استفسار کرتے رہا آخر الامر مجھ سے نہایت تنگ آ کر ایک پوشیدہ جگے میں مجھ کو لیکھا اور سرگوشی سے وہ حال اعجوبہ مثال کو یوں بیان کرنے لگا کہ بہائی اپنا شکستہ حالی اور تنگ بالی کو آپ سے کیا تقریر کروں آج کتنے دنوں سے شدت سے بیمار ہوں اور بوجہ سقامت و علالت نہایت نحیف الجسم اور زار نہ زار ہوں آج تیسرے روز ہے کہ پرسوں مجھ پر حالت نزع جان کی قائم ہو گئی تھی اس حالت بے خودی میں کیا نظر آتا ہے کہ حضرت ملک الموت ایک تلوار بران ہاتھ میں لیکر مجھ کو ذبح کرنے کے قصد سے میرے سر پر کھڑا ہے۔

بیت

پنجم شیر اجل سے کون ہے جو چکیا ÷ اسکے پنجے میں سہی ذی جان آخر پہنسیا
اس کو دیکھ کر اس قدر خوف مجھ پر غالب ہو گیا کہ مجھ کو اس کے ملاقات سے جان شیریں لب پر آ گیا اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت حضور فیض معور قطب اللہ الاظم غوث اللہ الاعظم وہاں تشریف شریف ارزانی فرمائے ہیں اور حضرت ملک الموت کے دستہ تلوار کو پکڑ کر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت واپس چلا جاؤ ہم نے اس شخص کو اور ایک ہفتہ کی مہلت دی ہیں اس سے ہمارے کام ہے حضرت ملک الموت دست بستہ عرض گزار خدمت حضرت غوثیت مدار ہو کر کہنے لگا کہ حضور میں حسب ارشاد خداوند جانتان قبض جان ہر انسان کا کرتا ہوں میں فرمان واجب الاذعان سے کیسا نافرمان ہونگا اور کس طرح بغیر قبض جان اس شخص واپس چلا جاؤنگا آخر فیما بین حضرت غوثیہ اور ملک الموت کے دربارہ قبض جان کے جب بہت تکرار و اصرار ہوا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت

عزرائیل علیہ السلام کو چنچلا کر پکڑ لیا اور زور سے زمین پر پٹک مارا تب ملک الموت کو وہاں سے سوائے بہاگنے کے کچھ بس نہ چلا وہاں سے بہاگ گیا اور اپنی جان کو سنبھالا۔
قطعه

پیک اجل کو نہ کبھی دونگا میری جان ÷ سنبھال رکھا جاگو جو نذرانہ دلدار
دہر دونگا قدم پر مرے جانی کے میں جاگو ÷ نزع کے شربت کی جو حاتمیں ہو دیدار
حضرت عزرائیل علیہ السلام تو بہاگ گیا اور حضرت غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندہ کینے سے جو مرضی ارشاد کا تھا سوار شاد فرمائے اور وہاں سے غائب ہو گئے اور مجھ کو افاقہ حاصل ہو گئی آج دو روز سے کچھ طبیعت کو آرامیت ہے مگر انقضائے ہفتہ کے بعد کیا معاملہ درپیش آجائے سو خداے عالم کو بخوبی معلوم ہے یہ سب احوال حیرت مالا مال اپنا بیان کر کے مولوی صاحب مرحوم وہاں سے چلے گئے اور یہ حقیر تراب الاقدام ملازمان بارگاہ عالیہ مقام بعد دو روز کے حسب الاجازت دربار فیض بار اپنے ٹھکانے کو چلا آیا بعد از مرور ہفتہ مولوی صاحب مرحوم جہاں فانی سے راہی ملک جاودانی ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ (تحقیق ہم واسطے خدا کے ہیں اور تحقیق طرف اس کے پھیرنے والے ہیں ۱۲)

مناجات

مجھے اکجام رحمت سے پلا دو غوث مجبہنڈار ÷ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو غوث مجبہنڈار
ہوائے نفس و دنیا کی میں پھندے میں جو انگی ہوں ÷ مجھے اپنی عنایت سے چھٹا دو غوث مجبہنڈار
میں دام حب غیر اللہ میں انگی ہوں سداذرات ÷ کرم سے نانا غیر وکی کٹا دو غوث مجبہنڈار
میں فرش خواب غفلت پر سداذراب سوتا ہوں ÷ فضل کر خواب غفلت سے جگا دو غوث مجبہنڈار

میں دور آسے کی بیماری سے ہوں مجبور رحمت سے ÷ مجھے باطل خیالوں سے بچا دو غوث مجبہنڈار
 دلی وسواس و باطل فکر و خطرات شیاطین سے ÷ مجھے اپنی عنایت سے پناہ دو غوث مجبہنڈار
 زبان و چشم و گوش و پاؤں جملہ اعضا کو ÷ وہ ناشائستہ کاموں سے بچا دو غوث مجبہنڈار
 مجھے نیکی بدی کا امتیاز اصلاً نہیں ہرگز ÷ مجھے راہ رضا مندی بتا دو غوث مجبہنڈار
 جو چشم دلمیں میرے موتیابین جہالت ہے ÷ زگر در راہ عرفان تو تیا دو غوث مجبہنڈار
 طلب کی شوق پر آیا نکل کر باغ رضواں سے ÷ طلب اور شوق کو میرے بڑا دو غوث مجبہنڈار
 تڑپتال بہت دے لب دریاے عشق و درد ÷ شناور بحر درد و عشق بنا دو غوث مجبہنڈار
 غم عشق و محبت سے مراد لچور کر دیجئے ÷ بہ بحر درد و غم مجھکو ڈوبا دو غوث مجبہنڈار
 مرا شوق شہادت مدتوں سے ہی جودا منگیر ÷ شہید خنجر الفت بنا دو غوث مجبہنڈار
 میں سائے کی طرح مدت سے پھرتا ہوں لئے پچھا ÷ قدم کی نقشہ اب اپنے بنا دو غوث مجبہنڈار
 میں اب ہستی سے اپنے ہوں بہت بیزار رحمت سے ÷ مجھے قدمو پہ اب اپنے لہا دو غوث مجبہنڈار
 عدم کا رہنے والا ہوں مجھے ہستی سے کیا ہے غرض ÷ مجھے فانی قدم پر اب بنا دو غوث مجبہنڈار
 مجھے دنیا میں بحر عشق و درد و نہیں ڈوبا رکھنا ÷ قبر میں بھی مرے ہستی بڑا دو غوث مجبہنڈار
 بوقت نزع جان و باز پرس قبر کے ہنگام ÷ مجھے نام اپنا رحمت سے بتا دو غوث مجبہنڈار
 مجھے ہاتھوں نے اپنے دیجو شربت نزع کے وقت ÷ نزع میں شوق دید اپنا بڑا دو غوث مجبہنڈار
 جہلک چہرے مبارک کا دکھا کر نزع جان کیجیو ÷ دوا کچھ خستہ جان پرواں لگا دو غوث مجبہنڈار
 پہنا کر ٹکڑہ پامالش اپنے کا کفن مجھکو ÷ لحد میں ٹھوکر پا سے دبا دو غوث مجبہنڈار
 نہیں لائق ہے گر چہ لاش میرا تیری کو چے کا ÷ تیرے گلخن میں قبر اپنا بنا دو غوث مجبہنڈار

نکل جب جاے مرغ جان قفس کو چھوڑ کر اپنا ÷ جنازہ عاشقوں کو لے پڑا دو غوث مجبہنڈار
 مجھے جب تنکناے لحد میں چھوڑینگے رحمت سے ÷ تو جلوہ وہو معکم کا دکھا دو غوث مجبہنڈار
 بجائے نفخ صور آخرین مجھکو جلانے کو ÷ تو آہٹ اپنے پاؤں کا سنا دو غوث مجبہنڈار
 جمال قامت دلجو دکھا کر اپنی رحمت سے ÷ قیامت کی وہ سب سختی بہلا دو غوث مجبہنڈار
 جو ہوا نعام تیرا حشر کو لوگوں پہ اے سلطان ÷ ایازی کا مرے مژدہ سنا دو غوث مجبہنڈار
 جو لوگوں کو سناوینگے نوید غلد تو مجھکو ÷ نوید وصل و دید اپنے سنا دو غوث مجبہنڈار
 دو عالم میں ترے دیدار کا محتاج ہوں ہر دم ÷ مجھے دیدار تک اپنا دکھا دو غوث مجبہنڈار
 ترے مقبول بیدل وصل کا تیری بہکاری ہے ÷ کرم سے اپنے اب اسکو بہکا دو غوث مجبہنڈار
 در بیان غرق سے نجات پانے جناب مولوی رحیم اللہ صاحب سلمہ بطفیل حضرت
 غوثیہ اور جناب حضرت شاہ محمد صالح صاحب لاہوری بادشاہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے۔
 جناب شرافت پناہ فضیلت دستگاہ مولوی رحیم اللہ صاحب سلمہ تعالیٰ متوطن مقام منیف
 مجبہنڈار شریف سے یہ راقم السطور نے گوش خود سنی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں شہر
 ارکان میں تھا وہاں کا ایک شخص نے مجھکو ایک روز دعوت و وعظ کی دی رات کو اسکے مکان
 میں وعظ کرنے میں دیر ہو گیا وہاں شب کو رہنے کا اتفاق ہوا صبح کو بعد تناول طعام وہاں
 سے رخصت ہو نیکو مستعد ہوں کہ ناگاہ ایک شخص عالم صورت جبہ و دستار پہنے ہوئے مع
 اپنے دو خادموں کے اس کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کچھ لہجہ فی سبیل اللہ کا سوال کیا
 صاحب خانہ ایک جوانی اس کو دیا اس نے جوانی کے لینے سے ناراج ہو کر یہ بولا کہ ایک
 جوانی اور ہم تین شخص ہیں کس کام کو آوے گا یہ سنتے ہی صاحب خانہ خفا ہو کر کہا کہ اگر ایک

جوانی تین شخص کو کافی نہیں ہے تو در بدر روزہ گری کیوں اختیار کیا کیا تم کو لوگ اپنا مخزن دیدیا کریں گے علاوہ اس کے اور بھی کچھ سخت گوئی کیا کہ اسکے افشاؤں ظہار موجب سبکی شان علم و علما ہے میں نے اسکو ڈانٹا اور یہ کہا کہ اگر تم اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہو تو ایک مرتبہ سخت گوئی کیوں کرتے ہو باوجود اسکے وہ مولوی حریص پر طمع سوال سے باز نہیں آیا یہ شخص صاحبخانہ آخر کو ایک سیر چاول لیجا کر اس کو دیا بعد وہ مولوی خداوند خانہ کا مطلب سمجھ کر وہاں سے چلا گیا اور ترتیب مقدمات حرص و سوال سے عَزَّ مِنْ قَنَعِ ذَلْ مِنْ طَمَعِ کی نتیجہ حاصل ہوئی۔

مثنوی

ستم خاست از طامع زر طلب ÷ کہ بر حرص نان داد علم و ادب
علم داد بر باد نان ہم نیافت ÷ ز حرمان مطلب جگر سینہ تافت
علم جشش از ایزد مہربان ÷ ستم باشد از میفر و شی بنان
علم باشد مت موجب حق شناخت ÷ کمینہ از ورخت دنیا بساخت
گرامی بود علم از مال و زر ÷ کہ فضل خدا ہست علم و ہنر
ہران علم نر تو ستان ترا ÷ ہراں علم بر زرد و اند ترا
ز علمت کہ غفلت زد اور بود ÷ از اں جہل صد بار خوشتر بود
ز علم ست مقبول عرفاں حق ÷ کز و برد خاکی ز پا کان سبق
چو علم آمدہ موجب معرفت ÷ یقین بے علم ہست حیواں صفت

۱ عزیز ہوا جس نے قاعدت کی ذیل ہوا جس نے طمع کی ۱۲

یہ سب بے قدری علم و علما کے مشاہدہ سے میرا سینہ و جگر کباب بن گیا اور غایت غیرت سے زہرہ آب ہو گیا آخر وہاں ٹہرنے کا تاب نہ لاسکا بادل بیتاب اور حالت پر اضطراب وہاں سے اٹھ چلا اور جو صاحب خانہ نے اللہ فی اللہ کچھ دیا اس کو بھی نہیں لیا فی الفور ڈاکٹر خانہ سرکاری میں جا کر نوکری کے درخواست کیا تمام دن تو اس دوا دوا میں گزارا شب کو جو اپنے ٹھکانے میں آیا اور سارے ماجرایاران ہنجانہ اور دوستاں ہم پیانہ کو سنایا سب پر علی الاتفاق یہ امر شاق گذرا اور میں نوکری کے خواستگار ہونے سے سب کوئی ناراض ہو گئے ان میں سے ایک یار ہمزگار نے از خود یہ اقرار دی کہ آپ ایک ہزار روپیہ بطور شرکت مضاربت لیجئے اور اس سے مرچ کی تجارت کیجئے کہ فی الحال اس میں منافع کثیرہ نظر آتا ہے میں نے کہا کہ الحمد للہ ازیں چہ خوب یہ میرے دل کو بھی مرغوب ہے۔

مثنوی

دلاکن تجارت کہ نقد حیات ÷ بقبض تو فردا نذر دشات
تجارت ہمہ باشد اندر فتور ÷ مگر آنکہ فرمود حق لن تبور
بخارخت اعمال رازیں نقد ÷ ز بازار دنیا بدست آر سود
کہ دنیا بود مزرع آخرت ÷ کہ فردانہ کار آیدت معذرت
یقین نیست مقبول را در جہاں ÷ اے غوث خدا جز تو سود و زیاں
غرض صبح کو ایک ہزار روپیہ وہ یا ر صادق گفتار حسب الاقرار حوالہ اس خاکسار کے کیا میں بھی
اللہ رازق العباد کو دل میں یاد کر کے جانب دہات شہر ارکان کے جا کر مرچ خرید کر لایا اور
بازار ارکان میں لاتے ہی حسب دلخواہ فروخت ہو گیا اس میں پان سو روپے نافع حاصل ہوا

اور ہمیں نہایت فرحت و سرور کا جوش آیا کہ اپنے شاہد مطلوب سے ہم آغوش ہوا اور جلوہ اسرار و عسی ان تکرہوا شیئا و هو خیر لکم کے ظہور میں آیا اور دل اہل دعوت و دعا دینے لگا کہ وہ اگر دشنام ناباستہ مولوی صاحب موصوف کو نہ دیتا نہ میں غیرت میں آتا اور نہ ہرگز اپنے مطلوب سے امیاب ہوتا سچ ہے تصرفات خداوندی ایک نمط اور ایک طور پر نہیں ہے معلوم نہیں کہ فتح باب مقصود طالب صادق کو کس راہ سے ہوگا کیا از راہ نعمت یا از راہ بلا یا از راہ محنت یا از راہ عطا کیونکہ ربوبیت خداوندی کسی علت کی معلول نہیں ہے اگر عادت حق سبحانہ و تعالیٰ بندہ کے تھمیں ایک ہی صورت پر باری ہوتی تو علم بندہ محیط ربوبیت خداوندی ہوتا حالانکہ خداوند سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذات و صفات کی رو سے غیر محاط ہے پس تصرفات خداے عزوجل کسی وجہ سے حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے۔

بیت

حکمت بہروں نیست کار حکیم ÷ بنزدیک تو گر چہ باشد ذمیم
کبھی اللہ جل شانہ بلا و مصیبت کو سبب حصول نعمت گردانتا ہے اور اس سے طالب کو اپنے مطلوب تک پہنچاتا ہے۔

نقل ہے کہ ایک شخص بغدادی اپنے باب سے بہت ساز دولت میراث پایا تھا مثل ہے کہ مال مفت دل پیر حم چند روز میں وہ مال خرچ کر ڈالا اور مفلس ہو گیا اس طرح حق تعالیٰ نے انسان کو جان مفت عنایت کی ہے اس واسطے وہ قدر اسکے نہیں جانتا ہے۔

بیت

مال مفت باپ کو بر باد کی ÷ جب ہوا خالی خدا کو یاد کی

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مؤمن مثل بانسری کے ہے جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو خوب اواز دیتا ہے اور دربار الہی میں عجز و زاری کرتا ہے اور خضوع اور خشوع لاتا ہے پس جبکہ مؤمن دعا مانگتا ہے حق تعالیٰ کو خوش آتی ہے اس واسطے وہ دعا اس کے جلد پورا نہیں کرتا ہے کہ وہ پھر زاری نہیں کرے گا۔

مثنوی

بسا مفلس کہ نالد درد دعا ہا ÷ شود تا دو دواز دل بر سما ہا
ببالاے فلک از مجر او ÷ رود از سوز جان زار او بو
ملائک با خدا سازند زاری ÷ خداوند احمیب مستحاری
بتو مؤمن تضرع میکند زار ÷ نماید اردو بجز تو نہ چکس یار
بہ بیگانہ مرا دش میدہی ساز ÷ یکے با ایں یگانہ نیز بنواز
بفرماید نہ ایں از خواری اوست ÷ کہ تاخیر عطا خود یاری اوست
بدارم دوست مرا افغان ویرا ÷ بسوے خود کشم مرجان ویرا
بدیری میکنم حاجت بر آری ÷ بنزدیکم بنالد تا بہ زاری
بیارودش بسویم حاجت دے ÷ وگرنہ بودے اندر غفلت دے
اگر زودش کنم حاجت براری ÷ بمن ہرگز نہ خواہد کرد زاری
خوشم آید ز دل نالیدن او ÷ خوشم آید خدا یا گفتن او
ز خوش آوازی بلبل در قفس شد ÷ نہ چغد شوم کو خود بد نفس شد
خدا یا نیز مقبول کمینہ ÷ بنالد بردرت از تاب سینہ
بفرما از کرم یکبار لیک ÷ ز رحمت سوے او بفرست یک یک

خلاصہ وہ میراثی ایک شب اپنے حسہ حالی اور شکستہ حالی سے دربار خداوند باری میں دعا وزاری کرتا تھا کہ ناگاہ خواب اس پر غالب ہو گیا کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہاتف اس کو کہتا ہے کہ اے مفلس بے بس تیری دعا وزاری خداوند باری نے اپنی رحمت و کرم سے قبول فرمائی ہے تو شہر مصر کو جا وہاں ایک گنج تیرے لئے اللہ تعالیٰ نے امانت رکھی ہے خواب سے جو چونکا دیکھیں مارے خوشی کے پھولے نہ سہا یا فی الفور امید وعدہ ہاتف پر عازم سفر شہر مصر ہوا مگر سامان سفر کا موجود نہ تھا اور لوگوں سے مانگنے میں بھی شرم و حیا دامنگیر ہوتا تھا آخر دیکھیں یہ ٹہانا کہ رات کو سامان سفر کا گدہ یہ کرتا ہوا جانا چاہئے یہ خیال دل میں ٹہرا کر روانہ شہر مصر کا ہوا آخر جاتے جاتے ایک رات کو مصر کے بازار میں پہونچ گیا خدا را اس وقت کتوال شہر کو سرکار بادشاہی سے چوروں اور شب گردوں کو پکڑنے کی تنبیہ ہو گئی تھی یہ بیچارہ مسافر تازہ وارد مصر قانوں شہر سے بے خبر کو کتوال نے دیکھتے ہی چور سمجھ کر جھٹ پکڑ لیا اور نہایت مارنے لگا اس درویش صفائش نے بہت فریاد کی کہ مجھ کو مت مار میں اپنے ماجرات کو نکلنے کی بخوبی راست راست یکم و کاست بتاتا ہوں کہ نہ میں چور ہوں نہ بیداد ہوں میں ایک مسافر ساکن بغداد ہوں غرض سارے ماجرا مال میراثی خرچ ہو جانے اور خواب میں ہاتف نے وعدہ گنج کا دینے کی سوگند کہا کہ اس کو سنایا کتوال کو اس کے خنان سوز انگیز اور اس کے بیان سوگند امیز سے دیکھیں رقت آئی ہے۔

دل کو ہے آرام از قول صواب ÷ جسطرح تشنہ کو تسکین ہو باب

یہ سکر کتوال بھی ایک خواب ہمرنگ خواب اس بغدادی کے بیان کرنے لگا کہ میں بارہا اسطرح خواب دیکھا کرتا ہوں کہ شہر بغداد کے فلانی کو چے کی فلانی دار کے اندر ایک بڑی خزانہ مدفون ہے اور کتوال جو گلی اور جگہ بتایا تو وہی فی الواقع اس مسافر غریب کی کوچہ اور

دارخانہ تھا کتوال نے اس سے یہ بھی کہا کہ میں نے اس خواب کو بارہا دیکھا تو بھی اپنی جگہ سے شہر بغداد کو نہیں گیا تو بمجرد خواب واحد کے اپنے شہر کو چھوڑ کر یہاں تک چلا آیا تو احق ہے تیرا عقل جیسا ناقص ہے ویسا ہی تیرا خواب بھی ناقص ہے اور پایہ اعتبار سے یک قلم ساقط ہے وہ مسافر غریب وطن بولا کہ بھائی مجھ کو تم احق کہو یا بے عقل سمجھو بہر صورت میں اپنے مطلوب سے کامیاب ہو ادل دل سوچا کہ مطلوب خود میرے گھر میں موجود ہے اب مجھے کیا ڈر ہے افسوس میں کیوں اتنے دن پردہ غفلت میں رہا میں فاقہ سے بر سر گمراہ۔

غزل

تو کیا ڈھونڈنا پھرتا ہے مسجد اور بتخانے کو ÷ وہ جلوہ گر تجھ میں ہے دیکھے گوشے خانے کو
زاهد تو کیا نازان ہے تسبیح و سجادے پر ÷ ہر گز نہیں جانے ہو تم سرے خانے کو
آپ ہی سے آپ مٹا مٹا ہے اصل سب کا ÷ وصل کس کو کہتے ہیں اپنے سے مٹانے کو
میرا کہنا تو مانو اکبار مر کے دیکھو ÷ جینا کس کو کہتے ہیں جیتے جی مرجانے کو
تعلیم عشق کا ہے مجلس میں اس پیارے کے ÷ ہمت پہ آفریں ہی شمع کا پروانے کو
صورت میں ہے پیار کی بالکل نقشہ وحدت کی ÷ اب پوچنا لازم ہے سب کوئی اس بتخانے کو
پیارے سوا جہاں میں ہر گز نہیں ہے یارو ÷ مقبول سے تعلق ہشیار و مستانے کو
غرض وہ مسافر غریب الوطن نہایت شکر الہی کرتا ہوا اور کتوال کو دعا دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا کہ یہ نعمت موقوف اس رنج و مصیبت پر تھی۔

بیت

نعمت حق مخفی اندر کلفت ست ÷ کاب حیوان مخفی اندر ظلمت ست

کہ ان مع العسر يسرا (تحقیق ساتھ سختی کے آسانی ہے) اب واضح و لائح ہو گیا کہ زمانہ میں کوئی چیز نہ مطلق نیک ہے اور نہ مطلق بد ہے بلکہ ہر ایک شئی من وجہ نیک ہے اور من وجہ بد ہے کہ ایک شخص کے حق میں نیک ہے اور دوسرے کے حق میں بد ہے پس ہر چیز کا ظہور خوبی چشم عشق سے دیکھنے سے متعلق ہے اسی طرح بدنمائی ہر چیز کا بھی چشم اعراض سے دیکھنے سے ظہور میں آتا ہے۔

مثنوی

نباشد بد مطلق اندر جہاں ÷ بد و نیک گرد بہ نسبت عیاں
بزدیک تو زید انسان بود ÷ بد و دیگرے زید شیطان بود
اگر مار از ہر آدم حیات ÷ بحق بنی آدم آد مہمات
چشم طلبگار مطلوب را ÷ نگر بنی تا صورت خوب را
بسا افتد ایں کار حکمت بود ÷ دلالت برنگ ضلالت بود
ز راہ ضلالت ہدایت کند ÷ کسی را کہ رحمت عنایت کند
بہر یک دگر حکمت مخفی ÷ نہادہ خداوند لطف خفی
کہ تا بیم و امید لائح شود ÷ رہ راست زیں ہر دو واضح شود
بسی رند مقبول در گاہ شد ÷ بسے پار سا معرض از راہ شد

شر و نقصانی اپنے ذات میں کچھ شر اور برائی نہیں ہے بلکہ خیر و شر کی نسبت جو کجیاتی ہے باعتبار مقابل کے کجیاتی ہے یعنی دوسرے امر کی عدمیت کے اعتبار سے شر کہا جاتا ہے ورنہ وجود من حیث ہو خیر محض ہے جیسا غصہ برا ہے مقابل میں پیار کے اور ات کی تاریکی بری ہے مقابلہ میں روشنی دن کے والا اپنی اپنی مرتبے میں سب اچھے ہیں اگر نظر تحقیق سے دیکھو تو

کوئی برا نہیں ہے اگر بری نظر سے دیکھو تو کوئی اچھا نہیں ہے مثلاً نفس بارش کو دیکھو کہ یہ باعث ہزار ہا مخلوق کے حیات کی ہے بعض چیز ایسی ہی پاؤ گے مثل پودینہ کے کہ اس کے مہمت کی موجب ہے تو اس کی ہلاکت کی وجہ سے اس کے نزدیک یہ بارش بری ہے بلکہ شر قضاے الہی میں بالذات داخل نہیں ہے ہاں بالعرض داخل ہے مثل قتل قصاص کہ باعتبار عدمیت امر و جودی کے کہ عبارت زوال حیات سے ہے لیکن قضاے قتل قصاص اس اعتبار سے نہیں ہے بلکہ باعتبار اس کے کہ وہ موجب حیات عالم ہے اور وہ خیر ہے کہ ایک قاتل کو بدلہ خون مقتول میں قتل کرنے سے ہزار ہا لوگ قتل ناحق سے باز رہیں گے اور وہ امر خیر ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے و لکم فی القصاص حیوة پس شر من حیث شر ہونے کے اس کی اضافت خداوند متعال کی طرف صحیح نہیں بلکہ جہت اس سے اسکی اضافت بندہ کی طرف کجیاتی ہے ورنہ قدرت و فعل کہ ظاہر بندہ سے صادر ہوتی ہے فی الحقیقت حق تعالیٰ سے ظاہر ہوتی ہے اس بندہ میں پس نسبت قدرت و فعل بندہ کی جانب باعتبار ظہور حق کے ہے بصورت بندہ کے نہ اس کی نفس کی جہت سے کہ الخیر والشر من اللہ تعالیٰ واللہ خلقکم وما تعلمون۔

قطعہ

وصف تیرے خیر ہے مرغوب ہے ÷ نفس میرے عیب سے معیوب ہے
تو ہے ہست و ہستی تج کو خوب ہے ÷ مجھ سے بالکل نیستی مطلوب ہے
میں نہ میں ہوں تو ہے صورتیں مرے ÷ قدرت و فعل اس لئے منسوب ہے
ورنہ مجھ سے فعل و قدرت مطلقا ÷ فی الحقیقت یک قلم مسلوب ہے

غزل

ایکے جدا از ہمہ و خود ہمہ ہائی ÷ غائب ز نظر ہستی و خود دیدہ مائی
 بانا زواد و مبدم از جلوہ تازہ ÷ مید ہی دیدار بدیں رنگ جدائی
 فعال و مریدی بکنی ہر چہ بخواہی ÷ تہمتے بر عام نہی خود بصفائی
 ہست فنا نیز بقا طور و جودت ÷ کز شانے برائی بدگرشان در آئی
 لیک برائے اخفائے رخ روشن ÷ نسبت نابود ہمارا است نمائی
 مفنی و فانی توئی و موجد و موجود ÷ جلوہ تو میکنی و حسن نمائی
 خود بسخن آری در صورت مقبول ÷ چوں حیلہ غوثیت و اظہار خدائی

القصہ جناب مولوی رحیم اللہ صاحب سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس سخنان سخت مقبوح کو موجب فتوح پان سو روپے منافع کے گردانا اس میں سے ڈہائی سو روپے راس المال والے کو دیا اور باقی ڈہائی سو روپے میں خود رکھ لیا دوسرے روز صورت حال منافع کی دیکھ کر دو شخص ارکان کا چار ہزار روپیہ لیکر مجھے سبقت کر کے دہات کی طرف آگے چلا گئے میں جب اس بات سے واقف ہوا مجھکو غیرت آگئی اور راس المال والے سے اور ایک ہزار روپیہ لیکر یعنی مجموعہ دو ہزار روپے اپنے ساتھ لئے میں بھی ان کے ساتھ جا ملا اور دو ہزار روپیہ کی مرچ خرید کر فی الفور ایک کشتی کرایا کر کے روانہ طرف شہر کے ہوا اٹھائے راہ میں رات ہو گئی کشتی کو ایک جگہ لب دریا پر لنگر کر کے شب کو وہیں کشتی میں رہ گیا نصف شب کو خواب میں ایک شخص مجھے کہتا ہے کیا تو خواب غفلت میں سوتا ہے اٹھ بیٹھ یہ سنتے ہی میں خواب سے جاگ گیا اور منہ ہاتھ دھو کر تھپنے لگا اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک

چھوٹا سا ابر آسمان میں نمودار ہوا تھوڑی عرصہ میں وہ ابر تمام آسمان کو گھیر لیا اور ہوا چلنا شروع ہو گئی پھر زور سے طوفان آیا اور کشتی کو تہ و بالا کر اسباب سمیت غرق کر ڈالا لوگ جو کشتی میں تھے سو کون کس طرف گیا اس کے کچھ پتہ نہ ملا میں عین دریا میں بھڑکھڑا رہا تھا اور پانی میں چکر کھا رہا تھا اور قریب تھا کہ جان بحق نسیم ہو جاوے ناگاہ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت غوثیت پناہ قطبیت دستگاہ اور حضرت جناب ولایت مآب شاہ محمد صالح صاحب لاہوری رضی عنہما اللہ الباری تشریف فرمائیں اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دہنے ہات اور جناب شاہ صاحب قدس سرہ بائیں ہاتھ پکڑ کر ساحل دریا پر اٹھادئے اور ورطہ ہلاک سے خلاص فرمائے اور حضرت غوث پاک اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمائے کہ تم چانگام اپنے مکان کو چلا جاؤ یہ فرما کر ہر دو حضرات مجھ سے غائب ہو گئے پہر تھوڑے دیر کے بعد صبح ہو گیا میرا کپڑا جامہ جو کچھ تھا سب پانی لیکیا تھا اور میں سر اتا پانگاہ برب دریا بیٹھا رہا تھا کہ ناگاہ ایک شخص محلہ سے نکل آیا میرے یہ حالت دیکھ کر ایک تہم مجھکو لا دیا اور مجھکو اپنے گھر لیکر آسویں سے کہا نا پاؤں پیکر کسی قدر ستا کر قریب وقت ظہر کے دریا کے کنارے آیا قدرت خدا کیا دیکھتا ہوں کہ میرے خرید امرچ جو کشتی مغروقہ میں تھا سب کو موج دریا ایک کنارے دریا کے پانی سے اوپر جمار کہا ہے اس اثنا میں میری کشتی غرق ہو جانیکی خبر ہو چکا تھا میرے یار لوگ بھی آگئے تھے دوسرے ایک کشتی کرایہ کر کے سب امرچ کشتی اوٹھا لیا اور شہر کو آ پہونچا پچاس روپے کی مرچ نقصان گیا باقی مرچ سکھلا کر فروخت کیا اور جو کچھ منافع ہوا تھا اس میں نصف راس المال والیکو دیکر حسب ارشاد واجب العمل غوثیہ مکان کو چلا آیا سچ ہے کہ طمع دنیاوی سے آدمی بلاء میں گرتا ہے اور زیادہ طلبی سے انسان جان سے مارا جاتا ہے۔

غزل

عالی ہم غوث الامم ہیں ÷ جہاں ایک بوند ہے وہ اصل یم ہیں
وہ چرخ جود پر ابر کرم ہیں ÷ وہی بس معدن فیض اتم ہیں
ثناے پاک میں غوث خدا کے ÷ شکستہ بس عطار دکا قلم ہیں
وہی ہیں نازنین تخت عظمت ÷ سرگردون خم ابروے خم ہیں
وہی ہیں تاجدار ملک عزت ÷ وہی ماہ عرب شمس عجم ہیں
وہی ہیں حاکم ملک کرامت ÷ دو عالم انکے بس زیر قدم ہیں
جو ادنیٰ سگ ترے دربار کا ہے ÷ وہی واقع میں بس شیرا جم ہیں
ہو تجسنا نوح کشمیاں جس کا ÷ اسے کیا خوف از طوفان غم ہیں
جو تجسنا ہو کسی کا حامی کیا ڈر ÷ جو غرق قلم رنج و الم ہیں
وہ کب مرگ مصیبت سے ہو ترساں ÷ معالج جسکا تجھسا عیسے دم ہیں
مرے کشتی ہو کب غرق معاصی ÷ نگہبان میرا جو تو دمبدم ہیں
ترے در کا جو مقبول اک گدا ہے ÷ حقیقت میں سکندر اور جم ہیں

در بیان شفا پانے مولوی رحیم اللہ صاحب سلمہ کے بدعائے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایضا جناب فیض مآب مولوی رحیم اللہ صاحب سلمہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں شہر رنگون میں شدت سے بیمار ہو کر امید حیات مستعار سے اٹھالیا تھا اس ہنگام میں حضرت عالیجناب ولایت انتساب مولانا شاہ محمد نور الحق صاحب دام فیضہ جو کہ جناب حضور پر نور فیض محمود شاہ محمد صالح صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ کے حقیقی برادر زادہ اور

داماد ہیں رونق افزاے شہر مذکور تھے آنحضرت مجکو غایت رنجور دیکھ کر ایک ہندو ڈاکٹر سرکاری کو میرے معالجہ کے لئے مقرر فرمائے وہ ہندو ڈاکٹر ہر روز بعد از تشخیص مرض علاج استعمال کرا کر جاتے اور جناب شاہ صاحب دام فیضہ بھی تشریف ارزانی فرما کر بیمار پرسی فرماتے اور صبر و تسلی بخشتے مگر مرضی خداے عزوجل جون جون ڈاکٹر میرے علاج کرتا گیا مرض متزاید اور مترقی ہوتا رہا۔

بیت

مریض عشق پر رحمت خدا کی ÷ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی

ایک روز حالت رنجوری میں بیقراری کر رہا ہوں اما ہوش و ہواس بخوبی بجا ہے اس وقت کیا دیکھتا ہوں کہ خدمت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرہانے پر تشریف رکھتے ہیں اور مجھے استفسار فرماتے ہیں کہ ماموں صاحب آپ کب سے بیمار ہیں یہ فرما کر میرے سینے پر دست مبارک پھر اے مجھکو بسبب بیماری کی طاقت نشست و برخاست کی نہ تھی حضرت حضور پر نور کو دیکھ کر بیساختہ چہری کے اندر اٹھ بیٹھا حضرت نے مجھے فرمایا ”کہ ہم آپ کو دیکھنے کو آئے ہیں آپ اپنے مکان کو چلا جائے گا اور ناپا کون کا علاج ہرگز استعمال نہ کیجئے گا“ یہ فرما کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے غائب ہو گئے اس کے بعد کے روز مولانا صاحب موصوف اور وہ ہندو ڈاکٹر میرے ٹھکانے کو آئے اور مجھکو آگے سے صحیح المزاج دیکھ کر پوچھے کہ خیر تو ہے میں نے کہا الحمد للہ حضور خیر ہے وہ ہندو ڈاکٹر بولا کہ اور دو روز دوا استعمال کیجئے تو بالکل مرض کا اثر آپ کی طبیعت سے جاتا رہے گا میں نے کہا خیر اور علاج استعمال نہیں کروں گا جناب شاہ صاحب قبلہ اور وہ ہندو دونوں استعمال دوا کیلئے

مجھے جبر کرنے لگے تب جناب شاہ صاحب موصوف سے کہا کہ تھوڑے دیر کے بعد باعث عدم استعمال ادویہ حضور سے عرض کرونگا بعد اندک وہ ڈاکٹر چلا گیا میں نے سارے ماجرا تشریف آوری حضور پر نور غوثیہ کے محل بیان میں لایا مولانا شاہ صاحب اس بات کو سنتے ہی نہایت خوش ہو کر شکر خدا کا بجالایا اور بعد ساعت وہاں سے تشریف اٹھائے میں بھی ہفتے روز کے اندر تندرست ہو گیا دوسرے ہفتے کو اپنے گھر کو راہی ہوا اور اپنے مکان میں آکر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستانہ بوسی سے دولت دارین حاصل کیا۔

غزل

دل سے جو خاک آستان بنگاے ÷ بالیقین مہر آسمان بنگاے
غوث حق نور کبریائی ہے ÷ جو ترا ہو وہ عالی شان بنگاے
تیرا جس پر نظر ہواے حضرت ÷ ہاں وہ منظور جانجان بنگاے
رنج اسکو نہیں دو عالم میں ÷ جسکا تجھسا طیب جان بنگاے
کون مدحت سکے ترے کرنے ÷ گر چہ ہر مو سے سوز باں بنگاے
ہے نجات دو عالم اسکو یقین ÷ دل سے جو تیرا مدح خواں بنگاے
ایک مرتبہ نہ ہو بیاں تیرا ÷ سارے عالم جو تر جمان بنگاے
پاے اقدس کا جو فدائی ہو ÷ وہی سردار قدسیا بنگاے
جو کہ منظور لطف حضرت ہو ÷ طائر عرش و لامکان بنگاے
آپ کا لطف کی جہاں سایہ ÷ مامن امن دو جہاں بنگاے
ہو وہ اکسیر کیمیا بے شک ÷ دل سے جو خاک خادماں بنگاے

جو گداے جناب والا ہے ÷ وہ شہنشاہ دو جہاں بنگاے
تیرے مقبول کا ضمین کار ÷ لطف تیرا جو اک زماں بنگاے
کیا عجب ہے اگر دو عالم میں ÷ وصل حق سے وہ شادماں بنگاے
در بیان مسلوب الولایۃ ہو جانے ایک ولی صاحب کرامت کے بسبب سوء ادبی
شان والا شان حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب ولایت مآب صاحب
العہد والوفا مولوی احمد الصفا صاحب خادم خاص حضرت غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
دوسرے احباب صدق مقال راست بیان اس داستان کا یوں نشان دیتے ہیں کہ جناب
فضیلت مآب مولوی مولانا یوسف احمد سلمہ ربہ الصمد مدرس مدرسہ حسنیہ چانگام باشندہ مقام
ہولہ بہ موجب حکم تبدیلی ڈاکٹری مدرسہ چانگام سے بدلی ہو کر ضلع بگورہ میں کالج اسکول
کے مدرس اول مقرر ہو گئے تھے وہاں ایک درویش صفائش عالی درجت صاحب کشف
و کرامت رہتے تھے اور جس کو جو کچھ کہتے وہی ہو جاتا وہاں کے لوگ اکثر مہمات امور میں
ان کی خدمت کی طرف رجوع کیا کرتے ایک روز چند کس مرید معتقد اس درویش عالی
درجت کے باہم بیٹھکر جناب مولانا موصوف صاحب کے سامنے اوصاف حمیدہ اس
درویش صاحب کشف و کرامت کے بیان کر رہے تھے مولانا صاحب نے اولاً اوصاف
جمیلہ اس درویش کا خوب استماع فرمائے اما بعد ختم کلام کے یہ کہا کہ ہاں ہر جگہ میں ایک
ولی نگہبان اس جگہ کا مقرر ہے مگر ہمارے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان
الاولیاء ہیں آپ کے شان والا شان کو کوئی ولی زمان نہیں پاسکتا ہے مولانا صاحب یہ
فرماتے ہی معتقدین اس درویش کے بولے کہ ہمارے دانست میں اس درویش

باکرامت سے بڑھکر کوئی درویش جہاں میں نہیں ہے کیونکہ ان سے ہم لوگ بہت سا کشف و کرامت دیکھی ہیں مولانا صاحب موصوف نے بولی کہ بہائیو یہ کیا کہتے ہو کیا کمالات و مراتب ایک شخص کو مخصوص ہے حالانکہ خداوند کریم نے فرمایا و فُتُوک کُل ذی علم علیم یعنی ہر علم والے سے ایک صاحب علم بزرگی اور مرتبے میں بڑھکر ہے اور ظہور کثرت کرامات کچھ سبب اور موجب فضیلت نہیں ہو سکتا ہے یہ کہتے ہی وہ لوگ گرم ہوا ٹھہریں۔

بیت

چوں بہ حجت بر نیاید جاہلی ÷ جنگ را بر خیز داد با کا ملے

مولانا صاحب موصوف بہ حکم و اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما خموش اختیار فرمائے یہ لوگ اس درویش کے سامنے جا کر صادق و کاذب کو باہم ملا جلا کر ان کے کان میں دیوؤں کا منہ دم کر دئے درویش صاحب بھی بہ مضمون اذا جاء القدر عمی البصر۔

اس منتر موثر شاگردان بے بصر سے متاثر ہو گیا اور الفاظ بے ادبانہ در شان والا شان در بار غوثیت شعار زبان سے نکالا اور مولانا صاحب موصوف کو کچھ وار اپنے سیف لسانی کا دکھا کر خبر تہدید آمیز کہلا بھیجا کہ خبردار مولانا سے کہہ دو کہ آئندہ ہوشیار رہے اور لوگوں نے بھی ان کو بہت ترسائے کہ آپ ایسے صاحب عظمت سیف الکلمہ کی شان میں ایسی کلام نہ کرنا تھا مولانا صاحب اس بات کی کمک سے کہ ہم دربار غوثیہ کے غلام ہیں ان باتوں کو اپنے دل کے پیر امن بھی پہیر نے نہیں دیتے تھے چونکہ مولانا صاحب کو دن کو لوگوں نے بہت خوف دلائے تھے اسلئے رات کو متوجہ دربار فیضبار ہو کر سو رہے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت

۱۔ اور اوپر ہر صاحب علم کے ایک علم والا ہے ۱۲۔ اور جب مخاطب ہوتے ان سے گنواروں بو بوتے ہیں سلام ۱۳۔ جب آیا قد راند ہا ہو گئی آفتابہ ۱۴۔

غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں اور مولانا صاحب موصوف زانوی ادب پر سامنے حضور پر نور کے بیٹھے ہیں اور ایک کتا ریش فوش ریختہ بیروں در ہانپ رہا ہے قبل اس معاملہ کے مولانا مذکور صاحب ایک بار بقصد آستانہ بوسی دربار غوثیہ جو حاضر دربار فیض مدار ہوئے تھے آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عصاے مبارک آپ کو عنایت فرمائے تھے مولانا صاحب اس عصاے مبارک کو ہمہ دم اپنے ساتھ رکھتے تھے کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتے چنانچہ جب مولانا صاحب بگورے میں تشریف لیگے اس عصاے پاک کو بھی اپنے ساتھ لیگے تھے اس عصاے مبارک سے حضرت غوث پاکؒ نے اس سگ ناپاک کی طرف اشارہ کر کے فرمائے ”کہ وہ درویش یہی کتا ہے کہ ہمارے دربار میں تاہنوز دولت باری کی نہیں پایا ہے اور بیروں در منتظر کھڑا ہے تم تو ہمارے عزیز ہو تم کیواو سے ڈرو گے اس عصا سے تم اسے ایک ضربہ لگائیو وہ بھاگ جائے گا“ یہ فرماتے ہی مولانا صاحب کو مراقبہ سے افاقہ ہو گئی صبح کو خواب سے بیدار ہوتے ہی ایک کتابعینہ اس کتا کا سا جو کہ حالت مراقبہ میں نظر آیا تھا مولانا موصوف صاحب کے سامنے بیروں در واقع ہوا مولانا صاحب فوراً طہارت کامل کر کے اس عصاے مبارک سے ایک ضربہ اس کتے کو لگایا جوں ہی ادھر ضربہ عصاے مبارک کا لگایا دھر اس درویش کا کل کمالات ولایت مسلوب ہو گئی اور ترسان و ہراسان افتان و خیزان بحالت خود حیراں با چشم گریاں و دیدہ اشک باران مولانا موصوف صاحب کی خدمت میں آکر عجز و انکسار اپنا ظاہر کرنے لگا۔

غزل

شاہ مردان خدا بس غوث اعظم آپ ہیں ÷ زمرہ مردان ہمیں بس معظم آپ ہیں
آپ کا مقبول جو ہے ہی وہی مقبول حق ÷ حق کا ہے مردود جو مردود و آثم آپ ہیں

اولیا جتنے ہیں سب ہیں آپ کے زیر قدم ÷ اولیاء اللہ میں از بس مکرم آپ ہیں
 اولیا میں آپ کا فرمان نافذ ہے سدا ÷ زمرہ مردان حق پر شاہ احکم آپ ہیں
 آپ ہیں مخدوم کل اور آپ کا خادم ہیں سب ÷ قطب افخم نور عالم غوث اعظم آپ ہیں
 اولیا ہیں ستارے آپ ہیں خورشید حق ÷ بادشاہ قہر ماں سلطان اعظم آپ ہیں
 خلق و عالم ہیں عبارت آپ ہیں مضمون کل ÷ آدمی سب ہیں متن معنی آدم آپ ہیں
 جملہ عالم بلبل ہیں آپ ہیں بس اصل یم ÷ جملہ عالم کالبد ہیں جان عالم آپ ہیں
 آرزو ہے مٹ رہوں زیر قدم چوں نقش پا ÷ بیدل مقبول کا بس شادی و غم آپ ہیں
 در بیان برکت طعام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ راقم الحروف
 کے حقیقی ماموں جناب شرافت مآب حاجی الحرمین الشریفین زادہما اللہ عز و شرفا محمد بشیر اللہ
 خلف جناب فیض انتساب مولانا نجم الحق والدین احمد صاحب علیہ رحمۃ الواہب ساکن
 کچنگریوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے نسبتی بھائی ارشاد اللہ میاں نجی پر گنہ عیسیٰ
 پور میں بھائی مفیض اللہ میاں نجی کی تقریر شادی مبارک باد کے خاطر محمد ارحم اللہ خوند کار کے
 مکان کو جانے کا اتفاق ہوا تھا چند شخص ہمارے ساتھ آگے چلے گئے تھے ان کے ساتھ قرار
 تھا کہ دربار غوثیہ شریف میں جا کر ہمارے لئے توقف کریں اس وجہ سے ہم لوگ دربار
 غوثیہ شریف سے ہو کے جانا ہوا ہم لوگ جو دربار شریف کو جا پہنچاں کو وہاں نہیں پایا اس
 وقت چونکہ رات ہو گیا تھا ہم لوگ بضرورت دربار پاک میں رہنا ہوا اس ہنگام میں والدہ
 ماجدہ آپ کے بھی بحالت حیات ظاہری موجود تھی فی الفور آپ کی والدہ شریفہ نے کہانا
 پکوا کر ہم لوگوں کے سامنے ایک برتن کہانا اور دو برتن علیحدہ خالی حاضر کی ہم لوگوں کو اشتہا

نہایت غالب تھا اور برتن میں ادھ سیر چاول کے کہانے سے زیادہ نہ تھا غرض ہم دونوں
 شخص ایک برتن میں اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن میں ہم
 دسترخوان ہو کر بیٹھ گئے آنحضرت دست مبارک سے ہم کو بھی کھانا تقسیم کر دیتے اور خود
 بدولت بھی لیکر تناول فرماتے جس وقت ہم لوگ کہانا کہانے کو بیٹھے تھے دل میں سوچتا تھا
 کہ یہ طعام مجھ کو تھا بھی شاید کفایت نہ کریگی قدرت خدا ہم تینوں شخص پورا آسودہ ہو کر کہانا
 کھایا پھر بھی کہانا برتن میں ویسا ہی زائد بچ گیا حقیقت میں خیر و برکت دربار غوثیہ کو خاصہ
 لازمہ کیسی تھی کبھی منفک نہیں ہوتی یہ بات تو ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے چلے آتے ہیں کہ بیس
 آدمی کی کہانا چالیس یا پچاس کو کافی ہو جاتا ہے علیٰ ہذا القیاس سب چیز میں۔

غزل

مظہر اسرار قدرت غوث اعظم آپ ہیں ÷ آئینہ انوار وحدت غوث اعظم آپ ہیں
 مخزن آثار رحمت غوث اعظم آپ ہیں ÷ چشمہ اطوار حکمت غوث اعظم آپ ہیں
 مایہ فضل و کرامت غوث اعظم آپ ہیں ÷ معدن ہر خیر و برکت غوث اعظم آپ ہیں
 خاک دم میں کیسا بنتا نظر سے آپ کے ÷ بے شک اکسیر حقیقت غوث آپ ہیں
 آپ کی ہمت سے ذرہ عرش کا تارابنے ÷ بیگماں وہ بحر ہمت غوث اعظم آپ ہیں
 آپ کی در پر جو آیا اس کو دولت مل گئی ÷ میری ثروت میری دولت غوث اعظم آپ ہیں
 صاحب نعمت ہو وہ چسپ نظر ہو آپ کی ÷ دو جہاں میں میری نعمت غوث اعظم آپ ہیں
 گر چہ مقبول کمینہ ہے گدا دربار کا ÷ دو جہاں کی بادشاہست غوث اعظم آپ ہیں
 ایضا اس راقم السطور کے ماموں صاحب مذکور بیان کرتے ہیں کہ میں مدت سے بسبب

درو سینہ نہایت مجبور تھا اس کے دفعیہ کے واسطے بہت تدبیر و کوشش کیا پر کچھ فائدہ نہ ہوئی ایک روز بہ قصد تحصیل دولت سعادت آستانہ ہوسی حاضر دربار غوثیت شعار ہوا تھا وہاں جناب فضیلت مآب شمس الزمان ڈاکٹر صاحب سے ملاقات حاصل ہو گئی ان سے شکایت وجع سینہ کا ظاہر کیا انہوں نے ایک علاج ڈاکٹری مجھے بتلادیا اتنے میں بھائی مولوی فضل الباری خلف جناب ولایت مآب حضرت سید مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب میرزا پوری مدظل فیوضہ اللہ الباری نے مجھ سے کہا ”کہ بھائی صاحب سب ادویہ سے خدائی دوا اچھا ہے آپ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفش مبارک کی تلے سے کچھ نور لیکر درود کی جگے مل دیجئے فوراً شفا حاصل ہو جائے گا“ میں نے کہی کہ بہت خوب یہی تو میرا بھی مطلوب ہے میں نے حسب تعلیم آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفش مبارک کے تلے سے کچھ نور لیکر سینہ پر درود کی جگے خوب مالش کی بفضلہ تعالیٰ اسی دم شفا حاصل ہو گیا اب تک مجھ کو شکایت درد مذکور کی نہیں ہے اس قسم کا ہزاروں بیمار بلکہ سیکڑوں بیمار ان لا علاج بہ برکت کفش مبارک کے انکو شفا یاب ہوتے ہیں اور کتنے سیکڑوں کا اسعاف مرام ہوتے جاتا ہے اس کا کچھ احصا و شمار نہیں ہو سکتا ہے۔

غزل

منقش جس کے دل پر ہو محبت غوث اعظم کا ÷ حشر کو مستحق ہو وہ شفاعت غوث اعظم کا
وہ ہیں معشوق اللہ کا وہ ہیں محبوب پیغمبر ÷ جو ہو منظور کر سکتے ہے قدرت غوث اعظم کا
وہی ہیں سرور کل اولیاء و مقتدا سب کا ÷ درخشاں ہے فلک پر نجم عظمت غوث اعظم کا
وہی حاجت روا ہے کل وہی مشکل کشا ہے کل ÷ دلی ارماں پلک میں بخشے شفقت غوث اعظم کا

درو دولت سے ان کے کون ہے محروم عالم میں ÷ نہیں سر پر ہے کسکے ظل رحمت غوث اعظم کا
سبھی جن و بشر ہیں آستان بوس در عالی ÷ معلیٰ عرش اعلیٰ سے ہے عزت غوث اعظم کا
جہاں پر نور و روشن ہے جمال روئے انور سے ÷ درخشاں ہے سدا شمع ہدایت غوث اعظم کا
پلک میں مدعائے دل نکل آجائے جواک دم ÷ کسی پر ہو نظر فرما عنایت غوث اعظم کا
ولی جتنے ہیں سب ہیں تابع فرماں آنحضرت ÷ ولایت سب کی ہے ظل ولایت غوث اعظم کا
گداے بارگاہ عالی شان ہے بالیقین عالم ÷ محیط ہر دو عالم بادشاہست غوث اعظم کا
بہلا عالم میں شان عالی شاں سمجھ گیا کیونکر کوئی ÷ نہایت دو عالم ہے ہدایت غوث اعظم کا
اگر چہ ہے گدا مقبول پر وہ بادشاہ ہوگا ÷ جو ہو منظور چشماں عنایت غوث اعظم کا

شکر کیڑا نہ کہانا داویان راستی شعار خادمان راست گفتار دربار فیض بار عالی مقدار روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کشتکار آفت زدہ روزگار ہر سال کو کھیت فی شکر کا کرتا اور ختم آرزوے شکر خواری اپنی زمیں دلمیں بوتا لیکن حکم خداوندی سے یا تو تمام کیڑا کہا جاتا یا تو طعمہ رو باہ و شعال ہوتا آخر وہ دل افکار روزگار اپنی سعی و تدبیر سے بیزار نہایت ناچار ہو کر نیاز دربار برکت آثار حضرت غوثیت شعار کا دلمیں مانا کہ اگر میرے کشت بہ برکت نام پاک مکرم حضرت آفات سماویہ وارضیہ سے محفوظ بچگی تو ضرور انشاء اللہ تعالیٰ حضرت قطب اللہ الافخم غوث اللہ الاعظم منجھنڈاری رضی عنہ اللہ الباری کی دربار کرامت آثار میں بڑا ایک گہرا قندسیاہ اور بڑے ایک دستہ گنا کا حاضر کر دوں گا اور دولت سرمدی دعائے غوثیہ حاصل کروں گا حکم خداے عز و جل سے بہ برکت نام بانام حضرت خیر الانام کے کشت فی شکر اس آفت رسیدہ ایام کا اسی سال کو کیڑا اور رو باہ کی طعمہ ہونے سے سلامت رہی اور قندسیاہ بھی بہت تیار ہوئی اس سال کو قیمت شکر اور قندسیاہ کی گراں

ہوگی ایک ٹہلیا قندسیاہ کی قیمت پانچ روپیہ سے کم نہ تھی اس کشتکار کے دل میں آیا کہ اتنی بڑی ٹہلیا قند کی حضرت غوثیہ کی دربار میں اگر نیاز گزارینگے تو میں کیا نفع حاصل کرونگا ایک چھوٹا ہانڈی اور دو عدد گنہ حاضر دربار کر دینے سے نیاز پورا ہو جائے گا۔

نظم

کمینے کو نعمت پہ ہے کب شکر ÷ کمینہ خدا سے بھی کرتا مکر
جو نعمت نہ بخشے شکایت کرے ÷ جو بخشے تو پھر کفر نعمت کرے
نہ بخشے تو دل اس کا پر خون ہے ÷ جو بخشے خدا پھر تو قارون ہے
نہ پایا تو صبر و قناعت نہیں ÷ جو پایا تو پھر شکر نعمت نہیں
سنستد رجہم ہے قول خدا ÷ خدا آزمائش کو نعمت دیا
جہاں نہیں جہاں بولے نعمت کا ہے ÷ غرض امتحاں اہل نعمت کا ہے
زرو نقد اور اہل و فرزند وزن ÷ ذکاوت طبیعت کی اور علم و فن
ترے دست و پا اور اعضاے تن ÷ ترے جان و تن اور زور بدن
کہ انا ہدینہ قرآن میں ÷ دکھو کیسا فرمایا اس شان میں
کوئی شکر نعمت سے شاکر بنا ÷ کیا آپ کو شکر حق میں فنا
کوئی کفر کر ہو گیا ہے کفور ÷ گر اقربت حق سے مجبور و دور
خدا تیرے نعمت ہے بے انتہا ÷ نہیں طاقت شکر لانے بجا
پس اب بہترین شکر یہ ہے مرا ÷ کہ لاؤں سدا عذر تقصیر کا
اے غوث خدا تیرے مقبول کو ÷ جو اک نظر فرما و مقبول ہو

غرض یہ سخن مکر آمیز دل فتنہ انگیز میں ٹہا مکر دو عدد گنہ اور ایک ہانڈی قندسیاہ کا لیکر حاضر آستانہ فیض کا شانہ ہوا ہنورا شیاے مذکورہ پیش ہونے نہیں پایا تھا کہ حضرت غوث پاک جلال میں آکر فرمایا ”کہ حرام زادہ نہ ہم گنہ کہاتے ہیں نہ قد ہم تمام شب رو باہا ہا نکلتے ہیں اور تو آج پانچ روپیہ قیمت کی حساب لگاتا ہے“ یہ فرما کر قند کی ہانڈی زمین پر پٹک مارے اور دو عدد گنہ کو بھی اوڑا کر دور پھینک دے اس تاریخ سے لیکر جس زمین گنہ کی کھیتی کرتا تھا اس میں اور کسی قسم کا کھیتی تک نہیں ہوتا ہے۔

غزل

غوث اعظم جس کو یوں پس وہی سرور بنے ÷ غوث اعظم جس کو چھوڑیں پس وہی ابر بنے
مہر سے جس کو وہ دیکھے کو کب انور بنے ÷ قہر سے جس پر نظر ڈالیں وہ خاکستر بنے
اک نظر ڈالے جو شفقت سے مرے غوث خدا ÷ گر چہ ہو خاشاک لیکن وہ گل خوشتر بنے
جس جگے پر فیض باری کی ہے وہ ابر کرم ÷ گر چہ سنگستان ہو پر روضہ اخضر بنے
جس پہ تاثیر نظر ہو معدن الاسرار کی ÷ گر چہ خاکستر ہو وہ پر گندہ گ احمر بنے
اک نظر جس پر ہوا ہے مہر حضرت غوث کا ÷ گر چہ ذرہ ہو لیکن پل میں وہ گوہر بنے
جس پہ ہوا دنی نظر اس مخزن الاسرار کا ÷ بالیقین اسرار مخفی کا وہی مظہر بنے
جس پہ اک ادنی نظر اس غوث ربانی کا ہو ÷ منبع انوار حکمت فیض کا مصدر بنے
ہے یہ مقبول کمینہ قطرہ بحر کرم ÷ فیض رحمت جو ہو اس پر کیوں نہیں وہ در بنے
راؤ جان کی صوفی نور الزمان شیر سے رہائی پانا بلبل خوش نغمہ خواں گلستان بیان قمری خوش
ترانہ ریز بوستان تبیان جناب مستطاب ولایت مآب شیرین مقال شکرین ادانج عہد و وفا

شاہ صوفی نور الزمان صاحب الصدق والصفاء خلف منشی بشارت اللہ ساکن ہانٹر پارہ تہانہ راؤ جان جو کہ ناصیہ سایان سدہ فیض نشان اور ملازمان عتبہ غوثیت مکان سے ہے اس داستان کرامت نشان کا یوں نشان دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب تاریک کے وقت ایک جنگل کے نزدیک جہاں شیران انسان خوار اور درندگان مردم آزار کی نہایت خوف تھارفع حاجت کیلئے میں بیٹھا تھا اور مارے ترس و ہراس کے لرزان دل اوداس تھا اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر جنگل سے نکل آیا اور میرے طرف آ رہا ناگاہ حضرت غوث اللہ الاعظم رضی عنہ اللہ الاکرم وہاں تشریف فرمائیں اور شیر سے بزجروتو بیخ فرمایا ”کہ ارے بے ادب تو کہاں جاتا ہے“ یہ کہتے ہی وہ شیر بھاگا یہ حقیر جب ہی کہ آنحضرت کو دیکھا یکبارگی میرے دل سے خوف و ہراس یکقلم دفع ہو گیا فوراً رفع حاجت سے فراغت حاصل کرا بعد تکمیل طہارت آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت آستانہ سائی کا حاصل کیا اور حضرت آگے آگے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے وہاں سے روانہ ہوئے جب میرے مکان کے نزدیک پہنچ گئے ناگاہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نظر سے غائب ہو گئے۔

قطعہ

ایکے جدا از ہمہ و خود ہمہ بائی ÷ غائب ز نظر ہستی و خود دیدہ مائی

باناز وادامد مہم از جلوہ تازہ ÷ میدہی دیدار بدیں رنگ جدائی

پروانگان شمع جمال غوثیت جان نثاران بارگاہ حضرت قطبیت کو مژدہ ہو کہ جب کارگاہ دنیاے دنیہ فانی میں اپنے خاکروباں آستان فیض اقتراں کیلئے پرتوے جمال جہاں آرا سے شبستان ہجر و فرقت کو اوجال فرما کر ہر دم و قدم میں رفع ترس و ہراس فرماتے ہیں

ظلمت سراے عالم برزخ میں اپنے جرمہ نوشان بادہ درد و غم اور میکشان نمنجانہ رنج و الم کو جلوہ شمع رخسار پر انوار سے نور اور تسلی و اطمینان کے بخشینگے بلکہ امید قوی ہے کہ ہزار چندان عالم فانی سے بڑھکر اس سراے جاودانی میں تاب و ضیاء خورشید جمال لایزال سے شب یلداے ہجر و فرقت کو ضرور رشک روز روشن بناوینگے اور عطیہ دولت دیدار سے سرفراز فرما کر دل بے قرار عشاق دل افکار کو بالیقین تسلی اور مطمئن فرماوینگے۔

غزل

غوث اعظم بحر رحمت قطرہ اکرام او ÷ دیگر انرا بحر باشد پس کجا انجام او

غرق طوفان معاصی کی شود کشتی او ÷ از دل و جان ہر کہ شد در زمرہ خدام او

غم ز عصیاں کی بود اورا کہ دارد چوں تو کس ÷ گر چہ بالا از فلک شد پستہ آثام او

نجم چرخ عزت و خورشید و ماہ عظمت ست ÷ از دل و جان ہر کہ گشتہ نقشہ اقدام او

بادشاہ دو جہاں گردید آنکس بیگماں ÷ بہرہ و ربانند کے شد ہر کہ از انعام او

درد و عالم نیست اورا پیچ ترس و پیچ بیم ÷ از دل و جان ہر کہ گردانیدہ و رد نام او

فی فقط ما بلکہ جملہ اولیا و اصفیا ÷ در حشر دارند فخر سائیہ اعلام او

مخوشبوے جمال ذاتی او شد جہاں ÷ اولیا کل عند لیب چہرہ کلفام او

ہست خوش کام دو عالم بیدل مقبول او ÷ گر چہ گردید ست اندر عشق او بدنام او

بخاری کی خبر گیری بعد وصال حضرت قبلہ محمود بن منشی سمیع الدین صاحب مرحوم ساکن کنجنگر

کہتا ہے کہ میرے ماموں منشی لطف علی صاحب کے مکان میں ایک چاکرواحد علی نامی رہتا

تھا ایک روز اس کو شدت سے بخارا آیا تھا اور حالت بخار میں اکثر میں اس کا خبر گیری زیادہ

کرتا تھا ۱۳۲۳ ہجری کے تیسویں ذی الحجہ کو ستائیسویں روز بعد از وصال آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب کو اسکا بخار آیا اور میں نزع لباس انسانی کے خاطر باہر آیا اور اپنی حاجت سے فارغ ہونیکے بعد گھر کی جانب آ رہا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت غوث پاکؒ راستے پر کھڑے ہیں اور مولوی احمد الصفا صاحب جو کہ خادم خاص آنحضرتؐ کے ہے وہ بھی آپ کے ایک چادر مبارک ہاتھ میں لئے حضرتؐ کے پیچے کھڑا ہے میں حضرت غوثیت پناہؒ کے سامنے جا کر بعد از بجا آوری رسم تحیہ وسجدہ گزاری کے گھر میں تشریف شریف ارزانی فرمانیکے لئے درخواست کیا فرمایا ”کہ تم گھر میں جا کر واحد علی کو آگ روشن کرو کہ اس کو سرودی معلوم ہوتا ہے“ میں امتثالاً للامر گھر میں آ کر فی الفور جو باہر آیا آنحضرتؐ کو نہیں پایا بعد اس کے اتنے تلاش کیا مگر کہیں نظر نہیں آیا۔

غزل

سایہ افکن جب سے عالم پر مرے سلطان ہوے ÷ پر تو افکن ہر جگہ مثل مہ تابان ہوے
گو بہت سا گل کہلی ہے گلش دنیا میں پر ÷ باغ عالم میں کہاں تجسا گل خندان ہوئے
ہو گئی کرسی نشیں دہر گویا صد ہزار ÷ عالم دنیا میں تجسا کب کوئی سلطان ہوے
کب کوئی ادراک شان عالی تیرا کر سکے ÷ عرش اعلیٰ تیرا پایہ شان والا شان ہوے
کون گردن موڑ سکتا حکم عالی سے ترے ÷ عرش سے تافرش تیرے بندہ فرمان ہوے
داغ سینے میں جو رکھتا ہوں محبت میں ترے ÷ لالہ حمر ہے سینہ یا مہ تابان ہوئے
حور و غلمان کی گلو کا بار ہر ہر قطرہ ہے ÷ جو محبت میں ترے آنکھیں گھرا نشان ہوئے
کب شہید تیغ آبرو کو ترے ہے بیم موت ÷ بدلہ جاں جبکہ تجسا ایک جان جاں ہوے

غوث اعظم لطف سے دیدار اپنا دیجئے ÷ جستجو میں تیرے اب مقبول بس حیران ہوے
سبحان اللہ مراتب اعلیٰ اور درجات والا جناب غوثیہ کے اس قدر ہے کہ اگر کل اشجار قلم اور اسکے پتیاں کا غذا اور جمع دریا سیاہی اور تمام ذی جان کاتب ہو جائیں اور ازل سے ابد تک لکھتے رہیں پر ایک حصہ ہزار حصوں میں سے نہ لکھہ سکیں۔

فرد

از ہزاراں فضل اول گرد زہ را بشمرند ÷ صد قیامت بگذرد اما نگر دایں تمام

اب تھوڑا احوال کیفیت وصال اس ذوالفضل والکمال کا سنئے

پرتوے ہفتم بیچ بیان وصال باکمال حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح ہو کہ حکماء فلاسفہ یونانی نمود حرارت غریزی کو موت انسانی کہتے ہیں اور حکماء ایمانی اور علمائے ربانی نے موت انسانی کے قسمیں بیاں کئے ہیں پہلے موت اضطراری یعنی وقت مقررہ میں ملک الموت انسان کی روح قبض کرتے ہیں اور اسی روح مقبوضہ کو اسکے صاحب کے عمل کے مطابق عسیین یا سحیین میں تفویض کرتے ہیں فی الحقیقہ روح حیوانی روشن فرمائے کالبد انسانی ہے جب وہ روح ظاہر و باطن سے الگ ہو جاتی ہے انسان مردہ اور اس کا جسد نقش ہو جاتا ہے۔

دوسرے موت اختیاری ہے یعنی نفس شہوانی امارہ جو کہ راہ سلوک الی اللہ میں ایک بڑا دشمن انسانی ہے اس کے ساتھ اس کی خواہش کے خلاف کام کرنا اس موت کو عرفاء کے اصطلاح میں فناے نفس اور جہاد اکبر بولتے ہیں جیسا اعلاء کلمۃ اللہ کے واسطے دشمن دینی ظاہر کے ساتھ لڑنے کو جہاد اصغر کہتے ہیں قاتل جہاد اکبر اور مقتول جہاد اصغر دونوں کو شہید کہتے

ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا بَلْ أحياء عند ربهم يرزقون فرحین بما انتم اللہ من فضله یعنی
جو مومن جہاد اکبر میں سیف جلال اللہ سے فانی فی اللہ ہو وہ بھی مقتولین فی سبیل اللہ میں
داخل ہے قوله علیہ السلام رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد
الاکبر اس طرف اشارہ ہے خواص مومنین موت اختیاری موت اضطراری کے پہلے قبول
کرتے ہیں اور موت اختیاری سے ان کو حیات حقیقی حاصل ہوتی ہے وہ بمنشائے قولہ علیہ
السلام موتوا قبل ان تموتوا کے مر جاتے ہیں ان کو ہمیشہ حیات حقیقی ابدی حاصل
ہوتی ہے یعنی حیات بشری سے فانی ہو کر حیات معرفت حقیقی سے ہمیشہ زندہ ہیں لقولہ
تعالیٰ فَلْتَحْيِيْنَه حَيوة طيبة فرمایا علی کرم اللہ وجہہ نے قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ
فِي النَّاسِ اَحْيَاء یہی موت انکی موت معنوی ہے اور موت صوری میں وہ نقل مکانی کر
کے جوار رحمت حق میں واصل ہو جاتے ہیں بہر صورت بدون موت کے لقائے باری اور
دیدار الہی ممکن نہیں ہے ہر نفس مومن کو موت اختیاری قبول کرنا ضرور ہے جس نے اس
موت کو اختیار نہیں کیا وہ انوار الہیہ سے کور اور دیدار الہی سے محجور ہے معاذ اللہ من
ذلك حضور پر نور حضرت محبوب سبحانی غوث ربانی ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ پر سخت عجیب حالت طاری تھی اور میرے نفس اسکے
صبر و تحمل سے عاجز آ گیا تھا اور راحت طلبی کرنے لگا اسوقت عالم غیب سے مجھ کو ندا پہونچا
کہ کیا چاہتے ہو میں نے کہی کہ ایک موت چاہتا ہوں جس میں حیات نہیں ہے اور ایک

۱۔ اور مت گمان کر ان لوگوں کو کہ مارے گئے سچا راہ اللہ کے مردہ بلکہ زندہ ہیں نزدیک رب اپنے کے رزق دے جاتے ہیں خوش ہیں
ساتھ اس چیز کے کہ دیا ہے ان کو اللہ نے فضل اپنے سے ۱۲ سورہ ال عمران ۱۰۱ پس الہیت زندگی دینگے ہم اس کو زندگی پاک الالیش مات
سے ۱۲ سورہ نمل۔ ۱۰۱ ہر آئینہ مر گئے اک قوم حالانکہ وہ لوگوں میں جیسے ہیں ۱۲

حیات چاہتا ہوں جس میں موت نہیں ہے تب مجھ سے کہا گیا کہ وہ کونسا موت ہے جسمیں
حیات نہیں ہے اور کونسا حیات ہے جسمیں موت نہیں ہے میں نے کہی کہ جس موت میں
حیات نہیں ہے وہ فانی ہو جانا میرا ہے تمام تعلقات ماسوا سے اور مٹ جانا میرا ہے ساری
خواہشات نفسانیہ سے اور گذر جانا میرا ہے تمام اردو توں اور آرزوؤں دنیوی و اخروی سے
ایسی کہ پھر میرا رجوع انب کی طرف نہ ہو لیکن جس حیات میں موت نہیں ہے وہ بقا میرا ہے
ساتھ فعل مولا کے جس میں میری ہستی کے کچھ دخل نہ ہو۔

غزل

اے توئی جان جانم چیزی دگر تو دانی ÷ از تو ترا بخواہم چیزے دگر تو دانی
گر از جہالت خود از تو ہی گریزم ÷ باشی گریز گا ہم چیزے دگر تو دانی
تا در جہاں بمانم باشوق و درد باشد ÷ نام تو و درد جانم چیزے دگر تو دانی
در جنبش و سکونم در جملہ حالت من ÷ باشی مقصود کارم چیزے دگر تو دانی
عقل و حواس و ہوشم در جملہ امورم ÷ باشی تو اے نگارم چیزے دگر تو دانی
در ہر چہ من بکوشم از قول و فعل و شانم ÷ تو باشی من نباشم چیزے دگر تو دانی
تا زندہ در جہانم باشی تو جان جانم ÷ اے غوث اللہ الاعظم چیزے دگر تو دانی
از تو ترا بخواہد مقبول بینوایت ÷ با در دو غم ہمہ دم چیزے دگر تو دانی

اختیاری موت کے قبول کرنے والے کو ضرور ہے کہ ان چاروں موتوں کو بھی قبول کرے
پہلے موت ابیض یعنی سفید وہ ہمیشہ بھوکا رہنے کو کہتے ہیں دوسری موت اسود یعنی سیاہ کہ کہ
عوام جوان کی شکایت کریں اور ان کو رنج و اذیادیں سودہ تحمل کرے تیسرے موت احمر یعنی
سرخ کہ خلاف خواہش نفس امارہ اور شیطان مزین کے کام کرے چوتھی موت اخضر یعنی

سبز سو پیوند کے کپڑے پہنے لباس فاخر نہ پہنے اگر اس لباس سے شہرت مقصود نہ ہو حق تو یہ ہے کہ انسان حیات دنیوی میں جیسی معیشت کریگا ویسی ہی حالت میں مرے گا اور جیسا مرے گا ویسا ہی بعث اور حشر ہوگا فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تموتون کما تعیشون و تبعثون کما تموتون انبیاء و اولیاء علیہم السلام حیات حقیقی دائمی سے ہمیشہ جیتے ہیں موت صوری سے ان کی کوئی حالت نہیں بدلتی ہے اور ان کی نعش کو بھی زمیں نہیں کہاتی ہے معجزات اور کرامات ان کے بعد موت کے بھی جاری رہتی ہیں بسبب موت صوری کے اپنی خدمت سے معزول نہیں ہوتے نبوت و ولایت و ایمان صفات روحانی ہیں اور روح کو فنا نہیں ہے ان کی حرمت و تعظیم جیسی حیات ظاہری میں رعایت کیجاتی ہے ویسا ہی بعد موت صوری کے بھی مرے ہونا واجب ہے ہر پیغمبر کو وقت نقل دار فانی سے دربار الہی سے خیار دیجاتی ہے مثال نقل دوستان خداے عز و جل کا مانند شخص سونے والے کے ہے کہ وہ نیند میں ہے اور اس کے معشوق بھی بچھوانے پر حاضر ہے جب وقت رحلت کے آن پہونچی گویا خواب سے جاگا اور اپنے معشوق کو جس کے طلب میں اپنے نقد حیات کو صرف کیا ہے اپنے ہم بستر پایا سبحان اللہ ایسی حالت میں اس کے خوشی کی کیا پایاں اور شادی و سرور کی کیا بیان ہے ہر چند کہ اکثر اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو عالم دنیا میں نعمت مشاہدہ کی حاصل ہے پر جب اس ساعت میں یہ نعمت پوری طور پر حاصل ہوتی ہے اس حالت میں بہ نسبت حالت اولے کے مانند خفتہ کے ہے کہ خواب سے جاگ کر اپنے محبوب سے ملے اور اس کو بستر پر پاوے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا۔

۱۔ مرد گئے تم جیسا زندگانی کرتے ہو تم اور اٹھانے جاؤ قبر سے جیسا مرد گئے تم ۱۲۔ لوگ نیند جانے والے ہیں پس جب مرے جاگے بیدار ہونگے ۱۳۔

بیت

بدنیا ہمہ را تو در خواب داں ÷ شدہ منیبہ آنکہ رفت از جہاں
اس لئے ان کی وفات صوری کو لفظ وصال یا معراج سے تعبیر فرماتے ہیں اور ان کے وقت موت ظاہری کو عرس کے لفظ سے یاد کرتے ہیں کیونکہ غرض معراج سے وصال محبوب حقیقی اور ہم آغوشی مطلوب تحقیقی ہے اور عروج بمعراج مقرب حضرت بادشاہ اور اتصال بجناب عزت جانان بیکینی ہے۔

غزل

باجانجان ہر جان کہ بیکیف ست متصل ÷ با صد حیل افتد کجا در پنجنہ اجل
در ہر قدم اندر رہ لیلیا ست ترس جاں ÷ مجنوں شدن نخستین گام بے دل
جائیکہ خورشید فلک ذرہ ست بیگماں ÷ دور از ادب باشد اگر خود را نہی محل
در محفلیکہ عیسے و موسیٰ بخود گمند ÷ ہرگز در راں لافے مزین از عالم فضل
مقبول ازیں و آں گذر در عشق آں صنم ÷ جستن رضاے دلبر ست جملہ را اصل
مثال اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعد موت صوری در بارہ افاضہ فیض مانند شمع تاباں درخشان کے ہے بیچ خانہ روزن دار کے کہ اسکے روزنوں سے انوار شمع باہر والوں کو پہونچتا ہے اسی سینہ چاکان خنجر ابروے غوثیہ والے جگر فگار ان نیزہ مثرگان احمد یہ اب زمان بیان اس حادثہ قیامت نشان کی آن پہونچا ہے کہ اپنے گریبان جان کی دھجیاں اوڑاؤ اور پر نالہ خون سینہ چاکیدہ از راہ دیدہ بہاؤ کہ داستان حشر اقتران وصال با کمال حضرت محبوب اللہ اکرم غوث اللہ الاعظم کا اب شروع ہوتا ہے ہر چند کہ یہ وہ سانچہ جانگزا

ہے کہ اسکی کتابت سے سینہ قلم یلقم شق ہو جاتا ہے اور یہ وہ واقعہ ہو شر با ہے کہ اس کی ذکر سے رنگ سامعین کافق ہو جاتا ہے قلم مصائب رقم کی آنکھوں سے اشک سیاہ صفحہ قرطاس پر گرتے ہیں اور خامہ مقطوع اللسان بید مجنوں کی طرح تہراتا ہے کہ یہ واقعہ قیامت خیز اور سانچہ عبرت انگیز کیونکر لکھے سطروں کو کتاب پر پیچ و تاب ہے اور نقطہ نقطہ اس بیان سے بیتاب ہے پس زبان کو اس بیان کی طاقت اور قلم کو اس حال پر ملال کے لکھنے کی جرأت نہیں مگر چونکہ مضمون الا ان اولیاء اللہ لا یموتون (آگاہ باش تحقیق اولیاء خدا تعالیٰ کا نہیں مرتے ہیں) تسلی بخش مستہامان بادئہ درد غم اور فوائے حیوتہم رحمۃ ومماتہم رحمۃ (زندگانی ان کا رحمت ہے اور مرنا ان کا رحمت ہے) مرہم نہ سینہ چاکان رنج والم ناچار چند کلمہ بطور اختصار جو کہ زمانہ مرض سے متعلق ہیں مع تاریخ وصال با کمال یہاں پر صورت تحریر پاتی ہیں تاکہ سامعین کو شکر اور بھی زیادہ عبرت اور حرف حرف باعث افزونی حیرت ہو ہمارے حضرت غوث اللہ الاعظم فرد اللہ الافخم رضی عنہ اللہ الاکرم وصال کر جانے سے چار پانچ سال آگے تک کئے دفعہ خبر غیر واقعی ظاہر وصال شریف کا دور دور ملکوں میں مشہور ہو چکا تھا شاید اس میں بھی کوئی راز خداوندی ہے اور میں بعض بزرگوں کی کتابوں میں پایا اور عقل سلیم اور طبیعت مستقیم بھی اس کو قبول کرتا ہے کہ جیسا سالیکن طی منازل سلوک میں ہمیشہ طالب ترقی ہوتے ہیں اور ایک آن بھی کسی مقام میں ٹھہرنے کو جائز نہیں رکھتے ہیں اس طرح کاملین اور مکملین بھی بمقتضائے قانون رب زدنی علما (اے رب میرے زیادہ دے مجھ کو علم) سدا کو شان عروج مدارج عالیہ اور درجات رفیعہ کے رہتے ہیں کیونکہ درجات کمال کی کوئی نہ کوئی حد ہے اور نہ اسکی انتبا اور پایاں ہے۔

فرد

از مقامی تا مقامی دمبدم بالاروند ÷ داردایں راز نہانی ہر دم استغفار شان پس جب کوئی اہل کمال مقام قربیت خداوندی میں بہت بڑی ترقی اور عروج حاصل کرتے ہیں حسب قاعدہ اود ہر کی بقا و قربیت اود ہر کی فنا و قطبیت کو مستلزم ہے یہ کامل از روے روحانیت تمام ماسوی سے الگ اور برخاستہ اور اپنے محبوب سے واصل اور پیوستہ ہو جاتے ہیں اور بہ نسبت ماسوا کے بمنزلہ مردہ کے ٹھہرتے ہیں اور چونکہ جماعت فرشتگان میں جو کہ کارکنان قضا و قدر ہیں اس بات کی چرچا اور گفتگو ہوتا اسکے تاثیر عالم دنیا میں جب مومنوں کے دلوں میں جا پہنچتی ہے بے اختیار لوگوں کی زبانوں سے یہ چرچا نکلتا ہے کس لئے عالم ملک فی نفسہ ساکن ہے اسکی جنبش و حرکت بے افاضہ ملکوت غیر ممکن ہے۔

نظم

کہ فی نفسہ ملک ساکن بود ÷ ز خود حرکتش غیر ممکن بود
ہراں جنبشے دروے آید پدید ÷ ز ملکوت آن جنبش اور ارسید
تمام خاکروبان آستان فیض تو امان کو قبل از وصال کیو دو ایک سال آگے اور کسی کو چھ مہینے پیشتر علی الخصوص اور سب کو علی سبیل العموم ایک مہینہ قبل از وصال حضرت غوث پاک حبیب حضرت خداوند لولاک کے وصال کر جانے کا خبر اشارات و بشارات اور الہامات و منامات سے معلوم ہو چکا تھا اور اسکے اندر علامات و مارات بھی بہت سارے محل ظہور میں آئی ہیں چنانچہ ایک مہینہ آگے جناب فضیلت مآب مولانا شاہ سید امین الحق صاحب دام لطفہ خلف جناب مولانا عبدالکریم صاحب فرہاد آبادی مرحوم کو رویاے صادقہ میں کسی نے کہا کہ آئندہ چاند کی ستائسوں تاریخ کو معراج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ مولانا موصوف

صاحب کو سوال کے چاند میں یہ خبر ہو گیا تھا اور شہر ذیقعدہ کی ستائیس تاریخ کو واقعہ وصال باکمال وقوع میں آئی ہے رموز خواب اسرار مآب عمارت مہر نظائر اولوالالباب پر روشن و مبرہن ہے ورنہ کو ردلال بے بصر کیلئے کیا سنگ اور کیا درپن سبحان اللہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون حضرت ہیں اور معراج کس محبوب مرغوب کا ہو رہا ہے تا اس جگہ کو نساد ادا اتحاد کا دیا اور کس نے خانہ عرفان کو گنج مراد سے آباد کیا اگر گھر میں کس ہے ایک اشارہ بس ہے۔

بیت

ز احمد تا محمد فرق نام ست ÷ ازیں مصرعہ مذاق جاں تمام ست

اس احقر العباد اصغر الافراد (صاحب مصنف علامہ کا چھوٹی) کو قبل پانچ روز وصال باکمال سے حالت بیداری میں ایک حالت جیسی کے طاری تھی کسی نے کہا کہ اس کو میں آنکھوں سے نہیں دیکھتا تھا تین دفعہ تکرار کے ساتھ کہ منگل کے دن کو آفتاب عالم تاب غروب ہو جائے گا یہ واقعہ جمعہ کے دن کو ظہور میں آئی تھی پانچویں دن منگل کو حضرت غوث پاک عالم فانی سے رونق بخش عالم جاودانی ہوئے ہیں۔

واضح ہو کہ حضرت کی ولادت بابرکت کے پیشتر جو خواب اسرار مآب آپ کے والد ماجد کی طرف سے تین چراغ روشن نظر آنے کا کیفیت بیاں کیا گیا ہے اسکے بیان رموز میں یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا عزوجل وعلانے آیت شریفہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا** وداعیا الی اللہ باذنہ و سر اجا منیرا۔

۱۔ اے پیغمبر حق سبحانہ نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور پکارنے والا طرف اللہ کے ساتھ حکم اس کے کہ اور چراغ روشن ۱۲ سورہ احزاب۔

میں چراغ روشن فرمایا ہے اور آیت مبارکہ **وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا** وجعل الشمس سراجا میں آفتاب پر ضیا کو چراغ روشن قرار دیا ہے اب ان دونوں آیتوں کی تطبیق سے متحد ہونا چراغ اور آفتاب کا ظاہر ہو گیا اور اس سے بالبداہت آفتاب ہونا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پایہ ثبوت کو پہونچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ہیں اور چراغ آفتاب ہیں پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہیں چنانچہ سورہ الضحیٰ کی تفسیر میں بعض مفسرین ضحیٰ کے معنی کو جلوہ رخسار پر انوار حضرت رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر فرمائے ہیں۔

قطعہ

آفتاب ذاتی و چشم و چراغی یا رسول ÷ کل ضیایت و ضیا چوں با فراغی یا رسول
خاکرا از یک نگہ تو کیا سازی و بس ÷ یک نظر کن سوئے مقبول خود از چشم قبول
اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ نور آفتاب اور نور چراغ دونوں ذاتی ہیں کہ بلا واسطہ روشن ہوتی ہے۔

شعر

محمد سر پہاں خدا ہیں ÷ پس سر احمد سر مصطفیٰ ہیں
بہلا سنجیگا کون یہ رمز مخفی ÷ کہ احمد آئینہ وحدت نما ہیں

فرد

فی الحقیقہ آفتاب شاہد یزلی ÷ جلوہ گرد در شکل پاک غوث اعظم دانے
اور حضرت غوث اللہ الاعظم فرد اللہ الافخم محبوب
سبحانی شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے کلمات قدسیہ میں ہے کہ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے کہ

هَذَا وجود جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر۔

قطعه

محذات مصطفائی آپ ہیں ÷ مظہر ذات خدائی آپ ہیں
فانی ذات رسول اللہ ہیں آپ ÷ آئینہ وحدت نمائی آپ ہیں

ایک ماہ پیشتر بمضمون شاوہم فی الامر (مشورہ کردان سے سچ کام کے ۱۱۳ ال عمران) اکثر خواص
در بار عالی مقدار کو در بارہ مقام روضہ پاک اشارت فیض بشارت ہو چکی تھی بعضے کو وہ مقام
منیف جہاں پر اس وقت روضہ شریف ہو چکی ہے اشارہ ہوئی تھی اور بعضے کو مقام شمالی متصل
دائرہ پاک آنحضرتؐ کے بشارت دی گئی اور یہ امر سب کے رائے پر مفوض ہوا تھا چنانچہ اس
وقت جناب فضیلت مآب ولایت انتساب حضرت مولانا شاہ محمد وصی الرحمن صاحب مدظلہ
الواہب جو کہ اجلہ خلفائے بارگاہ غوثیہ سے ہیں اور مدت تیرہ چودہ سال سے بغضوائے

نظم

بیاد یار خویش از جملہ رستہ ÷ بخود آمد شد بیگانہ بستہ
بہ تجرید و بہ تفرید آمدہ طاق ÷ ہمد دم بالقائے یار مشتاق

اپنے مقام خاص پر عزت نشیں ہیں حاضر آستانہ فیض کا شانہ ہوئے انہوں نے مقام شمالی
متصل دائرہ پاک حضرت حبیب لولاک کو نشان دئے اور اکثروں نے اس جائے عالی کو
جہاں پر اب روضہ پر معالی آنحضرتؐ ہے بتلائے غرض ان دونوں مقاموں کے درمیان
امردائرہ تھا بمقتضائے مرض پاک اخرا الامر مقام پیشین مائل جانب جنوبی دائرہ شریف سولہ

سترہ گز تفاوت پر دائرہ پاک سے متصل جانب غربی روضہ پاک حضرت فخر الاولیا سند
الاصفیاء جناب فیض مآب مولانا شاہ سید امین الحق الدین روح رب العالمین حسب
تجویز رائے جہاں آرائے اکثر خواص بارگاہ عالم پناہ تقرر پایا۔

غزل

وہاں میرے ہواں روضہ اقدس پہ نثار ÷ جس گاہ گل ہے مرے وہ گلبدن جادو نگار
میں نہ تہنا ہوں فدا بلکہ ہے رضوان بھی ÷ رشک فردوس ہے وہ گلشن جاوید بہار
جلوہ روضہ اقدس ہے وہ فردوس بریں ÷ وصفہا حنہ تجری تحتہا الانہار
چھپاتے ہیں سدا عشق سے اس گل کے مرے ÷ بلبیل وفاختہ و طوطی و قمری و ہزار
ماہ سان لالہ صفت گرمے سینے میں ہے داغ ÷ جلوہ روضہ ہے بس مرہم ہر سینہ فگار
گریہ شوق سے گرا نکہ مرے ہوئی سفید ÷ خاک اس روضہ انور کا ہے کل الابصار
کیوں نہیں سکے کریں رقص جنان کا حوریں ÷ وصف میں روضہ اقدس کے جو لکھا اشعار
وصف روضہ میں ہر اک نقطہ مرے ہے لولو ÷ میرے کیوں نظم بنے حور کی گردن کا نہ ہار
کیوں نہ آویزہ گوش غلمان حور کا ہو ÷ وصف روضہ میں ہر اک لفظ ہے در شہوار
شاخ طوبی سے ہے مقبول کی خامہ بیشک ÷ صورت رقم ہے بس لوح کا سب نقش و نگار
ہیں بائیں روز پیشتر وصال سے اکل و شرب سے بالکل دست بردار ہو گئے تھے جب
خاصہ کے برتن پیش حضور پر نور لایا جاتا تو کبھی برعایت خاطر جناب برادر مکرم میر حسن
صاحبؒ اور جناب برادر مشفق دلاور حسین صاحب دام کرمہ سامنے لئے بیٹھتے اور ان کو
تناول کرنے کو ارشاد فرماتے اور خود بدولت خاصہ تناول نہیں فرماتے سترہ روز آگے وصال

شریف سے ایک روز ظہر کے وقت دائرہ شریف کے سامنے تشریف شریف ارزانی فرما کر بانس کی چٹائی پر بستر خاص بچھوا کر اس پر سوزنی اور گدی شریف رکھوائے اور خود بدولت رونق افروز بستر مبارک ہوئے ملازمان دربار فیض آثار اور حاجت خواہاں جو کہ حاضر دربار برکت مدار تھے سب کو شربت پلائے اور اہل حاجات کی اسعاف مرام کرنے لگے اور وقت عصر تک حاجت روائی خلایق میں مصروف رہیں وقت عصر کو سب حضار دربار چہ ملازمان آستان فیض تو امان و چہ حاجت خواہاں سب کو اپنے اپنے ٹھکانے کو جانے کی اجازت سے سرفراز فرمائے اور خود بدولت حرم شریف کو تشریف لگئے اسکے بعد کے روز پہر ظہر کے وقت صحنہ حرم مبارک خاص میں کرسی منگوا کر کرسی کے سامنے سرو و صوپر سا کہزارہ لگئے اور ارشاد بستر مبارک بچھانے اور گدی شریف رکھنے کے فرمایا صحنہ میں کرسی مبارک پر جلوہ فرمائے ہوئے اور تا وقت عصر اہل حاجات کی اسعاف مرام میں مصروف رہیں عصر کے وقت آنحضرتؐ کے بڑے نواسے جناب فضیلت مآب میر حسن صاحبؒ نے خبر پہونچائی کہ دو عمود آتشیں رنگ آسمان سے زمین پر ظاہر ہوئیں ایک انہیں سے پورب دکھن کو نے کیطرف نمودار ہوا اور ایک کچم دکھن گوشے کی جانب ظہور میں آیا بعد تحقیق معلوم ہوا کہ ایک مقام نجدہ پور کو ظاہر ہوا اور ایک موضع فرہاد آباد کو پیدا ہوا ہے بعضے کہتے ہیں کہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا اور بعضے کہتے ہیں زمین سے کسی قدر الگ تھا اور حقیقت اس کی دہواں تھا مانند ابر سرخ رنگ کے اور جب تک حضرت غوثیتؒ رونق افزائے صحنہ رہیں تب تک یہ دونوں عمود سماوی بھی قائم رہے جسوقت آنحضرتؐ تشریف شریف اٹھا کر حرم مبارک کو چلا گئے وہ دونوں عمود بھی آسمان کی جانب اٹھ گئی تفسیر آیہ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ . میں اکثر مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ ظہور دُخان ایک علامت ہے قیامت کی علامتوں سے چنانچہ حدیث اشراط الساعۃ میں مذکور ہے فذكر الدخان و الدجال (پس ذکر کئے دہواں کا اور دجال کا) اور حدیث میں آیا ہے موت العالم موت العالم (مرنا ایک صاحب علم کا مرنا ایک جہان کا ہے) مراد عالم سے یہاں ہادی عالم ہے جب عالم کا موت موجب موت عالم اور جہان کا ہے کیونکہ ان کے وسیلے سے اہل عالم کو علم دین جو کہ عبارت حیات حقیقی سے ہے حاصل ہوتا تھا پس تشریف شریف لیجانا غوث الاعظم زمان کا جو کہ قیوم ارض و سما اور روح و جان عالم امکان ہیں کیوں موجب قیامت عالم کا نہ ہوگا اور وقت تشریف لیجانے کے عالم دنیا سے کیوں علامت قیام قیامت کی ظہور نہیں کرے گا کیوں نہ ہو موت تو عبارت ہے قفس قالب سے مرغ جان کا پرواز کر جانے سے اور آگے ہم نے ثابت کر چکی ہیں کہ جان قالب عالم امکان کا غوث الاعظم زمان ہیں پس تشریف لیجانا ان کا عالم سے موجب موت عالم امکان کا ہے اور موت اور فنا عالم امکان وہی قیامت ہے۔

غزل

ایک در برج وجودے تو چو خورشید عیاں ÷ بے جمال رخت عالم رود اندر کتمان
شد طلوع رخ تو موجب ہستی جہاں ÷ از افول تو فناے ہمہ کونست و مکاں
ہستی ہر دو جہاں جلوہ روے درخشاں ÷ پوشش روے تو شد باعث حشر و جہاں
ہست از برکت اقدام تو عالم قائم ÷ ذات والاے تو قیوم زمین ست و زماں
قالب عالم امکان ز تو گردیدہ مقیم ÷ بالیقین تو کی شہا جان و حیات امکان
جان جان مقبولستی تو اے غوث خدا ÷ جان مقبول بتو بادشاہ و قربان

۱۔ پس منتظر رہ اسدن کا کہ لاوے گا آسمان دہواں ظاہر ۱۲ سورہ دخان۔

سولہ روز آگے وصال باکمال سے جناب ولایت مآب میاں محمد ہاشم صاحب دام فیضہ جو کہ حقیقی بھتیجے جناب حضرت غوثیہؒ کے ہیں شب کو عالم رویا میں دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب جگے میں جس کے وصف میں عقول عاقلان دنگ ہے اور سینہ وفاترنگ اور اس کو لوگ بیت المعمور کر کے چرچا کرتے ہیں ایک مجلس میں جم غفیر اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا قائم ہے اور تین تخت شاہانہ مزین بازیب وزینت تمام علی الترتیب آراستہ ہیں ان میں سے درمیان کے تخت پر حضرت غوث پاکؒ جلوہ فرمائے انجمن ہیں اور داہنے طرف کے سر پر حضرت روح العارفین سلطان المعشوقین مولانا شاہ سید غلام الرحمن صاحب قبلہ لازال شمس فیوضہ طالعہ رونق افروز ہیں اور بائیں جانب کے اورنگ پر جناب ولایت مآب سردہ فتر عاشقین مولانا شاہ سید امین الحق والدین صاحب قبلہ قدس سرہ رب العالمین تشریف رکھتے ہیں اس اثنا میں حضرت غوث پاکؒ نے فرمائے کہ ہمارے میاں حسن رھجاوے اور ہم مقام مقدس رفیق اعلیٰ کو جائیں اس کے جواب میں سب کوئی مہر خاموشی کو اپنے اپنے زیب دہن کئے فقط حضور نور معمور سلطان المعشوقین صاحب قبلہ مدظلہ تعالیٰ نے گوہر جواب سے بہاے مبارک کو یوں آراستہ فرمائے کہ کس طرح جاوینگے اور بیوقت کیسا جاوینگے جناب میاں محمد ہاشم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ فرماتے ہی میرے آنکھیں کھول گئی اور خواب سے بیدار ہو گیا جب روز روشن ہوا میں ترسان و ہراسان سلطان المعشوقین کے خدمت فیض مکرمت میں جا کر اسرار خواب سے بخوبی مطلع ہوا اس شب کو اور اور صاحبوں کو بھی مژدہ معراج شریف حضرت غوثیہؒ کے ہو چکی تھی چنانچہ سب صاحبوں کے اتفاق مشورے سے تابوت شریف اور پارچہ کفن مبارک اور عطریات وغیرہ باسامان شہر چاگام سے منگوا کر ایک جائے محفوظ میں محفوظ رکھوائی گئی۔

بیت

کس صاحب معراج کی معراج کا ساماں ÷ ہو رہی تیار یہاں اوسپہ ہوں قرباں
آنحضرتؐ اسکے بعد بالکل صحیح المزاج سائگئے تھے ان دنوں میں اکثر اوقات صحن خانہ میں کرسی منگوا کر جلوہ فرمائے انجمن احباب ہوتے تھے اور کبھی کبھی دائرہ شریف میں تمام رات تشریف رکھتے ایک شب کو دائرہ شریف کی صندوقچہ وغیرہ باسب کا تلاش فرمائے اور صندوقچہ کے اندر جو کچھ تھا سب نکلاوے اور اندر شریف کے بھی صندوق و کس میں جو کچھ ہیں سب کی خبر لئے اور جس کے جس کے ہاتھ میں حضرتؐ کی عطیہ انگشتی تھا سب سے طلب فرما کر لے لئے اور دست مبارک پر لیکر پھر جس کو جو انگشتی آگے عنایت فرما چکے تھے اس کو وہی انگشتی عنایت فرمائے ان دنوں میں ارباب حاجات و اہل مہمات کثرت سے آتے تھے روز ہزار دو ہزار تک آتے تھے اور فتوحات بھی نہایت پہونچتی تھی وصال شریف سے ہفتہ روز پیشتر چشمان حیوانات سے آنسو جاری تھا جناب مولوی احمد الصفا صاحب خادم خاص حضور پر نور کے فرماتے ہیں کہ وصال سے تین چار شب آگے ایک شب کو میں اور دوسرے احباب حضرتؐ کے خدمت سراپا نعت میں بیٹھے تھے کہ حضور پر نور کے سامنے کا فانوس مبارک ایک مرتبہ دو فانوس ہو جاتا تھا ایک مرتبہ ایک ہو جاتا تھا ایسا ہی پندرہ سولہ مرتبہ ہوا وصال شریف سے پانچ روز پیشتر بدن مبارک بالکل سرد ہو گیا تھا اور اکثر اوقات قریب بستر مبارک آنحضرتؐ کے آگ روشن کیجاتی تھی اور روئی گرم کر کے بدن مبارک کو تاب لگایا جاتا تھا اس میں ایک شب کرسی مبارک کی چاروں طرف آگ جلانے اور بتیان کثرت سے روشن کرنے کو ارشاد فرمائے چار روز آگے وصال

شریف سے کہ وہ سنیچر کے روز تھا غسل کے واسطے گرم سرد پانی ملا ہوا طلب فرمائے جب خادموں نے پانی حاضر کئے حضرتؒ غسل کی جگہ سے تشریف اٹھا لیئے اور غسل نہیں فرمائے اسی شب کو بدن مبارک یقلم سرد ہو گیا تھا تمام رات بدن مبارک پر روئی کی تاب لگایا گیا دوسرے روز اتوار کی فجر کو بدستور سابق گرم سرد پانی منگوا کر صحن حرم مبارک میں کرسی پر جلوس فرما کر غسل فرمائے پھر بستر مبارک پر خود بدولت تشریف لیئے اور قریب بستر مبارک کے آگ جلوا کر نور افزائے بستر شریف ہوئے پھر اس روز دوپہر کو بدستور مذکور صحن خانہ میں کرسی مبارک پر جلوس فرما کر گرم سرد پانی سے غسل فرمائے اس وقت آنحضرتؒ طاقت جسمی سے یقلم طاق ہو گئے تھے خادموں نے گودی پر کر کے گھر میں بستر مبارک پر لائے پھر اسی روز عصر کے وقت بدستور مذکور رونق افروز کرسی ہو کر ہر دوپائے مبارک نیچے چوکی پر رکھ کر غسل فرمائے حضرتؒ غسل کے وقت سوائے خادمان خاص کے غیر کو خدمت غسل میں پکڑنے نہیں دیتے تھے مگر اس وقت اور لوگوں کو بھی اس نعمت میں شامل ہونے سے منع نہیں فرمائے اسی شب کو بخار نہایت زور سے آیا اسی شب کو آنحضرتؒ ناگاہ مولوی احمد الصفا صاحب سے استفسار فرمائے کہ ہمارے پہونچا ہے مولوی موصوف صاحب کہتے ہیں کہ یکا یک بیساختہ میری زبان سے نکل پڑا کہ حضور پہونچا ہے اور میں نے اتنے نہیں سوچی کہ آنحضرتؒ کونسا جامے کی بات پوچھتے ہیں پہر بہت دیر تک پچھتایا کیا بعد اسکے میرے خیال میں گذرا کہ حضور پر نور جامہ کفن مبارک کی بات پوچھتے ہیں۔

بیت

خیال ہجر و لبرنے بنایا مجھ کو سودائی ÷ نہیں معلوم ہے منہ سے مرے کہنے کو کیا آئی

پیر کے روز فجر کو پھر بدستور سابق غسل فرمائے پھر بعد ظہر کے ایک مرتبہ غسل فرمائے اور مغرب کے وقت پھر ایک بار غسل فرمائے اس غسل میں سوائے جناب مولوی احمد الصفا اور بڑے اور مچلے بہتے حضرتؒ کے میاں سید غلام سبحان اور میاں سید محمد ہاشم صاحبان کے سب کو حضرتؒ کو چھونے سے منع فرمائے اور یہ آخر غسل آنحضرتؒ کے زندگی ظاہری میں تھا مغرب کے وقت چکھم جانب آسمان میں دو ستارے ملکر بہم ایک ہو گئے پھر کئے منٹ کے بعد دونوں جدا ہو گئے اور اور شب کو حسب العادة جیسا مرغان ہوائی بروقت معین چہچہاتے تھے برخلاف عادت آج شب کو تمام رات چلایا کیا اور آج شب کو مانند باد صبا مغرب سے لیکر فجر تک ہوا چلتی تھی اور اسکے آگے دو تین رات تک پرے درجے سردی کے موسم ہونیکے باوجود سردی نہایت کم تھا اور خفیف ابر رہتا تھا اور دن کو آفتاب بخوبی ظاہر ہوتا تھا مگر روز وصال شریف کو باوجود ابر نہ رہنے کے آفتاب بالکل سیاہ بے نور ہو گیا تھا۔

روایت ہے ابن حبان سے کہتے ہیں کہ جس دن شہید ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام اندھیرا رہا، ہم پر تین دن اور سیاہ ہو گیا آفتاب کہ دن کو تارے نظر آتا تھا حضرتؒ کے مجھیلے بہتے جناب میاں سید محمد ہاشم صاحب فرماتے ہیں کہ شب سہ شنبہ کو بعد مغرب کے حضرتؒ کو نہایت بے چینی شروع ہو گئی اور بستر مبارک پر مانند سیماب با حالت اضطراب لوٹ پوٹ کرتے تھے اس حالت میں ایک مرتبہ آپ کے پانی پینے کا صراحی طلب فرمائے جب صراحی سامنے حاضر کئے فرمائے کہ اس کو توڑ ڈالو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو توڑ ڈالا پھر دوسری صراحی طلب فرمائے پھر جب سامنے حاضر کے اس کو بھی توڑنے کا ارشاد فرمائے اس کو مولوی احمد الصفا صاحب نے شکست کئے پھر تیسری صراحی منگوا کر اسی طرح توڑنے کا

حکم فرمائے او سے میرے خواہر داماد مولوی باچہ میاں صاحب گردواروی نے توڑ انصف شب کے قریب بے چینی حضرتؑ کے کچھ گم ہو گئی اور آپ اپنے حالت میں مراقب ہو رہے۔ اس وقت مولانا سید امین الحق صاحب فرہاد آبادی اور مولانا فرید الزمان صاحب ساکنانوی وغیرہا مولانا صاحبان ان میں سے مولانا سید امین الحق صاحب باواز بلند اور دوسرے صاحبان باواز خفیف تلاوت قرآن کر رہے تھے اور میں اور مولوی احمد الصفا صاحب یمن و یسار حضرتؑ کے پائے تانے میں کہڑے تھے اور آنحضرتؑ ایک پائے مبارک کو دراز اور دوسرے پائے اقدس کو سمیٹے ہوئے بشکل و صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے بعد ایک بجے شب کے اس قدر طاقت لب مبارک میں باقی نہ تھی کہ زیادہ جنبش کر سکتے اور نہ دہن مبارک واموسکتا تھا چنانچہ اس حالت مراقبہ میں ستائیس ذیقعدہ ۱۲۲۳ھ ہجری قدسی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مطابق دسویں ماہ ماگھ ۱۲۲۷ھ مگھی بنگالہ حسب تاریخ تیسویں جنوری ۱۹۰۶ء عیسوی شب سہ شنبہ کو ڈیڑ بجے کے وقت مرغ روح پر فتوح آنحضرت غوث الثقلین غوث الارض والسماء کی قفس خاکی سے پرواز کر کے آشیانہ قدس میں پہونچے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون رضوان اللہ تعالیٰ علیہ واعاد علینا من برکاتہ وختم لنا بخیر ولجميع المسلمين والحقنا بالصالحین غیر حزیای ولا نادمین ولا مفتونین امین امین۔

سبحان اللہ وہ کیسی رات تھی کہ ماہ آسمان کا دل لالہ چمن کی طرح داغ دار اور تارے صورت اشک یتیم نمودار راتنے لباس ماتمی پہنکر اپنے تئیں آپ کا ماتم دار بنایا آفتاب نے

تحقیق ہم واسطے اللہ کے ہیں اور تحقیق ہم طرف اس کے کے پھیرنے والے ہیں۔ خوشنودی خداے تعالیٰ کا ان پر ہوا در رجوع کرے ان کے برکات ہم پر اور خاتمہ ہو ہمارے ساتھ بہتری کے اور تمام مسلمانوں کا بھی اور لائق کرے ہم کو ساتھ نیک کاروں کے نہ خوار اور نہ شرمندہ اور فتنے میں پڑا ہوا قبول کر۔ قبول کر قبول کر۔ ۱۲

بیت الاحزان مغرب میں شام سے منہ چھپایا تھا چرندہ اور پرندہ اپنے اپنے آشیانوں میں آنسو بہاتے تھے شجر و حجر آپ کی مفارقت کی خبر سے بیتاب ہوئے جاتے تھے ذرہ ذرہ اس آفتاب ولایت کے غم میں پڑا تھا قطرہ قطرہ آپ کے رنج و الم میں آنکھوں سے دریاے خون بہا رہا تھا افسوس صد افسوس کہ آفتاب عالم تاب اس جہان بے تاب و لمعان سے غروب ہو گیا اور عالم پر غم اندہیرا چھا گیا کہ ملاذ غربا و ملجائے فقر اس عالم فانی سے اٹھ گیا بعد وصال آنحضرتؑ کی جو کھرام اور ماتم جہانمیں برپا ہوا اور شور و فغاں اور آہ و بکا عالم میں پیدا ہوا قلم کو زہرہ نہیں کہ لکھ سکے تمام جن و انس روتے تھے اور ہر درو دیوار سے آواز نوحہ بلند ہوتی تھی۔

قصیدہ

آج عالم سے ہمارے رہبر جاں اٹھ گئے ÷ آج عالم سے ہمارے جانجانان اٹھ گئے
کیوں نفرط غم سے نیلی ہو لباس اہل چرخ ÷ آج عالم سے تو نور چرخ گرداں اٹھ گئے
کیوں نفرط غم سے روئیں اولیا خون جگر ÷ آج عالم سے تو شاہنشاہ پا کاں اٹھ گئے
جن سے نظم و نسق ہوتا نسخہ عرفان کا ÷ آج عالم سے وہی دیوان عرفان اٹھ گئے
جن کے روئے نور افشاں سے جہان پر نور تھا ÷ آج عالم سے وہ نور شمس تاباں اٹھ گئے
جن کے فیض نظر سے تھا زندہ دیں احمدی ÷ آج عالم سے وہ روح و جان ایمان اٹھ گئے
جنکے فیض نظر تھا شافع گنہگاروں کو تئیں ÷ آج عالم سے وہ حامی اہل عصیاں اٹھ گئے
جن کی عظمت سے سدا تھے قدسیاں از غولیش گم ÷ آج عالم سے وہ شاہ پاکبازاں اٹھ گئے
جنکے زبیا قد پہ تھی زبیا قبائے غوثیت ÷ آج عالم سے وہی سلطان پاکان اٹھ گئے

جن کی پیدائش سے تھانا زگر وہ انبیا ÷ آج عالم سے وہ شاہ ناز نینان اٹھ گئے
جن کے فیض لعل سب تھا گو ہر جان ہدی ÷ آج عالم سے وہی لعل بدخشان اٹھ گئے
جنکے ذات پاک تھا بس قمری سرو کرم ÷ آج عالم سے وہی گلزار احساں اٹھ گئے
جن کے سر پر سائبان تھا دم بدم فضل خدا ÷ آج عالم سے وہی سلطان باشاں اٹھ گئے
جنکے غم میں ابر نیساں بہرتے تھے دریاے جود ÷ آج عالم سے وہی لولوی تاباں اٹھ گئے
جنکے رنج و غم میں بجلی تھی چمکتی و مبدم ÷ آج عالم سے وہی گلزار خنداں اٹھ گئے
جنکے ماتم میں سدا دامن گل ہے چاک چاک ÷ آج عالم سے وہی رنگ گلستاں اٹھ گئے
جنکے رنج ماتمی میں رات ہے چادر سیاہ ÷ آج عالم سے وہی مہتاب رخشاں اٹھ گئے
جن کے رنج ماتمی میں شام کا دل خون ہے ÷ آج عالم سے وہی خورشید تاباں اٹھ گئے
جن کے غم سینے سے ہوگا تاقیامت بھی نہ دور ÷ آج عالم سے وہ میری راحت جان اٹھ گئے
جن کے غم میں سینہ مقبول ہر دم چور ہے ÷ آج عالم سے وہ میرے جانجانان اٹھ گئے
مجموع سن مبارک آپ کے ۷۹ سال ہے چنانچہ سال وصال باکمال اور مجموعہ سن سال
اس مادہ تاریخ عربی سے روشن ہے۔

قطعہ تاریخ وصال

سُبْحَانَهُ بِجَلَالِهِ ÷ یَہْدِی سَبِيلَ جَمَالِهِ
فَالِیْهِ یَجْذِبُ عَاشِقُهُ ÷ فِیذِیْقُ ذَوْقَ وَصَالِهِ
مَنْ کَانَ غَوْثَ خَلِیقِهِ ÷ مَنْ کَانَ خَلْفَ رَسُولِهِ
بَکْتَ السَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ ÷ لِلنَّیْلِ فَضْلَ نَوَالِهِ

۱۔ پاک وہ کہ اپنے جلال سے دیکھلاتا ہے راستہ جمال کا اپنے پس طرف اپنے کھینچتا ہے اپنے عاشقہ پس چکا تا ہے عزہ اپنے وصال کا ۱۲ جو
شخص کہ تھے غوث اپنے مخلوق کا جو کہ تھے خلیفہ اپنا رسول کا روئی ان کے وصال پر آسمان اور بہشت بہتیت پائے فضل بخشش ان کے ۱۲

فَدْعَاهُ رَبُّهُ شَائِقًا ÷ مَعْرَاجُهُ كَرَسُولُهُ
فَاجَابَهُ لَهُ سُرْعَةً ÷ حَمْدًا عَلٰی اِفْضَالِهِ
حَسْبُ الْمَلَائِكَةِ بِالصَّلَاةِ ÷ عَلَيْهِ حَسَنُ مَعَالِهِ
بَلِغُ الْمَدَارِجِ جَمْلَةً ÷ بَلِغُ الْعِلْمِ بِكَمَالِهِ
بَلِغُ الْمَنَازِلِ كُلِّهَا ÷ بَلِغُ عُلُوِّ مَعَالِهِ
فَإِذَا سَأَلْتَ رَبَّنَا ÷ عَنْ حَیْنِ عَامِ وَصَالِهِ
مَجْمُوعُ سَنَ حَیْوَتِهِ ÷ كَشَفَ لَنَا بِجَمَالِهِ
وَالْوَصْلَ لَوْ طَرَحَ الْمَايَهُ ÷ حَسَنَتِ جَمِيعِ خِصَالِهِ
بِالْهَجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ ÷ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ
نَالِ الْجَنَانِ عِزَّةً ÷ فِی شَوْقِ بَوْصَالِهِ
يَا رَبَّنَا بِالرَّحْمَةِ ÷ اَنْظُرْ اِلٰی مَقْبُولِهِ
حَنَّتْ اِلَيْهِ رُوحُهُ ÷ لَجَمَالِهِ لَوْصَالِهِ
اور فارسی میں بھی ایک مادہ سال، ہجری کا لکھی گئی ہے۔

۱۔ پس بلایا ان کو انکے رب نے از روے شوق دیدار ان کے مانند رسول اپنے کے ۱۲ پس قبول کیا دعوت اپنا رب کا اس کے لئے جلد
در حالیکہ شکر یہ کرتے تھے فضل و بخشش پر ۱۲ شمار کرتے تھے فرشتگان درود کے سنگ ان کے حسن علور جات کو ۱۲ کہ پہونچے ہیں
سب درج کو اور پہونچے برتری کمالات کو ۱۲ پہونچے اور طے کئے کل منزلوں کو اور پہونچے ہیں مقامات عالیہ کو پس ناگاہ پوچھی میں
نے اپنے رب سے وقت اور سال وصال سے ان کے ۱۲ مجموعہ سن حیات ان کی روشن ہوا ہم کو لفظ جمال اور سن تاریخ وصال کی
کے ۱۲ اگر طرح دیا جاوے سو عدد حسنت جمع خصال سے حاصل ہوتی ہے یعنی اچھی تھی تمام خصلتوں ان کے ۱۲ از روے ہجرت نبویہ
کے درود بھیجو پھر اور ان کے ال پر نال الجنان عزة فی شوق بوصولہ سے حاصل ہوتی ہے یعنی پاء بہشت نے عزت ان کے شوق وصال
سے ۱۲ اے رب ہمارے رحمت سے نظر کر طرف مقبول اپنے کے کہ بسبب وصال کر جانے ان کے روح مقبول کا ان کے جمال
دیدار کا ارز و مند ہے ۱۲

قطعہ

آنکس کہ ہست غوث سبحان لا یموت ÷ دامت له الحیوة حتما فلا یفوت
 پاک ہے نہیں مرتا ہے
 فالغوث منجہ نزاری باق بذات حی ÷ قیوم لا یزول بالموت لا یموت
 چوں مرغ جان پاکش از تیغ ناز دلبر ÷ گشتہ شہید اکبر فلہ شراب وقوت
 جانش بجان جانان ہم راز اتحاد دست ÷ من قیل وقال غیر لکن له صموت
 فیر کے گفتوے لکن ان کے لئے غوثی ہے ۱۲
 ہچوں رسول عربی چوں جان پاک پر شوق ÷ معراج یافت وصلی باحی لا یموت
 زندہ نہ مرنے والا
 آمد بگوش مقبول از عرش سال بھری ÷ بادوست جان او بار حمن لا یموت
 رحمت نہیں مرتا ہے ۱۲
 اور اس چند اشعار فارسی میں سال بھری و مگھی و عیسوی اور روز اور ساعت وصال شریف
 بھی صورت تحریر پائی ہے۔

قطعہ

آنکہ غوث الحق بود و قبلہ ایمان و دیں ÷ آنکہ جان جملہ بود و کعبہ اہل یقین
 ہست ذات پاک او محبوب رب العالمین ÷ نام پاک اوست تسبیح کل و حرز حصین
 اوست معشوق خدا و عشق حق با ذات او ÷ خواند جانش راز بہر وصل بر عرش بریں
 حسب تاریخ دہم از ماگہ بگا لہ مگھی ÷ در مد ذیقعد در تاریخ بست و ہفتہمیں
 خلعت وصلش بہ بخشید و وز زمین معراج داد ÷ در شب مرتخ کان بر نیم و یک ساعت قریں
 بست و سوم جنوری بود از حساب عیسوی ÷ یافت معراج از زمیں آنسور اہل یقین

۱۔ ہمیشہ حیات ان کا وجوہ پائس کبھی فوت نہیں ہوگا ۱۲۔ پس غوث مجبہ نزاری باقی ہیں ساتھ ذات زندہ کے کہ ہمیشہ رہنے والا ہے موت سے نہیں زائل ہوتا ہے نہیں مرتا ہے ۱۲۔ پس ان کیلئے شراب اور خوراک روحانی ہے۔

پس تزلزل اوفتا از ہجرت او بر زمیں ÷ غلغل شادی وصلش خاست بر عرش بریں
 سال وصل عیسویں چونکہ پرسیدم ز دل ÷ در دل مقبول بیدل گفت جبریل آمین
 بعد طرح سی و چار از غوث رب العالمین ÷ غوث حق لب سر سال وصلش شد مبین
 غوث رب العالمین کا غوث خدا خلاصہ بھید کا ہے
 ستا سوس ذیقعد کی شب کو کہ وقت غایت تاریکی اور اندھیری کی ہے آنحضرتؐ کا وصال
 کر جانے میں اشارہ ہے کہ جیسا آفتاب عالم تاب کے غروب اور ماہتاب جہان تاب کے
 ختم دورہ موجب تاریکی عالم اور باعث انسداد کا رخانہ بنی آدم ہے اسی طرح غروب
 آفتاب چرخ ولایت اور انول ماہ عرش غوثیت سبب ظلمت و گمراہی اہل عالم اور موجب
 انسداد کا رخانہ سلوک جادہ مستقیم عرفان و طریق اقوم ہے۔ آج شب کونوا جی و اطراف
 دہات و شہر میں ہانف نے منادی پھیر دی آج حضرت منبع فیض رحمانی مجمع اسرار سبحانی عین
 الایمان شخص العرفان کعبہ الیقین قبلۃ الایمان مورد الہامات لا ہوتی مہبط واردات ملکوتی
 عارج معارج حقیقت عظمیٰ نانچ مناج طریقت کبریٰ مظہر جلال و جمال مصدر حال و کمال
 فرد الافراد قطب الاوتاد والا رشاد سرا لقبین حضرت غوث الثقلین غوث الاعظم مجبہ نزاریؒ
 اس سراے بے بقا سے ہم اغوش شاہد حقیقی ہوئے چنانچہ دور دور کے لوگ اس آواز ہاتھی
 سے دولت اندوز شرف شمول انجمن معراج حضرت غوثیہ ہوئے ہیں علاوہ اسکے یہ خبر
 قیامت آثار تو شبی کو مثل تار برقی کے بہت دور دور پہنچ گیا تھا جس نے جس مقام پر سنا
 اگرچہ کم کسی کو اس خبر کی تصدیق ہوئی نیم جاں مجبہ نزاری شریف تک پہنچا جب صبح روشن
 ہو گئی لوگوں کا اس قدر ازدحام ہوئی کہ چلنا دشوار ہو گیا اور مثل پروانہ بر شمع چاہتے تھے
 حضرتؐ کے جسم اطہر پر گر پڑیں اور جان نثار ہو جاویں اگرچہ بہت تدبیریں کی گئیں کہ ضبط
 کیجاوے لیکن انتظام نہیں پاتا تھا آخر بدقت تمام کسی قدر لوگ ہٹا کر پیش دروازہ مبارک

بالس گاڑ کر حصار دیا گیا اور چھپر کہاٹ حضرت کا دروازہ پر رکھا گیا باوجود اسکے تھا مناد شوار ہو گیا کئی مرتبہ حصار کو بھی شکست کر دئے آخر حویلی بیرونی کی دروازے پر کئی شخص کھڑا کر دیا گیا اور جماعت جماعت لوگوں کو چہرہ مبارک دیکھلا کر نکلوا دیتے تھے جناب فیض مآب شاہ زادہ میر حسن صاحب مرحوم کو کہ بڑے نواسے حضرت کے ہیں دائرہ شریف کے سامنے پٹھلائے گئے جو لوگوں نے روپیہ پیسہ خیرات کے واسطے لاتے تھے انہیں کا حوالہ کیجاتی اور چودہری فضل الرحمن صاحب دولت پوری نائب و مختار عام چودہری نور علی صاحب مرحوم وغیرہ صاحبان روضہ منورہ کی تیاری و بندوبست میں مشغول ہوئے جناب مولانا عبد الرحمن صاحب کنجن پوری و دیگر صاحبان جو کہ بحالت حیات ظاہری حضور پر نور کے پارچے مبارک دوخت کیا کرتے تھے کفن مبارک کے سلوانے میں مصروف ہوئے محمد عبدالباری شاہ پٹیاوی کہتے ہیں کہ میں آج شب کو عالم رویا میں دیکھتا ہوں کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فردا الاحباب قطب الاقطاب غوث ربانی محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی الحسینی و الحسینی ہمارے حضرت غوث پاک حبیب حضرت خداوند لولاک روح و روان عاشقان غوث الانس و الجنان مجبہ نڈاری کے لئے چھپر کہاٹ تیار کرتے ہیں اور چارون فرشتگان مقرب ساز و سامان چھپر کہاٹ شریف کے موجود کر دیتے ہیں سبحان اللہ کیوں نہ ہو۔

محمد انصر علی کچھوڑی کہتا ہے کہ روز وصال باکمال کو فجر سے لے غسل دلانے کے وقت تک چلتے پھرتے اوٹھتے بیٹھتے ہر وقت ایک براق برق رفتار سراتا پاماند شعلہ انوار جھکو نظر آتا تھا اور زمین سے لے پشت براق تک ایک سیڑھی نورانی لگی ہوئی تھی اور داہنے بائیں پیش و پس ہجوم مؤمنین کا دیکھلائے دیتا تھا اللہ اکبر کیوں نہ ہو۔

قطعہ

ملک ہستی میں کوئی تجہسا نہیں دیکھا صنم ÷ نازنین تجہپہ خدا نے کیسا نازش کو ختم ناز بردار ترا ہے دل و جان سے مقبول ÷ کیا ہوا اسکے چشم و دل پہ جو رکھ لے تو قدم وقت ظہر کے غسل کی تدبیر شروع ہوئی چنانچہ گرم پانی جوشیدہ بنا بر غسل لایا گیا تجویز ہونے لگی کہ غسل کہاں دینا چاہئے سب کی رائے ہوئی کہ اسے مقام پر جہاں حرم مبارک میں حضور پر نور تشریف رکھتے تھے کچھ زمیں کندہ کر کے غسل دیا جائے پس وہیں ٹھوڑے زمیں گھرے کر کے چوکی پر غسل دینے کی واسطے تیاری کی گئی اس وقت جناب مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب بابونگری نے ایک خواب بیان فرمائے کہ حضرت غوث پاک نے مجھے عالم رویا میں فرمائے ہیں کہ جانب سر مبارک حضور اقدس جناب ولایت مآب برادر حقیقی حضرت غوثیہ مولوی شاہ سید عبدالکریم صاحب اور جانب سینہ اسرار گنجینہ کے جناب ولایت انتساب مولوی شاہ سید غلام سبحان صاحب برادر زادہ حقیقی حضرت غوثیہ اور جناب مولوی احمد الصفا صاحب خادم خاص پٹیاوی شریک غسل رہیں بنا بر اس خواب کے سوائے ان حضرات مذکورین کے اور کوئی اس خدمت میں شامل نہ ہو سکا یہ حقیر اور مولانا شاہ محمد عبدالرحیم صاحب متوطن مقام سرتا اور مولانا شاہ محمد عبدالرحیم صاحب بابونگری دیگ سے گرم پانی افتابہ میں پر کر کے دیتے تھے جب غسل دلانا شروع ہو گیا اور چادر جسمو رانی سے اٹھائی گئی چہرہ مبارک اس قدر درخشاں اور نور فشاں تھا کہ ہرگز تمیز نہیں ہو سکتی تھی کہ حضور پر نور کا وصال ہو گیا ہے بحالت حیات ظاہرہ رخسارہ پر انوار پر جو بوجہ پیرانہ سالی اور کبرنی کے شکنیں آگئی تھیں بالکل صاف و ہموار معلوم ہوتے تھے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ ضعیف العمر ہیں اور روئے نور مثل گل گلاب کے تروتازہ تھا سبحان اللہ و بحمدہ۔

فرد

قرص خورشید حسن یا آمینہ قدرت نما ÷ مصحف عشاق یاروے بت رعناست ایں بعد فراغت غسل کے جب کفنا کر باہر نکالے گئے اس وقت حاضرین پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی اور کئے دفعہ جنازہ مبارک پر محل پروانہ برقع تابان ایسی ہجوم کئے کہ چہر کہاٹ شریف ٹوٹ جانے کو تھا اور یہ حقیر راقم الحروف چونکہ جنازہ مبارک نکالتے وقت چہر کہاٹ شریف سے نہایت نزدیک تھا کئے مرتبہ لوگوں کی بھڑ میں چہر کہاٹ شریف کے پائے پر گر پڑا اور شہید ہو جانے کا قریب تھا آہ کا شکے ہو جاتا جو لوگ اولاً جنازہ مبارک نکالتے وقت شامل تھے سوا ان کے اوروں کو کندھا دینا کیسا چار پائے سے ہات لگانا دشوار ہو گیا اور یہ راقم ہر چند چہر کہاٹ شریف سے قریب تھا لیکن کندھا دیتے وقت لوگوں کی جنبش سے دور پڑ گیا کندھا دینا تو میسر نہ آیا پر ہاتھوں سے پاننانے کے داہنے پائے مضبوط پکڑ لیا جون توں کر کے روضہ منورہ کے نزدیک پہونچا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ میں دونوں ہات چٹ گئیں آخر دور پہ آ گیا اور میدان تک پہونچانے نہیں پایا روضہ شریف تک پہونچنے میں گے بارنوبت بجان پہونچی لوگ بے اختیار جنازہ مبارک چھونے اور کندھا دینے کی واسطے گرے پڑتے تھے بدقت تمام جنازہ مبارک میدان تک لایا گیا حسب تجویز کل کے جنازہ حضور پر نور جناب ولایت پناہ کرامت دستگاہ جامع الشریعۃ والطریقۃ آیینہ حقیقت والمعرفۃ مولانا شاہ سید مسیح اللہ صاحب دام فیضہ حضرت حضور غوثیہ کی خالقی بہائی نے پڑہائی ایسا ہجوم واژدحام تھا کہ جماعت صف بندی کے ساتھ نہ ہو سکی جو جس مقام پر کھڑا تھا وہاں سے نہیں ہٹتا تھا اگرچہ بہت تدبیر کی گئی کہ صف بندی ہو جائے لیکن انتظام کسی سے نہ ہو سکا کہ آخر نماز جنازہ نماز خانہ کعبہ کی طرح پڑہائی گئی اور صورت معاملہ فاینما تولوا فثم وجہ اللہ (پس جد ہر منہ کر وہیں وہی ہے منہ اللہ کا) کی درپیش آئی یہ

راقم اس کشکش میں باوجودیکہ جنازہ اطہر کے سامنے اس نیت سے کھڑا تھا کہ بعد جنازہ ہو جانے کے جس طرح ممکن ہوگا چہر کہاٹ شریف کی پایہ پکڑ لوں گا پھر نہ چھوڑوں گا اور روضہ پاک تک پہونچوں گا مگر بوجہ ہجوم اور کثرت حاضرین کے میں خود دب گیا اور دور پڑ گیا اور پکڑنے میسر نہ آیا بعد فراغ نماز کے جنازہ اطہر روضہ پاک تک لایا گیا اور راقم ہم راہ جنازہ مبارک نہ آسکا اور نہ دفن میں شریک ہو سکا نماز عصر کی وقت نش مبارک مرقد شریف اور روضہ منیف میں رکھا گیا اور مغرب کے وقت پوری طور سے مرقد شریف نورہ درست ہو گیا جب سب لوگ دفن کے بعد چلا جانے لگے اور بھیڑ کم ہو گیا تو یہ حقیر روضہ منورہ کے پاس جا کر بتی روشن کیا اس وقت مرقد شریف نورہ کے قریب بتی کی ڈھیڑ لگ گئی پھر تو عجیب حالت کی ایک عالم پیدا ہوا کوئی شخص اپنے آپ میں نہ تھا اور ایک کو دوسری کی خبر نہ تھی پھر چہلم شریف تک لوگوں کا ہجوم اور اژدحام اور آنا جانا رہا بہت سے ایسا عاشق زار ائے کہ روضہ مبارک نورہ کو دیکھتے ہی گر پڑے اور گنہٹوں بیہوش رہے غرض آمد و شد عاشقین اور معتقدین کا ایک سلسلہ جاری رہا اور تا قیامت رہے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

قطعہ

حال دلبر کیا کہے جودل کو بار بار ہاتھ سے ÷ جب سے ذات غوث اعظم کی ملی جاذبات سے اصل جوہر ہیں وہی مقبول ان کے سایہ ہے ÷ جب اصل خاموش ہوں سایہ کو کیا پہر بات سے واصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اولیاء امتہ لاسیما علی سیدنا و مولانا غوث اللہ الاعظم الی یوم الدین واجعلنا من عاشقیہ یا رب العالمین غیر خزایا ولا نادمین ولا مفتونین۔ آمین آمین آمین۔

۱۔ اور درود اور رحمت کا نام بھیجے اللہ تعالیٰ اسکے بہتر طلاق پر جو کہ سردار ہمارے اور مولانا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آل و اصحاب اور اولیاء امت ان کے خاص کراہ پر سردار ہمارے اور مولانا ہمارے غوث اللہ کا۔ بزرگ تر کے دن قیامت تک ۱۲ اور گردان ہم کو ان کے عاشقوں سے اے پروردگار جہانوں کا نہ خوار اور نہ شرمندہ اور نہ فتنے میں پڑا ہوا قبول کر قبول کر قبول کر۔

جلوہ دوم بیچ بیان بعض مقامات سلوک کے

اور اس میں سات پرتو ہیں پرتو اول بیچ بیان تنزلات ستہ اور معنی توحید کے واضح ہو کہ روز ازل سے ذات پاک سبحانہ و تعالیٰ شراب استغنا سے سرشار بآرام تمام عالم بی رنگی و اطلاق محض میں قیام رکھتے تھے ناگاہ صفت عشق مثل دریاے موج اس ذات مستغنی الصفات میں جوش پر آیا حسب مضمون کنت کنزاً مخفياً فاحسبت ان اظهر ذاتی و صفاتی فخلقت الخلق ذات انسانی کو کہ عبارت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ظہور میں لا کر آئینہ جمال اپنا بنایا اور اس کی دیدار سے آپ اپنا عاشق بنا کہ جس سے صفت عاشقیت و معشوقیت اور محسبیت اور محبوبیت اور شاہدیت و مشہودیت اور طالبیت و مطلوبیت کی متعین ہوئی اور اس نور پاک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کل مخلوقات کو لباس وجود ہستی کا پہنایا تفصیل اس اجمال کا یوں ہے فرمایا اللہ رب العالمین نے خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ . مخفی نہ رہے کہ موجود حقیقی ایک ہے بیش نہیں ہے وہ عین وجود حق اور ہستی مطلق ہے اور اس وجود کی بہت سے مراتب تنزل ہیں مگر لباب اور خلاصہ سب کا چہ مرتبے ہیں چاہو مقام کہو مانند ہاھوت باھوت لاھوت جبروت ملکوت ناسوت چاہو تنزل کہو غرض ان چھ مرتبوں کو فقرا کی اصطلاحات میں تنزلات ستہ کہتے ہیں اور مرتبہ لائقین جس کو مرتبہ اطلاق اور مرتبہ ذات بخت کہتے ہیں وہ تنزلات کی مراتب سے فوق ہے اس مقام میں

۱۔ پوشیدہ پس چاہیں نے یہ ظاہر کروں ذات میرا اور صفات میرا پس پیدا کیا میں نے خلق کو ۱۲۔ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بیچ چھ دن کے پھر قرار پکڑا اوپر عرش کے ۱۲۔ سورہ یونس۔

وجود مطلق باری تعالیٰ شانہ تمام قیودات و اعتبارات و حیثیات سے بالکل منزہ اور اضافات نعوت و صفات سے مقدس و مبرا ہے دلالت الفاظ و لغات سے قطعاً معرا ہے نہ نقل کو اس کی صفات جلال میں زبان عبارت ہے اور نہ عقل کو اسکے کنہ کمال میں امکان اشارت ہے اس مقام میں ارباب کشف اسکے ادراک حقیقت سے قاصر ہیں اور اصحاب علم اسکے معرفت سے مضطر غایت نشان اس کے بے نشانی ہے اور نہایت عرفان اس کے حیرانی قولہ تعالیٰ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار اسی پر اشارہ ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ اسی کی طرف ایما ہے اور قول سعدیؒ

فرد

اے برتر از خیال و گمان و قیاس و وہم ÷ وز ہر چہ گفتہ ایم و شنیدیم و خواندہ ایم

مصرعہ - نہ ادراک در کہنہ ذاتش رسد

اسی مقام کا بیان ہے اس مقام میں حضرت مولانا جامی قدس سرہ السامی نے مثنوی شریف کی پہلی دو بیتوں کی شرح میں اسی طور سے لکھے ہیں۔ حنذا روز یکہ پیش از روز و شب۔

مثنوی

فارغ از اندوہ و آزاد از طلب ÷ متحد بودیم با شاہ وجود

حکم غیریت بکلی محو بود ÷ بود اعیان جہاں بے چند و چوں

ز امتیاز علمی و عینی مصون ÷ نی بلوح علم شان نقش ثبوت

۱۔ نہیں پاتیں اس کو نظر میں اور وہ پاتا ہے سب نظروں کو ۱۲۔ سورہ انعام ۲۔ نہیں پہچانا ہم نے تجھے حق پہچانے تیرے کے

نی زخوان فیض ہستی خوردہ قوت ÷ نی زحق ممتازونی از یکدگر
غرق در دریای وحدت سر بسر ÷ اس مقام پر نہ کوئی اس کا اسم
ہے نہ صفت اسی مرتبہ کو مرتبہ احدیت کہتے ہیں اور یہی کنہہ اور حقیقت اور بھید باری تعالیٰ
شانہ کا ہے اسی مقام میں کہوچ اور فکر شرک ہے کہ ع البحت عن درک الذات
الشراک اس مقام میں معرفت عجز و انکسار ہے کہ ع والعجز عن درک الادراک.
مثنوی

وجود تو مستغنی از عقل ما ÷ نہ در کنہہ ذاتت بود دخل ما
بیان و عیا نہا ہمہ در تو بیج ÷ یقین و گمانہا ہمہ در تو بیج
نشان دادن از تو نیار کسی ÷ بتو جز بحیرت ندار کسی
کسی جز بوصف تو آگاہ نیست ÷ دروں حرم عقل را راہ نیست
دریں رہ بسی مرد آگاہ رفت ÷ ز ادراک کہنہ تو کوتاہ رفت
ز قید و اضافات عالی توئی ÷ ز عقل و اشارات خالی توئی
ہمہ اہل کشف و یقین و شہود ÷ بحیرت ز ادراک کنہ وجود
نشاں ہماں بے نشاں ایں بود ÷ کہ اور انشاں نیست شاں ایں بود
ہمیں ست مقبول عرفان او ÷ کہ عاجز نشینی ز ایقان او
تنزلات کی مرتبوں سے پہلی مرتبہ تعین اول ہے کیونکہ یہی کی پہلی تعین ہے اس کے اوپر
سوائے مرتبہ لا تعین کے اور کوئی دوسری مرتبہ نہیں ہے اس مرتبہ میں ذات پاک سبحانہ

تعالیٰ اپنے ذات و اسما و صفات اور جمیع موجودات کو بطور اجمال کے جانا اور ہلا امتیاز ایک
دوسرے کے پہچانا مثال اس کے یوں ہے جیسا زید جانتا ہے مثلاً کہ مجھ میں طاقت اور قوت
علمی علم نحو میں گفتگو اور تصنیف کرنے کی ہے فقط اس مرتبہ کو مرتبہ وحدت اور حقیقت محمدیہ
کہتے ہیں اسی مقام سے تجلی حضرت عشق کا شروع ہوا ہے اور اپنی دیدار سے آپ عاشق بنا
ہے اور صفت عاشقی و معشوقیت و محبت و شہادت و مشہودیت و طالبیت
و مطلوبیت کی متعین ہوئی۔

مثنوی

چوں بوحدت آدم گشتم صفات ÷ اعتبار وصف آدم بذات
یعنی براجمال دانستم بخود ÷ جملہ اسما و صفات و نیک و بد
ہمچنان کہ زید کو در نفس خود ÷ مینموند در فلاں فن حرف زد
دوسری مرتبہ تعین ثانی ہے اس مرتبہ میں اس واجب تعالیٰ شانہ نے اپنی ذات و صفات
اور جمیع موجودات کو بطریق تفصیل کے جانا اور ایک دوسرے کو امتیاز کے ساتھ پہچانا مثال
اس کے یوں ہے کہ زید نحوی کو مثلاً ارادہ ہوا کہ ایک کتاب علمی علم نحو میں تصنیف کرے اور اس
ارادے سے ابواب و فصول اور تقدیم و تاخیر ایک دوسرے کو اپنے ذہن کے آئینے میں نقشہ
کیا اس مرتبہ کو مرتبہ واحدیت اور حقیقت انسانیہ کہتے ہیں یہاں تک حدوث کو بالکل دخل
نہیں اولیت و آخریت ان مراتب میں عقلی ہے نہ زمانی جیسی آفتاب کا نکلنا عقل کے
رو سے آگے ہے اور دن کا نکلنا پیچے ہے لیکن ان دونوں کے درمیان زمانہ فاصل نہیں مگر
عقل حکم کرتا ہے کہ آفتاب علت ہے اور دن معلول ہے اور علت معلول پر مقدم ہوتی ہے

اور جیسا حرکت ہاتھ اور حرکت کوئی کی کہ دونوں کا ظہور ایک زمانہ میں ہے مگر بحکم عقل حرکت ہاتھ کی کوئی کی حرکت پر مقدم ہے۔

نظم للمؤلف

باز پس در واحدیت آدم ÷ کنہ انس وثابت الاعیان شدم

شد ظہور علمیم ہیچوں سراج ÷ در دل حاذق چوں ترکیب علاج

تیسری مرتبہ عالم ارواح ہے اس مقام میں ظہور اشیائے کونیہ مجردہ بسیطہ اور صور روحانیہ کے ہے چوتھی مرتبہ عالم مثال ہے جو کہ اول مرتبہ میں مجرد تھا اور بسیط اشیائے اب ترکیب ہوئی باوجود لطافت کے مگر ٹکڑے ہونے کو قبول نہ کریں گے اور ملنے اور پہننے کو پذیرا نہیں ہونگے پانچویں مرتبہ عالم اجساد ہے جب کہ اشیائے کونیہ ترکیب اور کثافت کو قبول کر کے پارہ پارہ اور ٹکڑے ہونے کو قبول کیا ہے تو باعتبار صورت اور صفت کے ان چیزوں کے جدا جدا نام ہوتے رہے مثلاً روشنائی کو دیکھو کہ اس کے کس قدر نام بدلی دوات میں ایک نام ہے قلم میں دوسرا نام ہے سطح کا غز پر ہزاروں نام بدلتی ہیں اور صورت کی رو سے حکم بھی جدی جدی ہوتے جاتے ہیں تبدیل صورت سے حکم سیرت جدا ہوتا ہے اسی واسطے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلقوا باخلاق اللہ (تم ہو جاؤ ساتھ خصلتوں اللہ کے) فرمایا مولانا جامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

نظم

موج دیگر بار در کار آمدہ ÷ جسم و جسمانی پدیدار آمدہ

جسم ہم گشتت طور بعد طور ÷ تا بنوع آخرش افتادہ دور

چھٹویں مرتبہ انسان بھی یہ مرتبہ جامع اور شامع ہے تمام مراتب مذکورہ یعنی نورانیہ اور جسمانیہ کو اور یہ تجلی آخری ہے مولانا جامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

مثنوی

نوع آخر آدمست و آدمی ÷ گشتہ محروم از مقام محرمی

ہر مراتب سر بسر کردہ عبور ÷ پایہ پایہ ز اصل خود افتادہ دور

چوں نگر در زار مسکین زیں سفر ÷ نیست ازوے هیچ کس مجبور تر

نی کہ آغاز حکایت می کند ÷ از جدا یہا شکایت می کند

کز نیتانیکہ دروے ہر عدم ÷ رنگ وحدت داشت بانور قدم

تا ز تیغ فرقتم برید تم اند ÷ از نفیرم مردوزن نالیدہ اند

کیست مرد اسمائے خلاق و دود ÷ کان بود فاعل در اطوار وجود

چیت زن اعیان جملہ ممکنات ÷ منفعل گشتہ ز اسما و صفات

چوں ہمہ اسما و اعیان بیقصور ÷ دارد اندر ذات انسانی ظہور

جملہ را در ضمن انساں نالہاست ÷ کہ چرا ہر یک ز اصل خود جداست

شد گریباں گیر شاں حب الوطن ÷ ایں بود سر نفیر مردوزن

دیکھو وہی ذات بے مثال رنگ بدلتے بدلتے ظہور جدا گانہ اشکال میں کرتے ہوئے انسان کی صورت پر آئی ہے اب بیچارہ اس صورت انسانی کو بہت سے تنزلات ہوئی اور کثافت مرتبہ بمرتبہ ہو گئی اب افکار و افکار و ریاضات و مجاہدات و توجہات شیخ سے اس کثافت کو دور کرنا واجب ہے تاکہ جو صفات اسکے اندر محو اور بمنزلہ عدم کے ہو گئی ہیں پھر

ظہور پڑے اور انبساط اور کشادگی پیدا ہو اور انسان کامل کہلاوے یہ عروج اور انبساط ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مثل روشنی کے سورج میں کمال مرتبہ کا تھا اسی واسطے خاتم النبیین ہوئے سالک راہ کو ہمیشہ حفظ مراتب مد نظر رہنا چاہئے اگرچہ یہاں وجود مطلق کے بے مقید کے نہیں ہے اور ہستی مقید بے مطلق کے امکان نہیں رکھتا ہے لیکن مقید محتاج ہے نہ مطلق کے بلکہ مطلق مستغنی مقید سے پس استلزام دونوں طرف سے ہے اور احتیاج ایک طرف سے عبد کبھی معبود نہیں ہوتا ہے اور معبود کبھی عبد نہیں بنتا ہے اختلاف اعتبارات وحیات سے چیزیں مختلف ہوتے ہیں اور احکام جدا گانہ پیدا کرتے ہیں فرق مراتب نہایت ضروری ہے بی بی کو ماں کو بی بی نہ بناوے روئی کو کپڑا اور کپڑا کو روئی نہ پکارے درخت کو تخم اور تخم کو درخت نہ کہے عبد کو معبود اور معبود کو عبد نہ سمجھے اگرچہ مثالوں میں دیکھ لو حقیقت سب کا ایک ہی ہے اسی واسطے جامی قدس سرہ السامی اپنے لوائح میں فرماتے ہیں۔

ع۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

حضرت شیخ اکبر محی الدین بن العربی کتاب التحلیات میں فرماتے ہیں اعلم انہ من استرسل مع اطلاق التوحید ولم یتقید بظواهر الشریعة فقد قذف بہ فی بحر الزندقۃ ولكن الشان ان یکون بالحقیقة مؤبداً وبالشریعة مقیدا
ذات مطلق کو غنائے مطلق ہے کہ ان اللہ غنی عن العالمین شیون میں جو تفصیل سے ہے ذات میں سوا جمالا موجود ہے مرغ باپ و پیر وغیرہ جیسا کہ عالم شہادت میں تفصیل کے ساتھ رکھتا ہے بیضے میں اجمالا رکھتا تھا درخت اگرچہ کتنا ہی پھیلا ہوا ہو تخم کے اندر
۱۔ جان تو تحقیق شان یہ ہے جس نے ڈھیلا پٹی کی ساتھ اطلاق توحید و جود کے اور نہ مقید ہا ساتھ ظواہر شریعت کے پس ہر آئینہ ذوب گیا وہ بسبب اسکے دیاے زندقہ و کفر میں لیکن شان یہ ہے کہ ہوئے ساتھ حقیقت کے ہمیشگی کرنے والا اور ساتھ شریعت کے مقید بننے والا۔

موجود ہے عدد کو دیکھو لاکھوں کڑوڑوں تک پہنچی ایک کے اندر موجود ہے اس دید کے دو حال ہیں ایک تو یہ کہ جمل کو مفصل میں دیکھو مثل تخم کو درخت کے اندر یا مفصل کو مجمل کے اندر دیکھو جیسا درخت کو تخم میں اور شہود غیبی اور ثانی کو شہود و جودی کہتے ہیں اس بیان سے ایک کا ثبوت ہوا مگر خبردار یہ ایک اپنے کو حلول اور اتحاد کے طور سے نہ خیال کرنا کہ خداوند تعالیٰ ان شیوں کے اندر آگیا یا ایک ہو گیا کیونکہ حلول اور اتحاد کی واسطے دو وجود کا ہونا ضروری ہے کیونکہ دوسرا وجود ہو تو اسکے اندر سماوی یا دوسرا ہو تو ایک ہو جاوے حالانکہ یہاں دوسرا وجود ہی نہیں ہے تعدد ذوات کے اندر نہیں ہے اگر بے تو افراد کے اندر ہے روشنائی ایک ہے حروف لاکھوں ہیں روح تمہاری ایک ہے افراد جسمی ہزاروں ہیں انسان ایک ہے افراد اسکے زید و عمر و بکر و خالد بہت اور بلا نہایت ہیں اسی طور سے تکالیف شرعیہ اور درود و کہہ دنیاویہ تعینات کے ساتھ متعلق ہیں نہ وجود کے ساتھ۔

مثنوی للمؤلف

ہفت دوزخ جوشش خشم خداست ÷ ہشت جنت بچشیں اثر رضاست
آں جلال حق بودائش جمال ÷ شادی و غم ہر دو اں شان کمال
شادی و غم ہر دو شان کبریاست ÷ از بہانہ تہمت ما و شماست
بعضے شک میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب ایک ہے تو دوزخ کیسی اور بہشت کیسی عذاب ثواب کس کو اور جب قادر علیم ہے تو پھر مجبوری اور جہل کیسی یہ نہیں خیال کرتے کہ سمندر کے پانی جینک سمندر میں ہے موج ٹھاٹ سب کچھ ہے کوزہ میں لو تو سب کچھ اس سے زائل ہے جیسا وہاں دوزخ اور بہشت ہے یہاں عالم دنیا میں مفلسی اور تو انگری ہے

روح ایک ہے تمام جسم میں مدبر ہے آنکھ کے کام کو ہات جوڑ نہیں سکتا ہے اور نہ پیر اور کان کے کام سے سر خبر رکھتا ہے اگر ایک جز بیکار ہو جاوے تمام جسم بیکار نہیں ہوتا ہے باوجود اسکے اگر روئے کو تکلیف ہو روح کو خبر ہوتی ہے موت بڑا نیند ہے دنیا میں چھوٹے نیند میں ڈر خوشی سب کچھ ہے تو وہاں ہونے سے کیا انکار ہے یہ دنیا اس کا نمونہ ہے نمونہ اصل کے خلاف نہیں ہوتا ہے جیسی روح تمام جسم کو گہیرے ہوئے ہے ویسی ہی وہ ذات پاک تمام عالم کو جو مثل ایک وجود کے ہے گیرے ہوئے ہے جیسے ملزوم لوازم پر اور موصوف صفات پر محیط ہوتا ہے جیسے کلام نفسی لفظی باوجود قدیم ہونے کے لاکھوں لباس میں ظہور کیا باعتبار تعینات کے قرآن کو عین اور غیر دیکھ لو اسی طور سے آپس میں قرآن کو دیکھ لو باعتبار وجود کے ایک دوسرے کے غیر ہیں اور باعتبار معانی کے ایک ہیں اور کلام نفسی نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے تم اپنے حالت بچپن کو دیکھو مکھی اور مچھر کے دفعیہ کی قوت نہ رکھتے تھے کیا تم بچپن میں اور تھے اب اور ہو اس وقت سب طور کی قدرت رکھتے ہو اس وقت کا اصلی قوت کی آگے مثل بچہ شیر خوار کے تصور کرو کیونکہ جتنے لطافت بشیر ہوتی ہے احاطت زیادہ تر ہوتی ہے عالم ملکوت کی لطافت کی نسبت سے عالم ملک بالکل کثیف ہے اور عالم جبروت کی لطافت کے آگے عالم ملکوت کی لطافت کچھ نسبت نہیں رکھتی ہے پھر عالم لاہوت جو کہ عبارت عالم بویت ذات پاک سے ہے اس کی لطافت کے سامنے لطافت جملہ عوالم کے کچھ حقیقت نہیں رکھتی ہے عالم ملک کا کوئی ذرہ ایسی نہیں ہے جو عالم ملکوت اسکے محیط نہ ہو ویسا ہی عالم ملک و ملکوت کی کوئی چیز نہیں ہے کہ عالم جبروت اس کی محیط نہ ہو اسطر ح عالم جبروت و ملکوت و ملک میں کوئی ذرہ ایسی نہیں ہے جو کہ عالم ذات خداوند عز وجل اسکے احاطہ نہ کیا ہو کہ ان اللہ بكل شیء محیط (بیک لہ ہر چیز کو گہیرنے والا ہے)

اس جگہ سے معنی آیہ شریفہ وہو معکم اینما کنتم اور ونحن اقرب الیہ من جبل السورید کی سمجھ لینا چاہئے معیت باری تعالیٰ شانہ کے مانند معیت اجسام واعراض کے نہیں ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ شانہ اجسام واعراض نہیں ہے بلکہ یہ معیت باری تعالیٰ کی جو کل کائنات کے ساتھ ہے مانند معیت روح کے ہے ساتھ بدن کے کیونکہ روح کو نہ قالب کے اندر کہہ سکتے ہیں نہ باہر اور نہ متصل قالب کہہ سکتے ہیں اور نہ اس سے جدا کہہ سکتے ہیں بلکہ روح ایک عالم سے ہے اور بدن ایک عالم سے ہے عوارض اجسام واجرام کے مثل دخول و خروج و اتصال و انفصال وغیر ذلک میں سے کچھ بھی روح کو عارض نہیں ہوتا ہے اسکے باوجود قالب کے کوئی جز ایسی نہیں جو کہ روح اس کے ساتھ نہو معیت حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کی بھی ذرات عالم کے ساتھ یہی مثال رکھتا ہے مٹن عرف نفسہ فقد عرف ربہ اس پر اشارہ ہے حقیقت اشیا وہی وجود باری تعالیٰ شانہ کے ہے وہ اپنے مراتب ذات میں ایک ہے تعدد و تکثر کی اس میں اصلاً گنجائش نہیں ہے تعدد و تکثر اشیا باعتبار تجلیات متکثرہ اور تعینات متعددہ کے ہے پس ذات ایک ہے بواسطہ تعدد صفات و اعتبارات کے متعدد اور متکثر دکھلائی دیتا ہے پس یہ ذات واحد از روے تجرد و اطلاق کے حق ہے اور از روے تعدد و تکثر تعینات کے خلق ہے پس عالم ظاہر حق ہے اور حق باطن عالم ہے عالم اپنے ظہور کے آگے حق تھا اور حق بعد از ظہور کے عالم ہے پس فی الحقیقت ایک حقیقت ہے اور ظہور و بطون اور اولیت و آخریت از روے اضافات و اعتبارات کے ہے کہ هو الاول والاخر والظاهر والباطن (دینی اول و ہی آخر اور ظاہر اور باطن) حضرت جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

رباعی

ہر شکل بتان رہن عشاقِ حقست ÷ لابلکہ عیان درہمہ آفاقِ حقست
چیزیکہ بود ز روئے تقیید جہاں ÷ باللہ نہ ہمہ بوجہ اطلاقِ حقست

رباعی منہ

چوں حق بفاصل شیون گشت عیاں ÷ مشہود شد ایں عالم پر سود و زیاں
گر باز روند عالم و عالمیاں ÷ بارتبہ اجمال حق آید بمیاں
اگر نشو و نہاد درخت کے نہ ہوتا تو وہی گٹھلی تھی اب جو لباس تعین پہنا درخت ہو گیا اب اسکو
تخم کہنا نادرست ہے پکڑا بے تمام اقسامہ کے روئی کی ظہور ہے مگر تعین کی وجہ سے صفت
روئی کی نہیں رہی صورت کی رو سے روئی کے غیر ہیں اور حقیقت میں ایک ہیں قبل ان
صورتوں کے یہ پکڑوں کی وجود و وجود حقیقی روئی تھی جیسا درخت قبل صورت درخت کے
گٹھلی میں تھا اسی طور سے اپنے صفات کو خیال کرو یہ تمامی عالم اعراض مجتمعہ ہیں معروض
وہی وجود ہے ہر دم ہر آن بدلتے جاتا ہے اور نئے نئے ہوتے جاتا ہے اور ہر لحظہ اور ہر پل
میں عالم معدوم ہوتے جاتا ہے پھر مثل اس کے اسی وقت موجود ہوتے جاتا ہے عالم
معدوم کے ساتھ اس کے مثل موجود فوراً بلاتا خیر آملنے کے سبب سے دیکھنے والے کو ایک
چیز مستمر کے مانند دیکھلائی دیتا ہے اور اس مسئلہ کی رازیہ ہے قولہ کل شیء ہالک الا
وجہہ (ہر چیز ہلاک ہونے والا ہے مگر مناس کا) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسمائے متقابلہ ہے انہیں سے بعضے
اسمائے لطیفہ اور بعضے قہریہ ہے بہر صورت وہ دائم مدام اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تعطیل
اور بیکاری ان پر درست نہیں ہے پس جب کوئی حقیقت حقائق امکانیہ میں سے حصول
شرائط اور ارتقاع موانع کے واسطے سے وجود اور ہستی اور ظہور کا مستعد ہو جاتا ہے حق سبحانہ

و تعالیٰ اپنے رحمت رحمانیت کی اختصار سے اسمائے لطیفہ سے جوہ فرما کر اس پر افاضہ وجود
کا کرتا ہے تب وہ اپنے احکام اور آثار خاص کے ساتھ متعین ہو کر ظہور کرتا ہے پھر اس کے
بعد فی الفور بسبب تجلی اسمائے قہریہ باری تعالیٰ شانہ کے جو کہ مقتضی اضمحلال اور نابودگی
تعینات و آثار کثرت صوری کے ہے اس تعین خاص سے منسلک ہو کر پھر اسی آں مقتضائے
رحمت رحمانیت سے دوسرے تعین خاص کے ساتھ جو کہ سابق تعین کے مماثل اور مانند ہی
متعین ہو جاتا ہے پھر اسی آن قہر احدیت سے مضحمل ہو کر رحمت رحمانیت سے دوسرے
تعین کے ساتھ ظہور کرتا ہے علیٰ هذا القیاس الی ما شاء اللہ پس دو آن میں ایک
ہی تعین کے ساتھ تجلی واقع نہیں ہوتی ہے بلکہ ہر آن ایک عالم معدوم اور نیست و نابود
ہوتے جاتا ہے اور دوسرا عالم اسکے مانند وجود میں آتا ہے لیکن ناظر مجبوب بسبب تعاقب
امثال اور تناسب احوال سمجھتا ہے کہ عالم کے وجود ہر حال میں ایک حال اور ایک منوال پر
ہے جیسی ایک ڈھل کے پانی کے ساتھ دوسرے تیسرے بہت سا ڈھل کے پانی متوالی اور
متواتر آملنے سے دیکھنے والے کو ایک دریاے سیاں روان متصل سا معلوم ہوتا ہے یا جیسی
قطرات باراں کہ یکے بعد دیگر پیپے جلد جلد گر نیکی سبب سے ایک خط مستقیم واصلہ
دیکھلائی دیتا ہے یا جیسے نقطہ انگارہ سوزاں کو جلد جلد گھومانے سے دیکھنے میں ایک دائرہ
سا نظر آتا ہے فرمایا اللہ جل شانہ نے کل یوم ہو فی شان ذات پاک سبحانہ و تعالیٰ
ہر آن اسمائے لطیفہ و قہریہ سے نئے نئے تجلی کرتا جاتا ہے اور ہر دم اپنے جلال و جمال کا تازہ
جلوہ دکھاتا ہے اور ہر لحظہ صد ہا عالم ظہور میں لاتا ہے اور صد ہا قیامت قائم کرتا ہے و لکن
اکثر الناس لا یعلمون بل ہم فی لبس من خلق جدید۔

۱۔ ہر روز وہ ایک شان کے ہے ۱۲ سورہ یٰس اور لیکن بہترے لوگ نہیں جانتے ہیں بلکہ وہ بچ شک کے ہیں پیدائش نبی سے ۱۲ سورہ ق

قصیدہ للمؤلف

مدتے شد کز غم عشق دل حیران ما ÷ سر بصر ادا خود را در پے جانان ما
 راہ پر خوست و دزدان در کمین بنشستہ اند ÷ خضر فرخ پے نگاہی در چین میدان ما
 بحر موج غمش بس ہا مل بے ساحل ست ÷ بہر حق لطفے نما اے نوح کشتیان ما
 در درانا زم کہ اندر جملہ دل بر نشست ÷ زانکہ مرہر در لازم بود در مان ما
 چیت در مان ایدل سر گشتہ دانی آخرش ÷ صد رواں را یک نگاہ از سر و خوبان ما
 شکر صد شکر ست کز راہ کرم سالار عشق ÷ با کرو فر تمام آمد بہ شہر جان ما
 شاہ عشق آمد ہمہ روسوے ویرانی نہاد ÷ گر چہ ویرانی ولی تعمیر در ویران ما
 در قیامت زار عشقش معنی القارعة ÷ منکشف گردید از کشف عالیشان ما
 قارعہ دانی چہ باشد قارعہ عشق بت ست ÷ زان سبب جز بحث قارع نیست در دیوان ما
 چوں جناب قارع عشقش بہ شہر دل رسید ÷ شاہ و میر و ہم گدا در دیدہ شد یکساں ما
 جملہ چوں پروانگاں آید محقر در نظر ÷ یکجویر امی نیز زو با غم سلطان ما
 روزن عجب دریا مسدود میگردد در خلق ÷ فارغ آید دل و جملہ بردر جانان ما
 کوہ سائے غیریت چوں پنبہ می سوزد ہم ÷ اثر غیر حق نماںد در دل مستان ما
 عالے ہچوں سحابے گرد ساں خواہد گذشت ÷ خاک خواہد شد ہمہ از آتش سوزاں ما
 چیت عالم مجتمعا اعراض در غین بسیط ÷ نیست عرضے را بقا اے حکمت آموزان ما
 یا چو امواجی برنگ آب سیال ایں جہاں ÷ کان بساں بحر نماید بکشر چشمان ما

یا چو قطرات مطردان مستقیم و واصلہ ÷ کان بسرعت نازلست از گنبد گردان ما
 ہست در تجرید اکواں ایں جہاں بے بقا ÷ میشود مشکش نجد و ہر دم و ہر آن ما
 لیک حسن ظاہر ما ز قصور و اشتباہ دائم ÷ یک شیء بہ بیند خانہ امکان ما
 در نظر آید نظام متسق گر چہ جہاں ÷ می پذیرد و مبدم یک رنگ دیگر شان ما
 نیست در یک لمحہ عالم را قرار و ہم سکوں ÷ ہچو موج آب دائم در فرار اکوان ما
 ہر زمان از فیض سابق لاحقی آید بہم ÷ موجد و مفتی ہماں سر دفتر ترکان ما
 سرعت کون و فساد ایں سحر بر ما کردہ ست ÷ کا تیا ز حسن شدار عقل حکمت دان ما
 پنبہ غفلت ز گوش ہوش بردار و شنو ÷ کل شیء ہالک الا وجہہ از قران ما
 چوں بجانت قارع زینہاں زدہ ہست ÷ کرد فارغ مستمر بنی عدم اعیان ما
 نیست موجودے بجز ذات خداے ذوالمنن ÷ لطف حق چوں کرد ایں نعمت بخواں جان ما
 اثر ایں نعمت بجان ما چنان ساری شود ÷ زان گران آید خرد را کفہ میزان ما
 در مقام یسمع بی بصور بی زین ثقل ÷ عیشہ راضیہ را نعمت فتد در خوان ما
 و آنکہ شد میزان عقلش از حجاب ماسوا ÷ ہچو کاہہ بیدر مجبور ما انداز تان ما
 زین سبکباری شود جاے دلش در ہاویہ ÷ ہچ میدانی چہ باشد ہاویہ اے جان ما
 یعنی ہر کو ز آفتاب روشن بادیدہ دوخت ÷ سوخت او در نار ہجر خاور رخشان ما
 ای صفی پیوند خود با جان جانت پاسدار ÷ گویا زیم و شہ محمود شد سلطان ما
 تمام عالم کے تین مرتبہ ہیں اول مرتبہ تعین اول ہے اس کو شیون کہتے ہیں دوسرا مرتبہ
 تعین ثانی ہے اسکو اعیان ثابتہ بولتے ہیں تیسرا مرتبہ خارج کا ہے اسکو اعیان خارجی کہتے

ہیں انکوں کی شیرہ پر نظر ڈالو اول مرتبہ پاکی اور حلت کا ہے جب تک اس میں نشہ نہ ہو جب مسکر ہوا تو وہی شیرہ آب ناپاک ہو جاوے پھر اگر اس میں نمک ڈال کر نشہ کہو دو تو وہ حلت اصلی لوٹ آوے گی اب اپنے وجہ کو خیال کر کہ ایک وقت حکم ذات کا رکھتا تھا اور ایک تھا کہ

شعر

متحد بودیم باشاہ وجود ÷ حکم غیریت بکلی محو بود

اس وقت علم و قدرت وغیرہا کسی چیز میں مجبوری نہ تھی عالم مثال تک ایک قسم حکم و وجوب کا تھا جبکہ منزل عالم شہادت کی طرف کیا اور لباس امکان اور حدوث کا پہنا مجبوری آئی عبدیت اور معبودیت کی امتیاز درمیان آیا مثل شراب نجس اور حرام کے یہ بھی بیکار ہوا جیسا اس کو نمک سے نکھارتے تھے اس کو بھی عبادت و ریاضات و مجاہدات و توجہات شیخ کامل مکمل سے بنانا واجب ہوا تا کہ یہ کامل ہو یہ وجود ممکن درمیان دو عدم کے ہے اس کا اعتبار نہیں ہے جیسا عورت کو پاکی درمیان دو خون کے ہو اس پاکی کا اعتبار نہیں جس کو فقہا طہر متخلل کہتے ہیں یا یہ ممکن درمیان دو وجود و وجوب کے ہے اس حدوث و امکان کا اعتبار نہیں ہے چونکہ وجود نے اعیان ثابتہ کے لباس سے ظہور کیا اور حکم ہر محل کا جدا گانہ ہے اس واسطے کہہ سکتے ہیں کہ اعیان ثابتہ نے بوجہ وجود کی نہیں سو گئی ہے اب اسکے اندر دو اعتبار ہیں ایک تنزیہ کا دوسرا تشبیہ کا عالم تشبیہ میں جو اس کو کثافت لگی ہے اس کو دور کرے اور قرب حاصل کرے تخلقوا باخلاق اللہ (خوگر ہوا ساتھ خصلتوں خدا تعالیٰ کے) پر عمل کرے جبکہ صفات بشری دور کرے گا اور بجائے اس کے صفات الہی ظہور پکڑینگے اس وقت اس کا سب کام امر الہی سے ہوگا سینگا یا دیکھیر گا یا مارے گا یا جلاوے گا سب اس کے حکم سے ہوگا

کہ بی یسمع و بی یصر الخ شہاد اسکے ہے ان کا نام قرب نوافل ہے لطافت غایت درجہ کی اس مقام میں آجاتی ہے نزدیک و دور کا محتاج نہیں رہتا ہے ہر صفت مقید نہیں رہتی بے قید ہو جاتی ہے صفات سالک صفات الہی میں فنا ہونے کے یہی معنی ہے اس کو فنا فی الصفات کہتے ہیں یہی ثمرہ قرب نوافل کا ہے اسیکو حضرت مولانا رومی قدس سرہ السامی نے فرمایا۔

بیت

علم حق در علم صوفی گم شود ÷ ایں سخن کی باور مردم شود

حضرت مولانا جامی علیہ الرحمۃ اس شعر کی شرح یوں بیان فرماتے ہیں۔

مثنوی

علم صوفی خط و علم حق نقط ÷ از جو و نقطہ باشد بود خط

نقط جنبش کرد و خط آمد پدید ÷ لیک نقطہ ہم ز جاشدنا پدید

زیں سبب فرمود حضرت مولوی ÷ در مقام مثنوی معنوی

علم حق در علم صوفی گم شود ÷ ایں سخن کی باور مردم شود

اس کی مثال یوں ہے کہ وجود ”الف“ کا نقط سے یعنی کئی نقطہ ملکر ایک ”الف“ ہوتی ہے جیسا کہ (۱) تو دیکھو کہ اول بھی خط نقطہ ہے اور آخر بھی نقطہ ہے اور ظاہر بھی نقطہ ہے اور باطن بھی نقطہ ہے مگر صورت ”الف“ ہو رہا ہے علم ”الف“ نے مثلاً علم نقطہ کو چھپا رکھا ہے جیسا کہ نقطہ نے ”الف“ کو چھپا رکھا تھا اب ”الف“ نے نقطہ کو چھپا لیا ہے ”الف“ ”الف“ کا نعرہ ہر کوئی مارتا ہے اسی معنی میں کسی شاعر نے کہا ہے۔

ع ماکا فر خدا نیم و خدا کا فرما

یعنی خدا میرا چہانے والا ہے باعتبار اصل کے جبکہ وجود آدم نہ تھا تو یہ آدم اسی ذات کے اندر تھا اور جب آدم پیدا ہوا تو ذات خداوندی آدم کی صورت میں روپوش آیا مولانا جانی علیہ فرماتے ہیں۔

شعر

چو آن پیچوں دریں چوں کرد آرام ÷ پی روپوش کردہ یوسفش نام
یعنی جیسا تخم کے اندر درخت اصل کے اعتبار سے موجود تھا اور آب وجود تخم بصورت درخت کے ظہور میں آیا اور تخم روپوش ہو گیا جیسا کپڑے میں روئی چھپ گیا ہے اگر عبد بالکل فانی ہو جاوے یعنی بہولے سے بھی خیال نہ آوے ہر وقت اسی کا خیال جم جاوے پہر یہ بھی کیا منیا ہو جاوے تو اس وقت اسکے قرب کو قرب فرائض کہتے ہیں کیونکہ سالک کو کئے منزلیں طے کرنے ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اپنا بھی خیال رہے اور خدا کا بھی رہے جیسا کہ حضرت امیر خسر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

ع قطرہ در دریا و اصل بود جائیکہ من بودم

یہ ابتدا ہے دوسرے منزل یہ کہ خود کو بھولے اسی کو یاد رکھے حضرت شاہ نیاز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

شعر

سو جہی نہیں دنرات تیرے دھیان میں پیارے

اتنی تو خبر ہے کہ خبردار ہوں تیرا اسکے بعد اسکو منزل بہ منزل پیش آتی ہے کہ اس کی خبر بھی نہیں رہتی ہے اسکی مثال عورت کے ساتھ ہم بستری کے وقت کو خیال کرو کہ شروع میں تم کو

اپنا خیال بھی رہتا ہے اور عورت کا بھی پھر جب جذبہ روح بڑھتا ہے تو خالی عورت کا دھیان باقی رہ جاتا ہے اور تم فنا ہو جاتے ہو اسکے بعد جب جذبہ روح اور بڑھتا جاتا ہے اور قریب فراغت کے ہوتے ہو تو نہ عورت کا خیال رہتا ہے اور نہ اپنا بلکہ اس مزے میں محو اور بیخودی غالب ہو جاتی ہے۔

ع نہ اپنی خبر ہے نہ پھر یار کی

الغرض تمامی موجودات باعتبار وجود کے عین حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں اور از روئے تعین کے غیر ہیں اور غیریت اعتباریہ ہے اگر عالم عین نہ ہوتا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکو فرماتے ان احدکم اذا قام الى الصلوة فانما یناجی ربہ فان ربہ بینہ وبين القبلة یعنی جب نمازی اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب اس کا درمیان اسکے اور درمیان قبلہ کے ہے اور یہ حصر کر کے فرمایا باعتبار ظہور وجود کے اور اسی طور سے فرمایا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا ولسانہ الذی ینطق بہا ورجلہ الذی یمشی بہا یعنی میرا بندہ میرا نزدیکی نوافل سے ڈھونڈا کرتا ہے یہاں تک کہ محبوب کر لیتا ہوں اس کو اور جب میرا محبوب وہ ہو جاتا ہے تو اسکے سب افعال حرکات و سکنات میری ہو جاتی ہیں میرے کان سے سنتا ہے میرے آنکھ سے دیکھتا ہے میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے میرے زبان سے بولتا ہے میرے قدم سے چلتا ہے آدمی تعبیر انہیں افعال و جوارح سے کیا جاتا ہے جب سب اسکے ہوئے تو انصاف کرو کہ دوسرا جس کو آدمی بولتے ہو تو کون چیز باقی رہی وہا ما ینطق عن الہوی (نہیں بولتا ہے اپنے خواہش سے) فرما دیا گیا تھا بچا و خصوصیت سے کہ یہاں تعیم کر کے فرما دیا گیا۔

شعر

گفتہ او گفته اللہ بود ÷ گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

اور حدیث شریف جو ان اللہ يقول مَرَضْتُ فلم تعدنی و جعت فلم تطعمنی الحدیث کیا وحدۃ الوجود پر دلالت نہیں کرتی ہے اور ترمذی شریف میں جو یہ حدیث نقل کی کہ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ اَنْكُمْ دَلَيْتُمْ بِحَبْلِ اِلَى الْاَرْضِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یعنی قسم ہے اس ذات پاک کے جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان ہے اگر تم لوگ ڈول کوری سے باندھ کر زمین پر لٹکاؤ تو نہیں ٹہرے گا وہ ڈول مگر اللہ پر کہ حقیقت پانی مٹی کے بھی ذات ہے حضرت جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

فرد

جامی از چاہ طبیعت بدر آتابنی ÷ سر لودی جبل علی اللہ البیط

اور حدیث لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الدَّهْرَ اَنَا میں کیا تعلیم ہوئی ہے دوسری حدیث فرمایا لَا إِلَهَ غَيْرُكَ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دقیقہ سمجھانے کا باقی نہیں رکھا مگر کم عقلی کی کوئی دوا نہیں نہ سمجھے تو کوئی اس کو کیا کرے اگر یہ کہو کہ مشائخ ”وحدۃ الوجود کی نال لگاتے ہیں دہو میں مچاتے ہیں بہلا اس لفظ کا کہیں قرآن یا حدیث شریف میں بھی

۱۔ تحقیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیمار ہوا میں پس نہ بیمار پری کی تو نے میرا اور بھوکا ہوا میں پس نہ کھلائی تو نے مجھ کو ۱۲۔ قسم اس ذات کا کہ نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسکے ہاتھ میں ہے اگر لوگو کوری سے باندھ کر تخت اطری کو بھینک دے البتہ جاگرے اور پر اللہ تعالیٰ پھر پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت وی اول و آخر و ظاہر و باطن اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے ۱۳۔ نہ گالی دود ہر کوئی نہ زمانہ کو پس تحقیق دہر میں ہوا ۱۴۔ میں نہیں کوئی معبود غیر تیرا۔

ذکر ہے جواب تم مسائل شرعیہ کو دیکھو تو حقیقت کہل جائیگی آیت فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ سے وضو ثابت کرتے ہو مثلاً اس میں کہیں لفظ وضو کا مذکور نہیں اور یہ آیت دلیل وضو کی کہلاتی ہے اور ظاہر شریعت میں آیات و احادیث احکامے کو جمع کر کے ہیت مجموعی سے ایک حکم نکالتے ہیں اور ہر حکم کا ایک نام رکھ دیتے ہیں اسی طور سے ائمہ شریعت باطن نے آیات و احادیث اسرار کی کو جمع کر کے ہیت مجموعی سے استنباط کر کے ہر ایک حکم کے مایہ الامتیاز ایک نام رکھ دئے ہیں جیسا کہ مسئلہ وحدۃ الوجود اور مسئلہ تجدد و امثال و مسئلہ کل فی الکل و مسئلہ اندراج الکل فی الکل و مسئلہ معیت و مسئلہ عینیت و غیر ہا اسی واسطے مآل اور مطلب سب طریقوں کا ایک ہوگا اصطلاحات فقرا کی جدا گانہ ہوگی۔ جاننا چاہئے کہ اصل کمال انسانی کا ایمان ہے جس نے ایمان کو درست کیا اس نے سب کچھ کیا اور جن نے اس کو درست نہ کیا اس نے کچھ بھی نکلیا اگرچہ دنیا کی سب چیزیں جمع کیں یا کہ تمام عمر عبادت کی ایمان شرع شریف میں تصدیق قلبی اور گرویدگی دل کا نام ہے یہ گھٹنے بڑھنے والے چیز نہیں ہے جیسا کہ مذہب امام ابو حنیفہؒ کا ہے اور اکثر علماء عمل ارکانی کو بھی جزء ایمان کہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کے واسطے تین وجود ہوتے ہیں۔ عینی ذہنی لفظی اسی طور سے ایمان کی تین وجود متحقق ہیں وجود عینی ہر چیز کی اصل ہوتی ہے اور باقی دونوں فرع اس کی ہے وجود عینی ایمان کا نور یقین ہے جو دل مؤمن میں جگہ پکڑتا ہے اور یہی خودی کو مناتا ہے جو کہ عبد اور معبود کے درمیان پردہ ہے اس کو دور کرتا ہے اسی نور کو کمشکوۃ فیہا مصباح (مانند طاق کے ہے) کے چراغ نور اور اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمت الی النور۔

۱۔ پس دھوتم موبوں اپنے کو ۱۲۔ سورہ مائدہ ۱۳۔ اللہ دوستدار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف روشنی کے ۱۴۔ بقرہ۔

فرمایا ہے اور یہ نور کم و بیش ہوتا ہے اسی کو واذا تلیت علیہم آیتہ زادتهم ایمانا سے سمجھائیں فرمائی اور وجود ذہنی اسطور سے ہے اس نے مفاد کلمہ کو اجمالاً سمجھا تو اس کا نام ایمان اجمالی ہے۔ اور اگر اس کو بالتفصیل سمجھا اس کو ایمان تفصیلی کہتے ہیں اور وجود لفظی ایمان کا اصطلاحات شرع میں نام شہادتین کا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ وجود لفظی ہر چیز کا بدون تحقیق اور ثبوت اس چیز کے نفع نہیں دیتا ہے اس واسطے منافقوں کی جو فرمائی ہے وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ دوسری جگہ فرماتا ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قَل لِمَ تُوْثِقُونَ لَنَا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا جیسا کہ آگ آگ پکارنے سے آدمی جل نہیں جاتا پیاس سے کے پانی پانی پکارنے سے پیاس بجھ نہیں جاتی یا آکھانا کھانا کہنے سے پیٹ نہیں بھر جاتا مگر چونکہ بوجہ بشریت مافی الضمیر کو بدون الفاظ کے ظاہر نہیں کر سکتا ہے اس واسطے اس حکم شہادت کو اقرار زبانی میں بھی دخل ہوا گویا جزء اصلی تصدیق قلبی ہے اتمام اس کا زبان پر ہے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امر کیا گیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قتل کروں آدمیوں کو یہاں تک کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ (نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے) پس جبکہ اقرار کیا انھوں نے محفوظ ہوئے وہ مع اموال وغیرہا کے اصل ایمان و اسلام کی توحید اللہ رب العالمین خالق ارض و سما کی ہے بدون ایمان ابقائی توحیدی دوسرا کوئی ایمان کارآمد نہیں ہے وحدت حضرت کبریائی کے واسطے نہ شواہد و براہین درکار ہے اور نہ حج و دلائل کی ضرورت ہے آنکھ کھولتے ہی عالم اجسام کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدت وجود کی گواہی ظاہر اور ثبوت بین ہے اور وہی ثبوت دو قسم

۱۔ اور جب پرچی جاتی ہیں ان پر نشانیاں اسکے زیادتی کرتی ہیں ان کو ایمان ۱۲ سورہ انفال ۲ اور لوگوں سے وہ شخص ہے کہ کہتا ہے ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے اور ساتھ دن چمکی کے اور وہ نہیں ایمان لائے والے ہیں ۱۲ بقرہ ۲ کہا گواروں نے کہ ایمان لائے ہیں ہم کہ نہ ایمان لائے تم لیکن کہو مسلمان ہوئے ہم ۱۲ سورہ حجرات۔

پر ہے عامہ جو عوام مؤمنین کو حاصل ہے وہ ثبوت ظنی ہے یقینیات کے درجے کو نہیں پہنچتا ہے دوسرا علم علما جو اپنے اپنے حیثیت کے مطابق درجہ علم یقین و عین یقین و حق یقین کو پہنچ چکیں ہیں کہ ان کے اس یقین و عین یقین و حق یقین کو پہنچ چکیں ہیں کہ ان کے اس یقین کا ازالہ ممکن نہیں ہے بلکہ دم بدم علم نافع کے حصول سے اپنے اپنے درجے اور رتبے کی ترقیات مدارج کشف شہودی کی کیا کرتے ہیں۔

فرد

نظر میں ہوشیار و نکلے درخت سبز کی پتے ÷ خداوند جہاں کے نور کی یہ اک نشانی ہے توحید وحدت سے مشتق ہے اور وحدت دو قسم پر ہے ذاتا و صفتا مطلق یا مقید توحید کی مراتب کثیرہ ہیں پہلے علمائے شریعت ظاہر و باطن نے توحید حق کو دو قسم پر منقسم کئے ہیں توحید لسانی اور توحید عیانی۔ توحید لسانی دو طرح پر ہے توحید تقلیدی کہ عوام مؤمنین بلا علم اس توحید میں شامل ہیں قسم ثانی بذریعہ عقل و نقل و دلائل و براہین کے متکلمین توحید ربانی کو ثابت کرتے ہیں گو وہ تقلید سے باہر نکل گئے ہیں لیکن علمائے وجودی اور شہودی کی طرح مقام عرفان حق و نور کشف کے واصل نہیں ہیں دوسری قسم توحید عیانی کہ وہ توحید ذات و صفات و افعال خداوند تعالیٰ کے ہے اہل توحید عیانی غریق بحر عرفان ذوالمانی اور فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہیں ان کو دین و دنیا سے کچھ خبر نہیں ہے اور وہ دونوں جہاں سے بے غرض ہیں کہ اللہ بس باقی ہوں ہے اصل توحید کی ترک ہستی اور فنا ہے جو سبب خاص نجات دارین کا ہے حقیقت دین اسلام کی یہی توحید ربانی ہے توحید کی تین پردے مانع ہیں مال و ولد و بدن جس وقت حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو خلعت نبوت

وخلت کی عنایت ہوئی اور انی جاعلک للناس اماما (میں کرنے والا ہوں تجھ کو واسطے لوگوں کے امام) سورہ بقرہ کی خطاب سے مشرف ہوئے تو فرشتگان ملا اعلیٰ معترض ہوئے کہ وہ محبت مال میں مستغرق ہیں ان کو مرتبہ خلعت کی کب سزاوار ہے تب اللہ پاک نے اس بات کی امتحان کیلئے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام غائب از نظر ہو کر لفظ اللہ کہہ کر ایک آواز ایسا مارا کہ اس کے مذاق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش گر پڑے بعد از افاقہ کہنے لگے کہ اے پیک دوست ایک مرتبہ اور بھی نام پاک اپنے حبیب پاک کا سناؤ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پیک دوست نام دوست کو بے تحفہ و ہدیہ نہیں سناتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے کہ جو کچھ اموال و خزانہ ابراہیم کے ملک و قبضہ تصرف میں ہے سب راہ دوست میں فدا ہو یہ فرما کر سب اموال کو صدقہ کر دئے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محبت مال کی نہیں ہے پھر فرشتگان معترض ہوئے کہ وہ محبت اولاد رکھتے ہیں تب خداوند عزت نے ان کو خواب میں ذبح اور قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حکم فرمایا وقت ذبح کے جب چھری کا گر نہ ہوا دربار خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا چھری حلق اسماعیل علیہ السلام ہم کو ایک معصوم لڑکے کو ذبح کرنے سے کچھ غرض نہیں ہے بلکہ تیرے محبت فرزند کی رشتہ دل کو بریدہ کرنا منظور تھا پھر فرشتگان معترض ہوئے کہ خداوند احقر ابراہیم علیہ السلام اپنے جان کو پیار کرتا ہے فرمایا کہ جھوٹ کہتے ہو کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود مردود نے آگ میں ڈالا تھا تو جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہل لک حاجۃ یا ابراہیم یعنی تجھ کو کچھ حاجت ہے اے ابراہیم بولے اما الیک فلا یعنی تجھ سے کچھ مطلب نہیں ہے

جبریل نے کہا کہ اپنے رب سے درخواست کر بولا کہ حسبی عن سوالی علمہ بحالی (میں ہے تجھ کو پوچھنے سے میرے جاننا اس کا میرے مال کو) یعنی وہ خداوند کو خوب معلوم ہے حاجت سوال کے نہیں رکھتا ہے اور مجھ کو ان کی رضا منظور ہے غرض اس راہ میں جو شخص قدم کھتا ہے اسکے واسطے طرح طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں اگرچہ وہ علیم و خبیر ہے اس کی آزمائش محض محبت ثابت کرنیکے واسطے ہے ایسے مقام میں ہمت کو بات سے ندینا چاہئے استقلال و استقامت و صبر و رضا و تسلیم کو مد نظر رکھنا ضرور ہے جس قدر ایمان کا ترقی ہوتا جاتا ہے مومن کی ابتلا بڑھتا جاتا ہے کہ ابتلاء المؤمنین علی قدر ایمانہم (ازمایش مومنوں کا اوپر اندازہ ایمان ان کے ہے) معلوم نہیں کہ فتح باب مقصود طالب کو کس راہ سے حاصل ہو کہ از راہ نعمت میسر آوے یا از راہ محنت و مصیبت حاصل ہووے غرض بلا و مصیبت موجب رفع حجاب توحید عیانی ہے بدون نقصانی مال کے توحید انفعالی حاصل نہیں ہوتی ہے اور بغیر فناے اولاد کے توحید صفاتی میسر نہیں آتی ہے اور بدوں فناے جسم و روح کے توحید ذاتی کو نہیں پہنچ سکتا ہے فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ الْآیہ توحید ایزدنیچوں و چرا کے چار مراتب ہیں۔ توحید ایمانی و توحید علمی و توحید حالی و توحید الہی توحید ایمانی یہ ہے کہ بمنشائے اشارات و آیات و اخبار کے تفرّد و وصف الوہیت اور استحقاق معبودیت حق جل و علا کا بندہ موقن دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرے اور یہ تصدیق مخبراعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اعتقاد صدق خبراعنی حدیث و قرآن کے تصدیق کرنے کا

نتیجہ ہے جو علوم ظاہر سے یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے ان باتوں پر اعتماد کرنا اور تمسک کرنا شرک جلی سے خلاص پانے کا موجب ہے اور سلک اسلام میں وصول کا فائدہ بخشا ہے علمائے باطن بضرورت اس توحید میں عوام مؤمنین کے ساتھ شریک ہیں دوسری مراتبوں میں الگ ہیں اور مخصوص ان مراتب پر ان لوگوں کی قناعت کرنے کے سبب دین عجائز میں داخل ہونے کی جہت سے ہے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بدین العجائز (لازم پڑا اپنے پر دین بودا نے کا ۱۲) الحدیث دوسرے توحید علمی وہ یہ ہے کہ بطریق صوفیہ کرام کے سلوک کرے یقین کرے اللہ رب العالمین موجد حقیقی اور موثر تحقیقی ہے سوا اس کے دوسرا کوئی ان صفات کا موجد نہیں ہے اللہ رب العالمین کا انوار جمالی سے اوروں کا فروغ ہے نور جمالی صدی سے اور لوگ منور اور فیضیاب ہیں اور یہ توحید بھی علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین سے متفرع ہے تیسرے توحید حالی وہ یہ ہے کہ حال توحید موجد کا وصف لازم ذات ہو جاوے اور آپ سے بالکل فانی فی التوحید ہو کر اپنے دید و شنید و گفتار و رفتار اکل و شرب کو عین خداے تعالیٰ کی ذات کے افعال جانے اور آپ غریق بحر توحید ہو کر اپنے تمام رسوم و حدود کو توحید حق کے نور کے اشراق سے مضحل اور متلاشی خیال کرے۔

شعر

فلما استبان الصبح ادرج صؤہ ÷ باسفاره اضواء نور الکواکب

پس جب روشن ہوا صبح چھوڑ دیا اور داخل کیا اپنے میں اس کے روشنی نے بہ سبب روشن ہونے صبح روشنیوں تو روں ستاروں کے

اس توحید کی دودر بے ہیں وجودی و شہودی علمائے وجودی وہ ہیں کہ قائل ہمہ اوست کے ہیں وہ توحید کی دریاے ناپیدا کنار میں ایسی ڈوب گئے ہیں کہ سوائے عالم وجود حقیقی کے

ان کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے اور انکو سوائے اپنے محبوب کے اور کوئی چیز نظر نہیں پڑتا ہے دین و دنیا سے وہ بے خبر ہیں کوسوں ان سے عالم دور ہو گیا ہے شکل غیر کے وہ بھول گئے ہیں اشراق انوار حضرت حق میں وہ ایک بارگی چھپ گئے ہیں اپنے خیال میں بھی ان کو ہی نظر پڑتا ہے حضرت سلطان الاولیا غوث الثقلین ابو محمد سید عبدالقادر جیلانیؒ کے کلمات قدسیہ سے ہے کہ جب موجد مقام توحید تک پہنچ گیا اس مقام میں نہ موجد رہا اور نہ توحید نہ واحد نہ بسیار نہ خودی نہ خدا نہ بندہ نہ بندگی نہ ہستی نہ ذات نہ جبریل نہ قرآن نہ ولی نہ ولایت نہ صفت نہ موصوف نہ اسم نہ مسمیٰ نہ اول نہ آخر نہ ظاہر نہ باطن نہ بہشت نہ دوزخ نہ روشنی نہ تاریکی نہ نفی نہ اثبات نہ آسمان نہ زمین نہ مقام نہ منزل نہ طلب نہ طالب نہ مطلوب نہ عشق نہ عاشق نہ معشوق نہ آدم نہ حوا نہ ابلیس نہ کفر نہ اسلام نہ کافر نہ مسلمان نہ مؤمن نہ ایمان نہ حلال نہ حرام نہ وجود نہ عدم نہ مقام نہ استقامت اور جب موجد نے اس مقام میں استقامت کی گویا موجد توحید میں آ گیا کہ التوحید ترک التوحید فی التوحید (توحید چھوڑنا توحید کے ہے توحید کے ۱۲) توحید وہ ہے کہ اس زبان سے بیان نہیں ہوتی اور دل سے ذکر نہیں کیا جاتا اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا اگر ہے تو یہ ہے کہ اللہ بس باقی ہوں اور علمائے شہودی وہ ہیں جو اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور التزام احکام شرعی کو اپنے اوپر گورا کر لیتے ہیں وہ عالم کو ظل حق کہتے ہیں اور خارج میں موجود مانتے ہیں بطور ظل کے نہ بطور اصل کے اور عالم کو حق کے ساتھ قائم سمجھتے ہیں جیسا کہ ظل اصل کے ساتھ قائم رہتا ہے تو یہ بھی گویا ہمہ اوست کے قائل ہوئے اور خلق کو خالق کے ساتھ عکس اور شخص کی تصور کرتے ہیں جیسا کہ عکس بدون شخص کے قائم نہیں ہو سکتا ہے ویسا ہی مخلوق

بدون خالق کے قیام نہیں پکڑ سکتا ہے ان کے نزدیک وجود ممکن من کل الوجوه غیر وجود واجب ہے کسی طرح سے وجود کو اتحاد اور یگانگی نہیں ان کے نزدیک کشف مسلم ہے اور غلبہ کشف سے وجود متعددہ نظر سارک میں ایک شیء مشہود ہوتی ہیں حقیقت میں وجودات متعددہ اور متغائرہ ہیں جیسا کہ کوئی شخص بازار میں تیز رفتاری کرے بسبب تیز رفتاری کے اس کو داہنے بائیں دوکانیں نہ معلوم ہوں گے اور نہ بکتی چیزوں کا پتہ لکیر گا چوتھی تو حید الہی وہ یہ ہے کہ اعتقاد کرے کہ اللہ پاک ازل سے لیکر ابد الابد تک اپنی ذات پر قائم و دائم و باقی ہے لقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کان اللہ ولم یکن معہ شیء و کل شیء ہالک الا وجہہ اہل قال کے مطابق یہ تو حید بھی تین قسم پر ہے پہلی تو حید حق حق کی اعنی خدا تعالیٰ کو اپنے یگانگیت پر علم تھا دوسرے تو حید حق خلق کی اعنی حکم ہوا بندے کو کہ خدا کو واحد حقیقی جانے تیسرے تو حید خلق خلق کی اعنی انسان کو یقین کلی اسبات کا ہے کہ خدا تعالیٰ برحق واحد لا شریک ہے یہ مقالہ تقریر و تحریر سے بعید ہے یہ امر ایک احوال حالی ہے اس بحث خاص میں علمائے ربانی کی بہت سے کتب ہیں جس کو زیادہ شوق ہو اس میں دیکھ لے اب سمجھنا چاہئے کہ خداوند تعالیٰ کی مراد کلمہ تو حید سے کیا ہے آیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق جانے جو خالق نجانے وہ کافر ہے یا اور کچھ بھی معنی ہیں یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے اور عرب میں پیدا ہوئے عربی آپ کی زبان تھی کفار عرب کو اگر کسی دوسری زبان میں تعلیم ہوتی تو وہ تعلیم کی نفع سے بوجہ غیر زبان کے محروم رہ جاتے اسی واسطے انہیں کی زبانیں سمجھائیں ہوئی اور وہ باوجود بت پرستی کے جہان کے خالق رازق

۱۔ بدلیل قول نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ تھا اللہ تعالیٰ اور نہ تھا اسکے ساتھ کوئی چیز اور ہر چیز ہلاک ہونے والا ہے مگر ذات اس کا

خدا کو جانتے تھے بتوں کو غیر خدا کا مانتے تھے جیسا کہ اس وقت ہندو بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور عین خدا نہیں جانتے ہیں اس کی دلیل خود قرآن شریف میں موجود ہے فرمایا ولئن سئلتم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون . تو ان آیات سے ثابت ہوا کہ وہ لوگ بقول حسن سنجری رحمۃ اللہ کے۔

شعر

اگر کافر زبنت آگاہ کشتی ÷ یکے از واصلان راہ گشتی

اللہ کو خالق رازق جانتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گواہی دیتا ہے مَا نَعْبُدُہُمْ اِلَّا لِيَقْرَبُوْنَا اِلٰی اللّٰہِ زَلْفًا دوسری جگہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي شَفَعْنَا نَا عِنْدَ اللّٰہِ اِنَآ اٰیَاتِیْنَ فِیْہِ یَپَايَا گِیَا ہے کہ وہ وسیلہ قربت کا اور شفیع اپنا جانتے تھے تو نفس ان کا یہ اعتقاد کر کے موجب کفر نہیں ہو سکتا ہے کہ شریعت غرانے یہ عقیدہ کی رخصت دی ہے جیسا کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ رکھتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بتوں کا سجدہ تعظیمی کرتے تھے یہ موجب کفر ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ماں باپ سے سجدہ کرایا فریضت اور حرمت کو خیال کرو کہ کیسی نبی کے وقت فرض ہوا اب حرام ہو دیکھو ہر مہینے کا تین روزے حضرت آدم علیہ

۱۔ اور اگر پوچھتے تو ان سے کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور صخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو البتہ کہیں گے اللہ نے ۱۲ سورہ غکوت ۲ کہ کون ہے پروردگار آسمان ساتوں کا اور پروردگار عرش بڑی کا شتاب کہیں گے واسطے اللہ کے ہے کہ کیا ہے جس نہیں ڈرتی تم ۱۲ ۲ نہیں عبادت کرتے ہیں ہم ان کو مگر تو کہ نزدیک کریں ہم کو طرف اللہ کے نزدیک کرنے ۱۳ سورہ زمر ۲ یہ شفاعت کرنے والی ہیں ہمارے نزدیک خدا کے ۱۴ سورہ یونس

السلام کے وقت میں فرض تھے اب فرضیت جا کر استحباب باقی ہے اسی طور سے سجدہ کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بعض مصلحت سے متروک ہو گیا مگر اباحت باقی رہ گئی ہے اس کو مولانا نصیر الدین چراغ دہلویؒ کے ملفوظ اور ان کے پیر حضرت نظام الدینؒ اولیا کے ملفوظات میں دیکھو تو حاصل کلام یہ ہوا کہ نفس سجدہ کرنا بھی موجب کفر کا نہ ہوا ایک یہ وجہ بھی ہے کہ خدا کو انہوں نے غیر عالم تصور کر رکھا تھا جیسا کہ اب اکثر کا خیال ہے اس میں جو خاص ہیں تشبیہ میں مقید کرتے ہیں عام اس سے کہ تشریہ میں مقید کیا جاوے جیسا کہ اس وقت کفار مکہ کرتے تھے جیسا کہ شان نزول سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا ہے صف یا محمد الحدیث یعنی بیان کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تمہارا چاندی کا یا ہے سونے کا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مقید یا تشبیہ کرتے تھے اس واسطے لا الہ الا اللہ (نہیں کوئی رب سوائے اللہ کے) کہا گیا اور اگر دیکھو تو کسی نبی کی وقت میں ایسا نپاؤ گے کہ خدا کی خالقیت کا کسی نے انکار کیا ہو اب جو تعارف میں معنی تو حید کرتے ہیں اس سے مفاد اور حاصل تو حید نہیں ہوتا ہے کیونکہ معنی نفس تو حید کو دیکھو ایک کرنا یا ایک بنانا ہے کرنا یا بنانا مقتضی کثرت کو ہے یعنی کثیر کو ایک بنانا اسی لفظ کا خیال کر کے وہ لوگ بول اٹھے اجعل الالهة الها واحدا ان هذا الشی عجاب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی غیر حقیقی سب کو ایک خدا کر دیا یعنی عینیت ثابت کر دی یہ کیسی بات تعجب کی ہے نہ دوست آشنا سے سنانہ باپ دادے استاد سے سنا اس نے لکڑی پھتر سب کو کہد یا کہ خدا سے خالی نہیں باعتبار حقیقت کے خدا ہے مثلاً سونے کے چاہے چہلہ یا انگٹری یا بالی وغیرہ ہو کہتا ہے کہ وہی سونا ہے یا مثلاً انسان کہ ایک ہے افراد زید و عمر و بکر وغیرہم ہیں یا مثلاً زید کے تین سو

ساٹھ بند ہیں کہتا ہے کہ ایک زید فرد ہے اس کلمہ تو حید کو بمنزلہ قرآن فرض کرو بسم اللہ کلمہ کے الفاظ ہیں فاتحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہف عقائد حقہ ہیں سورہ ناس شریعت کی احکام محکمہ ہیں اسی واسطے کہا گیا ہے کہ کلمہ میں چار فرض ہیں اول صحت الفاظ دوسرے جاننا اس کے مضمون کا تیسرے اس کے مضمون پر اعتقاد کرنا چوتھے پاسدار رہنا اور یہ خوب جان رکھو کہ ہر شیء کی واسطے مدلول ہوتا ہے جیسا تمہارے واسطے تمہارے جسم مدلول ہے لفظ خط کے واسطے مضامین مندرجہ مدلول ہیں اسطر ح لا الہ الا اللہ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ۱۲) کیواسطے بھی مدلول درکار ہے اور ایقان مدلول کا نام ایمان ہے خداوند تعالیٰ کو چونکہ دوئی ناپسند ہے لہذا کلمہ کی لفظوں میں دوئی نقط کی بھی پسند نہ ہوئی حتیٰ کہ اپنے محبوب کے نام کے ساتھ بھی پسند نہ کیا لفظ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال کرو بہت باریکیاں پاؤ گے جس کو لکھنے میں ترک کر دیا ہے چونکہ مدلول کے سمجھنے میں بہت سارے اختلاف پڑ گیا اس جہت سے بہت فرقہ ہو گئی لہذا مولانا نے رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

نظم

اشترے گم کردہ اے معتمد ÷ ہر کس از اشتر نشانی میدہد

تو نمی دانی کہ آں اشتر کجاست ÷ لیک دانی کیں نشانیہا خطاست

اب خیال کرو کہ اس کلمہ میں دو حرف لا والا ہیں اور دو یمن لفظ ہیں ایک الہ اور دوسرا اللہ اس کے مدلول میں لوگوں کی عقلیں گم ہو گئیں کیونکہ خداوند تعالیٰ نے احکام شرع شریف کو جو کہ الہ پہونچے وحدانیت کے ہیں خلاف وہم بلکہ خود وحدانیت کو خلاف وہم کے بنایا ہے اور لوگوں کی عقل پر وہم کو غالب کر دیا سوائے انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کے

اسی واسطے اوروں کو تمیز معلومات وہمیه اور عقلیه میں کرنا دشوار ہو گیا ہے اس لئے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قطعه

اے برادر عصائے تو وہم ست ÷ کہ ہی افقی از سر دیوار

ور نہ ہنگام رفعت بزین ÷ زیر پا آیدت ہماں مقدار

کیونکہ مراد کلمہ کی جو وحدۃ الوجود ہے خلاف وہم کے ہے اسی واسطے عقل ناقص اس کو قبول نہیں کرتی ہے اور درپے تاویل کے ہو جاتی ہے کیونکہ جو متعارف معنی کلمہ کی بنا رکھی ہیں کہ (نہیں ہے معبود مگر اللہ) اور نہیں خیال کرتے ہیں کہ جیسا تو حید خلاف وہم کے ہے ویسی ہے کل احکام شرعیہ خلاف وہم کے ہیں تو چاہئے کہ سب چھوڑ دیں اور وہم کے موافق اگر احکام شریعت کو بہولتے تو تو انبیاءوں کا مبعوث ہونا لغو ٹھہرتا اور اسی طرح معجزات بھی ہیں متکلمین نے کلمہ کے معنی میں اس واسطے تاویل کئے ہیں کہ کثرت وحدت یا واجب ممکن ہوتا ہے اور اجتماع ضدین منع ہے اور یہ خیال نہیں کرتے کہ انسان ایک ہے اور افراد بیکد مثل زید و عمر و بکر و خالد وغیرہم کے ہیں اس میں تجزی بھی لازم نہیں آتی ہے اور وحدت میں بھی فرق نہیں پڑتا ہے یا خود زید کو دیکھو کہ ایک زید ہے کان ناک منہ ہات پیر وغیرہ بہت ہیں اس کثرت سے وحدت زید میں فرق نہیں ہوتا ہے زید دیکھتا سنتا ہے دو حواس ایک جگہ جمع ہوتے ہیں حالانکہ ہر ایک جد ہے پھر جمع ہیں پانی ایک ہے بسبب اختلاف زمین کے کہیں میٹا پانی ہے اور کہیں کہاری پھر ان میں بھی صاحب ذوق کو فرق معلوم ہوتا ہے کہ اس پانی میں بھی اگرچہ چار انگل فرق زمین سے ہو بہت فرق ہوتا ہے اس واسطے امام الموحدین محی الدین بن العربی مرید و خلیفہ حضرت ابو مدین اور وہ مرید و خلیفہ حضرت محی الدین ابو محمد

عبد القادر جیلانی کے ہیں اپنے فصوص الحکم میں فرماتے ہیں قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ كُنْ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا پس اس حدیث میں ایک ہویت مذکور ہوئی وہ عین جوارح ہے جس سے عبد تعبیر کجاتی ہے پس ہویت ایک ہے اور جوارح مختلف ہیں اور ہر جارحہ کو ایک علم جدا گانہ ہے ایک ہی چشمہ علوم سے کہ بسبب اختلاف موڑیوں جوارح کے وہ مختلف ہوتا ہے جیسا پانی کہ ایک ہی حقیقت ہے اس کے مذاق بسبب اختلاف مکانات کے مختلف ہوتا ہے کہ بعضے آسمیں میٹا ہے اور بعضے کہاری بہر صورت ایک ہی حقیقت ہے اگرچہ مزہ مختلف ہے اسی واسطے حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔

شعر

تو کہ در نفس خود زبوں باشی ÷ عارف کردگار چوں باشی

کہ جو اپنے نفس کو نہیں پہچان سکتا ہے کہ تیرے جسم میں کیسی روح مدبر ہے روح بمنزلہ مطلق کے ہے اور جسم بمنزلہ مقید کے ہے جسم سے طرح طرح کی کام ہوتی ہیں حالانکہ روح ایک ہے اسی طور سے خدا ایک ہے اور صورتیں اشیاء کی مختلف ہیں کلمۃ الحق میں مسطور ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ (نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے) محکمت سے ہے اور آیت محکمہ قابل تاویل کے نہیں ہے اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کو حدیث شریف میں لا الہ غیرک (نہیں کوئی معبود سوا تیرے) سے تفسیر فرمائے ہیں یعنی نہیں کوئی معبود غیر تیرے جس کے حاصل نفی غیریت ہے چنانچہ حضرت مولانا رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

۱۔ پس تحقیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جاتا ہو میں کان اسکا جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھ اسکا جس سے وہ دیکھتا ہے اور ہات اسکا جس سے وہ پکڑتا ہے اور پاس اسکا جس سے وہ چلتا ہے ۱۲

نظم

تیغ لا در قتل غیر حق براند ÷ در نگرزاں پس کہ بعد لاپچہ ماند
ماندا اللہ و باقی جملہ رفت ÷ شاد باش اے عشق شرکت سوز رفت
با وجود اسکے علمائے کبار شرقاً و غرباً کیا مفسرین کیا محدثین کیا فقہا کیا متکلمین سوائے ایک
جماعت صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے سبکے سب کلمے توحید محکم غیر قابل التاویل کو اپنے
وہم سے تاویل کئے اور کلمے طیبہ کو جسکے محصل نفی غیریت اور ثبوت عینیت ہے۔ اپنے موضع
سے تحریف کر کے کلمے خبیثہ جسکے محصل نفی عینیت اور ثبوت غیریت ہے رجوع کئے اور معنی
مقصود کلمے طیبہ کو کہ توحید ہے ہار دئے اور ثبوت غیریت اور نفی عینیت کہ کلمے خبیثہ اور
شرک محض ہے اسمیں واقع ہو گئی اور اپنے کو اور اپنے تابعین کو چاہ گراہی میں گرائے اور
اسپر بنا کر کے اکثر اہل حق کو مثل منصور و سرد و عطار و ذوالنون و غیر ہم رحمہم اللہ تعالیٰ کے
ایذا دئے اور قتل کئے نعوذ باللہ من التحریف اولا و من فروغہ ثانیاً چنانچہ
عارف رومیؒ اپنے مثنوی میں فرماتے ہیں۔

مثنوی

کردہ تاویل حرف بکر را ÷ خویش را تاویل کن نہ ذکر را
فکر تو تاویل کردہ ذکر را ÷ ذکر را مان و بگردان فکر را
برہو تاویل قرآن میکنی ÷ پست و کر شد از تو معنی سنی
مدتی معکوس باشد کار ہا ÷ شخہ را دزد آورد بردار ہا
زیر کاں کہ مویہا بیش گافتند ÷ علم ہیست را بجاں پرداختند

۱۔ پناہ چاہتا ہوں ساتھ اللہ کے بدلنے سے پہلی اور اس کے فروعات سے پھر۔

علم تیر نجات و سحر و فلسفہ ÷ گر چہ شناسد حق المعروف
لیک کو شیدند تا امکان خود ÷ در گذشتند از ہمہ اقران خود
عشق غیرت بردور و زیشاں کشید ÷ شد چنین خورشید زیشاں ناپدید
تم کلامہ اب رہی یہ بات کہ جب سوا ذات کے اور کچھ موجود نہیں ہے تو طالب نفی جو کرتا
ہے تو کس شیء کی کرتا ہے جواب جو غیریت وہی پیدا ہوئی جیسی ماں باپ کے ڈرانے سے
لڑکے کے وہم میں وجود بویا کا پیدا ہو گیا ہے اس کو نفی کرتا ہے اور باطن میں حق ثابت کرتا
ہے کیونکہ ذات من حیث ہی تمام اسما و صفات سے معز اور جمع نسب و اضافات سے مبرا
ہے اسکی اتصاف ان امور کے ساتھ تجلی اول میں عالم ظہور کی طرف توجہ کرنے کی اعتبار
سے ہے جو کہ آپ اپنے پر تجلی کیا تو علم و نور و وجود و شہود متحقق ہوئی اور نسبت مقتضی عالمیت
اور معلومیت کی ہوئی اور نور مستلزم ظاہریت و مظہریت اور وجود مستلزم واحدیت اور شہود مستلزم
شہادیت و مشہودیت کی ہوئی ایسا ہی ظہور جو کہ لازم نور کا ہے مشرق ہے ساتھ بطون کے
اور بطون کو تقدیم ذاتی اور اولیت ہے ظہور کی نسبت سے پس یہاں اول و آخر و ظاہر و باطن
متعین ہوئے ایسا ہی تجلی ثانی اور ثالث میں الی ما شاء اللہ نسب و اضافات متضاعف
ہوتے رہے اور جتنے نسب و اسما اس کا بیشتر ہوتے گئے اسکے ظہور بلکہ اسکے خفا بڑھتا گیا
فَسُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ احتجب بمظاہر نورہ و ظہر باسبال ستورہ اسکے خفا باعتبار
صرافت و اطلاق ذات کی ہے اور ظہور باعتبار مظاہر و تعینات کے یہ حقیر مؤلف کہتا ہے۔

غزل

ایک تراہر دو جہاں جلوہ رخسار ÷ استار تو رخ باشد و خود رخ بود استار

۱۔ پس پاک ہے وہ خدا جو کہ چھپ گیا اپنے مظاہر نور میں اور ظاہر ہوا ساتھ پردوں چھپنے کے اپنے۔

بکہ ظہور تو شدہ کوری چشماں ÷ نیست و گرنہ ز تو کوتاہی دیدار
مقبح رخسار کہ اطوار وجود دست ÷ ہفتاد ہزار ست ز تار یکی وانوار
ہر لحظ بہر رنگ و بہر شاں در آید ÷ ہست تلون بشیون لازم عیار
دلبری شانست تلون بر خوباں ÷ لذت عشق آمدہ در نازش دلدار
گہر فشانت اگر کلک تو مقبول ÷ جاہل نشود گوہر یکتا را خریدار
جرعہ بیاشام ز جام شہ خوباں ÷ خاموش نشیں زیر قدم نقش قدم وار
احولی چشم کہ یکدو و نہماید ÷ محروم گذار و ترا از دولت دیدار
خاک خرابات بروب از مژدہ چشم ÷ سرمہ بچشماں بکش از خاک مجبہ اری
غوث مجبہ اری کہ جاناں جہانت ÷ جان و دل خود نذر کفش او بگذار
حسب مضمون حدیث قدسی الانسان سرّی و اناسرّہ کے تمام اسما و صفات الہیہ کی
منظر خاص و جامع ذات انسانی ہے ہر چند کہ انسان از روے صورت ظاہرہ جسم صغیر صغیر
ہے پر از روے جامعیت باطنہ عالم کبیر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔

شعر

اتحسب انک جسم صغیر ÷ وفیک انطوی عالم الاکبر
اگرچہ صورتاً ضعیف البیان ہے پر معنا بنیان الرحمن ہے کہ الانسان بنیان الرحمن۔

غزل

اے جمال بے زوال ت رہبر جان آمدہ ÷ بیگماں بحر قدم در قطر امکان آمدہ

۱۔ آدمی مجید میرا ہے اور میں مجید اسکا ہوں ۱۲۔ آیا تو سمجھا ہے کہ تو ایک جسم چھوٹا ہے حالانکہ تجھیں پہنا ہوا ہے عالم بڑے ۱۳۔ آدمی بنیاد رحمن کا ہے ۱۴۔

در ازل خود عاشق خود گشتہ جوشان آمدہ ÷ ایک انسان آنکہ او بنیان رحمن آمدہ
خواست معشوقی خود جلوہ دہد صورت نہ بست ÷ ذات انسان را بہانہ کردہ جویاں آمدہ
سجدہ خود خواست از پا کان علوی جوہراں ÷ صورت آدم گرفت و روے پوشان آمدہ
خود سر شاہی بد اور ادائے گندم بخورد ÷ خود نمودہ ایں ہمہ تہمت بر انساں آمدہ
عاشقان را خود بہ تیغ ناز ہر دم می کشد ÷ خود مبرا گشتہ و تہمت بحدثان آمدہ
زلف و روے خویش نمود برنگ مہرودے ÷ عکس ہر دو تا بعالم کفر و ایمان آمدہ
غوث اعظم زلف بکشا روے بنماتا بکے ÷ در گذاری بیدل مقبول حیراں آمدہ
فی الحقیقہ یہی انسان بحکم علم الانسان ما لم یعلم گنجینہ اسرار الہی ہے فی الواقع یہی
انسان مصحف رموز علوم بادشاہی ہے اسلئے اصطلاح صوفیہ میں روے رخشان شیخ کو مصحف
سے تعبیر کرتے ہیں اور سیرانفسی کو تلاوۃ الوجود کہتے ہیں جو کچھ از روے جامعیت موجود
در ذات انسان ہے کل عالم نیست ہست نما اسکے تفسیر و بیان ہے آیہ سنریہم ایاتنا فی
الافاق وفي انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اسپر واضح برہان ہے مقولہ مقبولہ
حضرت سعدی شیرازی علیہ الرحمہ۔

شعر

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ÷ ہر ورقے دفتریت معرفت کردگار
اسی کا بیان ہے اور جو کچھ عالم نیست ہست نما میں موجود ہے حسب مضمون ولا ربّط
ولا یابس الا فی کتاب مبین قرآن مجید اس کے مبین ہے اس سے واضح و روشن

۱۔ سکھایا آدمی کو جو کچھ نہیں جانتا ہے ۱۲۔ سورہ علق ۲۔ شباب دکھاؤ بچے ہم ان کو نشانیاں اپنے بچ ملکوں کے اور بچ جانوں انکے کے یہاں تک کہ ظاہر
ہوگا واسلئے انکے تحقیق یہ ہے حق ۱۳۔ سورہ السجدہ ۲۔ اور نہ تراور نہ کوئی خشک مگر بچ کتاب بیان کرنے والے کے ہے ۱۴۔ سورہ انعام

ہو گیا کہ قرآن مجید تفسیر عالم نیست ہست نما کی ہے اور نیست ہست نما تفسیر ذات انسانی ہے کیونکہ مجموع عالم صورت عقل کل ہے کہ مربی اور بجائے باپ عالم آب و گل ہے اسلئے جو کہ عقل سے ٹیر ہا چلتا ہے صورت عالم اس کو غم فزا ہوتی ہے جیسا تیرا دل جب تیرے باپ سے برا ہوتا ہے صورت باپ کا باوجود یکہ تو اسکا نور دیدہ ہے تجھکو بد نما دیکھائی دیتی ہے ایسی ہی جو کہ عقل کل سے راست و درست ہے کل عالم اس کے لئے باغ جنت اور وہ اسکے نظارگی سے مست ہے اگر عالم اوروں کو مرغزار پر خار دکھائی اس کو گلزار جاوید بہار نظر آئے اگرچہ قیامت اوروں کو فی المآل ہے پر اس کو نقد حال ہے اوروں کو اگر نیہ ہے اس کو نقد بشارت ہے یوم تبدل الارض بالارض اسپر اشارت ہے حضرت عارف رومی قدس سرہ السامے فرماتے ہیں۔

مثنوی

کل عالم صورت عقل کلست ÷ کوہست ست بابائے ہر آن کاہل فلسف
چوں کسی با عقل کل کفران فرود ÷ صورت کل پیش او ہم سگ نمود
صلح کن با ایں پدر عاقی بہل ÷ تاکہ فرش زر نماید آب و گل
پس قیامت نقد حال تو بود ÷ پیش تو چرخ وز مین مبدل شود
نقل ہے کہ ایک روز فرزند ان حضرت عزیر علیہ السلام سے بعد سو برس انتقال آنحضرت کے عالم رویا میں کسی نے کہا کہ کل تمہارے باپ سے فلانی رہگذر پر ملاقات ہوگی اس بشارت تازہ سے فرحت بے اندازہ ان کو حاصل ہوئی صبح کو بر سر راہ سب منتظر کھڑے راہ تا

کہتے تھے کہ ناگاہ حضرت عزیر علیہ السلام بصورت ایک جوان نوخیز با حسن چہرہ دلاویز ان کے سامنے سے گزرے فرزند ان حضرت کے سب بوڑھے ہو چکے تھے اس مسافر نو جوان سے جو کہ فی الحقیقہ وہی ان کے عین مطلوب تھا احوال اپنے باپ کا پوچھنے لگے وہ بولے ہاں تمہارے باپ میرے بعد آتے ہیں یہ مژدہ سنتے ہی سب کوئی باغ باغ خوش ہوئے اور اپنے جی میں پہولے نہ سائے مگر ان میں بعض نے جو کہ قرینہ حال و مقال سے ان کو پہچان گیا وہ بیہوش گر پڑا اور ان کو یہ بشارت نیہ اور اس کو نقد حاصل ہوا اسطرح اہل وہم کو جو مقام شنید اور علم الیقین ہے سواہل اللہ کو مقام دید اور عین الیقین و حق الیقین ہے۔

مثنوی للمؤلف

دوسروں کو وعدہ جو فردا کو ہے ÷ عارفوں کو نقد سب اسجا کو ہے
سب کو مژدہ اور ہم کو نقد ہے ÷ خواستگاری سب کو ہم سے عقد ہے
ہر گھڑی صورت نئی اور نو جمال ÷ دیکھنے سے جس کے جاتا ہے ملال
باغ تن تیرا ہے جنت اے فتا ÷ جنة تجری عیون تحتھا
بہشت جاری ہے چشموں نیچے اسکے ۱۲
سنتا ہوں آواز ریش آب کا ÷ مست اور بیہوش جس سے دل مرا
شاخ طوبائے عضو چوں ماہیان ÷ تال دے دے ناچتا چوں مطربان
برق جلوہ کی چمک زیر گلیم ÷ یخطف الابصار ہر دم اے ندیم
او چک لیتا ہے آنکھوں کو ۱۲
یہ ہے بس آئینہ ذات قدیم ÷ مصحف اسرار و آیات علیم
یہ ہے کل میں اور کل ہے اسمیں بس ÷ اک اشارہ بس ہے گہر میں گر ہے کس

ہات میں آئینہ آئینے میں ہات ÷ ذات میں سایہ ہے سایہ میں ہے ذات
گر چہ ہے مقبول تیرا کلک اب ÷ چاک سینہ دوزباں و تیز لب
تہام لے اسکو ادب سے اب یہاں ÷ روشنائی تانہ ٹپکاوے عیال
روشنی دیکر عیان ماہ و چراغ ÷ روسیاہ یہ ہو گیا وہ سینہ داغ
وہ سیاہی کیسا ہے پہچان ہے ÷ جس سے بنتا قالب قرآن ہے
کیا ہے قرآن بحر اسرار خدا ÷ گنج نور انبیا و اولیا
کیسا ہے یہ داغ داغ درد ہے ÷ جس سے تجھ کو قدسیوں پر برد ہے
داغ دل سے تو ہوا سردار کل ÷ خار کی کہا داغ ہوتا غنچہ گل
کہا حسد کا داغ آدم گل ہوے ÷ شاہ گل آدم ہے کل بلبل ہوے
داغ جو کہا یا حسد کا نور حق ÷ علم الاسما کا تب پایا سبق
نور کا پتلا تھا آدم کا وجود ÷ قدسیوں نے اسلئے کیس ہیں سجود
ذات آدم مخزن انوار تھا ÷ نور سے ناری کو از بس عار تھا
عار سے ناری ہوا عاری زراز ÷ نور حق نائب ہوا اور سر فراز
غرض ذات انسانی مظہر جامع جل و علا اور آئینہ وحدت نمائے لامع حق سبحانہ و تعالیٰ ہے جیسا
قرآن مجید گنجینہ علوم یزدانی ہے ویسا ہی عالم اور وجود انسانی معدن الاسرار و مصحف سبحانی ہیں۔

شعر

مصحف حق تم ہو ذوالسر الکمون ÷ لا تمسکوا الا الطاہرون

اور جیسا علم حجاب اللہ الا کبر ہے اسطر ح یہ دونوں بھی بسبب تکثر و تعدد اعتبار یہ حسب
مضمون لیس الحجاب بینک و بین اللہ تعالیٰ الا نفسک و دنیاک
حجاب ذات ہیں اسلئے صوفیہ کرام ذات مرشد کو برزخ صغریٰ اور ذات رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو برزخ کبریٰ بولتے ہیں چنانچہ جلوۂ اولیٰ میں مذکور ہوائی الحقیقہ یہ تینوں ایک
حجاب ہیں کیونکہ ان میں سے ایک کا علم دوسرے کا علم کو اور ایک کا رفع دوسرے کے رفع کو
مستلزم ہے اور معنی حجاب ہونے کا یہ ہے جیسا کوئی محبوب حجاب کے اندر رہنے سے بغیر رفع
اور اولٹانے اس حجاب کے اس محبوب تک پہنچنا غیر ممکن ہے اسطر ح بے رفع اور اولٹا
نے ان حجب کے واصل بخدا ہونا محال ہے یعنی جیسا رفع حجاب سبب دیدار محبوب محبوب کا
ہے اسطر ح حصول علم و اسرار ایک کا ان میں سے کہ ایک دوسرے کو مستلزم ہے موجب
وصول الی اللہ ہے اسلئے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے من عرف نفسه فقد
عرف ربه یعنی حصول عرفان نفس انسانی سبب حصول عرفان ذات ربانی ہے بناء علیہ
طالب کو چاہئے ہمیشہ اپنے وحدت ذات کو ملحوظ خاطر اور مد نظر رکھے اور اس کو کہ سعادت
تشبیہ سے بے نصیب نہ رہ جاوے ایسی ہی محض تشبیہ کے ساتھ بھی موصوف نہ سمجھے جیسا
کفار سابق سمجھتے تھے مبادا کہ دولت تنزیہ سے محروم نہ رہ جاوے بلکہ پاکی و ناپاکی اور تنزیہ
و تشبیہ سب کو اسکی ظہورات و تعینات کی قسم سے سمجھے کہ اگر ایک ذرہ بہر بھی اس سے جدا
تصور کرے تو نعمت تو حید و عرفان سے بے بہرہ رہ جاوے حضرت عارف جامی علیہ الرحمہ
سلسلۃ الذہب میں فرماتے ہیں۔

مثنوی

نہ بہ تنزیہ شو چناں مشعوف ÷ کہ نصف صفت شوی موصوف
نی بہ تشبیہ آ چناں مائل ÷ کہ بحکم وجہت شوی قائل
می کن افساں کہ کردست تنبیہ ÷ جمع تنزیہ راعم التشبیہ
ہر یکے را بجائے او میدار ÷ چشم بر مقتضای او میدار
در صفہاے حق مشو یک چشم ÷ میکشا سوائے ہر یک اندر چشم
میکن از شرّ اعمور و جال ÷ استعاذت در اکثر احوال
معتدل شو کہ ہر کہ اہل دست ÷ در جمیع امور معتدلست
وسط آمد محلّ عز و شرف ÷ بوسط روئے نہ ز ہر دو طرف
تا رساند تراب فردیہا ÷ حکم خیر الامور اوسطہا
بہتر کاموں کا درمیانی اسکا ہے

لیکن بے جلوہ گری حضرت عشق کے یہ دولت کب میسر ہوتی ہے۔

پرتو دوم بیچ بیان حضرت عشق کے

حضرت عشق وہ چیز ہے کہ اس پر تیز گام قلم بیان اس کے میدان رقم اوصاف میں سراتا پالنگ ہے اور عرصہ کاغذ بلکہ عرصہ عالم باوجود اتنی قسمت و کشادگی کے اس کے ادنی دواو سے تنگ ہے اس کے داد بیاں ملک ہستی میں کون دے سکتا ہے اس کے شرح احوال خود وہی کر سکتا ہے جناب عقل اس کے ادنیٰ کرشمے سے بے عقل ہے پہر یہاں اوروں کو کیا دخل ہے بقول حضرت عارف رومیؒ -

مثنوی

شاد باش اے عشق خوش سوداے ما ÷ اے طلیب جملہ علتہائے ما
اے دوائے نخوت و ناموس ما ÷ اے تو افلاطون و جالینوس ما
جسم خاک از عشق بر افلاک شد ÷ کوہ دررقص آمد و چالاک شد
عاشقی گریز سرست و ز آن سرست ÷ عاقبت ما را بداں شرہ ہرست
ہرچہ گویم عشق را شرح و بیان ÷ چوں بعشق آیم نجل مانم از اں
گرچہ تفسیر زباں روشکرست ÷ لیک عشق بیزبان روشترست
چوں قلم اندر نوشتن می شتافت ÷ چوں بعشق آمد قلم بر خود شکافت
چوں سخن در وصف ایں حالت رسید ÷ ہم قلم بشکست ہم کاغذ درید
عقل در شرش چو خرد رگل بخت ÷ شرح عشق عاشقی ہم عشق گفت
از انجا کہ عشق خود اپنے ذات کا رہبر ہے کہ۔

شعر

آفتاب آمد دلیل آفتاب ÷ گرد لیلیت باید از وی رومتاب
شرح عشق و عاشقی من قبیل محالات کے ہے اما بحکم مالا یدرک کلمہ لا یتروک کلمہ
یہاں پر اس کے بعضے اطوار تجلی کی ایک شمع نمونہ زیب صفحہ کاغذ بیان کیا جاتا ہے واللہ
هو المؤید والمعین ومنہ الاعانة وایاہ نستعین -

جاننا چاہئے کہ عشق کا لفظ حضرت کبریا جل و علا کے ناموں سے ایک نام ہے اسطر ح لفظ
حسن بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک میں سے ایک اسم متبرک ہے جناب

۱۔ جو نکس دریافت کیا جاتا ہے پورا نہیں چھوڑا جاتا ہے پورا ح اور اللہ تعالیٰ وہی تائید کار اور مددگار اور اسی سے مدد ہے اور اسی سے مدد چاہتے ہیں

مولانا محمد یوسف علی شاہ گلشن آبادی شارح مثنوی معنوی فرماتے ہیں۔

شعر

عشق ہے اکنام ذات کبریا ÷ حسن ہے اکنام نور مصطفیٰ

عشق عبارت ہے جمیل حقیقی اپنے جمال کی طرف میل کرنے سے چنانچہ اسکا بیان آگے آتا ہے فرمایا خداوند پاک سبحانہ و تعالیٰ نے بیچ حدیث قدسی کے ان اللہ جمیل یحب الجمال یعنی خداے تعالیٰ شانہ حسن و جمال والا ہے اور حسن و جمال اسکو سدا پیارا ہے۔ عزیز و جہاں پر حضرت حسن و جمال جلوی گری فرماتا ہے جناب عشق بجان و دل اس کے ملازم ہو جاتا ہے کیونکہ حضرت حسن سلطان صاحب ناز ہے اور جناب عشق اس کے ناز بردار جان گداز جہاں حضرت حسن چہرہ آراے ناز ہے وہاں جناب عشق ناصیہ فرسائے نیاز ہے اقتضائے حسن و جمال کا سدا اخفا و روپوشی ہے اور تقاضائے عشق و محبت کا ہمیشہ اظہار و گرم جوشی حضرت حافظ شمس الدین شیرازیؒ فرماتے ہیں۔

فرد

من از آن حسن روز افزوں کہ یوسف داشت دانستم ÷ کہ عشق از پردہ عصمت بروں آرد ز لچارا
فی الحقیقۃ عشق کلید مخزن جود ہے جملہ کائنات عشق ہی سے موجود ہے جس وقت خداوند سبحانہ و تعالیٰ شانہ اپنے ذات میں تجلی فرمایا اور ذات بے ہمتا کو متصف بصفات کمال اور بے نیاز از عالم و آدم پایا پس ان صفات عالیہ میں سے جو کہ متعلق علم و دانش کے ہیں اس کو کمال ذاتی کہتے ہیں اور دوسرے کمالات جو کہ ان کمالات ذاتیہ کی ظہور اثر پر موقوف ہیں کمال اسمائی بولتے ہیں حقیقت میں یہ سب خصائص و آثار مختلفہ کی رو سے اطوار مختلفہ میں

۱۔ تحقیق اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے دوست رکھتا ہے جمال کو ۱۲

ظہور حق تعالیٰ کے ہیں پس یہ شہود اور تطورات ظہور کو جنکے ساتھ علم الہی متعلق ہوں اس کو جلا و استجلا کہتے ہیں یعنی صورت میں آجائیکو کمال جلال بولتے ہیں اور اس صورت کی دید کو استجلا کہتے ہیں جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات میں حسن کمال اسمائی کو مشاہدہ کیا ان کمالات کو اسی طرح نہفتہ اور پوشیدہ رہنے کو منظور نہ فرمایا چاہا کہ ان کمالات کو جلوہ ظہور میں لاوے اور اپنے شاہد حسن و جمال کو زیور ظہور سے آراستہ فرماوے اور راز پنہاں کو انجمن ذوات و اعیان ممکنات میں عیان کر دکھلاوے اس ارادت یزدانی اور خواست ربانی سے حضرت عشق پردہ بیگرگی ذاتی سے سر نکالا اور ہست و نیست سب کو اپنے احاطہ تصرف میں لا کر کتم عدم سے لباسہائے گوناگون وجود کا پہنا کر عرصہ شہود میں لایا للعارف الجامی قدس سرہ السامی۔

نظم

خداوند از ہستی سادہ بودیم ÷ ز بیم نیستی آزادہ بودیم

نخست از نیست مارا ہست کردی ÷ بقید آب و گل پابست کردی

جب نابودات بود میں آئی اور نیستی نے فیض حسن و عشق کی تجلیات سے انعامات بوقلمون ہستی کی پائی جملہ موجودات میں پر تو حسن و جمال اور عشق کا سرایت کر گئی یہاں تک کہ اب علویات و سفلیات میں سے کوئی چیز فیض حسن و عشق سے بے بہرہ نہیں ہے بلکہ کل موجودات حسن و عشق کا جلوہ ظہور ہیں حقیقت میں عالم حسن و عشق کا کھیل سے عبارت ہے یہ غزل حقیر مؤلف کا اسی پر اشارہ۔

غزل

کیسا عالی تیرے حسن و عشق کا سرکار ہے ÷ جس طرف دیکھو تو حسن و عشق کا دربار ہے
دیکھو اب کیسا گرم تر عشق کا بازار ہے ÷ تیرے حسن و عشق کامی سے سبھی سرشار ہے
قمری و کوئیل و طوطی کا بھی یہ اذکار ہے ÷ شاخ گل پر بلبلوں کا بھی یہی تکرار ہے
اکطرف کو ہے نیاز اور اکطرف کوناز ہے ÷ اکطرف کو ہے شہید اور اکطرف تلوار ہے
اکطرف کون ترانی لن ترانی کا ہے ناز ÷ اکطرف کو رب ارنی طالب دیدار ہے
اکطرف کو زاهد و سجادہ و تسبیح و دلق ÷ اکطرف کو رند مست و بادہ و میخوار ہے
اکطرف کو مسجد و محراب و منبر شیخ ہے ÷ اکطرف بتخانہ و بت برہمن زقار ہے
اکطرف کو ہے طبیب و دار و درمان شفا ÷ درددل سے اکطرف از پس طپان بیمار ہے
اکطرف کو بیدل مقبول کا ہے یکسی ÷ اکطرف کوناز شاہی غوث مجتہد اری ہے
اب یہاں پر جاننا چاہئے کہ جب باری تعالیٰ شانہ اسم پاک مرید سے تجلی فرما کر اپنے
حسن ذاتی کو ظہور میں لایا یعنی جب چاہا کہ اپنے معشوقیت اور صاحبیت کو ظاہر کرے اور
عالم و عالمیان کے لباس میں عاشقی و بندگی کو ظہور میں لاوے تاکہ اسکے معشوقی اور صاحبی
ظہور پکڑے تو اس صورت میں کل عالم معشوق اور مظاہر حسن اس ذات پاک کا اور وہ
ذات پاک عاشق اور مظہر عشق عالم کا ٹھہرے کیونکہ اس ذات عالی صفات کی معشوقیت اور
مظہر عشق عالم کا ٹھہرے کیونکہ اس ذات عالی صفات کی معشوقیت کی ظہور عالم سے ہوا ہے
اور کل مظاہر حسن میں مظہر اول اور فرد اتم اکمل ذات بابرکات سرور کائنات مفرج موجودات
حضرت رسالت آیات علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری (پہلی جو چیز پیدا
کیا خدا نے نور میرا ہے) اس تقدیر پر اسم مرید باری تعالیٰ شانہ فاعل موثر یعنی بمنزلہ مراد اور نور

محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کل کائنات منفعل متاثر یعنی بجائے زن کے ہوئے اور یہ تو آپ کو
معلوم ہے کہ جہاں پر حضرت حسن و جمال جلوہ گری کرتا ہے جناب عشق استلزاما اس کے
یار و مصاحب ہو جاتا ہے اور چونکہ عالم مظاہر اسماء الہیہ اور نور پاک محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ہیں اس واسطے موجودات کے آپس میں بھی رجال یعنی مردان بالذات مظاہر عشق اور
ظل اسم مرید باری تعالیٰ شانہ کے ہوئے اور انات یعنی زنان بالذات مظاہرات حسن اور
عکس ذاتیہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہریں اس لئے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حُبِّ الی من دنیا کم ثلث النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلوٰۃ ہر چند
کہ عشق خالق وخلق کے بین بین ہے اور میل و جذبہ جانین سے ہے باوجود اسکے عشق
خالق اصل و ماسیہ عشق مخلوق کے ہے کیونکہ باری تعالیٰ شانہ جب تک اسم مرید سے تجلی نہ
فرمایا صفت ارادت کے ساتھ کوئی موصوف اور محبت و عشق کے ساتھ کوئی معروف ہونے
نہیں پایا پس اس صورت میں عشق مخلوقات پر تو اور عکس عشق خالق کا ٹھہرا کہ۔ آیت
یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَہ اس کی طرف مشعر ہے کیونکہ ذات پاک حق سبحانہ و تعالیٰ باجملہ
صفات سوائے وجوب وجود اور نعمت قدم کے جمیع حقائق کونیہ میں ساری اور ساری مجاری
جسم و جان میں ہر ایک کے استعداد کے موافق جاری ہو گیا ہے اس تقدیر پر جملہ موجودات
اپنے استعداد کے مطابق بعضے مثلاً مظہر علم کے ہوا اور علم و دانائی اس سے سرزد ہوا اور بعضے
مظہر فعل و قدرت کے ہوا اس سے فعل و قدرت وقوع میں آیا اور بعضے مظہر ارادت اور
خواست کے ہوا تو اس سے شیوہ عشق و عاشقی کا ظہور میں آیا اور بعضے مظہر حسن و جمال کا
ٹھہرا تو اہل عالم کو اس کے شمع رخسار پر پروانہ اوشید اہنایا۔

۱۔ دوست رکھا گیا میری طرف تمہاری دنیا سے تین چیزیں عورتیں اور خوشبو اور ٹھنڈک میرے آئینہ کا نماز میں ہے ۱۲ ع پیار کرتا ہے وہ ان کو اور
پیاد کرتے ہیں وہ اس کو ۱۲ سورہ مائدہ

قطعہ

میل جملہ خلق عالم تا ابد ÷ گر ہمہ نیکند و گر بد سوائے تست

جز ترا چوں دوست نتواں داشتن ÷ دوستی دیگران بر بوی تست

فرشتوں کی ایک جماعت بھی جنکو ملائکہ مؤمنین کہتے ہیں بادۂ عشق الہی سے سرشار اور اپنے اور خلق سے بیزار سدا مشاہدہ شہود جمال حضرت حق میں مستہلک اور مستغرق رہتے ہیں نوع انسانی میں جو لوگ اس صفت کے ہوتے ہیں وہ بھی ان فرشتوں کے قوالب میں فانی کہلاتے ہیں یہ حضرات دین و دنیا بہشت و دوزخ دونوں سے فارغ البال ہوتے ہیں سوائے شہود جمال حضرت ذوالجلال کے چشم التفات اور کسی طرف نہیں اٹھاتے ہیں آئینہ کثرت صور و اشکال میں اس یکتاے صاحب حسن و جمال کو مشاہدہ فرماتے ہیں۔

غزل از مؤلف

چہ دانی مدعی من چہ بہ مجبہ نزاری جویم ÷ بدل عشق کسی دارم نشان یاری جویم

خیال حج اکبر اندروں دل ہی بستم ÷ بشوق طوف سرگردان کوے یار میجویم

منم شوریدہ سر بلبل کہ از درد فراق یار ÷ بہ گلزار طلب ہر دم گل رخساری جویم

بجیرانی سرا سیمہ کہ ہر جانب ہی گردم ÷ بمرآت دو عالم صورت دلدار می جویم

منم مجنون وقت خود بعشق غوث مجبہ نزاری ÷ چوں مقبول حزیں من دولت دیدار میجویم

کیونکہ عشق عشاق چار قسم سے خالی نہیں ہے یا تو وہ عشق ذات والا صفات حضرت باری عز اسمہ سے ناشی ہے یا حسن صفات یا فعال یا آثار حضرت خداوند عز و جل سے منبعت ہے بر تقدیر اول عشق ذاتی و حقیقی کہتے ہیں اور بر تقدیر ثانی و ثالث و رابع عشق صفاتی یا افعال یا

آثاری اور عشق مجازی بولتے ہیں عشق ذاتی حقیقی کی نشان دہی ہے کہ دل عاشق کا غرض ماسوائے مطلوب حقیقی سے خالی اور عاری ہو حضرت نظامی گنجوی علیہ الرحمہ مثنوی لیلیٰ مجنون میں فرماتے ہیں۔

مثنوی

عشق غرضی بقا ندارد ÷ کش عشق غرض روا ندارد

باعشق غرض کجا بود راست ÷ عشق غرضی نشست و برخاست

حالت طلب اور تشنگی جذبہ اسکے دل محبت منزل پر طاری ہو اور یہ طلب اور جذبہ ایسی چیز ہے کہ زبان عبارت اس کی کیفیات سے گنگ ہے اور سمند اشارت اس عرصہ میں لنگ بس یہی عشق باقی و پایندہ ہے اور باقی بمشابہ بازی فریبندہ کسلئے عشق مجازی جو کہ حسن صفات و افعال و آثار سے پیدا ہوتا ہے در محل زوال و فنا کے ہے کیونکہ اللہ پاک بحکم کل یوم ہو فی شان (ہر روز وہ سچ ایک شان کے ہے سورہ رحن) سدا اسمائے مقابلہ سے نئی نئی تجلی کرتا جاتا ہے اور صفات و افعال و آثار مختلفہ اس سے ظہور میں آتا ہے جب تاثیر تجلیات اسمائے مقابلہ کے سبب سے حسن معشوقان مجازی میں تغیر آ جاوے گا ان کے صفات و افعال و آثار میں بوجہ اختلاف تجلیات کے فرق پڑ جائے گا کیونکہ ان کے صفات و افعال و آثار شاہد حقیقی کے صفات و افعال و آثار کا پر تو ہیں چنانچہ جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

نظم

زذرات جہاں آئینہا ساخت ÷ زروے خود بہر یک عکس انداخت

جمال اوست ہر جا جلوہ کردہ ÷ زمعشوقان عالم بستہ پردہ

تو اس صورت میں عاشقان مجازی افسردہ دل ہو گئے اور گرمی عشق ان کے دل سے زائل ہو جائے گا اور وہ خود خسران ابدی اور حرمان سرمدی کی قید خانے میں مقید و مجبوس رہ جاویں گے معاذ اللہ من ذلک (بناہ خدا کا اس سے) بخلاف ان حضرات کے کہ وہ عزم عشق ذاتی کے رکھتے ہیں اور صفات و افعال و آثار کو پر تو ذات اور اس کے تابع سمجھ کر صور اعیان ممکنات کو آئینہ ذات بناتے ہیں اور جمال باکمال ذات کو آئینوں میں مشاہدہ کرتے ہیں۔

شعر

توئی آئینہ او آئینہ آرا ÷ توئی پوشیدہ و او آشکارا

اور اس عشق مجازی صور اعیان ممکنات کو عشق حقیقی ذاتی کے قطرہ یعنی پل ٹہراتے ہیں کہ المحجاز قنطرة الحقيقة (مجازیل ہے حقیقت کی) اور اس سے فوراً عبور کر کے عشق ذاتی حقیقی کی طرف سراغ لگاتے ہیں کہ۔

نظم

ولی باید کہ در صورت نمائی ÷ دزیں پل زود خود را بگذرانی

چو خواہی رخت در منزل نہادن ÷ نباید بر سر پل ایستادن

دنیا مثل قلعہ ذات الصور ہو شر با کے ہے کہ تصویر انسانوں سے پر ہی یا مثل ہفتم خائے زلیخا کے ہے کہ اس میں جملہ تصویریں یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی تھیں اسی طرح دنیا میں سب تصویریں انسانوں کی عاشق و معشوق خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ جو ان کو دیکھئے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے اسی واسطے حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ خلق ادم علی صورة الرحمن۔

۱۔ تحقیق اللہ تعالیٰ پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اوپر صورت رحمن کے ۱۲

فرد

غیر ترش غیر در جہاں بگذاشت ÷ لاجرم جملہ عین اعیان شد

مروی ہے کہ جس وقت اولاد حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہم السلام حسب فرمان حضرت یوسف صدیق اللہ علیہ السلام کے ابن یامین برادر حقیقی صدیق اللہ علیہ السلام کو لیکر کنعان سے ملک مصر کو تشریف لائیں حضرت یوسف صدیق علیہ السلام در لباس عزیز مصر روپوش ان کو ایک مکان عالیشان میں بستر اعزاز و اکرام پر بیٹھلائے اور ایک جماعت ملازمین بارگاہ سلطانی کو ان کی خدمت کیلئے تعین فرمائے امام خلف بھستانی اپنے تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ اس گھر کو حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے سنگ مرمر سے بنائے تھے اسکے طولانی چالیس ذراع کا تھا اور در و دیوار اس گھر کی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے سائر اولادوں کی تصویروں سے منقش و مزین تھا تمام واقعات گذشتہ جو کہ درمیان حضرت یوسف صدیق علیہ السلام اور ان کے بہایوں کے محل وقوع میں آئی تھی مفصل مرقوم تھا بعضے کو تصویر بھیچکر اور بعضے کو خط عبرانی میں تحریر کر دکھلایا غرض صورت گیارہ بہایوں کی اور سارے کیفیات واقعات ابتدائے انتہا منقوش تھا گویا اس گھر کی ہر در و دیوار مثلاً لہذا الكتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها سے عبارت تھا اور ہر نقش و نگار اس کی اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسبیا پر اشارت کر رہا۔

ابیات عربی

ذنبی قطعت منی جوابی ÷ فما عذری غدا یوم الحساب

۱۔ کیا ہے واسطے اس کتاب کے نہیں چھوڑتی جھوٹی بات کو اور نہ بڑی بات کو مگر گن لیا ہے اسکو ۱۲ سورہ کہف ۲ پڑھ کتاب اپنے کفایت ہے جان تیرے آج اوپر تیرے حساب لینے والے ۱۲ سورہ بنی اسرائیل ۳ گناہوں نے میرے بریدہ کردی میرے طرف سے میرے جواب پس نہیں ہے کچھ عذر میرا کل دن حساب کو ۱۲

کتاب هذا قم للعرض فاقرا ÷ وقد لاح الخطايا بي الكتاب
فكم شاب ينادي واشباب ÷ وكم شيخ ينوح على الشباب
فيا حنان يا منان عفوا ÷ فخذ بالعفو في يوم التهاب

جب بھایوں نے اس نگار خانہ کو نقش بدیعہ سے منقش دیکھیں اور درود یوار اس خانہ کو آئینہ احوال اپنے پائیں اس قدر خجالت اور شرمندگی لاحق حال ہوئی کہ نظر دیدار سے اور دہن گفتار سے عاجز آگئی اور نہایت خوف و خشیت دل سے تہرا گئیں اس اثنا میں حسب فرمان صدیق علیہ السلام خوان سالار نے ان کے لئے خوان طعام حاضر لایا یہ لوگ کہانے سے منہ موڑ لئے خوان سالار نے اس حال پر ملال کو دیکھ کر استفسار کیا کہ کیا ماجرا ہے جواب دئے کہ ہم کو اپنے مفقود بھائی کے ساتھ ایک واقعہ تھی ہم اس کو بھول گئے تھے اس وقت تمام درود یوار اس خانہ پر نقش نگار کو آئینہ احوال دیکھ کر ہمارے نائرہ فراق اور آتش اشتیاق اس قدر شعلہ زن ہے کہ پرواے طعام و شراب کی نہ رہی یہ کھکر آب حسرت جو بہار دیدہ سے بہاتے ہوئے چاہتے تھے کہ اس گھر سے نکل جاویں کہ حضرت صدیق علیہ السلام نے فوراً کیفیت حال پر واقف ہو کر فرمائے تا ان کو اس نگار خانہ سے نکال کر دوسرے ایک منزل گاہ میں لگئے اور حضرت یوسف صدیق علیہ السلام خود بدولت تشریف شریف اس جگہ ارزانی فرما کر اپنے بھائیوں کے ساتھ شریک طعام ہوئے اس حالت میں حضرت ابن یامین نے کہانے سے ہاتھ اٹھالئے حضرت صدیق علیہ السلام نے ان سے پوچھے کہ اے میرے

۱۔ اس روز خطاب ہوگا کہ یہ نامہ اعمال تیرا ہے پس اس کو لینے کو مستعد ہو اور پڑھ اور ہر آئینہ روشن کیا نامہ اعمال نے تیرے گناہوں کو ۱۲
۲۔ پس بہت سارے جوان اپنے جوانی کی نقصانی پر واشباب کر کر پکاریں گے یعنی افسوس کریں گے اور بہت بوز بار دیا کریں گے اور فوت ہو جانے جوانی کے ۳۔ پس کہا کریں گے اے مہربان اے احسان کرنے والا معاف کر پس معاملہ کر ساتھ معافی کے دن شد زنی آتش غضب تیرے یعنی دن قیامت کو ۱۲

پیارے تم نے کیوں ہات کہانے سے کھینچ لی عرض کئے کہ حضور میرے جی کو کہانا بھاتا نہیں مجھ کو اجازت دیجئے تا پھر ایک مرتبہ اپنے بھائی کی صورت زیبا کو دیکھ کر دیدہ جان کو ٹھنڈا کروں اور شعلہ فراق کو چشم برہم کی قطروں سے بجاؤں۔

قطعہ

یار من ایں جوانست کہ در یار بنگرم ÷ در کوے اور دم و درود یوار بنگرم
آیتہاست جملہ ذرات کائنات ÷ من در آئینہ رخ آں یار بنگرم
حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے ان کو اجازت فرما کر ایک خادم کی ہمراہ اس نگار خانہ کو بھیج دیئے ابن یامین صورت یوسفؑ کو سامنے لیکر بیٹھے اور گریہ وزاری آغاز کئے ادھر یوسفؑ نے اپنے فرزند ارجمند افرام کو اس گھر میں بھجکر فرمائے کہ اے فرزند دلہند تو اپنے چچے ابن یامین کے پاس جا بیٹھ اور تجھے جو کچھ پوچھے عبرانی زبان میں اس کے جواب صاف صاف عرض کر اگر تجھے استفسار کرے تو کس کا لڑکا ہے اس وقت کہنا کہ میں فرزند دلہند یوسف صدیق علیہ السلام کا ہوں اب وقت متقاضی اس کا ہے کہ پردہ از روئے کار اٹھائے جائے اور یار چہرہ پر انوار کا جلوہ دکھائے لیکن ہر گز ہر آئینہ یہ راز کو دوسرے پر ظاہر نہ کرنا اور اس جلوے کو نظر نامحرم سے چھپا لینا افرام حسب فرمان واجب الاذعان پدر مہربان اس نگارستان کو آ کر تحفہ سلام پیش کش فرمایا اور اپنے چچے حضرت ابن یامین کے پاس بیٹھ گیا حضرت ابن یامین ایک مرتبہ نظر اس صورت دیوار پر رکھتا اور ایک مرتبہ چہرہ مہر نگار افرام کو دیکھتا درمیان ان دونوں صورتوں کے مشابہت تمام اور مناسبت تام ملاحظہ فرما کر افرام سے کہا کہ اے فرزند تم کون ہو اور کس کا فرزند ہو تب افرام نے عبرانی زبان میں کہا کہ عم

باکرم میں فرزند دلہند اور جگر گوشہ ارجمند حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کا ہوں ابن یامین نے کہا کہ ہاں پیغمبر خدا یوسف صدیق علیہ السلام ان کے نام ہے ابن یامین یہ منکر گریہ وزاری کرنے لگا افرائیم نے کہا کہ کیوں روتے ہو کہا کہ ہمارے ایک بھائی ان کے نام بھی محل بیان میں لایا افرائیم نے کہا کہ کچھ غم نہیں میں ان کے فرزند دلہند ہوں ابن یامین یہ سنتے ہی اپنے جگے سے کود کر جھٹ اپنے برادر زادہ افرائیم کو گود میں اٹھا لیا اور اس کے سر و پیشانی پر بوسہ دے کر کہا واللہ راست کہتے ہو کہ تجھے بواپنے بھائی کی پاتا ہوں آب تمہارے باپ کہاں ہیں بولا کہ اس وقت آپ کے ساتھ پٹھکر جو بات کرتے تھے سو مرے باپ ہیں ابن یامین بولا کہ وہ تو عزیز مصر تھا بولا کہ میرے باپ وہی ہیں ابن یامین بولا کہ مجھ کو ان کے سامنے حاضر کر کہا کہ بہت خوب میں اول ان سے اجازت لوں یہ کہہ کر افرائیم اپنے باپ کے پاس جا کر عرض کیا کہ اے پدر مہربان میں نے اپنے چچے ابن یامین پر حضور کی ساری راز مکشوف و آشکارا کی ہوں اب وہ حضور کے دیدار کا تمنا رکھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے ان کو اجازت دی افرائیم ابن یامین کے پاس آ کر کھا کہ چلے اور دیدہ رمد دیدہ کو اپنے محبوب کے مشاہدہ جمال سے روشن کیجئے جب ابن یامین حضرت یوسف علیہ السلام کی خلوت خاص میں آیا حضرت یوسف کھڑا ہو کر پردہ چہرہ پر جمال سے اٹھا کر ابن یامین کو اپنے گود میں اٹھالے اور فرمائے کہ انسی انا اخوک فلا

تبتئس بما کانوا یعملون (تحقیق میں ہوں تیرا پس مت غمگین ہو ساتھ میں چیز کے کرتے کرتے ۱۲ سورہ یوسف)

تحقیق میں ہوں تیرا بھائی پس مت غمگین ہو ساتھ اس چیز کے کہ تھے وہ کرتے جب ابن یامین نے پیشانی مبارک یوسف کو خوب غور سے دیکھا اور پہچان گیا ایک نعرہ اپنے دل غم

دیدہ سے ایسا مارا کہ بے ہوش گر پڑا جب ہوش میں آیا دیکھا کہ یوسف ان کے سر کو اپنے گود میں لیکر اسپر گلاب و کا فور افشانی کر رہے ہی پھر چاہا کہ کمال فرح اور فرط نشاط سے ایک نعرہ اور مارے اتنے میں یوسف نے فرمایا کہ خبردار وقت بیطاعتی اور بے بھری کے نہیں ہے مبادا کہ بھاؤں کو خبر نہ ہو جاوے کیونکہ اب تک اجازت نہیں ہے کہ میں اپنے کو اپنے ظاہر کروں کہتے ہیں اس وقت ابن یامین پر ایسی حالت طاری ہوئی تھی کہ غایت سرور اور نہایت شادی سے اپنے سے غائب اور بالکل محو مشاہدہ جمال محبوبی ہو گیا تھا۔

قطعہ

خرم آں لحظہ کہ مشتاق پیارے برسد ÷ آرزو مند نگارے بکنارے برسد
قیمت گل شناسد مگر آں مرغ اسیر ÷ کہ خنراں دیدہ بود پس بہ بہارے برسد
عزت وصل نداند مگر آں سوختہ ÷ کہ پس از دوری بسیار ہیارے برسد

ارباب تحقیق اور اصحاب تدقیق

نے اس باب میں عبارات لطیفہ اور اشارات شریفہ سے مواصلت ابن یامین کو یوسف صدیق علیہ السلام سے آئین وصال مشتاقان جمال حضرت احدیت جل و علا اور طریق مواصلت بجناب حقیقت باری تعالیٰ کے بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مقدمہ وصال اور دیباچہ اتصال یوسف صاحب جمال کا یہ تھی کہ پھلے بہائیوں کو صورت خانہ میں لایا جس میں صورت محبت و محبوب کی منقوش اور کیفیت احوال مطیع و عاصی اور دائن و قاضی کے مرقوم تھا بعض بہائیوں میں سے طاقت مشاہدہ ان صورتوں کی نہیں رکھتا تھا اس جگے سے

نفور ہو گیا وہ دس بھائی محبوب یوسفؑ کا تھے کہ قدر یوسفؑ کو نہ جانیں اور دقائق مشاہدہ جمال اور حقائق لذت وصال صدیقی کو نہ پہچانیں اور بعض دوسرے نے اس صورت خانہ میں مشاہدہ صورت محبوب سے فیض وصال پا کر سرفراز و ممتاز ہوا اور مظہر اس معنی کا ابن یامین تھا کہ طالب اسرار اور مشتاق دیدار ہو گیا اس طرح روز میثاق میں ارواح کو بر مثال برادران یوسفؑ صورت خانہ اشباح میں لا کر صورت اسما و صفات الہیہ کی ان پر متجلی کیا بعض کو خفاش کی طرح تاب تحمل انوار تجلی کی نہ تھا اس نور کا پرتوی سے گریزاں ہوئے کہ اس فرار و گریز کی وجہ سے زخم تیغ ہولاء للنار سے مجروح ہو گئے اور بعض دوسرے جو کہ عالی ہمت اور بلند حوصلہ تھے ذرہ وار ابن یامین کردار انوار اسما و صفات حضرت کردگار کے جام سے مست و سرشار ہوئے کہ ثناء و حمدت ہولاء للجنة (یوں بہت کے لئے ہیں) کے خطاب سے مشرف ہو گئے طائفہ اولیٰ منکر بنے اور طائفہ ثانیہ عاشق ٹھہرے منکرین غایت ظلمت سے قابلیت اس نور کے نہ رکھتے تھے اور عاشقان نہایت صفائی سے تاب اس سرور کا نہیں لاتے تھے حکیم ازلی جل و علانے سب کو اس صورت خانہ سے خلوت گاہ اصلا بآباد و احام امہات میں لایا اور ہر لحظ خوان ترتیب عنایت کی ان کی تقویت کیلئے سامنے رکھا عاشق مسکین بر مثال ابن یامین نگارستان الست بر بکم میں خیال جمال ربوبیت کا دیکھتا تھا اور نداء صدائے عشق و محبت کی سنا تھا اس خیال کی اشتیاق میں بدل و جان مشتاق اس فراق کی حالت میں اپنے طاقت سے طاق نہ خوان کو دیکھتا تھا نہ اس کو احسان مانتا تھا حضرت عزیز علی الاطلاق کی جانب سے فرمان پہونچا کہ اے ملائکہ الا طلال شوق الابوار الی لقائی وانا الیہم اشد شوقا اب وقت تقاضا اس کے رکھتا ہے کہ ارواح عاشقین

کو صورت خانہ زرنگار فاحسن صور کم یعنی قالب میں لاؤ تا بمقتضای خلق اللہ ادم علی صورتہ ہمارے جمال با کمال کی مشاہدہ کریں اور ہم سے غائبانہ نزد عشق بازی کا کہیں ملائکہ ابن یامین ارواح کو صورت خانہ قالب میں لائیں جیسا وہاں یوسفؑ نے افرا ئم کو کہ با ہم نسبت ابو بیت اور ابیت کے رکھتے تھے ابن یامین کے پاس بھیجے تھے یہاں عزیز حقیقی جل و علانے افرا ئم عشق و محبت کو کہ اس کے درمیان اور حق تعالیٰ کے درمیان نسبت صفت و موصوف کے ہے ابن یامین روح کے پاس ارسال فرمایا جیسا وہاں افرا ئم لباسہاے گوناگون صوری سے آراستہ تھا یہاں عشق اپنے کو خلعتہاے معنوی درد و سوز سے پیراستہ کیا اور لباس حرمت کا پہنا اور کلاہ عزت کا سر پر رکھا اور پٹکا خدمت کا باندھ کر دروازہ دل سے ظاہر ہوا اور ابن یامین روح کو سلام کیا چنانچہ حضرت مولانا رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں عشق در آمد ز در گفت سلام علیک

عشق در آمد ز در گفت سلام علیک ÷ عشق بروں ز در سر گفت سلام علیک

در طلبش نیم شب جان من آمد بلب ÷ یار چو دید ایں طلب گفت سلام علیک

من چو ز غم خوں شدم عاشق محزون شدم ÷ دید کہ مجنوں شدم گفت سلام علیک

من بہ تظلم شدم غرق ترحم شدم ÷ چونکہ ز خود گم شد گفت سلام علیک

للعراق روح اللہ روحہ

اکاؤس تلالات بمدام ÷ ام شمس تہللت بغام

از صفائے منی و لطافت جام ÷ در ہم آمیخت رنگ بادہ و جام

ہمہ جام ست نیست گومی مئے ÷ یادام ست نیست گوئی جام

۱۔ پیالے ہیں شراب کی روشن ہوئی ساتھ شراب کے یا آفتاب ہیں روپوش ہوئی ساتھ ابر کے ۱۲

آرے عشق صفت معشوق کی ہے اور صفت ذات میں داخل ہے امتیاز فیما بین نہایت مشکل ہے۔

دوئی را نیست رہ در حضرت تو ÷ ہمہ الم ز تو از قدرت تو
اسلئے ابن یامین افرام کو اپنے گود میں لے لیا کہ تجھ سے ہو اپنے محبوب کی پاتا ہوں
اسطرح عشق کو بھی عاشق سے یہی نسبت ہے۔

از سیزہ عجائب نفسی میثوم ÷ وز دل سخن دوست بسی میثوم
اسنہا ہمہ از راحۃ عشق ویست ÷ ای عشق ز تو بوی کسی میثوم

اب اے عشق کہدے کہ میرے معشوق کہاں کہ دیگر تاب ہجر و فرقت کے نہی لاتا ہوں۔
اے باد ازان بہار خبر دہ کہ تا کجاست ÷ وے دیدہ ز اں نگار خبر دہ کہ تا کجاست
من ہچو گل بسو ختم از آفتاب ہجر ÷ ز اں سر و سایہ دار خبر دہ کہ تا کجاست
عشق کہتا ہے کہ اے عاشق تیرا معشوق ہمہ دم تیرا ہم سنگ ہے کہ و نلحن اقرب الیہ
من جبل السورید اس کے ندائے بلند اور اس کے بانگ ہے وہ ہمیشہ تجھے و اذا
سنلک عبادی عنی فانی قریب کے ساتھ ہم کلام ہے اور آئینہ وجود میں شہود جمال
اس کا تیرے سامنے مدام ہے۔

قطعہ

محبوب خود اے عاشق از غیر چرا جوئی ÷ اور اہمہ زو طلب گرمرد خدا جوئی
در خویش نکو بنگر محبوب قریب تست ÷ چوں غیر نئی آخر از غیر چرا جوئی
دنیا طلبد جاہل عقبہ طلبد عاقل ÷ اے عاشق صاحب دل یارب تو کرا جوئی

۱۔ اور ہم ہست نزدیک ہیں طرف اس کے رگ جان سے ۱۲ سورہ ق ۲ اور جب سوال کریں جھگو بندے میرے مجھے پس تحقیق ہیں
نزدیک ہوں ۱۲ سورہ بقرہ۔

فی عرش خبر داردنی فرش اثر دارد ÷ کو در دل تو بتو دیگر از کجا جوئی
جیسا وہاں افرایم نے حسب اجازت یوسفی ابن یامین کو خلوت خانہ یوسفی میں لا کر منجملہ
ارباب اختصاص سے گردانا یوسفؑ نے فرمایا انی انا اخوک فلا تبتنس بما کانہ
یعملون یہاں بھی عشق بر مقتضائے اشارات معنوی حجابوں کو پیش نظر عاشق سے اٹھا دیتا
ہے یہاں تک کہ اسکے شجرہ اخضر نھاد سے سمع ادراک میں معشوق حقیقی ندا پہونچتا ہے کہ
انی انا اللہ لا الہ الا انا۔

اگر بوادی ایمن بروں بری را ہے ÷ تو ہم ز خود شنوی نعرہ انا للہی
ز قید تن بدر آور فضاے عالم جان ÷ بہین ز روزن دل تا محض تش را ہے
ز ظلمت شب ہجران ز مطلع یمنی ÷ عجب مدار کہ سر بر زند یک آ ہے
ز چشمہ دلت آب حیات بر جوشد ÷ چنانکہ مطلع یوسف بر آمد از چاہے
تو غافل چہ نشا سی ظہور سر وجود ÷ کہ نیست مظہر او جز ضمیر آ گاہے
چشم بینا اور دل آ گاہ کے واسطے حق تعالیٰ نے شش جہات کو اپنے مظہر ذات بنایا اسلئے اپنے
کلام پاک میں فایتما تولوا فثم وجہ اللہ فرمایا تا کہ ہر طرف وہ جمال وحدت کبریائی
کو مشاہدہ کرے جو کہ ذات حق میں فانی ہے وہ اپنے صورت کو عین صورت حق کے دیکھتا ہے
اور جمال حق کو محبوبان مجازی کے صورتوں میں خاص کر عورتوں کے صورتوں میں اسطرح دیکھتا
ہے جیسی صورت مہتاب کی پانی میں نظر آتی ہے حضرت عارف رومی فرماتے ہیں۔

۱۔ تحقیق میں ہوں بھائی تیرا جس مت غمگین ہو ساتھ اس چیز کے کہ تھے کرتے ۱۲ سورہ یوسف ۲ تحقیق میں ہوں اللہ نہیں کوئی معبود سوائے
میرے ۱۲ سورہ بقرہ ۱۷ پس جہ ہر مذکر و پس و پس ہے من اللہ کا ۱۲ سورہ بقرہ

شعر

حسن حق بیند اندر روے حور ÷ ہجومہ در آب از صبح غیور
سب صورتیں بی صورتی سے پیدا ہوتی ہے پردہ غیب سے بے صورت اپنے آئینہ مشاہدہ
صورت کو بناتا ہے تاہر ایک صورت جمال و کمال سے فیضیاب ہو حضرت رومی فرماتے ہیں
کہ گہ آن بی صورت از کتم عدم ÷ مرصور رار و نماید از کرم
تامد گیر داز و ہر صورتے ÷ از کمال و ز جمال قدر رتے
للعارف الجامی
بہر پردہ کہ بنی پردگی اوست ÷ قضا جنبان ہر دل بردگی اوست
بعشق اوست دل راز ندگانی ÷ بشوق اوست جان را کامرانی
ولی کان عاشق خوبان و لجوست ÷ اگر داند و گرنی عاشق اوست
عشق مجازی وسیلہ اور قطرہ عشق حقیقی کا ہے کیونکہ دریائے تعلقات جہاں غرقاب ہر پیرو
جوان ہے بے تو تسل اس پل مجاز کے دیوان خانہ عشق حقیقی تک پہنچنا مشکل و محال ہے
اس لئے عارف جامی نے فرمایا ہے۔

قطعہ

کی ز بحر تعلقات جہاں ÷ کہ در و غرقہ اند پیرو جواں
جز باں پل گذرتواں کردن ÷ پے بعشق آوردن و لا یضاً
متاب از عشق روگر چہ مجازیت ÷ کہ آں بہر حقیقت کار سازیت
کہ بے جام مے صورت کشیدن ÷ نیاری جگر مے معنی چشیدن

بیت

لیکن ہر ناخن ختمہ خام طبع کو بجز انبیاء و اولیاء علیہ السلام کے صورت کے جو کہ ارشاد و ہدایت کے
لئے حضرت حق جل و علا سے مقرر ہو کر آئیں ہیں دوسری کسی صورت سے مدد نہ لینا چاہئے کہ
اگر ایک صورت خام دوسری صورت خام سے طالب کمال ہو اور عشق مجازی پر قناعت کر لے
اور رجوع عشق حقیقی کی طرف نہ کرے تو یہ عین ضلال ہے حضرت عارف رومی فرماتے ہیں۔

صورتے از صورت دیگر کمال ÷ گز بجوید باشد آں عین ضلال

کیونکہ جسم کثیف معشوقان مجازی مانند ابر درخشان کے ہے مقابل نور مہتاب ذات کے کہ
اسکے پر تو جمال سے معشوقان مجازی کی ابر صورت چمک رہی ہے اسکے حسن و جمال مہتاب
ذات سے عاریت ہے ہر ایک شخص کا تن مثل ابر کے ہے کہ ماہ و نفخت فیہ من روحی
سے روشن ہے اگر عاشق مجازی کو ترک وجود اور بے خودی اور فنا حاصل ہے اور اس کے نظر
مہتاب تک پہنچ گیا ہے اور ابر کثیف تن پر تو ماہ لطیف خانے منور ہو گیا ہے اور حکم ابر
کثیف تن کے اس میں باقی نہ رہا تو اس صورت میں یہ سیر تزییہ بصورت سیر تشبیہ ہے۔

قطعہ

اگر بے پردہ نتوانی کہ بنی پر تو ذ آتش ÷ بذرات جہاں بنگر کہ ہر ذرہ ست مر آتش
جمال حق ز مرآت صفاتش میکند جلوہ ÷ صفت در کسوت افعال و قول عین آیاتش
تنت چوں مظہر جانت جانت مظہر اعیان ÷ چو اعیان مظہر اسما و اسما مظہر ذ آتش
اور اگر معاذ اللہ بر تن ماہ جاں کو چھپا لیا اور مقتضیات نفس جسکے وصف اعدیٰ عدوک
نفسک التی بین جنیک۔

ہے جان پر غالب آگئی اور حسن و جمال صوری عاریتی معشوقان مجازی کو حسن مستقل سمجھ لیا اور یہ حسن ظاہر معشوقان مجازی کو دیکھ کر قانع اور عشق صوری کی زندان میں گرفتار رہ گیا تو یہ سر اسر ضلالت اور گمراہی ہے کیونکہ یہ قلعہ ذات الصور وجود کی پانچ دروازہ کہ عبارت حواس خمسہ ظاہرہ سے ہیں اس عالم شہادت کی طرف کھولی ہوئی ہیں اور پانچ دروازہ باطنہ کہ عبارت حواس خمسہ باطنہ سے ہیں اس عالم وحدت غیب الغیب کی طرف مکشوف ہیں پس اے عزیز تو اس صورت ظاہرہ کی شراب سے مست سرشار نہ ہو جانا کہ یہ عین بت پرستی اور بت تراشی ہے کہ یہ صورت عارضی ہے کہ تجلیات متقابلہ سے جب اس کے آئینہ حسن تخلقنا الانسان فی احسن تقویم کے و من نعمہ ننکسہ فی الخلق کے گرد و غبار سے مکر رہ جائے گا اس شکل صوری سے خسران ابدی اور حرمان سرمدی کی نتیجہ حاصل ہوگی چاہئے کہ جانب حق کے متوجہ ہو کہ اصل حسن کو پائے اور معنی کو پہونچے۔

روایت ہے کہ جب آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس پر تلخیں کو طوق و آن علیک لعنتی الی یوم الدین گلوگیر ہوا ذریات آدم علیہ السلام کو اس کے دام و فریب میں پہنسانے کو دربار الہی میں دام کے درخواست کیا خداے عز وجل نے دام زروسیم اور مال و منال دنیاوی اسکو دکھلایا وہ لعین پریشان ہو کر دوسرے دام اس سے بڑھ کر طلب کیا تب حق سبحانہ و تعالیٰ نے دام جو اہر معدن کے اسکو دکھلایا اس سے بھی وہ لعین راضی نہ ہوا درخواست کیا کہ خداوند اس سے مضبوط دام چاہئے تب اللہ تعالیٰ نے اس کو شراب و کباب کہانے پینے کے سامان پیش کیا وہ رجیم اس پر بھی ناراض

۱۔ پیدا کیا ہم نے آدمی کو کچھ اچھی ترکیب کے ۱۲ سورہ تین ۲ اور جو شخص کہ عمری ہم نے اس کو گنہگار کیا ہم نے اس کو کچھ خلق کے ۱۲ سورہ ناس ۳ اور تحقیق اوپر

تیرے لعنت ہے میرے دن جزا تک ۱۲ سورہ ص۔

ہو کر پھر درخواست کیا کہ خداوند اس سے بڑھ کر دام ضرور ہے اس وقت اللہ جل شانہ نے شراب خانہ اور چند و خانہ اور سامان بازی بیہودگی کی اس کو حوالہ کیا تب وہ لعین تھوڑے خوش ہو کر ہنسکر درخواست کیا کہ بارخدا یا اس سے بڑھ کر مضبوط اور محکم دام درکار ہے تب باری تعالیٰ شانہ نے دام النساء حبائل الشیطان (عورتیں پھندے شیطان کا ہیں) کی جنگی خوبیوں کو دیکھ کر مردوں کی صبر و قہار کی شیشے پر پتھر پڑ جاتی ہے اسکو حوالہ کیا تب وہ لعین نہایت خوش ہو کر جنگی بجانے لگا اور ناچتا ہوا اس دام کو اٹھالیا کیونکہ حق تعالیٰ نے عورت کی چہرے میں اپنی تجلی خاص رکھی ہے کہ بجز خاصان مینادل کے اوروں کا پائے ہمت انکی مشاہدہ خاص کے عرصہ میں پہسل جائیگی عزیز و مثل مشہور ہے کہ ہر کمالے راز والیست کیونکہ بدلیل کل شیء یرجع الی اصلہ (ہر چیز رجوع کرتا ہے اپنے اصل کی طرف) جب ہر چیز کے اصل عدم اور نیستی حقیقی ہے ضرور اس کی طرف رجوع کرینگے مقام غور ہے کہ آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے حسن و جمال ظاہری و باطنی کو دیکھ کر فی الحقیقہ آئینہ حسن و جمال شاہد حقیقی اور پرتو تجلی حضرت بادشاہ جمیل با تحقیقی تھا کرویاں ملا اعلیٰ و اسفل نے ان کو سجدہ کئے تم یہ نہ سمجھو کہ وہ ایک ہی آدم فقط مسجود ملائک ہوئے نہیں بلکہ کتنے لاکھوں مثل آدم کے مسجود ہوئے اسکے کچھ ٹھکانا نہیں للعارف الرومی۔

صد چو آدم را ملک ساجد شدہ ÷ ہچو آدم باز معزول آمدہ

جب آدم علیہ السلام کو نہایت تعظیم اور غایت تکریم سے صدر جنت میں اور نگ عز و عظمت پر رونق افزائے باغ جنات فرمایا عرق حسد اندیش لعین بدکیش حرکت میں آئی اور درپے معزولی آدم والا شان ساعی و کوشان ہوا پس چاہئے جب تک تزییہہ سے حصول مطلب ہو

درپے تشبیہ کے نجاوے کیونکہ شہود حق سبحانہ و تعالیٰ کی چار درجے ہیں پہلی درجہ قرب نوافل کی ہے طالب صادق جب ہمیشہ توسط نوافل درگاہ حضرت حق میں نزدیکی کرتا جاتا ہے اسکے قوائے جسمانی و روحانی پر حسب استعداد وحدت اطلاق غالب آجاتی ہے اور اس کے دل و حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ جتنی ہیں عین ہستی حق ہو جاتا ہے اور وصف امکان اس سے جاتا رہتا ہے اور رنگ و جوہ سے رنگین ہو جاتا ہے اس صورت میں افعال و ادراکات سب کچھ اس کی طرف مضاف ہوتی ہیں اور حق سبحانہ تعالیٰ اسکے آلہ افعال و ادراکات کے ہوتا ہے اور اگر حق تعالیٰ فاعل اور طالب حق آلہ ہو تو اس صورت میں اس کو قرب فرائض کہتے ہیں جو کہ اندونوں مقاموں کا جامع ہوا اسکو مقام جمع الجمع کہتے ہیں وہ مرتبہ قاب قوسین ہے اگر ہمت بلند ہوا اور توفیق رفیع ہوئی اور مقام جمع میں بھی مقید نہ ہو کر اور اوپر درجے کو ترقی کرتا گیا تو اسکو مقام جمع احدیت بولتے ہیں وہ مرتبہ ادنیٰ ہے اور خاصہ حضرت رسالت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اولیائے امت بطور دراشت اس مقام سے بہرہ مند ہوتے ہیں غرض جب تک طالب حق کے دیدہ دل انوار شہود الہیہ سے روشن و منور نہ ہو جائے اس کو سیر تشبیہ اور مشاہدہ جمال آئینہ صورت میں وبال ہے بلکہ جب تک اس مقام تک نہ پہنچے سیر تشبیہ اسکے لئے عین ضلال ہے۔

مثنوی

نقش سراپردہ شایست حسن ÷ آئینہ نور الہیست حسن
حسن کہ در پردہ آب و گل ست ÷ تازہ کن عہد قدیم دلست
قبلہ ہر دیدہ و رایس آئینہ ست ÷ منظر اہل نظر ایس آئینہ ست

جلوہ ایس آئینہ نور دار ÷ از نظر بے بطران دور دار
کور چہ داند کہ در آئینہ چیست ÷ عکس خود آگندہ در آئینہ کیست
گر چہ ہمیں آئینہ باری است ÷ لیک بر کور دلاں تاری ست
غوث مجبذاری کہ نور حق است ÷ از وسم عیب محض مطلق است
لیک بچشم مقبولست حق ÷ ورنہ بسا سینہ از یں ست شق
ابتداءے عشق میں کہ مقام ولولہ کا ہے نظر آدمی کا اپنے ذات پر ہوتا ہے اس وقت جو کچھ وہ کرتا ہے اپنی ہی لئے کرتا ہے اس صورت میں اگر معشوق کو حسب کام دل رام پایا تو فہماور نہ اس کشاکش سے اس کو تشویش حاصل ہوتی ہے یہ عشق نہیں ہے یہ محض ایک خویشتن داری اور ہوائے نفسانی ہے عاشقوں کے نزدیک وہ مخنث ہے حضرت نظامی گنجوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

مثنوی

عشقی کہ نہ عشق جاودانیست ÷ بازیچہ شہوت جوانیست
عشق آں باشد کہ کم نگرود ÷ تابا شد ازں قدم نگرود
آں عشق نرسری خیالست ÷ کور ابدال ابد زوالست

عاشق صادق اور طالب حق اس مقام میں ہرگز مغز سے پوست کے محبوب نہیں ہوتا ہے بلکہ چہرہ جان کو قبلہ کوے دوست میں روز و شب گہستا جاتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اپنے دوست ہی کی خاطر کرتا ہے اور جان کو فنا اور فناے جان جانان گردانتا ہے جس وقت عشق مرتبہ کمال کو پہنچتا ہے نظر عاشق کا معشوق سے جاعشق پر ٹہرتا ہے اور عشق ہی کو اپنے قبلہ

گاہ بناتا ہے اس مقام میں عشق معشوق عشق عشق کے ساتھ مبدل ہو جاتا ہے عزیز و یہ سب قیل وقال ہے راہ عشق میں مقال کا کیا مجال ہے۔ اس جگہ درکار حال ہے اوصاف عشق میں زبان ناطقہ لال ہے اس حقیر کو اس گفتگو سے ایک گونہ شبہ ان حضرات عشق آیات کے ساتھ مقصود ہے ورنہ عرضہ گاہ عشق و عاشقان سے یہ حقیر ہزاروں کوں مبعود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم من تشبه بقوم فهو منهم حضرت شیخ فرید الدین عطارؒ اپنے مناجات میں فرمایا کرتے تھے خداوند اکار تو بعلت نیست مرا ازیں قوم گردان یا از نظر رگیاں ایں قوم کہ قسم دیگر اطاعت ندارم۔

شعر

اگرچہ مابداں روزگاریم ÷ ولیکن نیکو انرا دوست داریم

کہ مَن احب قوما فهو منهم و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی الہ واصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین کما تحب و ترضاه امین امین یا رب العالمین۔

پرتو سوم بیچ بیان بعض متعلقات عشق کے

عزیز و حضرت ذات پاک حق سبحانہ و تعالیٰ تجلی اول میں مشاہدہ آئینہ جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے نزد عشق سے و محبت کا کہیلا تھا اور نسبت معشوقیت و عاشقیت کو باہم درست فرمایا تھا جس وقت حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود برکت آمود شمع

۱ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے شبہ کی کسی گردہ سے پس وہ اسی گردہ سے ہیں ۱۲ جس نے پیار کیا کسی قوم کو پس وہ ان سے ہے ۱۳ اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ او پر بہترین مخلوق اپنے کے سردار ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور او پر آل و اصحاب اور اولیاء امت ان کے سب پر قبول کراے پروردگار جہان والوں کا ۱۴

تاہاں بزم عالم ناسوت کے بنایا اور زینت افروز انجمن گلزار جنان فرمایا اور عالم بیرنگی و بیہوشی و چگونگی سے رنگ و چوں چگون میں آیا اور بوجہ تنزلات ظہور اپنے اصل سے دور و مجبور پڑ گیا اور بسبب غایت کثافت اوج محرمیت سے حفیض محرمیت میں آپڑا اور عہد و شیعہ عشق و محبت سابقہ کو بھول گیا اور اس باہمی عشق و محبت سے نسیان و ذہول آ گیا چونکہ نسیان لاحق حال انسان ہے اسلئے انسان کو انسان بولتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس عہد قدیم کو یاد دلانے کیلئے اپنے ید قدرت سے آدم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے داہنے بیٹھ کو مسح فرمایا خیل خیل ذریات سفید رنگ کا ان کے پشت مبارک سے نکلے ویسا ہی بائیں پشت کو مسح فرمایا جوق جوق کالی رنگ کا ذریات پیدا ہوئے ان کے چار صف کئے پہلا انبیاء عظام علیہم السلام کا دوسرا صف اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تیسرا صف عوام مؤمنین کا چوتھا صف کافروں کا تب فرمایا کہ الست بربکم یعنی کیا میں تمہارے خدا نہیں اور تمہے پردہ عدم سے عرصہ وجود میں نہیں لایا اور عہد قدیم عشق و محبت سابق کو یاد دلا کر پھر تازہ اقرار ان سے لیا وہ سب بولے بلی ہاں تو وہی صاحب و مالک ہماری ہے اس طرح تین دفعہ اس اقرار کو تکرار فرما کر حسب اقتضائے سنت حسن و عشق اس عشق و محبت ازلی سابق کو مضبوط و محکم کیا اخبار و احادیث سے پایہ ثبوت کو پہنچا ہے کہ پہلی مرتبہ سب نے بلی کہے اور اقرار کئے اسلئے پیدا ہوتے وقت سب کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام و ابواہ یہودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ اور دوسرے اور تیسرے بار بعض نے اقرار کیا اور بعض نے انکار سے پیش

۱ ہرگز کا پیدا ہوتا ہے اوپر طریقہ اسلام کے اور مان باپ اسکے یہودی بناتا ہے اسے اور نصرانی بناتا ہے اسے اور مجوسی بناتا ہے اسے ۱۲

آیا جو کہ جام الستی سے اس روز سیراب ہوا وہ اب دنیا میں اس کے خمار سے مرتا ہے اور سدا جتوے یار میں جنگل و بیابان کو مار مار پھرتا ہے اور اولیائے کرام کی خدمات سے فیضیاب ہوتا ہے اور جان و دل سے ارادت لاتا ہے اور ان بزرگوں کی خاک پکھا ہو جاتا ہے اور جو کہ اس روز جام الستی سے محروم رہا وہ اس عالم دنیا میں سگ دنیا بنا اور حرص دنیاوی میں مبتلا ہوا اور اس دولت بے بہا سے محروم رہا اور اولیائے کرام کی نعمت فیوض سے بے بہرہ اور بے نصیب ہوا حضرت عارف رومی فرماتے ہیں۔

مثنوی

ہر کہ از جام الست او خورد پیر ÷ ہستش امسال آفت رنج خمار
وانکہ اوچوں ز اصل کھدانی بود ÷ کی مرا ورا حرص سلطانی بود
توبہ او جوید کہ کرد دست او گناہ ÷ آہ او گوید کہ گم کرد دست راہ
خداوند عالم نے روز میثاق کو خطاب الستی سے سب کو سرفراز فرمایا اور سب جانوں نے اس آواز کو ہر ایک لحن کے ساتھ سنا چنانچہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وقت پانے نفس رحمان کے آواز رحمان کو راگنی یمن میں سنا تھا اور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے آواز الست کو راگنی پوربی میں سنی ہوں کہ میرے کان میں اب تک وہ آواز بہری ہوئی ہے گویا کہ اس دن کا اب تک شب نہیں آیا ہے اس طرح پر ہر ایک جان نے علی قدر مراتب سنا ہے چنانچہ وہ آواز آج تک جاری ہے اور گوش شنوا اس کو سنتا ہے اس آواز کو آواز الستی اور صوت انحد اور صوت سرمدی اور صوت مطلق کہتے ہیں روح ہر ایک شخص کا اس خطاب الستی کو اس روز جس راگنی میں سنی ہے

جب دنیا میں وہ راگنی سنتا ہے اس پر بخودی وجد کی طاری ہوتی ہے چنانچہ اس کو مقدمات ظہوری میں تصریح فرمایا ہے آواز تین قسم ہیں اول وہ کہ باہم حرکت و جسم سے ایک آواز پیدا ہو جیسا کہ حرکت دو ہاتھوں سے آواز نکلتی ہے اور ایک سے کچھ ظاہر ہو دوسرے وہ ہے کہ بغیر حرکت جسم کشیف و بلا ترکیب عنصر آتش و باد کے آواز ظاہر ہو اس کو آواز بسیط و لطیف کہتے ہیں تیسرے یہ آواز انحد ہے جو بلا واسطہ ایک طرح پر ہمیشہ ظاہر ہو اور اس کو تغیر و تبدل نہ ہو اخبار معتبرہ میں آیا ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبل از بعثت و بعد ازاں ساتھ اس شغل کے مشغول رہیں چنانچہ حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبل از بعثت قدرے طعام اپنے ہمراہ لیکر غار حرا میں تشریف لیجایا کرتے تھے اور شغل آواز انحد کیا کرتے تھے جس کی برکت سے صورت جبریل علیہ السلام کی آپ پر ظاہر ہوئی اور وحی نازل ہونے لگے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی بابت کسی نے سوال کیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کبھی ایک آواز مثل آواز جوش دیگ اور گا ہے مانند آواز زنبور عسل کے اور کبھی فرشتہ بشکل انسان متمثل ہو کر مجھے ہم کلام ہوتا ہے اور احیانا میں ایک آواز مثل آواز جرس کے سنتا ہوں جیسا کہ حضرت حواجہ حافظ بلبل شیرازی علیہ الرحمۃ اشارہ فرماتے ہیں۔

فرد

کس ندانت کہ منزلگہ معشوق کجاست ÷ اینقدر ہست کہ بانگ جرس می آید
حضرت غوث الثقلین ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال غار حرا میں بشغل سلطان اذکار جو کہ اس آواز سے پیدا

ہوتا ہے مشغول رہے اور میں اسی غار میں بارہ برس تک یہ شغل کرتا رہا جو کچھ فوائد و کشائش ظاہری و باطنی اس شغل سے حاصل ہوئی بیان سے باہر ہیں چنانچہ اس کو حضرت غوث گوالیاریؒ نے کتاب جو اہر خمسہ میں ذکر فرمایا ہے یہ آواز الستی اصل جملہ آوازوں کی ہے روز میثاق کو ہر ذی جان بلکہ ہر چوب و سنگ و نباتات و جمادات بھی اس آواز سے لذت اٹھائی ہیں وہ آواز الستی ہر دم بلا واسطہ حضرت باری سے ہر چیز کے جانوں کو اب تک بھی جاری ہے عارف رومی فرماتے ہیں۔

مثنوی

آں ندائے کامل ہر بانگ و نداست ÷ خود ندا آنت ویں باقی صداست
ترگ گرد و پاری گود عرب ÷ فہم کردست آں ندائے گوش و لب
خود چہ جائے ترک و تاجیک ست و زنگ فہم کردست آں ندا را چوب و سنگ
اگرچہ تمام عالم اس آواز الستی سے معمور ہے مگر سوائے دل آگاہ اور صاحب دل کے اس آواز کے راز سے کوئی محرم اور مذاق سے کوئی آگاہ نہیں ہے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

بیت

سرایندہ خودی نگر و خموش ÷ ولیکن نہ ہر وقت باز ست گوش
جب یہ راز اہل سماع پر منکشف ہوتا ہے اس کو وجد اور مستی پیدا ہوتی ہے حضرت مولانا رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

شعر

ہر دم ازوے ہی آید الستی ÷ جو ہر و اعراض میگردند مست

گر نہی آید بلے زیشاں ولی ÷ آمدن شان از عدم باشد بلے
یہ راز جب استون حنائہ پر منکشف ہو گیا حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں نالہ زار کیا کہ۔

بیت

استون حنائہ از ہجر رسول ÷ نالہ میزد ہجوار باب عقول
جب یہ راز سنگریزوں پر کھل گیا ابو جہل کے ہاتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی۔

مثنوی

سنگہا اندر کف بو جہل بود ÷ گفت اے احمد گواہی چست زود
گر رسولی چست دردستم نہاں ÷ چوں خبر داری ز راز آسماں
گفت چوں خواہی بگویم کاں چہا ست ÷ با گویند آنکہ ما حقیم و راست
گفت آری حق ازین قادر تر ست ÷ گفت شش پارہ حجر در دست تست
گفت بو جہل این دوم نادر تر ست ÷ بشنوا ز ہر یک تو تسبیح درست
از میان مشیت او ہر پارہ سنگ ÷ در شہادت گفتن آمد بید رنگ
لا الہ گفت والا اللہ گفت ÷ گوہر احمد رسول اللہ سفت
چوں شنید از سنگہا بو جہل ایں ÷ زد زخم آں سنگہا را بر زمیں
گفت نبود مثل تو ساحر و گر ÷ ساحراں را سر توئی و تاج سر
اگرچہ پردہ غفلت اور کثافت آب و گل اس آواز کے سننے سے اور اس راز کے جاننے سے

مانع ہے مگر چونکہ آواز الستی اور آوازوں میں ملی ہوئی ہے جب حالت سماع میں اس آواز کی تاثیر عاشقوں کے دلوں میں اثر کر جاتی ہے بے اختیار وجد و رقص کرنے لگتے ہیں ہر چند کہ پانی پیشاب کے ساتھ ملنے سے بدمزہ کڑوا ہوتا ہے باوجود اس کے آگ کو بالطبع بھجادیتا ہے اس طرح یہ آواز الستی بہشتی اگرچہ دنیا کی آوازوں کے ساتھ ملنے سے اور آب و گل کے تاثیر سے قوالوں کی زیر و بم بعینہا وہ آواز الستی بہشتی کی ذوق ندے پر آتش درد و فراق عشاق پر اشتیاق کو اپنی طبیعت سے بھجادیتی ہے اور سماع سے عشاق کو وصال مطرب الستی کے اشتیاق بڑھ جاتا ہے عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

مثنوی

ماہمہ اجزائے آدم بودہ ایم ÷ در بہشت آں لجنہا بشنودہ ایم
گرچہ بر مار بخت آب و گل شکے ÷ یاد ما آید از آنہا اند کے
لیک چوں آمیخت با خاک کرب ÷ کی دہدایں زیر و آں ہم آں طرب
آب چوں آمیخت ببول و کمیز ÷ گشت ز آمیزش مزاجش تلخ و تیز
چیز کے از آب ہستش در جسد ÷ بول از اں رو آتشے را میکشد
گر نجس شد آب ایں طبعش بماند ÷ کاتش غم را بطبع خود نشانند
پس غذائے عاشقان آمد سماع ÷ کہ دور و باشد خیال اجتماع
قوتی گیر و خیالات ضمیر ÷ بلکہ صورت گردد از بانگ صغیر
حکما کو راگ و تال اور نغمہ و گیت کے ابتدائے وجود میں اختلاف لفظی ہے یہاں تک کہ اس کے قدیم اور حادث ہونے میں بھی اختلاف کئے رہیں چنانچہ صاحب مرآۃ الحیال تحریر

فرماتے ہیں کہ ایک جماعت اسکوز ہرہ ستارے کی آواز سے متفرع کہتے ہیں اور ازلی وابدی بولتے ہیں اور علم موسیقی والے اس کو سر البسر یعنی نغمہ خدا کہتے ہیں اور بعض حکما کہتے ہیں کہ بتوسط ممکنات تصادم ہوا سے صورت پذیر ہوتی ہے یہ لوگ نغمہ کو حادث کہتے ہیں اس فرقہ کے نزدیک موسیقی لفظ سریانی ہے بمعنی ہوا اور سیقی بمعنی گرہ گویا علم موسیقی والے گرہ ہوا پر لگاتے ہیں کہ گیت گانا ہوا کو قید کرنا ہے ابو الیمین عبدالرزاق حسینی صورتی نے مقدمات ظہوری میں لکھا ہے کہ جب خداوند سبحانہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کہ موسیٰ تیرے عصا اس پتھر پر مار حضرت موسیٰ نے عصا پتھر پر مارا تو اس سے بارہ چشمہ جاری ہو گئی اور اس سے آواز نکلنے لگی چنانچہ فرمایا اللہ جل شانہ نے

واذا تستسقی موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا۔ (اور جب پانی مانگا موسیٰ نے واسطہ تو ماپنے کے پس کہا ہم نے مارا تو عصا اپنے کے پتھر کو پلٹ بیٹ لگی اس میں سے بارہ چشمے ۱۲ سورہ بقرہ)

تب موسیٰ علیہ السلام کو ندا ہوا کہ موسیٰ فی یعنی اے موسیٰ ان آوازوں کو نگہ رکھ اس لئے اس علم کو علم موسیقی کہتے ہیں کہ اس علم کے بھی بارہ مقامیں ہیں اور امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ابتدائے علم موسیقی کے حکیم فیساغورس شاگرد حضرت سلیمان سے ہے چنانچہ حدیقہ انوار میں نقل کرتے ہیں کہ حکیم مذکور کو کسی نے عالم خواب میں بشارت دی کہ کل فجر کو دریا کی کنارے تجہر ایک علم مکشوف ہوگا فیساغورس علی الصباح لب دریا پر جاٹھلتا تھا بعد ایک ساعت کے ایک جگہ پر جا پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ لوہاروں نے لوہے آگ کے کورے سے نکال کر سندان پر ہتوڑے سے پیٹھ رہیں اور آواز زیر و بم کی ہر جانب سے نکلتی ہے حکیم مذکور اس جگہ مراقبہ میں بیٹھا آواز ضربات ہتوڑے سے آواز موسیقی کی استنباط کر کے ایک قصیدہ مشتمل وعظ و نصیحت پر ترتیب دیا اور بنی اسرائیل کی مجلس

میں اس کو کون دلفریب سے پڑھا اکثر مستمعین کے حال متغیر ہو گیا اور ایک جماعت بیخود
بیخواس ہو گئے اس کے بعد دوسرے حکما تعمق نظر اور امعان فکر سے دریافت کئے کہ جس
وقت آفتاب عالم تاب ہر ہر برج میں بروج دواز دگانہ میں تحویل کرتی ہے ہر برج سے
ایک آواز جدا گانہ نکلتی ہے اسلئے بروج دواز دگانہ کی مطابق بارہ مقام موسیقی کا جو کہ اس
رباعی میں مذکور ہیں اخذ کئے۔

رباعی

راست عشاق و بوسلیک بساز ÷ بانوا اصفہان بزرگ نواز
زیر آفغن عراق وزنگو لہ ÷ پس حسینی وراہوی و حجاز
اور چھ راگ اور چھتیس راگینان علم موسیقی کی پیداکیں اب جس وقت وہ راگ راگینان
ہنگام گانے کی آواز فلک کے برابر ہو جاتی ہیں اثر اسکا سامعین کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے
چنانچہ حضرت رومی فرماتے ہیں۔

مثنوی

پس حکیمان گفتہ اندایں لکھیا ÷ از دوار چرخ بگر قنیم ما
بانگ گرد شہائے چرخست اینکہ خلق ÷ میسر ایندش بطنو رو بہ خلق
فی الحقیقہ یہ سب اختلافات لفظیہ ہیں اصل آواز حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے ہے اسلئے
اسکو اہل حقیقت صوت سرمدی اور آواز مطلق کہتے ہیں اور حکما اسکو سرالسیر بولتے ہیں اور
باقی جتنے آوازیں کہ جہان میں ہیں خواہ آواز فلک کا ہو یا موالید ثلث کا اس آواز حقیقی
سرمدی ازلی کے صدا ہیں کہ ان پیغمبراں خواہ حکما علم موسیقی کو ترتیب دئے ہیں چنانچہ

حضرت عارف رومی قدس سرہ السامی نے فرمایا۔

بیت

آں ندائے کاصل ہر بانگ و نداست ÷ خود ندا آنست دین باقی صداست
غرض سماع اہل دل یا دگاری ذوق خطاب الستی خداے عزوجل ہے چنانچہ فرمایا۔

بیت

لیک بد مقصودش از بانگ باب ÷ ہچو مشتاقان خیال آ خطاب

نالہ سرنا و تہدید و اہل ÷ بیگماں ماند بفرماں ازل

مخفی نہ رہے کہ حقیقۃ الذکر رفع الغفلۃ اور ہوشیاری ہے حقیقت میں حالت سماع میں جتنے
حرکات و سکنت سماع سننے والے پر طاری ہے گویا اس کے ہر بن مو اور ہر مسام سے
سلطان الذکر جاری ہے مثلاً اگر حالت سماع میں مستغرق بحر شوق باری ہو کر ناچے کودی یا
آہ وزاری کی یا نعرہ ماری ہے وہ سب کے سب ذکر حضرت باری ہے جو کہ دنیا میں مذاق
سماع سے بے بہرہ ہے فی الحقیقہ وہ لذت خطاب الستی اور ذوق آواز بہشتی سے بے
نصیب ہے جس نے سماع سے منہ موڑی وہ ذکر الہی کی نعمت سے دور پڑی ہے اے وائے
علمائے دنیا کو کہ وہ الستی نعمت سے انکار کرتے ہیں اور مذاق خطاب ازلی الستی سے محروم
رہ جاتے ہیں یا لیست قومہی یعلمون (اے کائنات قوم ہرے جانے سورہ یس) دنیا کو عقبیٰ پر اور عبور
پل صراط کو جو کہ پشت دوزخ کھچی ہوئی ہے دخول جنت پر اسوا سطے مقدم کیا ہے تاکہ اس
سے قدر الستی کو پہچانے۔

بیت

لا جرم دنیا مقدم آمدہ ست ÷ تبدانی قدر اقلیم الست

فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اَنْ لِّلہ شرابا اعدت لا ولیائہ اذا شربوا سکروا واذا سکروا طربوا واذا طربوا وصلوا یعنی تحقیق واسطے اللہ تعالیٰ کے شراب ہے آمادہ کی گئی اسکے دوستوں کیلئے جس وقت پیتے ہیں وہ شراب مست ہوتے ہیں اور جب مست ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اوچھلتے ہیں اور جب اوچھلتے ہیں تو واصل ہو جاتے ہیں اللہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اَنْ الابرار یشربون من کاس کان مزا جہا کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یعنی تحقیق ابرار پیئیں گے پیالے کہ ہے ملونی اس کی کافور کی چشمہ ہے کہ پیتے ہیں اس میں سے بندے خدا کی چیر لیجاتے اس کو چیر لیجانے کر۔

شعر

ایں می کہ تو مینخوری حرام مست ÷ مامی نخو ریم جز حلالی
جہد کن تاز نیست ہست شوی ÷ وز شراب خداے مست شوی
پیتے نہیں شراب کہو بیوضو کے میں ÷ قالب میں میری روح کی پارسا کی ہے
اے عزیز مطرب الست ہر دم ہر لحظہ تیرے جان و تن کے سارنگی و ستارگی میں بلکہ جملہ عالم کی
دہل و نقارہ میں نغمہ الست سردی کی گیت آواز بلند سے گاتا جاتا جاتا ہے۔

شعر

جبکہ آوے یار میر ا دل کو کردونگا کباب ÷ سر بناؤنگا صراحی خوں بناؤنگا شراب
تن کو سارنگی بنا کر رگ کردونگا اسکے تار ÷ اس سرنگی میں بجاؤں ہر گھڑی کو نام یار

۱ تحقیق واسطے اللہ تعالیٰ کے شراب ہے آمادہ کی گئی اسکے دوستوں کیلئے جب پیتے ہیں مست ہوتے ہیں اور جب مست ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور جب خوش ہوتے ہیں واصل ہوتے ہیں ۱۲ تحقیق نیک کام والے پیو گئے پیالے کہ ہے ملونی اکی کافور کی چشمہ ہے کہ پیتے ہیں۔ اس میں سے بندے خدا کی چیر لیجاتی اس کو چیر لیجانے کر ۱۲ سورہ دہر۔

پس مطرب ایک ہے اہل نفس اس کے آواز سے شراب تن پیتا ہے اور عارف عاشق شراب عشق الہی کی نوش فرماتا ہے پس اسکو غذاے نفسانی ہے اور اسکو غذاے روحانی پہونچی ہے مطرب جان ہمیشہ مونس مستان ہیں کسی کو مطرب سے کام اور کسی کو حفظ نفسانی کا دھیان ہے اگر چہ دونوں بظاہر ایک ہی کام میں شریک ہیں لیکن ایک روشن دوسرے تاریک ہیں وجود انسانی مانند کوزہ سربستہ کی ہے کوئی پر آب حیات سے ہے اور کوئی بہرا ہوا ز ہر ممتات سے پس جس کا نظر مظروف پر ہے وہ خیر و شر کی امتیاز باہمی سے راہ تحقیق اور صراط مستقیم پر ہے اور جو کہ ظرف کو دیکھتا ہے مانند خاطب اللیل کے چاہ ضلالت و گمراہی میں سر کے بل گرتا ہے گبر و مؤمن ہر دونوں آپس میں شرکت جسمی رکھتے ہیں۔

ع کہ کافر ہم از روے صورت چو ماست

مگر ایک نور ایمان سے روشن اور دوسرے تاریکی کفر سے کور باطن ہے اشتراک لفظی اور شرکت ظاہری ہمیشہ راہزن راہ ہے جس کا دیدہ جان مینا ہے وہی مرد آگاہ ہے دیدہ تن سدا تن بین ہے اور دیدہ جان کو دمام عین الیقین و حق الیقین ہے ہر چند کہ یہ نسخہ آمینہ باری ہے پر اہل حق کو حق نما اور اہل فسق کو گردوغبار سا موجب کوری ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقصون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ہم الخاسرون حقیقت سماع و سرود اہل دل کیلئے شراب طہور رحمانی ہے اور اہل نفس و فسق کیلئے بادہ خمر شیطانی وجد و تواجد اہل ایمان اور اہل عشق کا دیوان قضاے الہی میں شہادت گذاری ہے عاشق رقا ص تازہ کرنے والا عہد قدیم الست اور اقرار باری ہے۔

۱ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو اور راہ دیکھاتا ہے ساتھ اسکے بہتوں کو۔ اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ اسکے مگر فاسقوں کو جو لوگ کہ تو زنی ہیں قول اللہ تعالیٰ کا بچے مضبوطی اس کے اور توڑتے ہیں جو حکم کیا اللہ نے ساتھ اسکے کہ ملایا جاوے اور بگاڑ کر تے ہیں بچ زمین کے یہ لوگ وہی ہیں نوٹ پانے والے ۱۲ سورہ بقرہ

قطعہ

یکجام کہ ساقی ازل دوش بماداد ÷ تا ایں زمان از لذت آن جام جوشم
نوش بنوشیکہ در اں محفل ساقی ÷ بود کنوں میرسد از صوت سروشم
خوش بود ہماں دورہ دوشینہ کہ تا جاں ÷ قلقلہ با نگ صراحیست بگوشم
کس واسطے جیسی لوہی اور پتھر میں آگ مخفی رہتی ہے یا جیسی پانی نیچے مٹی چھپی ہے اسطرح
دلوں کے اسرار اور باطن کے جواہر ان میں پوشیدہ ہیں اور ان کے اظہار کی تدبیر راگ
سے بہتر کوئی نہیں دلوں کی طرف راستہ بجز کان کے معدوم ہے دل نعمات موزون اور لذیذ
کے بالطبع مطیع ہیں یہاں تک کہ اس کے برائی بہلائی سب ظاہر کر دیتے ہیں کیونکہ دل کا
حال بہرے برتن کا سا ہے کہ جب چہلکا و گے تو وہی نکلیگا جو اس میں بہرا ہے کہ کل
اناء یترشح بما فیہ (ہر برتن پھتا ہے جو اس میں ہے) اسطرح راگ بھی دلوں کے حق میں سچی
کسوٹی ہے جب اس سے دلوں کو حرکت ہوگی تو ان سے وہی باتیں ظاہر ہونگے جو ان پر
غالب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے اس کو وجد کہتے ہیں
اگر بہ نیت خیر نہ بقصد ریا وجد کرنے والے کیسے اپنے کو بناوے تو اس کو تواجہ بولتے ہیں
فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ”کہ تم شوق الہی میں روو اگر رونانہ آوے تو رونے
والے کے کسی حالت بناؤ“ مراتب وجد کی ترتیب یوں ہے اول قصود پھر درود پھر شہود پھر
وجود پھر خود۔ اس زمانے میں بعض اہل ظواہر مطلقاً بغیر کسی تفصیل کے اور بغیر قائم کئے کسی
برہان و دلیل کے سماع کو حرام کہنے پر آمادہ ہیں نہ احادیث پر ان کے نظر ہے اور نہ آثار
صحابہ کی خبر ہے محدثین کے کلام کی تردید کرتے ہیں ظواہر عبارات فقہا کی بے سنجے
تقلید کرتے ہیں نہ مراد فہمی کی طاقت رکھتے اور نہ مطلق و مقید کی امتیاز کرنے کی قدرت

رکھتے ہیں راہ مستقیم سے تجاوز کرتے ہیں خدا و رسول سے نہیں ڈرتے ہیں حرام کو حلال اور
حلال کو حرام کہہ بیٹھتے ہیں اچھے کو برا کو اچھا سمجھتے ہیں یا ایہا الذین امنوا لا
تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم خود تو جادہ مستقیم شرع شریف سے تجاوز کر
جاتے ہیں فقط زبان سے شرع شرع پکارتے ہوئے مرتے ہیں غافل و سنو اور انصاف کرو تم
کو کس خبط اور جہل مرکب نے ستایا تم شرع کس چیز کا نام بنایا اس سماع کو خود بدولت رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا صحابہ کرام نے سنا تابعین نے سنا تابعین نے سنا امامان
کرام اور اولیائے عظام نے سنا اب تم جو منکر سماع کا ہوتے ہو اور حرام مطلق کہہ بیٹھتے ہو تم
کو لازم آئیگا قائل ہونا اس بات کا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور
تابعین و تبع تابعین اور علمائے ربانی اور اولیائے حقانی نے ارتکاب حرام کا کئے اور حرام
سے راضی ہوئے اور جس نے ان سے خاص کر اپنے بنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
گمان کیا وہ یقینی کافر ہو گیا اب کہو جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع میں سماع
درست ہے اور مطلقاً حرام نہیں تم کس شرع پر ہو جو حرام کہتے ہو ہاں تم کو باپ دادے کی
تقلید نے ستائی ہے قَالَ اللہ تعالیٰ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللہ قَالَوْا بَل
نَتَّبِعُ مَا الْفِیْئَا عَلَیْہِ اَبَاءُ نَا الْاٰیۃِ اس کے درستگی کی دلیل پہلی قرآن سے لو فرمایا اللہ
تعالیٰ نے فَاَمَّا الذِّیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَہُمْ فِی رَوْضۃٍ یَّحْبُرُوْنَ
حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فہم فی رَوْضۃٍ یَّحْبُرُوْنَ کو سماع سے تاویل فرما
تے ہیں اور صاحب عین المعانی اور صاحب حسینی وغیرہم مفسرین اس پر اتفاق رکھتے ہیں

۱۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہوسم حرام کرو پاکیزہ اس چیز کا کہ طلال کیا ہے اللہ نے واسطے تمہارے ۱۲ سورہ مائدہ ۷ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جب کہا
جاتا ہے واسطے ان کے پیروی کرو اس چیز کی کہ انار اللہ نے کہتے ہیں بلکہ پیروی کریں گے ہم اس چیز کی کہ پایا ہم نے اوپر اس کے باپوں اپنے کو ۱۲ سورہ
بقرہ ۷ جس جولوگ کہ ایمان لائے اور کام کئے اچھے پس وہ سچ باغ کے بناؤ کروا لے چاہو گے ۱۲ سورہ روم

حدیث میں آیا ہے کہ بہشت میں حور عین ان کلمات کے ساتھ گاوینگے۔

نحن الخالدات فلا نموت ابدا ÷ نحن ناعمات فلا ننوس ابدا

امام قشیری رحمۃ اللہ آیت فی شغل فاکھون (۱۵) ایک کام کے خوش ہیں (۱۲) سے یہی سماع مراد لیتے ہیں اب سماع کی درستگی کی دلیل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث فعلی سے لے لو کہ خود بدولت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رضی اللہ عنہم سماع کئے اور وجد فرمائے ہیں تفسیر احمدی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس شریف میں تھے کہ ناگاہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وحی پہنچائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فقراے امت ادا ہوں آگے اغنیا کے کہ وہ پانسو برس کے ہونگے بہشت کو داخل ہونگے یہ سنتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہو کر فرمایا کہ تم میں کوئی شعر پڑھنے والا ہے ایک بدوی نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شعر پڑھنے لگا۔

شعر

قد لسعت حية الهوى كبدى ÷ فلا طيب لها ولا راقى

الاحبيب الذى شغفت به ÷ فعنده رقيتى وترى ارقى

تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تواجد فرمائے اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ کے ساتھ تواجد کئے یہاں تک کہ چادر آپ کے مونڈے مبارک سے گر پڑا جب فراغت حاصل ہوئی اور ہر کوئی اپنے اپنے جگہ میں قرار پکڑا معاویہ ابن ابی سفیان نے بولا کہ تمہارا کہیل بہت اچھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لیکن بکریم من لم يهتز عند سماع ذكر الحبيب یعنی جو کہ دوست کے ذکر سنتے وقت حرکت نہ

۱۔ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں پس نہیں مر گئے کبھی ہم نازک ہیں پس نہیں بوسیدہ ہونگے کبھی ۱۲۔ ہر آئینہ ڈگسی ہے ساپے محبت کی قلچے کو میرے پس نہیں طیب اسکے لئے اور نہ منتر ۱۳۔ مگر دوست جو کہ فریفتہ ہوا میں اپریں اسکے پاس ہے منتر میرے اور تر یاق میرے ۱۴۔ نہیں کریم ہے جو کہ نہ حرکت کرے وقت سننے ذکر حبیب

کرے وہ کریم نہیں ہے بعد اسکے چادر مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سو ٹکڑے کر کے حاضرین پر تقسیم کر دیئے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمائے کہ اے علیؓ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس بات کے سننے سے خوش ہو کر اس قدر رقص کئے کہ حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بے ہوش گر پڑے اس طرح حضرت جعفر صادق طیار سے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھ سے مشابہت رکھتا ہے وہ خوشی میں آ کر آپ کے سامنے رقص کیا صحابوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور عبد اللہ بن جعفر طیار اور معاویہ اور بھی بہت صحابہ اہل مکہ میں سے سماع پر مواظبت رکھتے تھے یہ تو صحیحین میں موجود ہے مسجد میں جبکہ حبشی کہیلا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کو چادر مبارک سے چپا کر تماشا دکھایا کرتے تھے کم عمری میں بچوں کو شوق کھیل کو دکا زیادہ ہوتا ہے خیال کیا جائے کہ کس قدر دیر تک آپ دیکھتے ہونگے جو خود تھک جاتیں تھیں اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ مناکہ مقام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کیاں دف بجاتی تھیں اور ناچ رہی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے آرام فرماتے تھے حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے اس حال کو دیکھ کر آپ نے منع فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چادر سے چہرہ مبارک باہر کر کے خود حضرت ابو بکرؓ کو روکنے سے منع فرمایا کہ آج ان کے عید کے دن ہے اور بہت سارے حدیثیں اس بارے میں کتب صحاح وغیرہا میں موجود ہیں جس کو شوق ہو دیکھ لے ابوطالب کی نے اباحت سماع کو ایک جماعت کثیر سے نقل کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن جعفر و عبد اللہ بن زبیر اور مغیرہ بن شعبہ و معاویہ وغیرہم صحابہ نے

سماع سنا اور بہت سے سلف صالحین صحابہ و تابعین نے اس کو سنا اور کہا کہ حجازی ہمیشہ مکہ میں سماع سنا کرتے ہیں خاص کر متبرک دنوں میں یعنی ایام تشریق میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر نیک حکم فرمایا ہے اور اس طرح اہل مدینہ منورہ بھی ہمارے زمانہ تک سنتے آئے غرض زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے زمانہ تک اس قدر معتبر لوگ سماع سنتے ہیں کہ ایک ایک انکا علی سبیل الانفراد سند کے قابل ہیں چہ جائیکہ اتنے اصحاب کا ہم ذکر کریں چاروں مذہب کے اماموں اور ہر سلسلہ کے مشائخوں سے سماع سنا مروی ہے حضرات چشت اہل بہشت کو سماع خود غذائے رومی ہے حضرت محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانیؒ خود بدولت حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس سماع میں حاضر ہو کر سماع سنا مروی ہے خود آپ کے کتاب غنیۃ الطالبین شریف میں سماع کے باب میں بہت سارے دلیلیں تحریر فرمائیں ہیں چاروں مذہب کے اماموں نے بھی سماع سنے ہیں خاص کر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو فی رحمۃ اللہ علیہ سے خود سماع کا سننا ثابت ہوتا ہے چنانچہ حکایت ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی تھا جو ہر رات گایا کرتا تھا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنتے تھے ایک بار امام صاحب نے اپنے پڑوسی کو نہ پایا دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کو امیر عینی نے قید کیا ہے امام صاحب خود تشریف لگئے اور امیر اسکی سفارش کی امیر نے عذر کیا کہ میں اس کا نام نہیں جانتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس کا نام عمرو ہے امیر نے حکم دیا کہ جس کا نام عمرو ہوا اس کو چھوڑ دو امام صاحب کے سفارش کی برکت سے جتنے عمرو کے نام سے موسوم تھے سب چھوڑ دئے گئے اور اس عمرو نے بھی رہائی پائی اس قصہ کو علامہ عبد الغنی نابلسی نے لکھ کر لکھا کہ اس حکایت میں امام صاحب سے سماع کا سننا ثابت ہوتا ہے اور

رسالہ اضایر میں کشف سے نقل کیا ہے کہ امام ابو یوسفؒ جب ہارون رشید کے محفل میں تشریف لاتے اور وہاں گانا ہوتا تو آپ سنتے اور روتے اور جب آپ سے گانے کی متعلق مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے امام صاحب کا قصہ مذکورہ بیان کیا اور کہا کہ امام صاحب ہر شب اس میں اپنے وقت نہ ضائع کرتے اس طرح ابراہیم بن سعد زہری نے امام مالکؒ سے گانا سننے کی روایت کی ہے اور امام شافعیؒ کی نسبت حجۃ الاسلام امام احمد غزالیؒ نے لکھا ہے کہ ان کے مذہب میں غنا حرام نہیں ہے اس طرح امام احمد بن حنبلؒ سے بھی سماع کا سننا مروی ہے حضرات نقشبندیوں میں اگرچہ سماع کم سنتے ہیں مگر جائز رکھتے ہیں چنانچہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی محدث و مفسر قرآن جن کے شان میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی زنجیری ثانی کا لقب فرمایا کرتے تھے سماع کے حلال ہونے کے بارے میں ایک کتاب تصنیف کئے ہیں یہ اصول فقہ کی قواعد سے ثابت و ظاہر ہے کہ جس چیز میں نہ نص ہوا اور نہ قیاس درست آتا ہوا اس کو حرام کہنا باطل ہے بلکہ وہ مباح کہی جاوے گی اسکے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اصل اشیا اباحت ہے جیسا کہ وہ مختار اکثر حنفیہ و شافعیہ کے ہے بلکہ نص اور قیاس دونوں راگ کے مباح ہونے پر دلالت کرتے ہیں اول ہم قیاس کو بیان کرتے ہیں خیال کریں کہ راگ میں کئے باتیں جمع ہیں اول سب کو جدا جدا کر کے دیکھو پھر مجموعہ کا خیال کرو راگ کیا چیز ہے سنا خوش آواز اور موزون کا جسکے معنی سمجھ میں آوے اور دل کو حرکت دے تو خوش آواز کا سننا باعتبار اچھا ہونے کے شرعاً حرام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خوش آواز سے اپنے بندوں پر احسان بتایا ہے جیسا کہ یزید فی الخلق ما یشاء سے علمائے دین نے آواز خوش مراد لی ہیں اور حدیث شریف

میں ہے کہ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا حَسَنَ الصَّوْتِ اور بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف کو خوش آواز سے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تلاوت کو زیادہ سنتا ہے بہ نسبت گانے والی لونڈی کے جو اسکو مالک سنے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت داؤد اپنے نفس پر نوحہ کرتے تھے اور زبور کی تلاوت میں خوش آواز تھے اور حضرت ابوموسے اشعریؓ کو ایک لقمہ آل داؤد کی خوش آوازی سے اگر یہ کہا جاوے کہ خوش آوازی مباح ہے بشرط تلاوت قرآن کے انے پوچھا جاوے کہ آواز بلبل یا جو جانور خوش الحان ہیں ان کے آواز سننا کیا شرعاً حرام ہے جبکہ حیوان کے آواز بے معنی حرام نہ ہو تو خوش آواز جس میں معنی اور رموز ہوں کیسی حرام ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ بعض اشعاروں میں سراسر حکمت بہری ہوئی ہے اس واسطے حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ اگر شعر اچھا ہے تو اچھا ہے اور اگر برا ہے تو برا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اَنْ مِّنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَةٍ (تھیں بعض شعرے ہر ایک حکمت ہے) شعر خوانی کو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا نہ ان کے بعد کسی نے فرمایا بلکہ اب بغور دیکھو صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے شعر کا پڑھنا ثابت ہے اور حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت بلالؓ کا پڑھنا بھی ثابت ہے اور یہ روایت صحیحین کی مشہور ہے جو آپ نے حسان بن ثابتؓ کے واسطے منبر بنوایا تھا اور اسپر وہ چڑھکر اشعار نعتیہ پڑھا کرتے تھے چنانچہ خود حضور نے ان کے تعریف میں فرمایا ہے کہ حسان کو روح القدس تائید کرتا ہے جب تک خصومت اور مفاخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے اور نابغہ نے جب اپنا شعر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو

و پڑھے تو آپ نے دعادی اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھا کرتے تھے اور آپ تبسم فرمایا کرتے تھے اور عمرو بن شرید نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے روبرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا کا فیہ امیہ بن صلت کے اشعار سے پڑھی ہر بار آپ فرماتے تھے کہ اور پڑھو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شاعر تو گویا کہ مسلمان ہے اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت کیلئے حدی پڑھی جاتی تھی اسخندہ آپکا غلام عورتوں کے واسطے پڑھا کرتا تھا اور برا بن مالک مردوں کیلئے اسخندہ کو فرمایا کہ اونٹوں کی روانگی میں جلدی نہ کر کہ ان کے سوار شیشہ کی برتن ہیں اور طریقہ حدی خوانی کا اونٹوں کے پیچھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیشہ رہا اور وہ اشعار ہوتی ہیں جو خوش آوازی اور موزون نغموں سے پڑھی جاتی ہیں اور کسی صحابہ نے اس کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ خود التجا کر کے اس کو کیا کرتے تھے عام اس سے کہ اونٹوں کی حرکت کیواسطے ہوا اپنے لذت کے واسطے ہوا اب باقی رہی مزا میریہ بھی بذاتہ حرام نہیں ہے بلکہ عوارض کی جہت سے حرام ہوتی ہے جب وہ عوارض نہ رہے تو اپنی اباحت اصل پر ہوتی ہے جبکہ شراب حرام کی گئی اس کے ساتھ اسکے اسباب بھی حرام کر دی گئی تاکہ اسباب اصل شراب کو یاد نہ لاویں دیکھ لو کہ جو باجے اہل فساد شراب نوشی کے وقت نہ رکھتے تھے وہ حرام نہ ہوئی علامہ عبدالغنی نابلسی حنفی کہ بڑے بڑے اکابر نے جنکے لوہا مانا بڑے بڑے علامہ ظاہر و باطن نے جنکو علم شریعت و حقیقت میں متفرد جانا وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ سماع محققین کے نزدیک لفظ عام ہے شامل ہے سماع غنا کو خواہ زہد کے مضامین ہوں یا غزلیں ہوں یا غیر معین نغمے کے ساتھ ہوں یا بغیر نغمے کے ساز کے

ساتھ ہوں یا بغیر ساز کے یا محض با جانا جاوے اور ساز میں بھی کوئی فرق نہیں دف ہو یا اور مزامیر اور برابر ہے دف میں جہانج بھی ہوں اور برابر ہے کہ نعمات کے ساتھ بجایا جاوے یا بے نعمات کے اور برابر ہے کہ شادی میں ہو یا ولیمہ میں یا عید کے دن ہو یا کسیکے آنیکے وقت یا ذکر و تہلیل پر ہو یا درود پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو یا نہ ہو اور برابر ہے کہ آدمی اکھلا اپنے گھر میں ہو یا مسجد میں اہل علم و صلاح کے جماعت میں ہو یا علاوہ انکے اور لوگوں کے ساتھ ہو اور برابر ہے کہ ناگاہ بلا قصد کے ہو یا بالقصد ہو یا خاص لوگوں کے جمع کرنے کیلئے ہو کسی وقت مقرر میں ہو یا غیر مقرر وقت میں مردوں کے لئے ہو یا عورتوں کیلئے ہو یا صرف مردوں کیلئے ہو یا صرف عورتوں کیلئے ہو ان سب کا نام سماع ہے اور لفظ سماع جب بولا جاتا ہے تو یہی مراد ہوتے ہیں اور ان سب کا حکم شرع میں ایک ہے اور کوئی معنی نہیں ہے کہ فرق کیا جاوے اس سماع میں اور اس سماع میں انتہی تنبیہ سازوں میں خلاف ہے علما کا بعض علما بعض ساز کو جو کہ شراب خواری کی وقت میں تھا اسکو حرام کہتے ہیں اور بعض محققین سب سازوں درست دیتے ہیں چنانچہ نابلسی کے قول سے معلوم ہو چکا اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو کہ مصنف مالا بد منہ اور تفسیر مظہری کے ہیں وہ بھی اپنے رسالہ سماع میں لکھتے ہیں بعینہ عبارت ان کے یہ ہے کہ در نکاح بضر دف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر فرمودہ و مالک آنرا شرط نکاح گفتہ چوں ضرب دف برائے اعلان نکاح حلال باشد یا مستحب دھل و نقارہ و طنبور و غیرہ را از دف چہ تفاوت است برائے ہو ہمہ حرام است و برائے غرض صحیح ہمہ حلال باشد اعلان نکاح از ہر یک میشود و فرق کردن در دف و غیر آں امر است غیر معقول۔ انتہی۔ سماع کے پانچ ادب ہیں اول یہ کہ

وقت اور جگہ اور یاران جلسہ کا لحاظ کرنا۔ دوسرے یہ کہ قوال جو کچھ کہے اس کو خوب دل لگا کرنے۔ تیسرے یہ کہ جب تک اپنے کو روک سکے حرکت نہ کرے جب بیخودی غالب آگئی تو جو کچھ حرکت کرے سب درست ہے خواہ چیخ مارے خواہ رووے خواہ نہنہ خواہ تالی بجاوے سب ذکر کہلاتا ہے چوتھے یہ کہ کھڑا ہونے میں لوگوں کی موافقت کرنے چاہئے پانچواں یہ کہ شیخ کو حال موجودین کا دیکھ لینا چاہئے اگر ان کے مریدوں کو سماع سے ضرر ہوتا ہو تو ان کے سامنے راگ نہ سنے اگر سنے بھی تو ان کو اور شغل میں لگاوے چارو چھوں سے راگ حرام ہو جاتا ہے اول یہ کہ گانی والی عورت ہو جسکی طرف دیکھنا حلال نہ ہو اور اسکی راگ سننے سے فتنہ کا خوف ہو اور یہ حرام ہے اس وجہ سے کہ اکمیل فتنہ کا خوف ہے اور یہ حرمت راگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اگر عورت ایسی ہو کہ باتیں کرنے سے اس کی آواز کی باعث فتنہ کا خوف ہو تو اس سے کلام کرنا درست نہیں اور نہ تلاوت میں اسکی آواز کا سننا جائز ہے اور یہی حال لڑکے کا ہے بشرطیکہ فتنہ کا خوف ہو دوم یہ کہ نظم میں خرابی ہو یعنی شعر میں فحش اور بیہودگی اور ہجو ہو اور جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا صحابہؓ پر جھوٹ ہوں جیسے رافضی اصحاب کے شان میں بنا لیتے ہیں اس میں موجود ہو یا کسی خاص عورت فاحشہ کا وصف ہو تو اس طرح کی باتوں کا سننا گیت کی طرح یا بدون گیت کے حرام ہے اور سننے والا کہنے والا کا شریک ہے بدعتیوں کی ہجو کرنے درست ہے چنانچہ حضرت حسان بن ثابتؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں سے خصومت کیا کرتے اور کفار کے ہجو بیان کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلئے اجازت دی تھی اور اشعار تشبیہ یعنی ذکر خط و خال اور رخسار و قد وغیرہ جو قصائد و غزلیات میں معمول ہے

اس کا نظم کرنا اور پڑھنا خواہ آواز سے یا بدون آواز کے حرام نہیں ہے سوم یہ کہ سننے والے کی نیت میں فساد ہو تو اس صورت میں بوجہ فساد نیت کے اسپر راگ سننا حرام ہو جاوے گا کیونکہ فساد نیت ایسی چیز ہے کہ اس سے ساری عبادات نماز و روزہ حج و زکوٰۃ بلکہ جمیع اعمال برباد جاتیں ہیں کہ انما الاعمال بالنیات (سوائے انہیں کہ عملوں کے مراد نیت پر ہے) نماز جو افضل العبادات ہے مثلاً اگر ریا کے نیت سے گزارے تو حرام ہو جاتا ہے اور اس سے نماز کا ترک کرنا لازم نہیں آتا ہے۔ چہارم یہ کہ مجلس میں کسی قسم کا منکرات شرعیہ ہو چل شراب خواری وغیرہ کے یہ چار علتیں علی سبیل الاجتماع یا علی سبیل الانفراد جس راگ میں موجود ہوں وہ راگ حرام ہے چاہئے کہ ان علتوں کے دفعیہ کرے نہ اصلاً سماع کو چھوڑ دیں کہ یہ احتیاط سے خالی ہے حدیث اور فقہ کی کتابوں میں جو اقوال راگ کے حرام ہونیکے بارے میں موجود ہیں تو وہ سب اس قسم کے راگ ہیں اور یہ حرمت عارضی ہے نہ ذاتی اس سے سب قسم کے راگ کو حرام کہنا جاوے مستقیم سے تجاوز کر جانا ہے راگ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بھید ہے کہ موزون کو روح کے ساتھ پوری مناسبت ہے یہاں تک کہ وہ ارواح میں عجیب تاچیر کرتے ہیں مثلاً بعض نعمات سے سرور ہوتا ہے اور بعض سے غم کسی سے نیند آتی ہے کسی سے ہنسی کسی میں یہ اثر ہے کہ اس سے موزونیت کی حرکت میں ہات اور پاؤں اور سر وغیرہ اعضا میں پیدا کر دیتا ہے اور یہ گمان نہ کرنا چاہئے کہ یہ بات شعر کے معنی سمجھنے سے ہوتی ہے بلکہ تارونکی نعمات سے بھی یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو بھا راور اسکے شگوفے اور ستار اور اسکے نغمے حرکت نہ دیں وہ مزاج کا خراب ہے اسکے کوئی تدبیر نہیں اور معنی کے سمجھے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر تو ذرا سے بچوں میں بھی پایا جاتا

ہے کہ جہاں آواز خوش سے لوری دی وہ رونا چھوڑ کر چپکا اسی آواز کو سنتا ہے اونٹ کو دیکھو باوجود غمی ہونے کے حدی سے ایسا اثر پاتا ہے کہ بہاری بہاری بوجہ اسکے سبب سے ہلکے جانتا ہے اور شدت نشاط میں بڑی مسافت کو تھوڑے سمجھتا ہے اور حدی کا نشہ اسکو ایسا چڑھتا ہے کہ بڑے بیابانوں میں جب بوجھ اور محمل سے تھکتا ہے تو جہاں آواز حدی کی سنی گردن بڑھاتا ہے اور کان آواز حدی کی طرف لگا کر جلد چلتا ہے حتیٰ کہ بوجھ اور محمل سب ہل جکر ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بوجھ کی زیادتی اور سخت چلنے سے ہلاک بھی ہو جاتا ہے مگر اس وقت حدی کے سرور میں اسکو معلوم نہیں ہوتا چنانچہ ابو بکر محمد بن داؤد دینوری جو رقی سے نقل کرتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا کہ ایک قبیلہ عرب کا مجھکو ملا اس میں سے ایک شخص نے میری دعوت کی اور اپنے خیمے میں لیکیا میں نے گھنسر دیکھا کہ ایک غلام سیاہ فام مقید ہے اور چند اونٹ پیش دروازہ مرے پڑے ہیں اور ایک جو باقی ہے وہ بھی اتنا دبلا اور مرلیض ہے کہ مرنے کے قریب ہے اس غلام نے مجھ سے کہا کہ تم مہمان ہو اور تمہارا حق ہے تم میری سفارش میرے آقا سے کرو کہ وہ مہمانوں کے خاطر کرتا ہے تمہاری سفارش اتنے بات کیلئے رد نہ کریگا اور غالباً مجھکو قید سے چھوڑ دیگا جب وہ شخص کہانا لایا میں نے کہانے سے انکار کیا اور کہا کہ جب تک تم اس غلام کے باب میں میرے سفارش منظور نہ کرو گے میں کہانا نہ کہاؤنگا اس شخص نے کہا کہ اس غلام نے تو مجھکو محتاج کر دیا میرا سارا مال مار ڈالا میں نے پوچھا کہ اسنے کیا کیا اس نے کہا کہ میرے گدراں اونٹوں کے کرایہ پر تھی اس نے ان پر بوجھ بہت لادایا اسکے آواز اچھے ہے جب اس نے حدی پڑھی تو تین دن کے راہ ایک دن میں طے کر گئے جب ان کے بوجھ اوتارے گئے تو سب مر گئے

صرف ایک یہ رہ گیا ہے وہ بھی سسکر ہا ہے مگر تم میرے مہمان ہو تمہارے خاطر سے میں نے تم کو یہ غلام بہہ کیا میں نے چاہا کہ اس کے آواز سنوں صبح کو اس شخص نے غلام سے کہا کہ حدی پڑھ اور وہ اس وقت کنوئیں سے پانی کا اونٹ لئے آتا تھا جب اس نے اپنے آواز بلند کی تو وہ سب اونٹ اور اوہر دوڑنے لگا اور سب رسیال توڑ دالیں اور میں بھی منہ کے بل گر پڑا جھکو گمان نہیں ہوتا کہ میں نے اس سے عمدہ آواز کبھی سنی ہوں اس سے معلوم ہوا کہ راگ کی تاثیر دلوں میں محسوس ہوتی ہے اور جس شخص کو راگ سے حرکت نہ ہو وہ ناقص اور اعتدال سے ہٹا ہوا اور روحانیت سے دور اور اونٹوں اور پرندوں بلکہ تمام بہائم سے طبیعت میں کثیف تر ہے اس لئے کہ موزون نغموں سے سب کو اثر ہوتا ہے شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں۔

فرد

اشتر بشعر عرب در حالت ست و طرب ÷ اگر ذوق نیست ترا کثر طبعی نوری
اسطرح پرند حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز سننے کو ہوا میں ٹہر جاتے تھے۔ سلطان الموحدین حضرت جنید بغدادی سید طائفہ حضرات صوفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صوفیہ پر تین وقت رحمت اترتی ہے ایک وقت کہانیکے دوسرے وقت ذکر کے تیسرے وقت سماع کے اس واسطے کہ فقر راگ کو وجد کے ساتھ سنتے ہیں اور حق کے سامنے ہوتے ہیں اے عزیز راگ حلال ہونے کے بارے میں بزرگان دین نے بہت کتابیں بڑے بڑے تصنیف کیں ہیں جس کو زیادہ شوق ہوا نہیں مطالعہ کر لے کہ یہ مختصر تاب گنجائش اس کے نہیں رکھتا ہے اس لئے اسی قدر پر یہاں اختصار کیا گیا ہمارے

بہایوں کے لئے سماعت سماع حضرت سلطان المقربین فخر المتقدمین والمتاخرین قطب اللہ الافخم غوث اللہ الاعظم منجھنڈاری رضی عنہ اللہ الباری کا یہی دلیل اباحت اور استحباب سماع کیلئے بس ہے جسکو جذب ازلی ہے اسکو شیوہ بیدلی ہے حضرات انسان گلستان رضوان کو چھوڑ کر صحراے دنیاے دنیہ میں جستجوے یار کو نکلے ہیں بلکہ فسحت سراے ملک عدم سے وسعت آباد ملک وجود میں عہد قدیم عشق و محبت کو تازہ کرنے کیلئے آئے ہیں ہر زمانہ میں حضرات پیغمبران اور اولیائے رہبران اس کے یاد دہی کیواسطے تشریف لائیں ہیں جس قدر کتابیں اور صحف آسمانی نازل ہوئے یا علمائے ربانی نے تصنیف کیں سب کے سب اسی کی خاطر سے ہیں۔

غزل

میں ہوں کشتہ تیغ اداے صنم ÷ ہے جگر کا خون مرے چشم کا غم
تمہی مرے پیارے دواے زخم ÷ ٹک مجھے نظر اے مسیحا دم
کہوں کس سے میں جا کر حال دروں ÷ جو ہے دل مرے عشق سے تیرے پر خون
مجنون سا پہر تا ہوں زار و زبوں ÷ لئے سر پہ سدا ترے کوہ غم
میں فاختہ ہوں ترے پیارے پیا ÷ کرتا ہوں کو کو غم میں سدا
جو یاں ہوں ترا ہر شاخ پہ جا ÷ آیا ہوں طلب کو ز ملک عدم
تھا شوق ترے ہی گلی کا مجھے ÷ جذبہ تھی حکم ازلی کا مجھے
غالب ہوا شوق دلی کا مجھے ÷ چھوڑ آیا ادھر کو خلد و نعم

میں نہ جانوں خطا و صواب ہے کیا ÷ میں نہ جانوں برا و بھلا بھی ہے کیا
ہے زمام مقبول کا ہات تڑا ÷ ہے مقصود توئی کر مجھ پہ کرم

پرتو چہارم بیچ بیان نفوسِ ثلثہ کے

مخفی نہ رہے کہ اللہ جل شانہ نے آدمی میں دو قوتِ ملکیہ و حیوانیہ ودیعت رکھی ہے اسلئے ذاتِ انسانی فرشتہ اور حیوان کے درمیان برزخ جامع ٹھہرا ہے قوتِ ملکیہ عبارت مقتضیاتِ روحیہ اور کششِ روحانیہ سے ہے اور قوتِ حیوانیہ اشارتِ خواہشاتِ طبعیہ اور اقتضائے جسمانیہ سے ہے جب تک آدمی کا روحانیتِ جسمانیہ پر غالب رہتی ہے اس کے مرتبہ فرشتگانِ ملاً اعلیٰ سے دو بالا ہو جاتی ہے اور جب جسمانیہ روحانیت پر غلبہ کر جاتی ہے تو اس کی درجہ حیوانوں سے بہت گھٹ جاتی ہے۔

قطعہ

آدمی زادہ طرفہ معجوزت ÷ کز فرشتہ سرشتہ وز حیوان

گر کند میل ایں شود بد ازیں ÷ ورنہ کند میل آں شود بہ ازال

جس وقت یہ عالم رحمِ مادری سے عرصہ گاہ عالم شہود میں آپہونچتا ہے بوجہ ضعفِ قوتِ جسمانیہ اور طبیعتِ حیوانیہ کے اور بسببِ غلبہ قوتِ روحانیہ اور ملکانیہ کی پوری پوری مناسبت فرشتگان کے ساتھ رہتی ہے اور ہنگامہ صحبت ملائکہ کے ساتھ گرم رہتی ہے اور فرشتہ صفتِ معصوم بلکہ اس کو منجملہ ملائکہ شمار کیا جاتا ہے جب رفتہ رفتہ حیوانیتِ ملکیت پر غالب اور مقتضیاتِ بشریہ صفاتِ ملکیہ پر مستولی ہوتی جاتی ہیں اور قوتِ عقلیہ اور ادراکیہ

اور سب قوتیں اپنے اپنے حد کمال کو پہونچنے لگتی ہیں تب اسکی روحانیتِ ضعیف اور ملکیتِ مضحل ہوتی جاتی ہیں اور وہ مناسبتِ ملا اعلیٰ کی اور گرمِ صحتی عالم بالا کی گھٹے جاتی ہیں کیونکہ قلب کے دو دروازے ہیں فوقانیہ اور تحتانیہ جب تک فوقانیہ مکشوف رہے تحتانیہ مسدود رہتا ہے اور جب تحتانیہ کھولتا جاتا ہے فوقانیہ صورتِ بسنگی کے پاتا ہے۔

اب یہاں ایک بات جاننا نہایت ضرور ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے ذات میں تین نفس بادشاہ ہیں اول امارہ یعنی حکم کرنے والا ساتھ برائی اور بدی اور نافرمانی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اَنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةَ بِالسُّوءِ دوسری لوامہ یعنی بہت سرزنش کرنے والی اپنے کو اپنے کئی پر چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا اِقْسَمُ بِالنَّفْسِ الْلَّوَامَةِ تیسری نفس مطمئنہ یعنی اطمینان اور آرام پکڑنے والی ساتھ یادگاری خداوندی کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً حقیقت میں یہ تینوں ایک نفس ہیں کہ مختلف صفتوں کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے مختلف نامیں پیدا کیں ہیں اور بعض نے جو نفس ملہمہ ایک ثابت کر کے چار نفس بتلایا ہے فی الحقیقہ وہ وزیرِ عقل ان تینوں بادشاہوں کے ہے جیسا بادشاہ نفس اپنے تین حالتوں میں تین نام پیدا کرتا ہے اسطرح وزیرِ مشیر عقل بھی باعتبار اتباع شاہ نفس کے تین حالتوں میں تین صفت نیک محضری اور بد محضری اور بین بینیت سے موصوف ہوتا ہے جب بادشاہ نفس امارہ حد بلوغیت کو پہونچتا ہے تب بڑی حشمت و شوکت و نمائش و آرائش کے ساتھ تختِ سلطنت پر جلوس کرتا ہے اس وقت معشوقِ سرمدی اور یارِ حقیقی اپنے

۱ تحقیق جی البتہ حکم کرنے والا ہے ساتھ برائی کے ۱۲ سورۃ یوسف ۲ اور قسم کھاتا ہوں میں جان ملامت کرنے والے کی ۱۳ سورۃ قیامت ۳ اے جان آرام پکڑنے والے پھر جاطر پروردگار اپنے کے خوش ہے تو پسند کی گئی ۱۴ سورۃ الفجر۔

رحمت بیغایہ اور شفقت بے نہایہ سے ہادیان راہ سعادت اور رہبران راہ ہدایت کو اسکے طرف ارسال فرماتا ہے اور اسکو اپنے نامہ نامی کتاب مستطاب یعنی قرآن شیرین خطاب سے پیغام پہونچاتا ہے اور بقول ھَلْ اَتٰی عَلٰی الْاِنْسَانِ حِیْنَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا - سے پہلی اتحاد ذاتی سابق کو یاد دلاتا ہے اور غیرت معشوقیت سے بقول اِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمُّ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا رَقِیْبًا ۚ نَفْسٌ وَّ شَیْطَانٌ کَانَ اِخْتِلَافٌ مِّنْ بَیْنِهِمَا ۚ فَاتَّخِذِ الْاِنْسَانَ زُطًا ۚ لَّکُمُّ عِنْدَہٗ مَآبٍ ۚ فَمِنْ حَیْثُ مَآبٍ ۚ فَادْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَاَدْخُلِیْ جَنَّتِیْ ۖ سَے حَیْضُ ۖ ہَجْرٌ وَفِرَاقٌ ۖ سَے اَوْجٌ ۖ بَادِغَاہٌ وَصَلٌ ۖ وَاشْتِیَاقٌ ۖ کِیْطَرٌ ۖ اس کو بار بار بلاتا ہے جب بمضمون لَقَدْ اَضَلٰنِیْ عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ اِذْ جِئْتُ بِہٖ ۚ وَکَانَ الشَّیْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَدُوْلًا ۚ اِغْوَاۤیَ الشَّیْطَانِیْ ۚ اُوْسُوْۤسُوْۤسَ النَّفْسَانِیْ ۚ سَے اس بیوفائی کی دریا میں مستغرق اور منہمک رہا تب بحکم ذرھم فی خصوصہم یلعبون کے باقتضائے فَاِنَّ اللّٰہَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ اس کو ڈھیل دیتا ہے اور اپنے نظر حمایت کو اس سے اٹھا لیتا ہے تب شاہ نفس امارہ اپنے ارکان اربعہ آب و آتش و خاک و باد کو عدم اعتدال پر قائم رکھ کر وزیر شریع عقل بد تدبیر کو دوات و قلم وزارت کے حوالہ کر کے یوں تاکید شدید کرتا رہتا ہے کہ ہمارے مملکت کی آبادی اور بہتری اور فضل کی افزونی اور خزانہ کی معموری یعنی چندو خانے اور مدک خانے کی کثرت اور کسب خانے اور شراب خانے کی بہتایت اور کھیل بازی اور حرام کاری و جعل سازی وغیرہا گناہ کی کاموں میں زہار لیل

۱ تحقیق آیا ہے اور آدمی کے ایک وقت زمان میں سے کہ نہ تھا کچھ چیز ذکر کیا گیا ۱۲ سورہ دھر ۲ تحقیق شیطان واسطے تمہارے دشمن ہے پس پکڑو اس کو دشمن ۱۲ سورہ فاطر ۳ پس داخل ہو بیچ بندوں میرے کے اور داخل ہو بیچ بہشت میرے کے ۱۲ سورہ انفجر ۳ البتہ تحقیق گمراہ کیا کیونکہ قرآن سے بیچ اسکے کہ آیا میرے پاس اور ہے شیطان آدمی کو ہلاک میں سوچنے والا ۱۲ سورہ فرقان ۵ چھوڑ دے ان کو بیچ بحث اپنے کے کہنے ۱۲ سورہ انعام ۷ پس تحقیق اللہ بے پروا ہے عالموں سے ۱۲ سورہ آل عمران ۷۰

ونہار عضووں کو مشغول رکھنے میں ہمیشہ نگران رہنا ہرگز ہر آئینہ شاہ نفس مطمئنہ کی جاسوسوں کو ہمارے دار السلطنت کی حدود میں مداخلت کرنے نہ دینا اور ہر ہر وقت بمضمون اِنَّ الشَّیْطَانَ یَجْرِیْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرٰی الدَّمَاۤءِ کے رگ وریشے اور سینے میں گھس گھس کر حسب فوائے الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس ووسوسہ اندازی اور دغدغہ پردازی میں خناس موسوس کو تائید کرتا رہنا اور گرما کاتین کے مخزن کو ضلالت و معصیت کی خزانہ سے معمور کر رکھنا تب اس کے عقل فاسد حواس خمسہ ظاہری و باطنی پر کہ بمنزلہ چو بداروں اور دربانوں اور کتوالوں اور جاسوسوں کے ہیں سپاہیاں اور رعایاے اعضاے ظواہر و بواطن سے کام لینے میں پورا طور سے نگرانی کرتا رہتا ہے جس میں اپنے خدمت گذاری میں کسی طرح فتور و قصور واقع نہ ہونے پاوے یعنی فسق و فجو عجب وغرور دنگا فساد دشمنی عناد چوری چکاری لواطت و زنا کاری تاڑی خوری و شراب نوشی لوٹ تاراج و ہرنی قتل و خون ریزی دروغ گوئی و جعل سازی خشم و غضب ظلم و غصب حرام خواری و ضلالت پذیری بیوفائی و وعدہ خلافی وغیر ذلک ظہور میں آنے پاوے اور خیرات و زکوٰۃ و برکات و حسنات نماز و روزہ حج و فطرہ ہدی و قربانی نذر و مہمانی تلاوت و عبادت رشد و ہدایت و عطف و نصیحت ذکر الہی فکر آخرت اداے احکام شریعت انجام ارکان طریقت عبور راہ حقیقت و وصول راہ معرفت وغیر ذلک ہرگز ہر آئینہ نہ ہونے پاوے تا بقولہ تعالیٰ اِنَّ الْحَسَنَاتِ یَذْهَبْنَ السَّیِّئَاتِ ۖ بِدِیْنِکِیْ سَے مبدل نہ ہو جاوے غرض جب انتظام سلطنت میں قیام پاتا ہے تو جمیع ملازمین و کل رعایا بحکم النَّاسِ عَلٰی دِیْنِ مَلُوْکِہُمْ ہر وقت ارتکاب معصیت میں مستغرق رہتے ہیں اور سوائے بدی و ضلالت کے کوئی نیکی

۱ تحقیق شیطان گھس جاتا ہے انسان کا خونوں کے اندر ۲۱ پیچے ہٹ جانے والے جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے بیچ سیز لوگوں کے ۱۲ سورہ ناس ۲ تحقیق نیکیاں لیجاتی ہیں برائیوں کو ۱۲ سورہ ہود ۲ لوگ اوپر دین بادشاہوں اپنے کے ہیں ۱۲

وہدایت کسی اعضا سے ظہور میں آنے نہیں پاتے ہیں آخر الامر جب اسکی سلطنت کی میعاد پورا ہو جاتا ہے تب اسکو بادشاہ حقیقی اور سلطان تحقیقی کی جلالت و قدرت کے وارنٹ گرفتار کی آپہونچتا ہے اور حضرت رب جلیل کے قہر قہاریت نے بحکم فَاِذَا جَاءَ اَجْلَهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ بلامہلت توبہ واستغفار جبر و قہر سے اسکو گردن گھٹ کر بلا اختیار دربار پاک پروردگار تک پہونچاتا ہے اس وقت اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خَسْرٍ کا مصداق بکسر شقاوت ابدی سے انجام پاتا ہے اور بقول فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقَوْا فَنَفْسِ النَّارِ بجز ان سرمدی اور فراق ابدی کی زندان میں محبوس و گرفتار ہو کر اپنے کئے کا سزا کو پہونچتا ہے کیونکہ سعادت و شقاوت ہر چیز کی باعتبار حصول و عدم حصول غرض مطلوب کے ہے یعنی جو چیز جس غرض کیلئے مخلوق ہوا ہے وہ غرض مطلوب اگر اس سے بخوبی حاصل ہوا تو وہ چیز نیک اور سعید کہلاتا ہے ورنہ بد اور شقی ٹھہرتا ہے جیسا کہ قلم تراش سے مثلاً غرض مطلوب صاف صاف تراشنا قلم کا ہے اگر یہ غرض اس سے بخوبی حاصل ہوا تو وہ قلم تراش نیک اور پسندیدہ ٹھہرا اور اگر یہ غرض بخوبی اس سے حاصل نہ ہوا تو وہ قلم تراش بد اور برا ٹھہریگا اسطرح خیال فرمائے غرض مطلوب خلقت انسانی سے حسب مضمون قولہ تَعَالٰی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ عبارت و عرفان حضرت ایزد سبحان اور وفاے عہد عشق و محبت خالق ذی القدرۃ والاحسان ہے پس جس وقت عقل و ادراک آدمی کا جسپر مدار تکلیفات شرعہ کے ہے حد کمال کو پہونچتا ہے اور حالت طفولیت سے مرتبہ بلوغیت کو آجاتا ہے و بحکم اَوْفُوا بَعْدَیْ اَوْفُوا بَعْدَیْ

۱۔ پس جب آتا ہے وقت ان کا نہیں پیچھے رہ جاتی ہیں ایک ساعت اور نہ آگے نکل جاتی ہیں ۱۲ سورہ اعراف ۲ تحقیق آدمی البتہ سچ زیاں کے ہے ۱۲ سورہ عصر ۳ پس جو لوگ کہ بد بخت ہوئے پس سچ آگ ہیں ۱۲ سورہ ہود ۳ اور نہیں پیدا کیا میں نے جن کو اور نہ آدمی کو مگر تو کہ عبادت کریں ۱۲ سورہ ذاریہ ۵ اور پورا کرو عہد میرا پورا کرو گا میں عہد تمہارے کو ۱۲ سورہ بقرہ ۶۔

وہ غرض مطلوب خلقت انسانی بزبان شرع ربانی اس سے طلب کیجاتی ہے اور اس کے ہمت کی آزمائش کے واسطے نفس سگ کو اس کے راہ طلب پر اور خناس صاحب وسوس کو اسکے دروازہ قلب پر مانند دربان کے بٹھلایا دیئے جاتا ہے تاکہ ہر مدعی کا ذب حریم خاص یار میں بارنپاوے۔

شعر

معشوق مرا گفت نشیں بر در من ÷ مگذا در دروں ہر کہ ندارد دسرن
اس وقت عہد میثاق الستی کی اقرار یا انکار کا عکس یا روقت اسکا ہو جاتا ہے پس اگر اس وقت انکار کیا ہوگا اسکی شومت نے تاثیر دکھاتی ہے اور سگ نفس اور شیطان موسوس راہ طلب یار وفادار حقیقی میں وسوس گوناگون اور دغدغہ بولہوں سے ترس و خوف فوت ہو جانے لگاں دنیا دنیائے دنیہ کے دلاتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشا اور روز و شب آٹھ پہر بحکم آیت زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیوة الدنیا واللہ عنده حسن المآب مزخرفات دنیاے فانیہ کو بازیب و زینت آراستہ و پیراستہ کر کے اس کے دل پر جلوہ دیتے ہیں پس وہ منکر عہد الستی ان شہوات مزخرفات کی مستی میں بادۂ وسقاہم ربہم شرابا طہورا سے محروم رہ جاتا ہے اور بسبب اغوائے سلطان نفس اور اضلال خناس موسوس کے غرض

۱۔ زینت دی گئی واسطے لوگوں محبت خواہشوں کی اور عورتوں سے اور بیٹوں سے اور خزاے اکہنے کی گیوں سونے سے اور چاندی سے اور گھڑے نشانی کی ہوئی اور چارٹاے اور کشتی یہ فائدہ ہے زندگانی دنیا کا اور اللہ نزدیک اسکے ہے اچھی جگہ پہر جانے ۲ اور پلاوے گا ان کو رب ان کا شراب پاکیزہ ۱۲ سورہ ہجر ۶۔

مطلوب خلقت انسانی اور دولت حقیقی عرفانی اور نعمت عشق و محبت ربانی اس سے فوت ہو جاتی ہیں کہ لَوْلَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَحْمُوْنُ عَلٰى قَلْبِ بَنِي اٰدَمَ لَنَظَرُوْا اِلَى مَلٰكُوتِ السَّمٰوٰتِ اور فُجُوْا عِشْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَقَاوَتِ سَرْمَدِ اور خسران ابدی سے اس کا کام انجام پاتا ہے اور اگر یار مددگار ہوا اور توفیق رفیق ہوئی اور معشوقہ سعادت ازلیہ نے متفع غیب سے چہرہ دکھائی اور رحمت الہی اسکے مستعد حال ہوئی اور فضا ب فضل بادشائی تلافی لغزشات کرنے لگی اور اقرار الستی نے تاثیر دکھائی تب بادشاہ نفس لوامہ خشم و شوکت کے ساتھ سریر سلطنت پر جلوس فرما کر اپنے سلطنت کی انتظام میں سرگرم رہتا ہے اور شاہ نفس امارہ کی تعذبات و تصرفات سے نہایت پریشان ہو کر اپنے کوز جرو ملامت کرتا جاتا ہے اور اپنے مافات کی تلافی پر کمر عزیمت کی باندھتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ ہر عاشق کو اول قدرے چاٹ دیتا ہے کہ وہ عاشق اس لذت پر کوشش و خدمت کرتا ہے پھر تھوڑا سا دروازہ کھول کر بند کر دیتا ہے تاکہ عاشق زیادہ مضطرب و مقرر ہو کر عشق کے حد کمال کو پہونچے اسی طرح وہ ذات پاک ازل میں پہلی نزد محبت کا کہیلا ہے اور میثاق میں اس عشق کا اقرار نامہ لیا پھر دنیا میں اس عشق کا پرتو عاشق پر ڈال کر اپنے طلب میں حیران و سرگردان بناتا ہے اور داد ناز دلبری کے دیتا ہے اور فوراً اپنے عاشق سے نہیں ملتا ہے تاکہ اس کے عشق حد کمال کو پہونچے اور نفس لوامہ کو چقماق آتش طلب کا بنا کر اس کے سینہ کو نار درد و سوز فراق مر المذاق سے ہر دم جلاتا ہے تاکہ اس تلخی ہجران کے بعد لذت شیرینی وصال اسکو اچھی طرح سے حاصل ہوا ماحونکہ یہ بادشاہ اور اسکے وزیر عقل دونوں غیر مستقل اور قلیل الحوصلہ ہیں اس لئے اس کے سلطنت میں کبھی نفس امارہ کی تغلب اور

۱ اگر نہ ہوتا شیطانوں کہہ دیتے ہیں اور بدل فرزند آدم کے البتہ دیکھتے طرف ملکوت آسمانوں کے ۱۲ نونا پیا دنیا میں اور آخرت میں ۱۲ سورہ حج

تسلط واقع ہو جاتا ہے اور کبھی شاہ نفس مطمئنہ نے اپنے تصرف و قدرت دکھاتا ہے غرض اس کشمکش کی جہت سے اس کے رعایا کسی ایک حکم پر مستقل اور مستقر نہیں رہ سکتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاٰخِرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخِرَ سَيِّئًا عَسٰى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ یہ بادشاہ غیر مستقل اور وزیر ضعیف رائے عقل سے انتظام اس سلطنت کی پوری طور سے صورت نہیں بنتی ہے ناگاہ آفتاب توفیق مشرق یحیہم و یحبونہ سے طلوع کرتا ہے اور جستجوے مرشد کامل اور پیر مکمل میں حیران و سرگردان بناتا ہے اگر گدا عاشق کریم کا ہے کریم بھی عاشق گدا کا ہے بلکہ عشق کریم کا اصل ہے اور عشق گدا کا اس کے ظل اور نقل للعارف الرومی۔

مثنوی

جو دم مجوید گدایاں و ضعاف ÷ بچو خوبان کا مینہ جو بند صاف
روے خوباں ز آئینہ پیدا شود ÷ روے احسان از گدا پیدا شود
جو دھتا جست خواہد طالبے ÷ بچنا نکتہ تو بہ خواہد تاجے
بانگ می آید کہ اے طالب بیا ÷ جو دھتا ج گدایاں چوں گدا

اس لئے قولہ تعالیٰ یحبہم کو قولہ تعالیٰ یحبونہ پر مقدم فرمایا

شعر

عشق پہلی ذات معشوقی ہیں کرتا ہے ظہور ÷ بعد اسکے عاشقوں میں جا کے دکھلاتا ہے زور

جیتک بندہ کو توفیق خداوندی یاوری نکرے ہرگز بندہ راہ عشق و محبت مولیٰ میں قدم نہ

۱ اور لوگ کہ اقرار کرتے ہیں ساتھ گناہوں اپنے کے ملادیتے ہیں عمل اچھا اور برا شاہ ہے اللہ یہ کہ پہر آوے او پران کے تحقیق اللہ بخشے والا مہربان ہے ۱۲ سورہ توبہ ۲ پیا کرتا ہے وہ ان کو اور پیا کرتے ہیں وہ اسکو ۱۲ سورہ مائدہ

دہرے اور عشق و محبت کی دم نہ بہرے تفسیر حسینی میں ہے کہ آیہ یحبہم و یحبونہ میں علمائے ربانی کا بہت اقوال ہیں اہل شریعت کہتے ہیں محبت خدا بندہ کو یہ ہے کہ دنیا میں اس کو توفیق و ہدایت بخشے اور آخرت میں ثواب و کرامت عنایت فرماوے اور محبت بندہ خدا کے ساتھ یہ ہے کہ بجان و دل اسکے طاعت و عبادت میں رہے اور اس کے معصیت و نافرمانی سے پرہیز کرے اہل طریقت کی نزدیک محبت خدا یہ ہے کہ بندہ کو اپنے درگاہ قرب میں دلب یار دیوے اور اپنے قربت کیلئے مخصوص فرماوے اور محبت بندہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واسطے اپنے حریم دل کو محبت اغیار سے خالی کرے اور سدا اسکے محبت ہی کی دم بہرے اہل حقیقت فرماتے ہیں کہ محبت خدا تعالیٰ کی قدیم ہے اور محبت بندہ کی حادث ہے۔

شعر

چوں تجلی کرد اوصاف قدیم ÷ پس بسوز و وصف محدث را گلیم

جس وقت صدمات سطوات محبت ذوالجلال کی سرادقات احتشام یحبہم سے وجود فانی محبت کو بوتنہ اضمحلال میں ڈالتا ہے بار دیگر نفحات یحبونہ کے چمن عنایت سے پہونچکر اس فانی کو وصف بقا سے متصف بناتا ہے پس محبت بندہ خدا کے ساتھ فنا کرنا ناسوتیت بندہ کا ہے بیچ لاہوتیت مولا کے اور محبت مولا بندہ کے ساتھ ابقائے لاہوتیت اپنی ہے بیچ افتائے ناسوتیت بندہ کے منازل السائرین میں حضرت خواجہ عبداللہ الانصاری ہروی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت میں محبت لذت پانی ہے عبادت الہی میں باوجود فراغت اسباب تفرقہ سے اور نہایت میں دوستی حضرت ذات احدیت ہے ساتھ فناے اسم حدوث

۱۔ پیار کرتا ہے وہ ان کو اور پیار کرتے ہیں وے اس کو ۱۲ سورہ مائدہ

کے عین ازلیت میں صاحب لمعات انار اللہ قلوبنا بلعمعات کمالاً فرماتے ہیں کہ محبت میل جمیل کے ہے اپنی جمال کی طرف اور وہ میل کئے طرح پر ہے اول میل جمع و جمع وہ شہود جمال ذات ہے آئینہ ذات میں بے توسط کائنات کے۔

رباعی

معشوق کہ کس سر جمالش شناخت ÷ در ملک ازل لو اے خوبی افراخت
نی طاس سپہر بود نہ مہرہ مہر ÷ خود بخود ایں نزد محبت می باخت
دوسرے میل جمع بہ تفصیل وہ یہ ہے کہ ذات یگانہ مظاہرے حد و کرانہ کے آئینوں میں اپنے لمعات جمال کو مشاہدہ کرتا جاوے اور اپنے صفات کمالیہ کی مطالعہ فرماوے۔

رباعی

جانان کہ دم عشق زند باہمہ کس ÷ کس راز سد بدامنش دست ہوس
مرآت شہود اوست ذرات وجود ÷ با صورت خود عشق ہی باز و و بس
تیسرے میل تفصیل بہ تفصیل چنانچہ اکثر آزاد لوگ جمال مطلق کو آئینہ تفصیل آثاری میں مشاہدہ کرتے ہیں اور مقید کو جلو گاہ مطلق سمجھتے ہیں اور ان کے لذت وصال سے خرسند اور ان کے محبت و فراق سے درد مند ہوتے ہیں۔

نظم

اے حسن تو کردہ جلو ہادر پردہ ÷ صد عاشق و معشوق پدید آورده
بابوے تو لیلیٰ دل مجنون برده ÷ وز شوق تو دماق غم عذر اخورده
چوتھے میل تفصیل جمع چنانچہ بعضے خواص اس فکر کو مادیہ افعال و آثار سے باہر جولان

دیئے ہیں اور حجب و استار شیون و صفات کو جو کہ مجاری افال و آثار کی ہیں طے کئے ہیں اور ذات متعالی صفات رفیع الدرجات کو قبلہ توجہ اپنے بنائے ہیں۔

نظم

بیرون ز حدود کائنات ست دلم ÷ برتر ز احاطہ جہا تست دلم
فارغ ز تفصیل صفات است دلم ÷ مرآت تجلیات ذات است دلم
پس یہ کلام حقائق اعلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ یحجہم عبارت مرتبہ میل جمع بہ تفصیل سے ہے اور یحجونہ اشارت مقام میل تفصیل مجمع سے ہے اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ اپنے رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ امعان نظر اور تعمیق فکر سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ذات باکمال حضرت ذوالجلال والجمال مراتب محبت کی ہر مرتبے میں اپنے ہی ذات سے نزوحیت کی کہیلتا ہے نہ غیر سے۔

بیت

یحجہم و یحجونہ چہ اقرار است ÷ بزیر پردہ نگر خویش را خریدار است
کیونکہ دوستی صاحب جمال کا آئینہ سے لذاتہ نہیں بلکہ اپنے مشاہدہ جمال کی رو سے ہے اس میں پس حقیقت میں اپنے ہی کو دوست رکھتا ہے نہ غیر کو ذہین فطین آدمی اس آیت سے حقیقت قرب فرائض اور قرب نوافل کو بھی سمجھ لے سکتا ہے الغرض جب طالب کو توفیق رفیق اور یار مددگار ہو جاتا ہے اور ستارہ اقرار الستی کی اسکے چہرہ پر پرتو افکن ہوتا ہے کہ۔

بیت

مگر بوے از عشق مست کند ÷ طلبگار عہد الست کند

اور آفتاب سعادت مشرق یحجہم سے طلوع کرتا ہے ناگاہ مربی فضل الہی اور حمایت رحمت بادشاہی اسکو کسی پیر کامل مکمل اور صاحب تصرف اکمل کی حجر لطف و عنایت کی حوالہ کرتا ہے تب ان کے دستگیری ہمت سے طالب کے شاہ نفس مطمئنہ مسند نشین سریر سلطنت کا ہوتا ہے اور اپنے ارکان اربعہ آب و آتش و خاک و باد کو حد اعتدال پر قائم رکھ کر وزیر باتدبیر روشن عقل بے نظیر کو دوات و قلم وزارت کی حوالہ کر کے تاکید شدید اور نصیحت مزید یوں کرتا ہے کہ ہمارے مملکت کی آبادی اور رعایا کی مرفع الحالی اور فصل کی ارزانی اور خزانہ کی معموری میں ہمیشہ نگران رہنا اور شاہ نفس امارہ کی موسمین جاسوسوں کو ہمارے دار السلطنت کی حدود میں مداخلت کرنے نہ دینا اور ہر وقت عروقوں کی تار برقی سے ہر ہر ولایت کی خبر لیتا رہنا پھر ان عروقوں کی نہروں سے جمیع بلادوں تک تازگی پہنچا کر فصل بہار یادگاری یار سے چمنستان عشق و محبت پروردگار کو گلزار جاوید بہار بنا رکھنا اور مخزن کرام کاتبین کو گلہائے مشاہدہ جمال مطلق سے دمبدم معمور و آباد فرمانا تب وزیر عقل باتدبیر روشن ضمیر حسن مشترک خیال و ہم حافظ متصرفہ آنکہہ ناک کان دست زبان جمیع حواس خمسہ ظاہری و باطنی چو بداروں و دربانوں کتوالوں رقیبوں سپاہیوں پر بڑی تاکید سے نگرانی کرتا رہتا ہے اسوقت جمیع رعایا بمضمون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہر وقت مطمئن ہو کر ادائے خزانہ یادگاری یار حقیقی اور ایفائے حقوق دوستداری دوست تحقیقی کے سرگرم رہتے ہیں اور بھو اے لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ ہمہ دم مشاہدہ جمال باکمال حضرت الستی مقال کے ساتھ اشتغال رکھتے ہیں اور مدام دولت

مثنوی

اہل دنیا عقل ناقص داشتند ÷ تاکہ صبح صادق پنداشتند
صبح کاذب کاروانہارا زدہاست ÷ کہ بیوے روز بیرون آمدہ است
صبح کاذب خلق رارہر مباد ÷ کہ دہد بس کاروانہارا بباد
اے شدہ تو صبح کاذب رارہیں ÷ صبح صادق راتو کاذب ہم مبین
پیران ریاکار عارفوں کی باتیں سکر مثل طوطی کے مترجم بنتے ہیں اور س کے معنی سے بیخبر
ہیں ریاکار اگرچہ اول سب کا مقبول ہوتا ہے مگر آخر کار مردود بنتا ہے۔

حکایت منظوم

نوے سالہ زال تھی یک در زمان ÷ جہلیاں منہ پر رنگ اسکا زعفران
مثل مقعد اسکا منہ سمٹا ہوا ÷ لیکن اسکو شوق تھا خاوند کا
منہ سفید اور دانت اسکا گر گئے ÷ قد کمان ہر حس تغیر اصل سے
عشق شوہرا اسکو تھا حد کمال ÷ صید ڈھونڈے اور پہٹا تھا اسکا حال
نی نیازنی جمال و عشوہ ناز ÷ تو بتوتھی گندہ مانند پیاز
شادی ہمسایہ میں اسکی تھی عجب ÷ اتفاقا بس کیا اسکو طلب
اسکو شاد ریکا بلا و اجو گیا ÷ آگے منہ کے اسنے آئینہ رکھا
بال و برو کو وہ کرتی صاف تھی ÷ تاہو آرایش سے رخ کی روشنی
بسکہ گلگونہ تکبر سے ملا ÷ مقعد روا اسکا نہ پنہاں ہوا
عشر قرآن ہر جگہ سے کاکر ÷ رخ پہ چپکاتی تھی اپنے پیشتر
مقعد روا اسکا پنہاں تاکہ ہو ÷ تانگیں حلقہ خواباں وہ ہو

ہر جگہ رخ پر جو چپکاتی عشر ÷ اوڑتے ہی چادر وہ گرتے خاک پر
پہر وہ ان عشروں کو اپنے تھوک سے ÷ رخ پہ چپکاتی تھی اپنے ہر جگہ
پہر وہ چادر سیدہی کرتے ناز سے ÷ عشر گرتی اسکی رخ سے خاک پے
آخرش تدبیر سے عاجز وہ ہو ÷ بولی سو شیطان پہ لعنت ہو جو
پس ہوا ابلیس متمثل وہاں ÷ بولا اے فحہ و مکا ر جہاں
میں نے صاری عمر یہ سوچا نہیں ÷ تجہ سواجبہ کے یہ دیکھا نہیں
تو نے رسوائی میں بویا تخم عجب ÷ نہ جہانمیں چھوڑا قرآن کو بھی اب
تیرے سوا ابلیس ہیں عشر عشر ÷ چھوڑ مجھ کو اے تو زالوکی امیر
چوری کبتک عشر کی قرآن سے ÷ تاہو زگلین رخ ترا چوں سب کے
چوری کبتک حرف مردان خدا ÷ تاکہ نیچے اور لیوے مرجسا
رنگ بستہ سے نہ گلگونہ ہوا ÷ شاخ بستہ فن کوئی نشود نما
گرچہ مردوں سے چورا کر کے رموز ÷ ہوتا وہ رنگین مانند عجز
کب رہے لیکن یہ رنگ عاریت ÷ آخر آتی ناگہاں رسوایت
گرچہ ہو مقبول پہلی ایکبار ÷ آخر اہوتا ہے وہ مردود و خوار
تحصیل دولت کمال بدون نظر ہمت حضرت مرشد کامل مکمل کے محال ہے یا ایہا الذین
امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاهدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون
فرمان واجب الاتثال حضرت ذوالجلال ہے جس کو پیر و مرشد کامل نہیں ہے وہ برباد دو
جہان ہے کہ حدیث من لیس له شیخ فشیخہ الشیطان اس پر واضح برہان ہے کہ۔

۱۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ذوالجلال سے اور ڈھونڈو طرف اسکے وسیلہ اور محنت کرو بیچ راہ اسکے کہ تو کہ تم فلاح پاؤ ۱۳ سورہ مائدہ ۲ جو کہ نہیں ہے اسکے لئے پیر پس پیر اسکا شیطان ہے ۲۱

نظم

بے عنایات حق و خاصان حق ÷ گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق

اور تفسیر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ میں مسطور ہے قولہ تعالیٰ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ یعنی حقائق و احوال پوشیدہ جو کہ تمہارے وجود میں چھپی ہوئی ہے بسبب عدم مناسبت درمیان تمہارے اور درمیان باری تعالیٰ شانہ کے اور بوجہ انتقال تحصیل ان کمالات کے حضرت حق سے کسی کو اس پر اطلاع و آگاہی نہیں دیتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رِّسْلِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالٰی پسند کر لیتا ہے اپنے رسولوں سے جس کو چاہے اور اس کو اپنے اسرار پر اطلاع بخشا ہے اور حقائق و احوال اس پر کھول دیتا ہے تا بسبب ثبوت جنسیت کے تم کو ہدایت کرے طرف گنج اسرار و جو تمہارے کے فَاتَمَنُوا بِاللّٰهِ وَرِسْلِهِ پس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسولوں پر وَكُنْ تَوَّامِنَا۔

اور اگر ایمان لاؤ ساتھ تحقیق کے اور ساتھ سلوک کرنے طرف یقین کے اور ساتھ متابعت کرنے بیچ طریقہ کے وَتَتَّقُوا اور بچو نفسانی حجابوں اور موانع سلوک سے فَالْحُكْمُ اجْر عَظِيمٍ پس تمہارے لئے بڑا اجر ہے کہ اصل حقیقت تم پر کھول جائیگی کتاب مغز المعانی میں حضرت قدوة الکاملین زبدۃ العارفين مخدوم شاہ شرف الدین احمد مکی منیری قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ مشائخ طریقت کی اجماع سے ثابت ہو چکا ہے کہ طلب کرنا پیر کامل کا جو کہ نشیب و فراز طریقت کو دیکھ کر مستقیم الحال ہوا ہو اور قہر جلال اور لطف جمال کو چکا ہو اور العلماء و رثۃ الانبیاء آپ کے شان میں درست آتا ہو اور مرید کی جملہ علل اور امراض قلبی پر اطلاع رکھتا ہو اور اسکے ادویہ و علاج سے خداقت و مہارت پیدا کیا ہو فرض ہے

۱۔ اور نہیں ہے اللہ کہ خبردار کرے تم کو اور غیب کے ۲۔ اور لیکن اللہ پسند کرتا ہے پیغمبروں نے میں سے جسکو چاہے ۳۔ پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور رسول اسکے ۴۔ اور اگر ایمان لاؤ تم ۵۔ اور پرہیز گاری کرو ۶۔ پس واسطے تمہارے ہے ثواب بڑا ۱۲۱ سورہ آل عمران

مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین مقربان و مقبولان بارگاہ خداوندی ہیں انکے عنایات ہمت کے بغیر کوئی حریم خاص تک نہیں پہنچ سکتا ہے علاوہ اسکے یہ راہ سلوک نہایت مشکل اور نپٹ کٹن ہے اسمیں موجبات ہلاک بہت ہیں کہ بے پناہ دولت کسی صاحب ولایت کے ان عقبات سے گذرنا محال ہے۔

مصرعہ۔ راہ پر خوفست دزدان در کمین بہ نشستہ اند۔

قطعہ

باد پیائی نباشد عشق گل ویاں قدم ÷ اندریں رہ تامل نہ کیں رہ ہر خام نیست
اژدہا و شیر مردنخوار بسیارند و گرگ ÷ ہست خارستان عشق ایں مجلس آرام نیست
اسکے سوا مرشد کامل کے ادنیٰ توجہ سے تھوڑے زمانے میں وہ نعمت اور کمال حاصل ہوتا ہے جو سالہا سال کے محنت و ریاضت سے حاصل نہیں ہوتا اور کیا خوب کہا ہے۔

فرد

آنکہ بہ تبریز دید یک نظر از شمس دیں ÷ طعنہ زند بردمہ سخرہ کند بر چلہ
اور ارشاد الطالبین میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب طریقت اور تحصیل کمالات باطنی حسب فرمان واجب الاذعان یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ حق تقاہہ فرض ہے کیونکہ کمال تقویٰ بدون فنا سے گانہ خلق و ہوا و ارادت کے جو کہ عبارت ولایت سے ہے ہرگز مقصور نہیں ہے حتیٰ کہ جس شخص کو اس علم باطنی سے بہرہ نہ ہوا اسکے سوء خاتمہ ہو نیکا خوف ہے نعوذ باللہ منها اور یہ فریضیت

۱۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ذرا اللہ سے حق ڈرنے اسکے ۱۲۴ سورہ آل عمران

مخصوص فقط مردوں کے ساتھ نہیں بلکہ اسمیں عورتیں بھی شامل ہیں اگرچہ صیغہ امنوا واتقوا تغلیباً مذکور ہوا ہو جیسا کہ جمیع خطابات قرآن و احادیث کا یہی دستور ہے ہمارے دیار کے عوام کا لانعام بلکہ جہلائے علما نام کے اعتقاد فساد میں ہے کہ عورتیں فقیر نہیں ہو سکتی ہیں اور معرفت خداوند ذوالجلال اور تحصیل دولت کمال انکے لئے محال ہے سبحان اللہ کیا جہالت کی مقال ہے آیت شریفہ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں باتفاق علمائے مفسرین عبادت سے دولت عرفان مراد ہے یعنی غرض خلقت انسانی سے تحصیل دولت عرفانی ہے خواہ مرد ہو خواہ عورت تحصیل اس دولت کا سب پر فرض ہے حالانکہ انس کے لفظ نہ لغتاً مخصوص مردوں کے ساتھ ہے اور نہ شرعاً پس جو کہ مردوں کے ساتھ تخصیص کرتا ہو فی الحقیقہ وہ یا قرآن مجید کو تحریف معنوی کرتا ہے یا تو اللہ جل جلالہ پر جھوٹ باندھتا ہے نعوذ باللہ من ذلک حضرت مولانا جامی علیہ الرحمۃ بعد ذکر احوال طبقات رجال اللہ علیہم الرحمۃ والرضوان فحات الانس شریف میں فرماتے ہیں فی ذکر النساء العارفات الواصلات الی مراتب الرجال رحمہم اللہ تعالیٰ بعد اسکے مولانا موصوف استدلال کے رو سے صاحب فتوحات مکیہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے قول فتوحات سے نقل فرماتے ہیں جبکہ ترجمہ یہ ہے کہ صاحب فتوحات رحمہ اللہ تعالیٰ فتوحات کی باب ہفتاد و سوم میں بعد ذکر طبقات رجال اللہ کے فرماتے ہیں کہ ان مردان خدا میں سے جو کہ اسم رجال کے ساتھ مذکور ہوئے ہیں بعضے انمیں عورتیں ہیں لیکن ذکر مردوں کو غلبائی دیجاتی ہے اور بعضے کو ان سے پوچھا گیا کہ

۱ اور نہیں پیدا کیا میں نے جن کو اور نہ آدمی کو مگر تو کہ عبادت کریں جگو ۱۲ سورۃ زاریہ ۲ بیچ ذکر عورتوں کے جو کہ پہچاننے والیان خدا کی ہیں نہ ہو نہیں ہیں مردان کے مرتبوں کو رحمت کرے ان کو اللہ تعالیٰ ۱۳

ابدال کتنے ہیں بولا کہ چالیس نفس کہا گیا کہ چالیس مرد کیوں نہیں کہتے ہو کہا کہ بعضے انمیں سے عورتیں بھی ہوتیں ہیں اور شیخ عبدالرحمن سلمی صاحب طبقات مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے عابدہ اور عارفہ عورتوں کی ذکر احوال اسمیں بیان فرمایا اور اسی شان پر بعضے بزرگ فرماتے ہیں۔

شعر

فما التانیث لاسم الشمس عیب ÷ ولا التذکیر فخر للہلال

اور حضرت مولانا جامی علیہ الرحمۃ فحات الانس میں بہت سا عورتوں کی ذکر فرمائے ہیں انصاف کے مقام ہے کہ اللہ جل جلالہ نے عورتوں کی واسطے حیات و موت و عذاب قبر و حشر و حساب و کتاب و پل صراط سب کچھ رکھا ہے اگر ان مصیبتوں اور مشکلوں سے بچنے کی راہ اور تدبیر اپر حرام کیا ہو تو یہ عین ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے و ما اللہ یرید ظلماً للعباد یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔

پس جب ظلم کے عیب سے اللہ سبحانہ پاک ہے ضرور دولت عرفان کی تحصیل عورتوں پر فرض ہے کہ بدون اسکے ان مصائب سے رہائی ممکن نہیں ہے اور ایک اعجب العجائب اس مقام پر یہ ہے کہ اکثر علما صورت جہلا سیرت کی خیال فاسد میں سایا ہے کہ امی ان پڑھا بے علم خدا کو پہچان نہیں سکتا ہے اور دولت عرفان سے سرفراز نہیں ہو سکتا ہے اور اس بیت حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ کو دلیل قائم کرتے ہیں۔

۱ پس نہیں ہے تانیث آفتاب کی نام کیلئے عیب اور نہ تذکر فخر ہے ہلال کے واسطے ۱۲ اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ہے ظلم کا واسطے بندوں کے ۱۳ سورۃ مؤمن

بیت

چونکہ از پے علم باید گداخت ÷ کہ بے علم نتوان خدا را شناخت

اب جان تو اے عزیز کہ معرفت و عرفان خداے سبحان عبارت میل مدارج ایمان سے ہے اور تحصیل ایمان اول فرض اسلام کی ہے اور تحصیل ایمان کی معنی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ مینا طوطا کے طور پر الفاظ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (نہیں معبود سوائے خدا کے محمد ﷺ اللہ کا رسول ہے) سے فقط اپنے زبان کو مترنم بنایا اور اسکی احکام اور ترقی مدارج سے بالکل دست بردار ہو رہا نہیں یہ بات ہرگز نہیں بلکہ بحکم آیت شریفہ یا ایہا الذین امنوا امنوا تا مدت عمر ترقی مدارج ایمانیہ کی کہوج میں لگا رہنا سب پر فرض لازم ہے اور آیت کریمہ وما خلقت الجن والانس میں بھی معرفت و عرفان کو کہیں مخصوص عالموں کے واسطے نہیں فرمایا اگر اسی ان پڑھا کو ایمان و عرفان کی دولت حاصل ہونا محال ہے اس سے لازم آتا ہے کہ فقط عالم لوگ اس دولت سے سرفراز ہو کر بہشت کو جاویں اور یہ بیچارے امی لوگ سوائے دوزخ کے بہشت کی منہ تک نہ دیکھیں اور بحکم ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا۔ یہ لوگ بالکل دولت دیدار خداوندی سے بے نصیب و محروم رہ جاویں بلکہ اس قول کا مقتضی یہ ہے کہ امی لوگ نعمت ایمان سے سرفراز نہ ہوں سبحان اللہ کیسا اچھا ہادی ہیں کہ اپنے معتقدین کو نعمت ایمان سے ہاتھ دہلاتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ ان پڑھا خدا کو نہیں پہچان سکتا ہے ٹک سو چھو اور خیال کرو کہ دنیا میں کوئی فرد بشر ماں کی

۱ اور جو کوئی ہے سچ اس دنیا کے اندہا پس وہ سچ آخرت کے اندہا ہے اور بہت گمراہ ہوا ہے راہ سورۃ بنی اسرائیل ۱۲ ۲ پناہ چاہتے ہیں ساتھ اللہ کے اس سے ۱۲

پیٹ سے عالم ہو کر نہیں آیا ہے جب آدمی حد بلوغ کو پہنچتا ہے تب بار امانت الہی جسکو حسب قول اللہ تعالیٰ انا عرصنا الامانة علی السموات والارض والجبال الایہ کے آسمان و زمین اٹھانے سے عاجز آگئے تھے اس پتلے خاکی کی سر پر لا دیتا ہے بلبل شیر از فرماتے ہیں۔

شعر

آسمان بار امانت نتوانست کشید ÷ قرعہ فال بنام سن دیوانہ زدند

اور بحکم طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة اسکو آسانی سے اٹھانے کی قاعدہ بتلاتا ہے یعنی طلب علم جو کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ضروری ہو فرض ہے اور یہ علم دو قسم ہیں ایک علم احکام شریعت کا اور دوسرے علم احکام طریقت کا جیسا بعد استحکام عقائد ایمانیہ علم احکام ضروریہ شریعت کہ عبارت ظاہر اسلام سے ہے مثل فرائض و وجبات و سنن و مستحبات و حرام و حلال و مکروہ و مباح کے جسکو فقہ بولتے ہیں علمائے ظاہر شریعت کے خدمات یا برکات میں جا کر سیکھنا فرض ہے اسی طرح علم احکام ضروریہ طریقت بھی کہ عبارت باطن اسلام سے ہے اور اسکو تصوف بولتے ہیں حضرات علمائے طریقت کی خدمات فیض موہبات میں جا کر حاصل کرنا فرض ہے کہ بدون ان تینوں علموں کے اسلام پورا نہیں ہوتا ہے اور حدیث طلب العلم فریضة میں علم سے منطق و حکمت و فلاسفہ وغیرہا فنونات مراد نہیں ہے بلکہ وہ علم مراد ہے جو کہ ایمان و اسلام کی تحصیل میں ضروری ہو چنانچہ لفظ مسلم اور مسلمہ کی اسپر پوری اشارت کر رہی ہے یعنی طلب علم احکام شریعت ظاہرہ اور طریقت باطنہ کی جو کہ اسلام کی صفت سے موصوف

۱ تحقیق رو برد کیا تھا ہم نے امانت کو اوپر آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے ۱۲ سورۃ احزاب ۳ طلب کرنا علم کا فرض ہے اوپر ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے ۱۲

ہونے میں ضروری ہے سب مردوں اور عورتوں جو ان بڑے پر فرض اتم ہے اسیدو اسطے لفظ کل مسلم و مسلمة فرمایا اور ”کل ناس“ وغیرہ نہیں فرمایا اسلئے حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق یعنی جس نے تصوف سیکھی اور فقہ سے بیخبر رہا وہ زندیق ہے اور جس نے فقہ سیکھی اور تصوف نہ سیکھی وہ فاسق ہے اور جس نے دونوں سیکھا وہ محقق ہے کیونکہ ان تینوں میں سے ایک دوسرے کے لازم ہیں چنانچہ اسکو لمحہ کی پرتو چہارم میں بیان کر چکا ہوں۔

اور علاوہ اسکے علمائے بھی اسکے ساتھ تصریح فرمائے ہیں حضرت بختیار کاکیؒ دلیل العارفین میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مراد علم سے علم معرفت ہے کہ باعث نجات اور تقرب کا ہے پس اسکو سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے اور وہ بدون فقہ اور تصوف کے پورا نہیں ہوتا اور حضرت مولانا کرامت علی جوہریؒ زاد التقویٰ وغیرہ کتابوں سے بھی خوب روشن ہے۔ اور قول شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ۔

بیت

چونکہ از پے علم باید گداخت ÷ کہ بے علم نتوان خدا را شناخت

سے بھی علم ضروری احکام ایمانیہ مراد ہے کہ بدون علم احکام شریعت و طریقت خدا کو پہچان نہیں سکتا ہے خواہ یہ علم بڑے بڑے کتابوں کے پڑھنے سے حاصل ہو خواہ کسی جاننے والے خدا شناس کی تعلیم اور تفہیم سے حاصل ہو چنانچہ حضرت شیخ اکبرؒ تحت تفسیر قولہ تعالیٰ فابعثوا احدکم برسزکم کے تحریر فرماتے ہیں کہ کمال سب کا اور پر تعلیم و تعلم کے موقوف نہیں ہے بلکہ کمال اشرف وہ کمال علمی ہے پس ہر فرقہ سے تعلیم بعض کا اور تنبیہ بعض

کا دوسروں کو کافی ہے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم یا یہ شعریں مراد علم سے علم فنا ہے کہ برکت و فیض صحبت مرشد کامل سے حاصل ہوا کرتا ہے نہ کتابوں کے پڑھنے سے چنانچہ مصرعہ اولیٰ میں گداخت کی لفظ اور پروانہ شمع کی تشبیہ اسکے طرف مشیر ہے علاوہ اسکے اکثر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے امی تھے اور برکت صحبت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکو وہ معرفت حاصل ہوئی کہ کوئی فرد اولیائے کبار میں سے ایک ادنیٰ صحابی کی درجہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے سوا اسکے اکثر اولیائے کرام مثل حبیب عجمی وغیرہ کے امی ہیں کہ برکت صحبت مرشد کامل سے درجہ ولایت کو پہنچے ہیں اور دولت عرفان سے سرفراز ہوئے ہیں پس ان تقریرات سے تمپر خوب روشن ہوا کہ طلب علم ضروریہ شریعت و طریقت کہ عبارت معرفت سے ہے امی عالم جو ان بوڑھا مرد و عورت پر فرض ہے اور وہ برکت صحبت مرشدان کامل سے حاصل ہو سکتا ہے اور گدھے کی طرح کتابوں کی ڈھیر اٹھانے کا ضرورت نہیں رکھتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا پس جنکے صحبت میں علم احکام ضروریہ شریعت کی حاصل کرے اصطلاح قوم میں ان کو معلم اور استاد بولتے ہیں اور جنکے صحبت میں علم احکام طریقت کی نعمت سے سرفراز ہوئے انکو پیر اور مرشد شیخ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اب جان تو کہ موجب حصول دولت ولایت کہ جذبہ و کشش الہی ہے کبھی بیواسطہ ہوتی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندہ کو محض رحمت و عنایت سے اپنے

۱۔ مثال ان لوگوں کی کہ انھو سے گئے تو ریت پہرنا اٹھایا انھوں نے اسکو مانند گدھے کی ہے کہ اٹھاتا ہے کتابوں کو ۱۲ سورہ جمعہ

طرف پہنچ لیتا ہے اور بے واسطہ کسی پیر کامل کے ظاہر میں اپنے نعمت قربت سے سرفراز و ممتاز بناتا ہے ایسی شخص کو اصطلاح سلوک میں اویسیہ اور مجتبیٰ بولتے ہیں اور یہ نہایت نادر ہے لاکھوں کڑوروں میں کس کو نصیب ہو ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء اور غالباً وہ جذبہ توسط اور توسل سے حاصل ہوتی ہے حکم استقرائی سے وہ واسطہ یہ دو چیزیں سے زائد نہیں ایک عبادت و ریاضت اور دوسرے صحبت پیر کامل مکمل پس جو جذبہ بتوسط عبادت کے حاصل ہوتی ہے اسکو ثمرۃ عبادت بولتے ہیں اور قرب عبادت کہتے ہیں اور جو کہ برکت صحبت انسان کامل سے میسر آتی ہے اسکو تاثیر شیخ یا فیض یا توجہ نام رکھتے ہیں پیران کامل جتنے ہیں سب اصحاب و مقام ہیں اور حال و مقام مواہب ربانیہ اور عطیات رحمانیہ سے ہے کس کو اس میں اصلاً دخل نہیں کل حضرات پیران مرید تھے اور میدی کی ہر ہر مرتبہ کو قدم صدق و ارادت سے طی کر چکے ہیں اور مرتبہ تلوین سے گذر کر مقام تمکین کو پہنچے اور صحو سکر کے دریائے بے پایاں میں شناوری کئے قدس طہارت انکا اس درجہ کو پہنچا کہ کسی کو طاقت نہیں کہ ان کے خوبیوں کو عقل ضعیف کے میزان پر تل سکے کوہ کوہ کاہ سے کیا نسبت ہے آسمان کو چمتی سے تلنا حماقت ہے جبرائیل صفت چاہئے کہ ان کو پہچان سکے۔

مصرعہ چشم مجنون باید آں دیدار را

لیکن اس کے ہوتے ہی مفتی طریقت کی فتوا ہے کہ حدیث عن البحر ولا حرج اگرچہ تنگ شکر خرید نہ کر سکوں پر اسکے لگس رانی سے محروم رہنا نہ چاہئے اب جان تو کہ سالکان طریقت بادہ نوشی خمائے حقیقت چارم پر ہیں اول مجذوب سالک دوسرا سالک

۱ یہ فضل اللہ کا ہے دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے ۱۲ سورۃ جمعہ

مجذوب تیسرا مجذوب محض چوتھا سالک محض امم سابقہ میں ہر ہر قرن میں ایک ایک نبی ہر ہر جگہ میں اور ہر ہر گاونہیں مبعوث ہوتے تھے فرمایا حق سبحانہ و تعالیٰ نے وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَا خَلَا فِیْہَا نَذِیْرٌ چنانچہ عدد انبیائے عظام علیہم السلام باختلاف روایت حسب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار یا بیش ہیں ان میں سے عدد رسولوں کی تین سو تیرہ ہیں کہ بعد ہزار سال یا قریب ہزار سال کے ایک پیغمبر اولو العزم مبعوث ہوتے تھے چنانچہ بعد ہزار سال زمانہ حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اسی طرح ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام ان کے بعد ہمارے حضرت پیغمبر سرور کائنات علیہ و علیٰ الہ افضل الصلوٰات و اکمل التسلیمات مبعوث ہوئے اور نور ہدایت و ارشاد سے انجمن عالم کو منور فرمائے بعد زمانہ نبوت اولیائے امت و علمائے ربانی ہدایت و ارشاد کے بارے میں بطور نیابت و خلافت وارث و جانشین حضرت رسالت ہوتے چلے آئیں کہ الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْاَنْبِیَاءِ اور مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ اللّٰہَ یَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَۃِ عَلٰی رَاسِ کُلِّ مِائَۃٍ سَنَۃٍ مِنْ یَّجِدُ لَهَا دِیْنَهَا رواہ ابو داؤد پیران کے درمیان ہزار سال یا قریب ہزار سال کے جب منقضي ہو جاتا ہے نوبت اولو العزم کے آپہونچتی ہے اس وقت حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ موافق عادت قدیم اپنے کے ایک قیوم عالم غوث زمان مجد دوران مجذوب سالک بقیہ طینت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ پیدا کرتا ہے اور ان کے ہدایت و ارشاد سے جملہ عالم کو حفیض ظلمت ہیولانی و نفسانی سے رہائی عطا فرما کر اوج نورانیت ملکائی و رحمانی کو پہنچاتا ہے حضرت مخزن الاسرار شیخ فرید الدین عطارؒ تحریر فرماتے ہیں۔

۱ اور نہیں کوئی امت مگر گذرا جس کے ڈرانے والا ۱۲ سورۃ فاطر علماء و ارث نبیوں کے ہیں ۱۲ سہ تحقیق اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس امت کے لئے اوپر ہر سو برس کے ایک شخص جو کہ نیا کرے اس امت کا دین کو روایت کیا اسکو ابو داؤد ۱۲

مثنوی

اولین مجذوب سالک آمدہ است ÷ کو ز اول با خدا واصل شدہ است
حق فرستادش بسوئے خلق زود ÷ تاکہ خلقان جہان را رہ نمود
سالہا باید فلک بر سر رود ÷ تاکہ پیرے ایں چنین پیدا شود
انکے وجود برکت آمود اہل عالم کیلئے کبریت احمر ہے مشقت خاک کو زربنا نا انکے نظر فیض
کے اثر ہے حضرت شاہ عبدالصمد صاحب معروف بشاہ رنست اپنے مثنوی تحفۃ العاشقین
میں تحریر فرماتے ہیں۔

مثنوی

اب تو سن مجذوب سالک کا بیان ÷ تاکہ تجھ پر نیک بد ہو سب عیاں
یعنی وہ مجذوب سالک ذی سیر ÷ جنکے صحبت سے ہو جذب اول پسر
بعد اسکے ہو سلوک ایسا جوان ÷ ماسوا حق کی ہو وہ سب پر نہاں
یاں تلک پوشیدہ ہواے ذی سیر ÷ قدسیوں کو بھی نہوا صلاخبر
منتہی کا یہ ہے جذب اے نیک بخت ÷ یہ طریقہ سب طریقوں سے ہے سخت
حکم انکو ہے وہ سب سے بہم ÷ پر نہودے عشق سے باہر قدم
یعنی ہو مخلوق میں چوں جاں بتن ÷ جان ہو حق کی طرف پر جان من
جس کا یہ ہے حال اے عالی گھر ÷ صحبت بد سے نہیں ان کو ضرر
حق نے بھیجا سلئے ان کو شتاب ÷ تاکہ ہووے خلق انے فیضیاب
جنکو ایسا ہو سلوک اے مرد دین ÷ وہ گدا ہے عشق کا شہ بالیقین

انکے صحبت سے ہو جذب اے با خدا ÷ پر ارادت تیرے صادق ہو ذرا
قولہ تعالیٰ انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء۔
بے ارادت کے نہیں ہوتا اثر ÷ انبیاء کے کر ہدایت پر نظر
جب تجھے ہو جذب حق اے نیک نام ÷ یعنی ہو اخلاص مرشد سے تمام
دو طرفہ کا جذب ہے اے نیک مرد ÷ جسکو یہ حاصل ہے وہ عالم میں فرد
ایک تو ہے خاص دیگر عام ہے ÷ خاص یہ بس عام کان انجام ہے
عام کہتے ہیں اسے عالی گھر ÷ جسکو نسبت پیر سے ہو سر بسر
خاص یہ ہے یاد رکھہ عالی جناب ÷ نسبت احمد سے جو ہو فیضیاب
نسبت پیر اسکے ہے لیکن خلاف ÷ یعنی نسبت احمدی کی بخلاف
جسکو نسبت پیری کی ہو ذو الفضول ÷ ہے وہ عین نسبت ذات رسول
نسبت احمد احد کی ہے پسر ÷ عرض یہ جو ہر وہ ہے اے پیغمبر
مخزن نسبت ہے مرشد اے حبیب ÷ اسکو حاصل کرا اگر ہے بانصیب
جس سے نسبت تجھ کو ہواے نیک داں ÷ یاد رکھو وہی ہے نسبت بیگماں
گر تو چاہے وصل حق اے بے خبر ÷ کاملوں کا خاک پا ہو سر بسر
اس صفت کا گر ملے تجھ کو گدا ÷ اسکے اوپر جان دل سے ہو فدا
سب سے ہو آزاد انکا ہو غلام ÷ جب ملے دین کا مزہ تجھ کو تمام
جب تلک انکا نہ ہووے خاک پا ÷ راز حق ہر گز نہ ہووے تجھ پہ وا
یہ لکھا عطار نے اے ذی شعور ÷ پڑھکے کر دلے تکبر اپنے دور

۱ تحقیق تو نہیں ہدایت کرتا جس کو چاہے لیکن اللہ راہ دیکھاتا ہے جسکو چاہتا ہے ۱۲ سورہ قصص

منکہ دامن از جہاں بر چیدہ ام ÷ عشق اہل دل ز جان بگزیدہ ام
 من کہ دارم از ہر عالم فراغ ÷ مہر کامل کردہ ام درینہ داغ
 منکہ از سیر دو عالم رستہ ام ÷ برد راہل دلاں خاک درم
 منکہ بفرق سلاطین افرم ÷ پیش ایشان از گدایاں کمتر
 منکہ عرش و فرش بردم زیر پا ÷ میکنم از خاک ایشان تو تیا
 منکہ آزادم ز قید ہر چہ ہست ÷ پیش ایشان گشتہ ام چوں خاک پست
 منکہ از دنیا و عقبی فارغم ÷ در سپہ وصل چوں مہ پارہ ام
 روئے می مالم ز عجز و افتقار ÷ دامنما بر آستان این کبار
 خوشہ چیں خرمن اہل دلم ÷ خاک راہ کا ملاں منزلم
 انکے ظاہر پر نکمر ہر گز نظر ÷ نور باطن ان سے حاصل کر پسر
 یعنی ظاہر سے بری ہے انکے چال ÷ پر نہیں واقف ہے تو اے خوشخصال
 انکے ظاہر میں اگر ہو کچھ خلل ÷ تو نہ کرنا اُس پہ کچھ ہر گز عمل
 دیکھہ فرماتے ہیں کیا وہ اے عزیز ÷ یعنی حضرت مولوی پر تمیز
 ملت عشق از ہمہ ملت جداست ÷ عاشقان را ملت و مذہب خداست
 و سوسہ بدوے جو شیطان لعین ÷ دلمیں تیرے اسکا کچھ ای مرد دین
 حضر و موسیٰ کا تو قصہ پڑھ عزیز ÷ تاکہ ہو اس راز سے تجھ کو تمیز

قوله تعالى قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع
 عليه صبرا اور فرماتے ہیں حسنات الابرا سیئات المقربین۔

۱۔ کہایہ جدائی ہے درمیان میرے اور درمیان تیرے اب خبر دوں گا میں تجھ کو ساتھ اس چیز کے کہ نہیں کر سکا تو اوپر اسکے صبر ۱۲ سورۃ
 کہف ۲ نیکیاں نیک کاروں کا گناہوں مقربوں کا ہے ۱۳

تیرے نیکی ہے بدی ان کے حبیب ÷ فرق یہ ہے یاد رکھاے بے نصیب
 دیکھہ تو یہ مولوی نے کیا لکھا ÷ پڑھ ذرا اسکو تو اے مرد خدا
 طاعت عامہ گناہ خاصگان ÷ وصلت عامہ حجاب خاصہ دال
 عام را باشد نظر بر فعل و اسم ÷ پیش خاصان مجوگرد و صف و اسم
 عام را باشد شیشہ و نقش و نگار ÷ خاص را باروشنی گرد و قسار
 گر نظر در شیشہ داری گم شوی ÷ زانکہ در شیشہ ست اعداد وئی
 مولوی کی سن نصیحت اے پسر ÷ اولیا کا جب ہو منظور نظر
 خاک شودر پیش شیخ با صفا ÷ تاز خاک تو بروید کیمیا
 بیچ نہ کشد نفس را جز ظل پیر ÷ دامن آں نفس کش راست گیر
 چوں گیری سخت آں توفیق ہوست ÷ در تو ہر قوت کہ آید جذب اوست
 حضرت شاہ حسین قدس سرہ جو ہر الملوک میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک قسم اولیا ہیں کہ ان کو
 مستہلک مردود کہتے ہیں اسلئے کہ جب یہ فرقہ بعد سلوک اور فناے صرف کے سطوات
 تجلیات جمال و جلال میں سردی و گرمی لفظ و قہر کا از مالتے ہیں اور اسرار معیت اور ربوبیت
 اور سر و ذات و وجہ و نفس و صفات و اسما و افعال و صورت جامعہ و صورت متفرقہ پر اطلاع
 حاصل کرتے ہیں ان کے معارف اولیات سے ہو جاتا ہے اور حقیقت کنت سمعہ
 و بصرہ ویدہ ورجلہ کی انپر کشف ہو جاتی ہے اور انکے دل اور جوارح بحکم معیت
 مغلوب حق ہو جاتا ہے اور موافق قضیہ مغلوب مغلوب مغلوب ہے انکے جمیع جوارح
 بمنزلہ آلات فعل حق کے ہو جاتا ہے اور انکے دیدہ بستی بیصر اور انکے کان بستی یسمع

اور انکے ہاتھ بسی بیطش اور انکے پاسبی یمشی کی نعم البدل ہو جاتی ہیں اور انکے روحانیت کامل ہو کر حضرت قرب دینی میں ہمراز فساوحی کے ہو جاتی ہے اور ان کے عین محبوب کے عین کی مغلوب ہو جاتی ہے اور ان کے نزدیک دائرہ محبی و محبوبی اور طالبی و مطلوبی ایک بن جاتی ہے اور کثرت کی مشاہدہ وحدت میں کرتے ہیں اور وحدت کی مکاشفہ کثرت میں کرتے ہیں اور انکے کوہ بشریت بالکل فانی ہو کر استکمال سیر فی اللہ کے بعد کبھی کبھی موسیٰ وار طور مرادیت پر چڑھ کر تجلیات الہیہ کو نظارہ فرماتے ہیں اور اپنے محبوب سے ہمراز و ہمکلام ہوتے ہیں اس وقت لذت دیدار اور شربت گفتار کی مستی میں نعرہ سبحانی ما اعظم شانی و لیس فی جبتی سوی اللہ (پاک ہو میں کیا بڑا ہے شان میرا) نہیں ہے میرے جہ میں سوائے خدا کے (۱۲) کی انکے شجرہ نہاد سے نکلتے ہے اور دعویٰ هل فی الدار غیری (نہیں ہے گھر میں سوائے میرے کوئی) کی کرنے لگتی ہیں تب ناگاہ چاوش غیرت بارگاہ عزت سے انکو تازیانہ مارتا ہے اسحال میں زبان ادب سے سبحانک تبت الیک (پاک ہے تجھ کو توبہ کی میں نے طرف ترے ۱۲ سورہ اعراف) کی اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔

شعر

در تنگناے صورت معنی چگونہ گنجد ÷ در کلبہ گدایاں سلطان چہ کار دارد

تب اس رعایت ادب کے وجہ سے نصرت الہی اور مدد بادشاہی اذا جاء نصر اللہ والفتح کی شامل حال ان کے ہو جاتا ہے اور گرم گشتگان بادیہ ضلالت کیلئے ان کو مقام ہدایت کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں تا اہل عالم کا دستگیر ہوں اور بمقتضائے و ما من نبی الا اولہ نظیر فی امتی سجادہ خلافت پر پٹھلا یا جاتے ہیں اور ان مستعدان خوان نعمت

۱۔ ہر وقت آئی مدد الہی اور فتح مکہ ۱۲ سورہ نصر ۲ اور نہیں کوئی نبی سے مگر کہ واسطے اس کے مثال ہے سچ امت میرے کے ۱۲

تقرب اور ان مستہامان بادیہ طلب کو جو کہ ان کے ساتھ مناسبت تامہ روحانی اور رابطہ کاملہ جانی ازل سے رکھتے تھے اور گناہم نفس واحدة کی طرح آئینہ کثرت میں مظاہر نور وحدت تھے ان کے وسیلے سے شاہ راہ ہدایت پر لاتے ہیں اور بطیفیل ان کے و رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کی شمع عالم میں روشن فرماتے ہیں اور چونکہ ان کے نزدیک ہدایت و نہایت ایک دائرہ ہیں اور ازل و ابد ایک نقطہ کہلاتے ہیں اور قرب و بعدا یکسان ہیں کسلئے جب بہ حضرات نمکذار حقیقت میں مٹ چکے ان کے اوصاف متبدل ہو گئیں اور بشریت و انانیت فانی ہو چکی بعد اسکے کبھی بحر لا ہوتیت میں شناوری کرتے ہیں اور کبھی دریائے جبروتیت و ملکوتیت و ناسوتیت میں سباحت فرماتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فیہا انہار من ماء غیر اسن وانہار من لبن لم یغیر طعمہ وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفی یہ لوگ دریائے محیط وحدت کی نہنگ میں ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں دریائے کہتے ہیں حضرت سلطان الموحّدین سید الطائفہ جنید بغدادی اس مقام سے خبر دیتے ہیں کہ میں تیس برس تک حق تعالیٰ سے بات کرتا ہوں اور لوگ جانتے ہیں کہ ان سے بات کرتا ہوں۔

نظم

در راہ خداے رہبرانند ÷ بر چرخ حقیقت لغزانند

با خلق ولے ز راہ صورت ÷ با خویش و لیک از ضرورت

دانستہ و دیدہ و رسیدہ ÷ دریا صفت اند آرمیدہ

۱۔ گویا وہ نفس ایک ہیں ۱۲ اور دیکھتے تو لوگوں کو داخل ہوتے ہیں سچ دین اللہ کے فوج فوج ۱۲ سورہ نصر ۲ سچ اسکے نہرین ہیں پانی سے بن بگڑا ہوا اور نہرین ہیں دودھ کی کہ نہ بدلا گیا مزہ اسکا اور نہرین ہیں شراب کی مزہ دینے والی واسطے پینے والوں کے اور نہرین ہیں شہد صاف کی گئی ۱۲ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اینست کمال حال مردان ÷ شیران مبارزان میدان

الحمد لله والمنه کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے فضل بے غایہ اور رحمت بے نہایہ سے اپنے حبیب مکرم اور خلیفہ معظم قطب عالم غوث الثقلین غوث الاعظم مجہنڈاری رضی عنہ اللہ الباری کو بعد چھ سو بیاسی سال زمانہ حضرت محبوب سبحانی غوث صمدانی پیر پیران میر میران ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذب و سلوک کے زیور سے آراستہ و پیراستہ فرما کر اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمرے میں مانند پیغمبر اولو العزم پنج انبیائے عظام علیہم السلام کے اپنے جانشین اور خلیفہ بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کے انوار رشد ہدایت سے گم کشتگان بادیہ ضلالت کو شاہ راہ ہدایت پر لایا اور بزم گاہ عالم کار گاہ کو غیرت گلزار جاوید بہار ہشت بہشت رضوان بنایا چونکہ رفع موانع تحصیل مقصود پر مقدم ہے اسلئے اکثر اولیائے سابق رحمہم اللہ تعالیٰ سلوک کو جذب پر مقدم رکھتے تھے اور اپنے مریدوں کو ذکر واذکار و ریاضت فرمایا کرتے اور اپنے تصرف کو ان کے امداد میں متوجہ رکھتے تا لطائف عالم امر مزی کی اور مصفی ہو جاویں اور نفس اخلاق مرضیہ مانند توبہ و انابت و زہد و توکل صبر و رضا و سائر مقامات عشرہ سے متصف ہو جاوے جب سالک مستعد قرب الہی کے ہو جاتا ہے تب اس وقت شیخ اس کو جذب کر کے بارگاہ قرب الہی میں پہنچاتا ہے اسکو اصطلاح سلوک میں سالک مجذوب کہتے ہیں حضرت فرید عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

مثنوی

وان دوم را سالک مجذوب دان ÷ کو سلوک کے کردہ باشد ہرواں

در ریاضت در عبادت سالہا ÷ کرد سعی و گشتہ قابل جذب را

چوں دل او قابل انوار شد ÷ جان پاکش قابل اسرار شد

شاہباز جذبہ اور ادرربود ÷ جان او شد محرم بزم شہود

اس سیر کو سیر آفاقی بولتے ہیں چونکہ یہ سیر نہایت دور دراز ہے۔ اور اس میں محنتیں بہت ہیں ممکن ہے کہ سالک اثنائے سلوک میں مر جاوے اور اپنے مقصود سے ناکام رہ جاوے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ اور عنایت شاملہ سے حضرت غوث اللہ الاعظم مجہنڈاری رضی عنہ اللہ الباری کو مجذوب سالک بنا کر کافہ ام کی طرف بھیجا اور جذب کو سلوک پر مقدم کرنے کو تعلیم فرمایا کہ آنحضرت اپنے غلاموں کو اولاً از راہ نظر باطن القاعے ذکر لطائف عالم امر میں کرتے ہیں یہاں تک کہ قلب و روح و سر و خفی و اخفی اپنے اپنے اصول میں فانی ہو جاتی ہیں اور اس سیر کو سیر انفسی کہتے ہیں اور سیر انفسی کی ضمن میں اکثر سیر آفاقی بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اس سیر کو اندراج النہایۃ فی البدایۃ بولتے ہیں کیونکہ جذب کہ آخر و انتہائے کار ہے اس سلوک کے ابتدا میں مندرج ہے جب لطائف عالم امر فانی ہو جاتی ہیں اس وقت ریاضت و مجاہدہ کی امر کرتے ہیں اس صورت میں صولت و شدت نفس عالم امر کی لطائف سے کم ہو جاتی ہیں اور ریاضت اس پر آسان ہو جاتی ہے یہ سیر و سلوک نسبت اور سیر و سلوک کے اسرع الوصول الی المطلوب ہے اگر طالب اثنائے سلوک میں قبل از کمال انتقال ہو جاوے تو بھی محروم مطلق نہیں ہوگا کیونکہ یہاں ذکر قلب اول صحبت میں حاصل ہے واللہ اعلم اور مجذوب محض جو کہ مستہلک بادیہ فنا ہے سداً عشق الہی کی جذبہ سے اپنے عقل و دانش سے بے بہرہ ہیں انکو ہمہ دم اپنے سے بے خبری رہتی ہے غیر کے رہبری سے وہ کیا کام رکھتا ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں۔

مثنوی

پس سوم مجذوب مطلق می شمر ÷ کو زتاب نور حق شد بے خبر
اور مستی گشت از خود بے خبر ÷ دیگران را چوں بود اورا بہر
او چو مست بیخود لا یعقل است ÷ کردن تکلیف باوے باطل است
رہبری ناید ز مجذوبان یقین ÷ اتفاق کا ملاں اینست ایں
رہزن مجذوبان مجوے پر ہسنر ÷ اندریں رہ نہیچ نبود جز خطر
گرچہ آں مجذوب از حق اگہ است ÷ تابع مجذوب بیشک گر ہست
اور سالک محض خود عشق الہی سے بے نصیب ہے وہ بیمار و لوزکا طبیب نہیں ہو سکتا ہے وہ
تو ز اہد خشک ہے عقل مطلق کے اقتضا پر اسکے طلب ہے وہ نعمت وصل الہی سے بہرہ ور کب
ہے اسکو خود سوز و درد نہیں اوروں کی درد و کل سے اسکو کیا خبر ہے وہ بادۂ عشق الہی سے کوسوں
دور اور نعمت وصل خداوندی سے بالکل مجبور ہے بلکہ وہ عشق جانان سے منکر ہے عوام لوگ
اس سے ہزار گونہ بہتر ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں۔

مثنوی

چارمین سالک کہ او بے جذبہ بہست ÷ کو سلوک کے کرد و زہستی زست
سالک بے جذب چوں واصل نشد ÷ در طریقت لا جرم کامل نشد
سالک بے جذب خود آگاہ نیست ÷ واقف ایں منزل و ایں راہ نیست
از رہ و منزل چو واقف نیست او ÷ رہنمائی چوں کند آخر یگو
چوں نشد واصل نباشد رہنما ÷ زو مجو چیزے چو بہست او پیشوا

ایں چنین گستاخ را تابع شوی ÷ رہ نیابی عاقبت گردی غوی
ایسے لوگوں سے بچنا فرض ہے اسکے صحبت موجب از دیاد مرض ہے جو کہ خود نعمت عشق و درد
سے بے نصیب ہے وہ کب عاشقوں اور درد مندوں کا طبیب ہے۔

شعر

آسودہ دلا حال دل زار چہ دانی ÷ خون خواری عشاق جگر خوار چہ دانی
الغرض جو کہ انوار عشق الہی سے بے بصر ہے اسکے لئے صحبت حضرت مجذوب سالک
کبریت احمر ہے اگر ان سے طالب راہ مجبور الصحبہ ہے تو صحبت سالک مجذوب کا بھی
غنیمت ہے حضرت عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

مثنوی

یک زمانے صحبت با اولیا ÷ خوشتر از صد سالہ طاعت بے ریا
گر تو سنگ خارہ و مرموشی ÷ چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی
مہر پا کان در میان جانناں ÷ دل مدہ الایمہر دلخوشان
سوے نو میدی مرو امید ہاست ÷ سوے تاریکی مرد خورشید ہاست
دل ترا در کوئے اہل دل کشید ÷ تن ترا در خمیس آب و گل کشید
ہیں غذاے دل بدہ از ہمدلے ÷ رو بجا قبال را از مقبلے
دست زن در ذیل صاحب دلتی ÷ تا ز افضالش بیابی رفعتی
صحبت صالح ترا صالح کند ÷ صحبت طالح ترا طالح کند

پرتو ششم بیچ بیان رابطہ اور نسبت پیر کے

حصول رابطہ پیر کیلئے پیر کے ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا شرط لازم نہیں ہے بلکہ کسی وجہ سے نسبت کا حاصل ہونا اور دولت صحبت سے مشرف ہونا یا حضرت پیر خرقہ عطا کرنا یا کلاہ عنایت فرمانا یا مقراض چلانا یا مہربانی سے مرید کو اپنے صحبت و ملازمت میں قبول فرمانا اس باب میں کافی ہے حضرت حافظ شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

ع کلید گنج سعادت قبول جانانست

وصول بدرجہ کمال ہمارے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے میں مربوط برابطہ محبت شیخ مقتدا ہے طالب صادق اسی راہ محبت سے کہ اپنے پیر کے ساتھ رکھتا ہے فیوض و برکات اسکی باطن سے حاصل کرتا ہے اور بسبب مناسبت معنویہ کے ہم رنگ اسکا ہوتا ہے بزرگان طریقت کا قول ہے کہ فنا فی الشیخ متن اور مقدمہ فنا فی اللہ کا ہے حضرت شاہ نیاز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

شعر

عاشقوں کے مدرسے میں جسکا بسم اللہ ہوا ÷ اسکا پہلا ہے سبق یار و فنا فی اللہ ہوا
ذکر تنہا بے رابطہ مسطورہ اور فنا فی الشیخ کے موصل نہیں ہے ذکر ہر چند کہ اسباب وصول سے ہے لیکن غالباً مشروط برابطہ محبت اور فنا فی الشیخ ہے ہاں یہ رابطہ تنہا بارعایت آداب صحبت و توجہ و التفات پیر بغیر التزام طریق ذکر کے موصل ہے چونکہ اور طریقوں میں مدار کار و وظائف و اوراد و اذکار و ریاضات و چلہ کشی پر ہے پیر طریقت پر منحصر نہیں ہے اور

اس طریقہ عالیہ میں افادہ و استفادہ انجذابی ہے اس واسطے صحبت شیخ مقتدا بارعایت آداب کافی ہے اور وظائف و اذکار و طاعات قسم مدت سے ہیں صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول کمالات کیلئے بشرط ایمان و تسلیم و انقیاد بس تھی اسی وجہ سے راہ وصول اس طریقہ میں قریب تر ہے بوڑھا جوان بچہ زندہ مردہ فیوض و برکات حاصل کرنے میں شیخ کامل و مکمل سے برابر ہیں جسکو یہ دولت سرمدی نصیب ہوئی اس نے دین و دنیا کی نعمت پائی ولایت شیخ سب امور کے انجام کرے گی اسی واسطے اتفاق مشائخ کرام کا ہے کہ اس سے عمدہ اور بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے رسالہ برزخیہ میں ہے کہ اول مبتدی کو چاہئے کہ قول شیخ کو خیال کیا کرے جب اس پر قادر ہو جاوے فعل شیخ کو اکثر نظر رکھے پھر صفت شیخ کو خیال کرے جب اسپر بھی حاوی ہو جاوے ذات کا شغل کرے ایک کے فنایت سکے واسطے کافی ہے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ بھی اسی سے ہو جائے گا حضرت عارف رومی فرماتے ہیں۔

مثنوی

چونکہ ذات پیر را کردی قبول ÷ ہم خدا شامل بذات ست ہم رسول

دو مدان و دو مبین و دو مخوال ÷ خواجہ را در خواجہ خود محدوداں

گر جدا بینی ز حق ایں خواجہ را ÷ گم کنی ہم متن ہم و بیجاہ را

پیر حق را ز احوالی دو ہر کہ دید ÷ او مرید ست فی الحقیقہ فی مرید

انبیا و اولیا را حق بداں ÷ سر مخفی با تو کرد من عیاں

در بشر رو پوش آمد آفتاب ÷ فہم کن واللہ اعلم بالصواب

خداوند تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ بے مرد اور عورت کے مخلوقات کو پیدا کر دیتا جیسا کہ آدم علیہ السلام کو کیا یا بے عورت کے مخلوق فرماتا جیسا کہ حوا علیہ السلام کو کیا یا بے مرد کے ظہور

میں لاتا جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو کیا مگر باوجود اس قدرت کاملہ کے اس کریم کار ساز ذات بے ہمتا و نیاز نے توالد و تناسل کو موقوف زن و شوہر پر رکھا اور یہ قدرت اور صنعت اپنے ظہور کی کردہائی کہ ہم میں یہ بھی قدرت ہے مگر ہم کو پسند اسطوریہ ہے دیکھو ایک کپڑا سیاہ لو اور جس قدر چاہا آسمان پر بلند کرو ہرگز آگ نہ پکڑے گا آتش شیشہ درمیان میں واسطہ کر دے کسی قدر بھی بعد اور دوری آفتاب سے ہو فوراً آگ پکڑ لیگا تم مثل سیاہ کپڑے کے اپنے کو خیال کرو اور اس ذات بمثال کو آفتاب جانو اور شیخ مقتدا کو آتش شیشہ قرار دو ہر چند کہ خداوند تعالیٰ قادر ہے کہ اپنے نعمت پر واسطہ بخشے پر عادت اللہ ایسی جاری ہوئی کہ واسطے سے بخشا ہے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا جیسی کعبہ رابطہ ہے درمیان عابد و معبود کے ایسی مرشد رابطہ ہی ہادی حقیقی اور مہندی مرید کے درمیان ہر چند کہ دنیا مشائخ کرام سے بہرے ہوں مگر اپنے شیخ کے برابر کیونہ جانے۔

شعر

دلبر اگر ہزار ہوں دلبر یہ ایک ہے ÷ فلک پہ آفتاب یک ستارہ ہیں ہزار
یہ بھول کی بات ہے کہ مرشد پکڑو اور مضبوط پکڑو جو ایک کا مقبول ہے وہ سب کا مقبول ہے
جو ایک کا نہیں وہ کسی کا نہیں کیونکہ اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فی الحقیقہ سب
ملکر ایک ہیں۔

شعر

اولیا جملہ بہ تحقیق یکتند و بیش نی ÷ خواہ سگ شہ مجتہد اری خواہ شہ بغداد باش

۱ اور ہرگز نہ پاویگا تو واسطے عادت اللہ تعالیٰ کے بدل جانا ۱۲ سورہ فتح

احقوں کی طرح تختہ مشق نہ بنو کہ جو فقیر آوے ایسی ہو رہو نہیں نہیں سب کا ادب کرو تو واضح و خدمت سے پیش آو اپنے شیخ کو پھوڑو قولہ تعالیٰ لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رِسْلِهِ كَادِمٌ بہر و باپ سب کا آدم ہے مگر جس کے ساتھ تمہارا اقرب واسطہ ہے وہی تمہارا باپ ہے ایکے ملک کا وارث ہو سکتے ہو بلکہ بواسطہ اپنے باپ کے جس قدر بھی بعد ہو دادا کی چیز پاسکتے ہو مگر واسطہ باپ کا چھوڑ کر کسی رشتہ دار کی ترکہ نہ پاسکو گے یہ بہت بری بات ہے کہ آج ایک کی معتقد ہو کل دوسرے کی ایسا شخص ہمیشہ محروم رہا کرتا ہے کوئی شیخ ایسے شخص کی طرف متوجہ دل سے نہیں ہوا کرتا جبکہ دل سے متوجہ نہ ہو نفع کیا ہوگا۔

بیت

ز دلہا تا بد لہا راہ باشد ÷ کسی داند کز یں آگاہ باشد
حضرت شیخ اکبر محی الدین بن العربیؒ قولہ ذریۃ بعضہا من بعض کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ ولادت دو طور ہے صوری و معنوی اگلے زمانے میں جو ایک نبی دوسرے نبی کے توحید و معرفت اور علوم باطنہ میں تابع تھا وہ فی الحقیقہ نبی متبوع کا روحانی لڑکا ہے مانند اولاد مشائخ کے اس زمانے میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ باپ تین ہیں ایک وہ جس نے تم کو جنم دوسرے وہ جس نے تم کو پرورش کیا تیسرے وہ جس نے تم کو تعلیم کیا جیسا وجود بدن کا ولادت صوریہ میں ماں کے رحم میں باپ کے نطفے سے متولد ہوتا ہے اس طرح وجود قلب کا ولادت معنویہ میں شیخ معلم کے نفع توجہ سے نفس کی استعداد کی رحم میں ظاہر ہوتا ہے اسطوریہ مشیر ہے قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کَالنَّارِ يُلْجِجُ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ مِنْ لَمَ يُولَدُ مَوْتَيْنِ جیسا ظاہر میں اکثر انبیاء ہم نسل اور مزاج میں ایک دوسرے کے تشابہ

۱ نہیں جدا کرتے ہم درمیان کیسے پیغمبروں اسکے سے ۱۲ سورہ بقرہ ۲ اولاد ہیں بعض ان کے بعضوں سے ۱۲ سورہ آل عمران

۳ نہیں داخل ہو سکتا ہے آسمانوں کی ملکوت میں جو کہ نہ پیدا ہوا دوسرے ۱۲

تھے اس طرح ولادت معنویہ میں مرید صفات روحانیہ میں اپنے مرشد رہنما کی ہم رنگ ہونی ضرور ہے اور اس بارے میں تصور شیخ کو بڑے دخل ہے حضرات مشائخؒ فرماتے ہیں کہ برزخ شیخ کو بڑا اثر ہے اس سے بڑھکر بت شکن دوسرے کوئی چیز نہیں ہے اگرچہ بظاہر بت پرستی کی طرح ہے حضرت مولانا شاہ نیاز علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

مصرعہ بت پرستی کی سوا اور تو کچھ کام نہیں

حضرت امیر خسرو علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

شعر

خلق میگوید کہ خسرو بت پرستی میکند ÷ آری آری میکنم با خلق عالم کار نیست

بیت

چوں خلیل آمد خیال یار من ÷ صورتش بت معنی او بت شکن

اسرار الہیہ مقید نقش مرشد کے ساتھ ہے حکیم امت مصطفوی حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ اشباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں حضرت سلطان الموحدین برہان العاشقین جتہ التوکلین شیخ الحق والشرع والدین مخدوم مولانا قاضی خاں یوسف ناصحی قدس اللہ سرہ سے نقل فرماتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ صورت مرشد کہ ظاہر دیکھی جاتی ہے مشاہدہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے آب و گل کے پردے میں اور جو صورت مرشد کہ خلوت میں نمودار ہوتی ہے وہ مشاہدہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے بے پردہ آب و گل کے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورة الرحمن ومن رانی فقد راء الحق اسکے حق میں درست ہوا ہے۔

تحقیق اللہ تعالیٰ پیدا کیا آدم کا اور جس نے دیکھا انکو پس ہر آنہ دیکھا اس نے خدا کو ۱۲

شعر

گر تجلی ذات خواہی صورت انسان ہمیں ÷ ذات حق را آشکارا اندر و خنداں ہمیں
بعضے سفیہ اس نیک امر کی سنگ راہ ہوتا ہے اور بک بیٹھنا ہے کہ جائز نہیں کیونکہ اس کا ثبوت کتب فقہ سے حاصل نہیں بھلا کوئی پوچھے کہ فقہ سے اس کو کیا تعلق فقہ میں تو اعمال جارج کا بیان ہے باطنہ مسائل کا آئیں نہ ذکر ہے نہ بیان ہے یہ ایسی مثال ہے کہ کوئی ترہ فروش سے عطر مانگنے لگے یا عطار کی دوکان پر جا کر دہی دودھ تلاش کرنے لگے بایں ہمہ اگر فقہ سے اسکی دلیل چاہتے ہو اس میں بھی موجود ہے تم اپنے قلت تتبع سے ناواقف ہو یہ نہیں جانتے کہ کس شی پر کوئی نص بطور امر و نہی کے صادر نہ ہو اس میں اباحت اصل ہوتی ہے جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے بلکہ اصول کا قاعدہ ہے اصل الاشیاء الاباحۃ کما ہو مختار اکثر الحنفیۃ والشافعیۃ یہ لوگ یہ بھی عادت کر رکھی ہیں کہ کوئی اگر معقول کرے تو بغلیں جہاں فکر بات بناتے ہیں کہ درست تو ہے مگر مصلحتاً منع کرتے ہیں تاکہ پیر پرستی نہ کرنے لگیں یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ ہو تو نماز بھی بند کر دو اسمیں تک ہے کہ ریاکار نہ ہو جاویں یا کہ کعبہ کو یا امام کو مسجد بنانہ لیں بلکہ کل عبادت کے اندر یہ شبہ پیدا ہو سکتی ہے حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ السلام علیک یا ایہا النبی کی کاف خطاب کے بارے نماز میں حضوری کے ذکر میں فرماتے ہیں ویتمثلہ بین عینی قلبہ آپ کی صورت مثال کا دل میں خیال کرے امام احمد قسطلانیؒ مواہب لدینہ میں فرماتے ہیں ویتمثل الزائر وجہہ الکریم یعنی دہیں صورت شریف کا تصور جماوی اور ملا علی قاریؒ

۱ اصل چیزوں کا مباح ہونا ہے جیسا کہ وہ مختار اکثر فہمی دالوں کا ہے ۱۲ سلام ہے تہجد پر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲ حج اور صورت

مثال ٹھیک کرے ان کا درمیان دو آنکھیں اور دل اس کے ۱۲ حج اور صورت ٹھیک کرے زیارت کرنے والا ان کے چہرے بزرگ کا ۱۲

نے بھی لکھا ہے کہ زائر اپنے دہلیں روے مبارک کا تصور باندھے اور فتاویٰ عالمگیری میں بھی موجود ہے و یتمثل صورته الکریم کانه نائم فی قبره عالم به یسمع کلامه۔
 خوب غور سے دیکھو کہ اس عبارت سے کیا پیدا ہوتا ہے زائر خیال کرے روے مبارک کا گویا کہ آرام فرما رہے ہیں اور اس کو جانتے ہیں اور اس کی کلام سنتے ہیں اور مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں کٹانی اری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائدہ میں لہذا الحدیث و امثاله الوارده فی الصحاح استنبطوا جواز تصور الشیخ انتہی۔ قَوْلہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و کونوا مع الصادقین وقولہ تعالیٰ و اذکر اسم ربک و تبتل الیہ تبتیلاً وقولہ تعالیٰ فاستلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی تفسیر کو ملاحظہ کرو کہ مفسرین نے کیا کیا لکھے ہیں کیونکہ ظاہری تو ظاہر ہے باطنی یہی ہے کہ شیخ کا برزخ اختیار کرے اور ابن ماجہ میں جو مذکور ہے قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبکم بخیار کم قالوا بلی یا رسول اللہ قال خیارکم الذین اذا رؤا اذکر اللہ اس حدیث سے دیکھو کس لطافت سے ثابت ہوتا ہے رویت ظاہری ہو یا باطنی بلکہ باطنی دیر پا ہوتی ہے اور بودگی تک پہنچ جاتی ہے غرض تصور شیخ کی مسئلہ قرآن و احادیث و اجماع صوفیہ صافیہ سے ثابت ہے حضرت شیخ حاجی امداد اللہ چشتی فاروقی مہاجر مکہ معظمہ رحمۃ اللہ علیہ ضیاء القلوب میں فرماتے ہیں اور قلب کا رابطہ شیخ کے ساتھ اعتقاد و محبت سے اور خوب تعظیم سے

۱۔ اور نمک کرے صورت کریم ان کا گویا کہ سوتے ہیں آپ اپنے روضہ میں جانتے ہیں اس کو اور سنتے ہیں اس کے بات کو ۱۲ ج گویا کہ میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ۱۳ ج یہ حدیث اور اس کے مانند حدیثوں سے جو کہ صحاح کی کتابوں میں وارد ہیں استنباط کے جائز ہونا تصور ہے کہ آخر ہوا ۱۲ ج قول اللہ تعالیٰ کا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور اللہ سے اور ہو جاؤ ساتھ چلوں کے ۱۲ سورہ توبہ ۵ اور یاد کر نام پر دروگہ را اپنے کا اور منقطع ہو جا طرف اسکے منقطع ہو جانے کے ۱۲ سورہ مزمل ۱ جس سوال کر یا دوالوں سے اگر ہوم نہیں جانتے ۱۲ سورہ نحل ۵ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں خبر دوں تم کو تمہارے بہتر لوگوں کا بولے سب نے ہاں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین تمہارے وہ ہیں جو کہ جب دیکھا جاتے ہیں وہ یاد آتا ہے ۱۲

اس سلوک کے رستے میں شرط مقدم اور رکن اعظم ہے حضرت غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب جواہر خمسہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ان اسرار الالہیہ مقیدۃ بنقش المرشد پس چاہئے کہ ہر وقت و ہر حال میں نقش مرشد یعنی صورت کو برای العین مشاہدہ کرے جیسا کہ اشارہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خَلَقَ ادم علی صورۃ الرحمن اور فرمایا الانسان بنیان الرب اور فرمایا الانسان سری وانا سرہ پس تصور مرشد کا فانی الشیخ کے مرتبہ کو پہنچا دیتا ہے۔

شعر

صورت مرشد بکما ہی نہیں ÷ آئینہ حسن الہی نہیں

اور مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قول الجلیل میں تحریر فرمایا ہے التّکرن الاعظم ربط القلب بالشیخ علی وصف المحبة والتعظیم وملاحظۃ صورته اور رسالہ اخلاق صوفیہ مصنفہ حضرت جد امجد حاجی الحرمین شاہ محمد صالح ابو محمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ تیسرے طریقہ وصول الی اللہ کی رابطہ ہے ساتھ اس پیر جو کہ مقام شاہدہ کو پہنچا ہوا اور ساتھ تجلیات ذاتیہ کی متحقق ہوا ہو کہ اسکے دیدار بمقتضائے ہم الذین اذا رؤہم ذکر اللہ فائدہ دے دیتا ہے اور ان کے صحبت بموجب ہم جلساء اللہ کے نتیجہ خیر و برکت بیشمار بخشتا ہے کتب تصوف بزرگان دین کا اس مسئلہ سے مملو ہے جس کو زیادہ شوق ہوا سمیں دیکھ لے حضرت مولانا کلیم اللہ جہان آبادی تحریر فرماتے

۱۔ تحقیق مجددوں خدا کا مفید ہے ساتھ نقش مرشد ۱۲ ج پیدا کیا آدم کو اور پر صورت رحمن کے ۱۲ ج بزرگن لگانا دل کا ساتھ پیر کے ہے اور صفت محبت اور تعظیم کے اور دیکھنا صورت پیر ۱۲ ج وہ وہ ہیں کہ جب دیکھتے ہیں ان کو یاد آکر جاتا ہے خدا ۱۲

ہیں کہ یہ مریدان بے ارادت کسی کام کا نہیں مرید وہ ہے کہ محبت شیخ اس کے سرمایہ سعادت کو نہیں ہو حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر قدس سرہ فرماتے تھے کہ روز قیامت کو اگر حضرت جل شانہ بصورت حضرت خواجہ بختیار کاکی کے جو کہ میرے پیر ہیں تجلی کرے تو دیکھو نگاہیں تو نہیں یہاں ایک بات اور سمجھا دیتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نہ مطلق میں ہے نہ مقید میں ہے نہ تشبیہ میں نہ تنزیہ میں وہ سب قیود سے یکلقم مبرا ہے مقید بقید جاننا خطا ہے اپنے روح کو دیکھو کہ مدبر تمہارے تمام جسم کے ہے ہر جز و بدن تمہارا حصہ اس سے لیتا ہے مگر کسی جگہ مقید نہیں ہے تمام بدن کو تمہارے محیط ہے اللہ تعالیٰ ہر شئی کو محیط ہے آخرت میں خداوند تعالیٰ کی تجلی حسب اعتقادات بندگان کے ہوگی کہ انا عند ظن عبدی بسی بلکہ قیامت کو خداوند تعالیٰ تجلی فرماوے گا لوگ اس سے انکار کریں گے اور بے ادبانہ کلام کریں گے جبکہ انکے عقیدے کے موافق تجلی فرماویگا جب سجدہ کریں گے انصاف کر کے دیکھو کہ جملہ حروف جو بصورت پکاری جاتی ہیں حقیقت انکی بجوروشنائی کے اور کیا ہے کوئی حرف بھی روشنائی سے خالی نہیں ہے روشنائی محیط حروف ہے جس حرف کی صورت میں چاہو روشنائی کو دیکھو لویہاں سے تم اسکو بھی جان گئے ہو گے کہ کوئی تو حقیقت روشنائی کو جانکر حروف کو پہچانتا ہے کہ مَا رَاَيْتَ شَيْئًا اِلَّا وَرَاَيْتَ اللّٰهَ قَبْلَهُ اور کوئی روشنائی کو حروف نہیں پا کر جانتا ہے اور کہتا ہے مَا رَاَيْتَ شَيْئًا اِلَّا وَرَاَيْتَ اللّٰهَ فِيْهِ اور کوئی حروف سے روشنائی تک پہنچتا ہے کہ مَا رَاَيْتَ شَيْئًا اِلَّا وَرَاَيْتَ اللّٰهَ بَعْدَهُ یہ حصہ ان حضرات کو ہے جنہوں نے اپنے کوفنا کر چکے ہیں۔

۱۔ نہیں دیکھی میں نے کسی چیز کو مگر دیکھی میں نے خدا کو اس کے آگے ۱۲۔ نہیں دیکھی میں نے کسی چیز کو مگر دیکھی میں نے خدا کو بعد اس کے ۱۳۔

نظم

تا در تو ز پندار تو ہستی باقی است ÷ میداں بہ یقین کہ بت پرستی باقیست
گفتی بت پندار شکستم رستم ÷ ایں بت کہ تو پندار شکستی باقیست
اسکی اصل خود یکا مٹانا ہے اسبواسطے از کار و افکار و مراقبات مقرر ہیں جو کہ کثرت سے وحدت کو پہنچا دیتی ہیں اور اشعار و آیات بھی اس غرض کے واسطے سنی جاتی ہیں ورنہ۔
شعر

اے برادر تو ہی اندیشہ ÷ باقی تو تو استخوان و پریشہ
گر گلست اندیشہ تو گلشنی ÷ و ر بود خارے تو ہیمہ کھنی
کشول شریف میں ہے کہ کس چیز کو برزخ بنانا چاہیں بن سکتا ہے کیونکہ برزخ واسطہ کا نام ہے جو درمیان دل اور مقصود کے ہو مقصود سا لک بسبب لطافت و تنزیہ کے اور پاک میں نہیں آسکتا ہے پس اسکے جمال کا جس میں خیال کریں سزاوار ہے اور اسی کا نام برزخ ہے اور یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس سے کوئی چیز خالی نہیں جسمیں خیال کرو گے پاؤ گے پر فرق ہے تو اسبقدر ہے کہ کثیف شئی کا برزخ اختیار کرو گے تو کثافت پیدا ہوگی اور لطیف سے لطافت بڑھتا جاوے گی شیخ کامل جس کے جیسی استعداد دیکھتا ہے ویسی ہی برزخ کی ہدایت فرماتا ہے عمدہ تصور جماعے کی صورت یہ ہے کہ جس چیز سے زیادہ محبت ہو یا جس سے تم ڈرتے ہو اس کا خیال کرو جلد کامیابی ہوگی رسالہ حق نما میں لکھا ہے کہ طالبوں کو چاہئے کہ خلوت میں صورت مرشد کو یا صورت معشوق مجازی کو تصور کرتا رہے مکتوبات حضرت شاہ شرف الدین احمد کجلی منیری قدس سرہ کو دیکھو کہ اس میں کیسی تاکید

لکھی ہے اور حضرت ابوبکر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضلیت اسی سے ثابت کی ہے جس کا رابطہ صحیح ہے وہ سب سے کامل ہے مکتوبات قدوسیہ کو دیکھو کہ انہوں نے کس قدر تاکید اس بارے میں لکھی ہے غرض سالک راہ کو برزخ شیخ کامل کیمیائے سعادت ہے حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ نجات الانس میں فرماتے ہیں کہ جس کو تھوڑے رابطہ بھی ان عزیزوں سے ہو امید ہے کہ آخر الامر ملحق ان کے ساتھ ہوگا واللہ اعلم۔

پرتو ہفتم بیچ آداب پیر و مرید کے

اتفاق علمائے طریقت سے پایہ ثبوت کو پہنچا ہے کہ شیخ مقتدا و مرشد رہنما مرید کی حق میں رسول حقیقی اور والد معنوی روحانی ہیں فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ حضرت عارف رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

نظم

دست رامسپار جز در دست پیر ÷ حق شدہ است آن دست اور ادستگیر
کونبی وقت خوشیست اے مرید ÷ زاتکہ اونور نبی آمد پدید

جیسا کہ ولادت صوری تعلق والدین صوری سے رکھتی ہے ویسی ہی ولادت معنوی روحانی متعلق والد معنوی روحانی پیر و مرشد سے ہے احیاء و اماتت روحانی کہ عبارت فنا و بقا سے ہے لازمہ مقام شیخی ہے مدت حیات صوری کہ متعلق ولادت صوری سے ہے چند روزہ ہے اور حیات معنوی روحانی جو کہ متعلق ولادت معنوی پیر سے ہے ابدی ہے شیخ مقتدا مشاط اور جاروب کش مرید کا ہے کہ اپنے قلب و روح سے خانہ دل مرید کو ہر قسم کی

۱ ذکر کیا اس کو ابن جہان نے بروایت ابن عمرو ابونصور دیلمی بروایت ابی رافع ترجمہ پیرا ہے قوم میں مانند نبی کے ہیں اپنے امت میں ۱۲

قاذورات اخلاق ذمیمہ اور افعال نامرضیہ سے پاک و صاف کرتا جاتا ہے پیر رہنما ہی کی ویلے سے سعادت قرب بارگاہ عزت کو جو کہ جمیع سعادات دنیویہ و اخرویہ سے بڑھکر ہے پہنچتا ہے شیخ مہربان ہی کے واسطے سے مرید تمام ذمائم نفس امارہ کی پنچہ سے جو کہ بالذات خبیث ہے چٹکارا پاتا ہے اور حسیض امارگی سے اوج اطمینان کو ترقی حاصل کرتا ہے اور شقاوت کفر حیلی سے رہائی پا کر سعادت ایمان و اسلام حقیقی سے سرفراز ہوتا ہے حقوق پیر مہربان سارے ارباب حقوق کے حق سے بڑھکر ہے بلکہ حقوق پیر دوسرے اہل حقوق کے حق سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھتا ہے بعد انعامات حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات پیر کو جو کہ مرید کی حق میں رسول حقیقی ہے اپنے پر بڑا جانے خدمت و محبت و اطاعت پیر فی الحقیقہ عبادت و اطاعت حق جل و علا کی تجھے فرمایا حق سبحانہ و تعالیٰ نے و اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اطاعت فرمان پیر فرض عین ہے عمل پیر فقہ مرید کی ہے ہر امور کلی و جزئی یعنی عبادت و بندگی کہانے پینے سونے چلنے پھرنے میں اقتدا اپنے پیر مقتدا کے ساتھ کرے اور روز بروز ظاہر و باطن اپنے پیر کی رنگ سے رنگین ہوتا جاوے۔

شعر

آنرا کہ در سر اے نگار یست فارغ ست ÷ از باغ و بوستان و تماشاے لالہ زار
پیر سے جو کچھ صادر ہوا اسکو صواب جانے اگر چہ بظاہر صواب نہ معلوم ہو پیر کی کل افعال کو

۱ اور فرماں برداری کرو اللہ کی اور کہا انور رسول کا ۱۲ سورہ مائدہ ۲ جو کوئی کہانے رسول کا پس تحقیق کہانا اللہ کا ۱۲ سورہ نساء

۳ کہہ اگر ہو تم چاہتے اللہ کو پس پیروی کرو میرے چاہتے تم کو اللہ تعالیٰ ۱۲ سورہ آل عمران

الہام خداوندی کچھے پیر کی حرکات و سکنات و افعال و اطوار میں سے کسی بات پر اعتراض کو دخل نہ دے کیونکہ اسپر ادنیٰ اعتراض بھی لانے سے محرومی اور بے نصیبی آ جاتی ہے کہ۔

مصرع بے ادب محروم گشت از فضل رب

اگر کسی بات میں شبہ پیدا ہو فوراً پیر سے دریافت کر لے اگر حل نہ ہو تقصیر اپنے پر دہرے کہ اس طائفہ علیہ کا عیب میں بدترین خلائق کہلاتا ہے مرید کو چاہئے کہ اپنے چہرہ دلو جمع جہات سے موڑ کر اپنے پیر ہی کی حضور میں متوجہ اور منتظر فیضان ہو رہے حتیٰ کے بغیر ان کے حکم کی نوافل و اذکار میں مشغول نہ ہو دے کہ۔

بیت

یک زمانہ صحبتے با اولیا ÷ خوشتر از صد سالہ طاعت بے ریا
حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین باہم کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعة حضرت خواجہ احرارؒ فرماتے ہیں۔

فرد

نماز را حقیقت قضا بود لیکن ÷ نماز صحبت مارا قضا نخواہد بود

بیت

نارخندان باغ را خنداں کند ÷ صحبت مردانت از مردان کند

کوئی بزرگ کسی سالک سے کہا کہ حضرت بایزیدؒ سے صحبت رکھا کیجیو اس نے جواب دیا کہ میں صحبت خدا سے رکھتا ہوں وہ مرد بزرگ بولا کہ بایزید کی صحبت خدا کی صحبت سے بہتر ہے یعنی تو بقدر نسبت اپنے حوصلے کے اندازہ فیض و برکت جناب حضرت الہی سے

۱ بیٹھ ہمارے ساتھ ایمان لادیں ہم ایک ساعت ۱۲

پاتا ہے اور حضرت بایزیدؒ کی صحبت سے ان کے علو مرتبہ کے موافق تھکوا فیض پہونچے گا طالب کو لازم ہے کہ ایسے جگے پر کھڑا نہ ہو کہ اپنے بدن کی سایہ پیر کی سایہ پر پڑے اور کبھی پیر کے مصلیٰ پر قدم نہ رکھے اور ان کے طہارت کے مقام پر وضو نہ کرے اور ان کے برتنوں میں سے کسی برتن کو استعمال میں نہ لاوے اور ان کے استعمالی چیزوں کو بھی اپنے کام میں نہ لاوے اور کہا نا پینا ان کے سامنے نہ کرے بلکہ ان کے سامنے کسی دوسرے سے بات بھی نہ کرے اور پیر کی غیبت میں جس طرف پیر رہے اس طرف پاؤں نہ کرے اور نہ تھو کے اور کسی قسم ناشایستہ کام نہ کرے اور ان کے بلا اجازت ان سے جدا نہ ہو دے کہ ان کو چھوڑ کر غیر کی جانب متوجہ ہونا منافی ارادت ہے اور اپنے آواز کو پیر کے آواز پر بلند نہ کرے اور ہر فتوح و فیض کو جو اس کو پہونچے اپنے پیر کی طرف جانے اگر چہ عالم اولیا کے کرام سے بہرے ہوں پر اپنے پیر سے بڑھکر کسی کو نہ جانے مجنون کے واسطے لیلیٰ سے بڑھکر خوبصورت کہیں نہیں ہے۔

مصرع دلبر اگر ہزار بود دلبران یکلیست

اے عزیز طریقت عبارت سرتاپا ادب سے ہے نتیجہ بے ادبی کی ہمیشہ محرومی ہے اور شمرہ ادب کا سراسر فیضیابی و کامیابی حضرت حافظ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

فرد

حافظا علم و ادب در زکہ در مجلس شاہ ÷ ہر کرا نیست ادب لائق صحبت نبود
جب تک مرید اپنے کو رضاے پیر رہبر میں فانی نہ کرے رضاے خداوندی تک پہونچنا اسکو محال ہے گنج سعادت کی کوئی قبولیت پیر ہے۔

مصرع کلید گنج سعادت آخر قبول جانان منہ جینم

آفت مرید کا رنجیدگی پیر میں ہے ہر لغزش کی تلافی ہو سکتا ہے مگر رنجیدگی پیر کی تدارک و تلافی مشکل ہے حضرت امیر حسن علاقے سبزی المعروف بہ حسن دہلویؒ فوائد الفواد میں حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیا رحمہ اللہ علیہ سے نقل کرتے کہ روز دوشنبہ اٹھارویں تاریخ جمادی الاول ۷۰۸ ھ ہجری قدسی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سعادت پا بوس حاصل ہوئے بات سلوک میں چل رہا تھا سلطان المشائخ نے فرمایا کہ سالک راہ ہمیشہ متوجہ ترقی کمال کی رہتا ہے سالک جب تک سلوک میں ہے امیدوار کمالیت ہے بعد ازاں فرمایا کہ سالک ہے اور واقف ہے اور راجع ہے سالک وہ ہے کہ راہ چلتا رہے واقف وہ ہے کہ اسکو سلوک میں وقفہ پڑھے جب سالک کا طاعت میں فتور راہ پاتا ہے ذوق طاعت اس سے جاتا رہتا ہے اس وقت اس کو وقفہ ہوتی ہے اگر فوراً تدارک کرے اور انابت و توبہ کی طرف رجوع لاوے پھر سالک ہو سکتا ہے اگر عیاذ باللہ اسطرح رہ گیا خوف ہے کہ راجع ہو جاوے بعد ازاں فرمایا اس راہ میں سات قسم پر لغزش واقع ہوا کرتا ہے اعراض حجاب تفصل سلب مزیت سلب قدیم تسلی عداوت کہ دو دوست عاشق و معشوق جو کہ مستغرق محبت ایک دیگر ہیں اگر خدا نخواستہ عاشق سے کوئی ایسی حرکت نابایستہ جو کہ ناپسندیدہ معشوق کی ہوسرزد ہوگئی تو معشوق عاشق سے اعراض کرتا ہے یعنی اس سے منہ موڑ لیتا ہے اس وقت عاشق کو واجب ہے کہ فوراً استغفار میں مشغول ہو اور معذرت کرے اور جسطرح ہو معشوق کو راضی کرے تاکہ تھوڑا سا اغراض جو ظہور میں آیا ناچیز ہو جاوے اگر عاشق اسطرح خطا پر اصرار کرتا گیا اور عذر پیش نہ لایا وہ اعراض حجاب ہو جاتا ہے اور عاشق و معشوق کے درمیان پردہ پڑ جاتا ہے اس وقت عاشق کو واجب ہے کہ استغفار و اعتذار لاوے اگر اس حال میں عذر و معذرت میں وقفہ ہوئی وہ حجاب تفصل ہو جاتا ہے

یعنی عاشق و معشوق میں جدائی آ جاتا ہے اگر اس وقت بھی اپنے خطا پر رہ گیا اور استغفار نہ کیا تو سلب مزیت ہو جاتا ہے یعنی جو مزیت کہ ذوق عبادت و طاعات میں تھی اس کو اس سے چھین لیتا ہے اگر اس حال میں بھی عذر خواہی نہ کیا اور اس بطالت پر رہ گیا تب تو سلب قدیم ہو جاتا ہے یعنی طاعت و عبادت سب اس سے چھین لیا جاتا ہے اگر اس محل میں توبہ و انابت میں تقصیر واقع ہوئی بعد ازاں تسلی آ جاتی ہے یعنی معشوق اسکے جدائی کے ساتھ آرام لیتا ہے اگر باس ہمہ انابت میں اہمال ہوا تو وہ عشق و محبت عداوت سے مبدل ہو جاتا ہے نعوذ باللہ منہا۔ مرید کو چاہئے کہ طلب خوارق و کرامات کی اپنے پیر سے ہرگز نہ کرے اگر چہ بطریق خواطر و وساوس کے ہو کبھی سنا ہے کہ کسی مؤمن نے پیغمبروں سمجھ کر طلب کیا ہے طالبین معجزہ کفار و اہل انکار ہیں عارف رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

شعر

معجزات از بہر قہر دشمن است ÷ بوے جنسیت پے دل بردست

موجب ایمان نباشد معجزات ÷ بوے جنسیت کند جذب صفات

اگر واقعہ میں دیکھے کہ ماسوائے اپنے پیر کے فیض اور مشائخ سے پہونچا ہے اسکو بھی اپنے پیر کی جانب سے جانے اور اس امر کو سمجھے کہ پیر جامع کمالات و فیوض ہیں فیض خاص پیر سے مناسب استعداد خاص مرید کے ظاہر البصورت دوسرے شیخ کے پہونچا ہیں درحقیقت یہ ایک لطیفہ اپنے پیر کا ہے کہ بسبب مناسبت فیض لطیفہ کے ظہر البصورت دوسرے شیخ کے کہ مناسبت اس فیض سے رکھتا ہے بصورت اس شیخ کے ظاہر ہوا ہے مرید نے بواسطہ ابتلا کے اس لطیفہ کو دوسرا شیخ خیال کیا ہے فیض کو اس سے سمجھا ہے یہ ایک بڑی غلطی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ لغزش

قدم سے بچائے اعتقاد پر مستقیم رکھے بلحرمة سید البشر علیہ صلوٰۃ اللہ الاکبر اگر مرید بجا آوری بعض آداب سے اپنے ذات کو مقصر پائے کمائی بنی ادا نہ کر سکے اس صورت میں یہ قصور اسکا عفو ہے لیکن ضرور ہے کہ اپنے قصور کا معترف رہے اگر عیاذ باللہ رعایت ادب نکرے اور اپنے ذات کو مقصر بنجانے تو ان بزرگوں کی برکات سے محروم رہے۔

شعر

ہر کہ آوری ہی بودنداشت ÷ دیدن روئے نبی سو ذمداشت

ہاں وہ مرید کہ بہرکت توجہ پیر مرتبہ فناء کو پہونچا ہوا اور راہ الہام اور طریق فراست اس پر ظاہر ہوا ہو اور پیر بھی اس کے حق میں یہ مراتب مسلم رکھے اور گواہی اسکے کمال و اکمال کی دے اس مرید کو جائز ہے کہ بعض امور الہامی میں پیر کی مخالفت کرے بمقتضائے اپنے الہام کے عمل کرے بلکہ یہاں ادب یہی ہے اس واسطے کہ یہ مرید اس وقت قید تقلید سے نکل آیا تقلید اسکے تھمیں خطا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امور اجتہادیہ احکام غیر منزلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات میں خلاف کئے ہیں حق بجانب اصحاب کے ظاہر ہوا شیخ مقتدا حکم کاہر بکار کہتا ہے جس کو اس سے مناسبت ہے مانند خس و خاشاک کے اسکی طرف کھینچا گھصہ اپنا اس سے پورا الیگا خوارق و کرامات جذب مریدین کے واسطے نہیں ہیں مرید بسبب مناسبت معنویہ کے خود بخود منجذب ہوتا ہے اور جوان بزرگوں سے مناسبت نہ رکھتا ہے ان کے دولت کمالات سے محروم ہے اگرچہ ہزاروں خوارق و کرامات دیکھے گواہ اس محرومی کی ابو جہل اور ابولہب ہیں اللہ تعالیٰ کفار کے حق میں فرماتا ہے وان یسروا کل ایۃ لا یؤمنوا بها حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین۔

۱۔ بحرمت سروا آدمیوں کے اوپر ان کے درود اللہ بڑے کا ہو ۱۲ ج اور اگر دیکھیں سب نشانیاں نہ ایمان لاویں ساتھ اسکے یہاں تک کہ جب آویں تیرے پاس جھکوتے تجھے کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئی نہیں یہ مگر کہانیاں پہلوں کی ۱۳ سورۃ انفعا

بارقہ بیچ خاتمہ کتاب کے اور اسمیں سات پرتو ہیں

پرتو اول بیچ سجدہ تحیہ پیر کے ضما تر مہر نظائر

ارباب عقول و دانش پر یہ بات اظہر من الشمس اور امین من الامس ہے کہ جس چیز سے جو کام متعلق ہوتا ہے اور وہ چیز اس کام کی وقت سامنے رکھا جاتا ہے اور اسکے توجہ گاہ بنتا ہے اسکو عرف و شرع میں قبلہ کہتے ہیں اور ہر کام کے لئے ایک ایک قبلہ جدا گانہ ہے چنانچہ قبلہ اصحاب دنیا کی دنیا ہے اور قبلہ ارباب عقبی کا عقبی ہے اور قبلہ طالبان مولا اور اشتقان شیدا کا اپنا مولا اور معشوق ہے قبلہ امور دنیویہ کی روپیہ پیسہ اور زر و سیم و نقد و جنس ہیں قبلہ عدالت و انصاف کا حاکم عادل اور منصف ہے اسطرح قبلہ نماز کا کعبہ معظمہ شریف ہے اور قبلہ دعا کا بیت المعمور شریف ہے اور قبلہ طالبان علوم کا استاد ادیب اور معلم لیب ہے اور قبلہ ولادت صوری جسمانی ظاہری کی والدین ہیں اور قبلہ ولادت معنوی روحانی باطنی کی حضرت پیر و مرشد ہیں اور قبلہ دین و ایمان و اسلام کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت عارف رومی فرماتے ہیں۔

مثنوی

قبلہ شاہاں بود تاج و کمر ÷ قبلہ ارباب دنیا سیم وزر

قبلہ صورت پرستان آب و گل ÷ قبلہ معنی شناسان جان و دل

قبلہ زہاد محراب قبول ÷ قبلہ بد سیرتان کار فضول

قبلہ تن پرور اں خواب و خورش ÷ قبلہ انساں بدانش پرورش

قبلہ عاشق وصال بے زوال ÷ قبلہ عارف جمال ذوالجلال
قبلہ اصحاب منصب مال و جاہ ÷ قبلہ اہل سلوک اسباب راہ
قبلہ حرص و اہل باشد ہوا ÷ قبلہ قانع توکل بر خدا

اسلئے ارباب دانش و بینش لوگ اپنے اپنے بزرگوں کے ساتھ قبلہ و کعبہ کی القاب سے خطاب کرتے چلے آئے ہیں اور یہ معلوم و مشہود ہے کہ ذات باری تعالیٰ شانہ جسم و جسمانیات سے مبرا اور تعینات و تشخصات سے معرا اور جہات و تقیدات سے عالی اور دست تصرف و ہم و خیالات سے متعالی ہے اور ہم عالم چوں و چگوں والوں کو اس ذات پیچوں و چگوں تک پہنچنا محال ہے ذرہ بے تاب کو اس آفتاب تک رسائی کر نیکی کیا محال ہے حالانکہ حسب مضمون و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے غرض مطلوب اس خلقت انسانی بیولانی سے تحصیل دولت عشق و محبت جمیل معبود ہے اور سعادت عبادت و عرفان اس خالق پاک سبحان کا مقصود ہے اسلئے خداوند قادر نے اپنے مقتضیات رحمت سے شعائر اللہ اور معالم دین کو پیدا کیا اور اپنے الوہیت کی راز اس میں ودیعت رکھا اور انکی مجاورت و ملاہست اور ان کی ملازمت و موانست کو اپنے عبادت قرار دیا منجملہ شعائر اللہ کے کعبہ معظمہ ہے حضرت حکیم امت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فیوض الحرمین شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ حج منجملہ کمالات کے ایک پورا اکمال ہے اسی واسطے حاجیوں کے دل و نمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور اس مسئلہ کا سریہ ہے کہ وصول الی اللہ ایک بڑا اکمال ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلقت کی طرف کعبہ شریف کے قائم کرنے سے اور

اسکو شعائر اللہ سے بنانے سے بڑے احسان فرمائے اس صورت میں کعبہ شریف کا وصول بحسب مسافت کے فی الحقیقت وہ وصول الی اللہ ہے بحسب مسافت کے کیونکہ وصول الی اللہ بہت وجہوں پر ہے انہیں سے وصول بالمسافت حج سے پورا ہوتا ہے انتہا واللہ اعلم۔

اور مولانا موصوف صاحب الطاف القدس میں فرماتے ہیں کہ محبت شعائر اللہ عبارت محبت قرآن اور پیغمبر اور کعبہ سے ہے بلکہ محبت ہر اس چیز کے جو خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب ہے یہاں تک محبت اولیاء اللہ کا بھی اور اس کو بعض قوم فانی الرسول یا فانی الشیخ کہتے ہیں اور منجملہ شعائر اللہ کے ذات رحمت آیات جامع الکملات سرور کائنات مفرج موجودات ذات محمدی علیہ افضل الصلوات والتسلیمات کو از روئے جامعیت کے مخزن اسرار الوہیت اور ممکن انوار وحدانیت کی بنا کر حقیقۃ الحقائق جمع شعائر اللہ کا ٹھہرایا اور قبلہ مقصود حقیقی کل عالم چوں و چگون کا اور خلیفہ خاص اپنا بنایا چنانچہ حضرت شیخ اکبر محی الدین بن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التجلیات میں اس رمز کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کے خلاصہ مضمون یہ ہے جاننا چاہئے کہ حقیقت عبودیت عشق و محبت باری تعالیٰ شانہ کی ہے اور اللہ پاک کو علم ازلی سے معلوم ہے کہ مخلوقات اسکے صفائے طاعت و عبادت اور دولت عشق و محبت کو نہیں پہنچینگے اسلئے ان کے جنس میں سے ایک شخص کو اپنا مخزن الاسرار اور خلیفہ خاص بنا کر ان کے جانب مبعوث فرمایا کیونکہ۔

بیت

ذوق جنس از جنس خود یا شد یقین ÷ ذوق جزوار نخل خود باشد بہیں

اور ان کے اطاعت کو بحکم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کے اپنے اطاعت

ٹہرایا اور ان کے محبت و متابعت کو حسب فوائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم کے عین محبت و متابعت اپنا
قرار دیا اور ان کے نافرمانی و عصیان کو عین نافرمانی و عصیان اپنا گردانا انتھی کلامہ
الشریف حضرت عارف روئی فرماتے ہیں۔

مثنوی

چوں خدا اندر نیاید در عیاں ÷ نائب حقند ایں پیغمبر ایں
فی غلط گفتم کہ نائب یا منوب ÷ گرد و بند اے قبیح آید نہ خوب
نی دو باشد تا تو ی صورت پرست ÷ پیش او یک گشت کز صورت برست
چوں بصورت بگری چشم ست و دست ÷ تو بنورش در نگر کان یکت و ست
لا جرم چوں بر یکے افتد بصر ÷ آں یکے باشد و ناید در نظر
نور ہر دم چشم نتواں فرق کرد ÷ چونکہ بر نورش نظر انداخت مرد

اور یہ روشن ہے کہ کسی مکان کا شرافت مکانیت کی جہت سے نہیں ہوتی ہے بلکہ شرافت
و فضیلت ہر مکان کا باعتبار اسکے مکین کے ہوا کرتی ہے چنانچہ شرافت و فضیلت مکہ معظمہ اور
کعبہ مکرمہ کی باعتبار ولادت گاہ شریف اور جائے نزول شریف ہونے حضرت رسالت
مآب علیہ صلوٰۃ رب الارباب کے ہے چنانچہ قاضی بیضاوی اور صاحب تفسیر حسینی اور اکثر
مفسرین قولہ تعالیٰ لا اقسّم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کی تفسیر میں تحریر
فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قسم ربانی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول اور حلول کے

۱۔ کہہ اگر ہو تم چاہے اللہ کو پس ہر دی کرو میرے چاہے تم کو اللہ اور بخشنے واسطے تمہارے گناہ تمہارے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ۱۲ سورہ آل
عمران۔ ۲۔ قسم کہا تا ہوں میں اس شہر کی اور تو اتارنے والا ہے چچ اس شہر کے ۱۲ سورہ بلد

ساتھ مقید فرمایا تا کہ معلوم ہو کہ فضیلت اور شرافت ہر مکان کا مکین کے واسطے سے ہوا کرتی ہے
اسطرح حضرت مولانا شاہ عبدالعزیزؒ نے بھی قول وجھک شطر المسجد الحرام
کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ وجہ قبلیت مسجد حرام کی ولادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے۔
قطعہ

اے کعبہ از یمن قدم تو صد شرف ÷ وے مردہ راز مقدم پاک تو صد صفا
بطحا ز نور طلعت تو یافتہ فروغ ÷ یثرب ز خاک پائے تو بارونق و بہا
اس واسطے کعبہ معظمہ قبلۃ صلوٰۃ اہل عالم کا ٹھہری ہے اور کعبہ معظمہ کی قبلہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کی ذات بابرکات ہیں حضرت جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

شعر

زہے جمال تو قبلہ جان فان سجدا الیک نسجد ÷
حریم کوئے تو کعبہ دل وان شعینا الیک نسعی
مولانا موصوف "سلسلۃ الذہب میں فرماتے ہیں۔

نظم

کی بود باد لے ز غم رستہ ÷ جامی احرام آں حرم بستہ
بردہ با چہرہ غیسار آلود ÷ سوئے آں روضہ شریف سجود
اسطرح ہر ہر نبی اپنے اپنے قوم اور امت کیلئے قبلہ مقصود حقیقی اور قبلہ دیں ہیں چونکہ اکثر

۱۔ پس پھر منہ اپنے کو طرف مسجد حرام کے ۱۲ سورہ بقرہ ۲۔ کیونکہ قبلہ ہر قوم کا فی الحقیقہ صورت قلب نبی اس قوم کی ہے چنانچہ حضرت ابن
العربی قولہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ الا المتقون ولكن اکثر ہم لا یعلمون کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف
صورت قلب کی ہے جو کہ حقیقی بیت اللہ ہے پس اس کے ولایت کی مستحق بجز اہل تقویٰ موحدین کے شرکوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔
۳۔ پس اگر کعبہ کے ہم طرف تیرے سجدہ کرینگے ۱۲ سورہ اور اگر دوڑیں ہم طرف تیرے دوڑینگے

انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام ملک شام میں گزرے ہیں اسلئے بیت المقدس ان کے اور ان کے امتوں کی قبلہ صلوٰۃ شہری ہے اور چونکہ ہمارے حضرت رسالت اب ختمیت انتساب صلی اللہ علیہ وسلم بحکم واذا اخذنا ميثاق النبيين الاية کے نبی الانبیا اور سلطان المرسلین ہیں کل نبی آپ کے امت میں ٹہریں اس واسطے آپ قبل تحویل قبلہ بیت المقدس شریف کی طرف نماز گزارے ہیں اور تصحیح قبلہ انبیا علیہم السلام کے کئے ہیں اما زانجا کہ ہر نبی کے جائے ولادت ان کے امت کی قبلہ بننا قاعدہ مستمرہ اور سنۃ اللہ جاری ہو رہا تھا یہودوں کی طعن سے جو کہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں آب رنجیدہ ہوئے اور آرزو کرتے تھے کہ بحکم اتبع ملة ابراهيم حنیفا کے کعبہ معظمہ شریف جو کہ قبلہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور اقدم القبلتین اور جائے تولد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھا آپ کا امت مرحومہ کیلئے قبلہ ہو جاوے حتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں وحی کی انتظار میں اکثر آسمان کی جانب آنکھ اٹھا اٹھا کر دیکھا کرتے تھے یہاں تک کہ ہجرت کی دوسری سال مخصف رجب المرجب روز دوشنبہ کو ظہر کی دوسری رکعت گزارنے کے بعد یہ آیت شریفہ لیکر جبرائیل بارگاہ الہی سے پہونچا کہ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولينک قبلة ترضها فول وجهک شطر المسجد الحرام الاية۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عین نماز کی اندر متوجہ کعبہ معظمہ کی طرف ہو گئے اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امام القبلتین کہتے ہیں الغرض جانے نہ جانے ہر کوئی اپنے

۱۔ اور جس وقت لیا اللہ نے عہد پیغمبروں کا ۱۲ سورۃ ال عمران ۲ پیروی کرے دین ابراہیم حنیف کے ۱۲ سورۃ نساء ۳ تحقیق دیکھا ہم نے پھر تا منہ تیرے کا چہ آسمان کے پس البتہ ہمیرینگے ہم تمکو اس قبلہ کو کہ خوش ہوگا تو پس ہمیر منہ اپنے کو طرف مسجد حرام کے ۱۲ سورۃ بقرہ

اپنے نبی قبلہ دین کی طرف سجدہ گزارتا ہے ورنہ ذات منزہ صفات حضرت احدیت جل و علا جہت و اینیت کی تخصیص سے مبرا ہے بلکہ فاینما تولوا فثم وجه اللہ اسکے شان والا ہے حضرت محی الدین بن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب التجلیات میں اور مولانا جامع علیہ الرحمہ سلسلۃ الذہب میں تحریر فرماتے ہیں جس کے حاصل یہ ہے جاننا چاہئے کہ ہر شخص کو اپنے پروردگار کے پہچاننے کے بارے میں ایک عقیدہ ہے جس سے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس عقیدے پر اسکو جستجو کرتا ہے پس جس وقت حق تعالیٰ شانہ اسکے اعتقاد کے موافق تجلی کرتا ہے وہ بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور اسکے ربوبیت اور الوہیت کی اقرار کرتا ہے اور جب اسکے عقیدہ کی خلاف متجلی ہوتا ہے۔

وہ بندہ اسے انکار کرتا ہے اور اس سے پناہ مانگتا ہے اور فی نفس الامر بے ادبی اور گستاخی سے پیش آتا ہے حالانکہ وہ بندہ اپنے جی میں سمجھتا ہے کہ میں ادب کر رہا ہوں پس اس صورت میں ہر شخص کا معبود وہی ٹھہرا جو اس نے اعتقاد کر رکھا ہے پس جس نے اپنے جی میں جیسا اعتقاد اپنے معبود کے بارے میں کر رکھا ہے وہ اپنے معبود کو ویسا ہی دیکھتا ہے پس اس صورت میں فی الحقیقت اپنے اعتقادے معبود ہی کو دیکھا نہ معبود حقیقی کو اور قیامت کے دن کو دیدار الہی کے بارے میں مراتب لوگوں کا براندازہ اپنے اعتقاد اور معرفت کے ہوگا جو دنیا میں حاصل کیا تھا اور سبب اس نہ دیکھنے کا باری تعالیٰ کو اور دیکھنا اپنے اعتقادات نفسیہ کو حصر اعتقاد تیرے ہے ساتھ بعض صور معتقدہ کے سوائے بعض کے پس بچا تو اپنے کو اس حصر و تنقید سے کہ صورتی معتقد فیہا کو اقرار کرو اور بعض غیر معتقد فیہا کو انکار کر بیٹھوتا کہ عرفان حقیقی باری تعالیٰ اور علم باللہ فی نفس الامری جل و علا کی تجسس فوت نہ ہو جاوے کہ یہ عین بت تراشی اور بت پرستی ہے اور اسی طرف مشیر ہے قولہ تعالیٰ

۱۔ پس جد ہر منہ کرو پس وہیں ہے منہ اللہ کا ۱۲ سورۃ بقرہ

اَقْرَأْتِ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ بلکہ تو اپنے ذات میں ہر صورت معتقدہ کی ہوئی اور مادہ
بجائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شانہ حصرت و تقیدات کی عیب سے منزہ و مبرا ہے بلکہ قَائِنَمَا
تَوَلَّوْا فِثْمَ وَجْهِهِ اللّٰہِ اسکے شان والا ہے (اس آیت شریفہ میں وجہ اللہ سے حقیقت ذات
مراد ہے) باوجود اس شان کے بندہ کامل کو صورت ظاہرہ نماز میں توجہ جانب مسجد حرام
کے لازم ہے اور حالت نماز میں اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قبلے میں ہے اور یہ
قَائِنَمَا تَوَلَّوْا فِثْمَ وَجْهِهِ اللّٰہِ کی اینیات میں سے بعض مراتب وجہ حق تعالیٰ کی ہے
اور انست خاصہ میں منحصر نہیں فتدبر حکیم امت مصطفوی مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
رحمہ اللہ تعالیٰ قول الجلیل میں فرماتے ہیں جس کے ترجمہ مولانا شاہ خرم علی بلوری رحمۃ
اللہ علیہ نے یوں کیا ہے میں کہتا ہوں حق تعالیٰ کے مظاہر کثیرہ ہیں سو نہیں کوئی عابد غبی ہو یا
ذکی مگر کہ وہ اسکے مقابل ظاہر ہو کر اسکا معبود ہو گیا ہے بحسب مرتبہ اسکے اور اسی بھید
کے سبب سے رو بقبلہ ہونا اور استوی علی العرش کا شرع میں نازل ہوا ہے اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے منہ کے سامنے نہ
تھو کے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ہی اسکے درمیان اور اسکے قبلہ کے درمیان میں اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالی لونڈی سے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے
لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں
کون ہوں تو اس نے اپنے اونگی سے اشارہ کیا مراد اسکی یہ کہ خدا نے تجھکو بھیجا ہے پس فرمایا
آپنے کہ یہ ایمان دار ہے تو ای سا لک تجھپر کچھ مضائقہ نہیں اس میں کہ تو متوجہ ہو مگر اللہ ہی
۱ کیا پس دیکھا تو نے اس شخص کو کہ پکڑا ہے اس نے معبود اپنا خواہش اپنے کو ۱۲ سورہ جاثیہ ۲ پس جد ہر منہ کر دیں وہیں منہ اللہ کا ہے
۱۲ سورہ بقرہ ۱۲۱ پس جد ہر منہ کر دیں وہیں منہ اللہ کا ہے

کی طرف اور اپنا دل نہ لگاوے مگر اسی سے اگرچہ عرش کی طرف متوجہ ہو کر اور اس نور کا تصور
کر کے ہو جن کو حق تعالیٰ نے عرش پر رکھا ہے اور وہ نہایت روشن رنگ ہے چاند کے
رنگ کے مانند یا قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے طرف اشارہ
کیا ہے تو یہ اس حدیث کا گویا مراقبہ ہوگا واللہ اعلم۔

فائدہ مصنف نے حاشیہ میں فرمایا کہ حق تعالیٰ کے عالم مثال میں تجلی ہے تو ہر شخص اپنے
استعداد کی مناسب اس کو ادراک کرتا ہے انتہی حضرت جامیؒ سلسلۃ الذہب میں تحریر
فرماتے ہیں کہ حالت نماز میں توجہ مسجد حرام کی طرف کرنا برابر اتباع شریعت اور انقیاد امر حق
تعالیٰ کے ہے ورنہ ہویت حق تعالیٰ کی جیسا قبلہ مصلیٰ میں ہے اسی طرح جمیع جہات
میں ہے اور جہت میں ہونا حق سبحانہ کا باعتبار تنزل کے ہے بیچ مرتبہ جسم و جسمانیات کے
وگرنہ من حیث ذات کے ہر مکان و ہر جہت سے مبرا ہے۔ جب یہ تجھے معلوم ہو چکا اب
جان تو اے عزیز کہ ولایت ولی کا سایہ اور ظل نبوت نبی کے ہے رسالہ قدسیہ میں حضرت
شاہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حقیقت ولایت جو کہ باطن نبوت میں ہے
تصرف کرنا ہے خلق میں ساتھ حق کے اور ولی حقیقت میں مظہر تصرف نبی کے ہے انتہی۔

بلکہ بحکم حدیث الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ پیرو مرشد اپنے مریدوں میں
رسول حقیقی کا حکم رکھتا ہے یعنی جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد و معبود کے درمیان
واسطہ وصول الی اللہ ہیں شیخ کامل بھی مرید اور حق تعالیٰ کے درمیان واسطہ وصول الی
اللہ ہے جیسا محبت و اتباع احکام نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم امتوں پر فرض اتم ہے محبت و اتباع
احکام شیخ مریدوں پر فرض لازم ہے کہ بدون اسکے راہ وصول الی اللہ کی طلی نہ ہوگی جیسا قول

۱ پیرو اپنے قوم میں مانند نبی کے ہیں اپنے امت میں۔

فعل نبی کا امتوں کیلئے دلیل ہے اس طرح قول و فعل شیخ کا بھی مریدوں کے حق میں دلیل راہ ہے اسلئے بزرگان دین عمل پیر کو فقہ مرید کا شہر اتے ہیں جیسا کہ نبی امتوں کا قبلہ مقصود حقیقی ہیں بلا فرق شیخ کامل جو کہ مقام فنا و بقا کو طے کر کے مرتبہ مشاہدہ کو پہنچا ہے قبلہ مقصود حقیقی مریدوں کی ہیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتوں کیلئے قبلہ مجازی شرعی کی قبلہ حقیقی ہیں اس طرح شیخ کامل مریدوں کے واسطے قبلہ مجازی شرعی کی قبلہ حقیقی ہیں جیسا وہاں نبی کے واسطے رعایہ لحفظ المراتب سجدہ تعبد ممنوع اور کفر شرعی ہے اور حقیقت میں سجدہ حقیقت مطلقہ حقیقت نبی کی واسطے ثابت ہے اس طرح یہاں بھی شیخ کے واسطے سجدہ تعبد ممنوع اور کفر شرعی ہے اور فی نفس الامر حقیقت سجدہ مطلقہ حقیقت شیخ کیلئے ثابت ہے فافہم فانہ ادق المسائل حضرت عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

مثنوی

چونکہ ذات پیر را کردی قبول ÷ ہم خدا شامل بذات ست ہم رسول
آدمی چوں نور گیر داز خدا ÷ ہست مسجود ملائک ز اجتناب
نیز مسجود کسی کہ چوں ملک ÷ رستہ باشد جانلش از طغیان و شک
آں گروہیکہ رہیدند از وجود ÷ چرخ مہر و ماہ شان آرد وجود

علامہ بحر العلوم مثنوی شریف کی شرح میں فرماتے ہیں قولہ آدمی چوں نور گیر دالخ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی نور معرفت اسما و صفات سے درجہ کمال کو پہنچتا ہے وہ غایت اجتناب اور بزرگی کی رو سے تعظیماً و تکریماً مسجود ملائک کے ٹھہرتا ہے بلکہ اپنے بنی نوع انسان میں سے جو کہ اوصاف بشری سے پاک و صاف ہو کر اوصاف ملکی سے متصف ہو گیا ہے اور مثل فرشتہ

۱۔ پس سمجھ لے کہ وہ دقیق ترین مسکوں کا ہے ۱۲

کے بنایا ہے اسکے بھی مسجود بننا ہے انتہی دوسرے جگہ مثنوی شریف میں مذکور ہے۔
مثنوی

ابلبہاں تعظیم مسجد می کنند ÷ برجائے اہل دل جدی می کنند
کعبۂ بنگاہ خلیل آذرست ÷ دل گذر گاہ جلیل اکبرست
آں مجازست این حقیقت اے خراں ÷ نیست مسجد جز دروں سرو راں
مسجد یکو اندروں اولیاست ÷ سجد گاہ جملہ ہست آنجا خداست
تا دل مرد خدا ناید بدرد ÷ بیچ قومی را خدا رسوا نہ کرد
قصد جنگ انبیا برداشتند ÷ جسم دیدند آنچمی پنداشتند

علامہ بحر العلوم فرماتے ہیں قولہ جسم دیدند الخ جیسا اللہ تعالیٰ کافروں سے حکایت کرتا ہے فقالوا ما انتم الا بشر مثلنا یعنی کفار کہتے تھے کہ انبیا علیہم السلام ہمارے طرح آدمی ہیں اور مبتلائے خواب و خورش ہیں یہ لوگ کیسا بنی ہو گئے اور یہ نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ با جمیع اسما و صفات انہیں متجلی ہے مثنوی شریف کے تیسرے مقام میں فرماتے ہیں۔

مثنوی

ہم ز ابراہیم ادہم آمدست ÷ کوز را ہے برب بحرے نشست
دلخ خود میدوخت آن سلطان جان ÷ یک امیرے آمد آنجانا گہاں
آں امیر از بندگان شیخ بود ÷ شیخ را شناخت سجدہ کرد زود

۱۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعہدنا الی ابراہیم ان طہو بیئ الایہ حضرت شیخ اکبرؒ نے تفسیر میں لکھتے ہیں جسکے ترجمہ یہ ہے کہ امر کیا ہم نے ان کو تا پاک کریں بیت قلب کو قاذورات احادیث نفس اور نجاسات و وساوس شیطانیہ اور پلیدیہاں دوائی ہوا یہ اور ادناس صفات قوی کی سے لفظ نفین یعنی مائلین مثنوی قین کیلئے جو کہ اپنے سر میں آس پاس قلب کے گھومتے ہیں الی آخر کا ان شیخ قولہ تعالیٰ وہم یصلون عن المسجد الحرام وما کانوا اولیاء ہ ان اولیاء ہ الا المشقون ولكن الشرهم لا یعلمون کے تحت میں فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف صورت قلب کا ہے کہ حقیقی بیت اللہ وہی ہے اسلئے اسکی الہیت کی استحقاق اہل تقویٰ یعنی محدثین کو ثابت ہے نہ شریکین کو ۱۲ سورہ انفال صفحہ ۱۲۸ جلد اول ۲۔ کہا انھوں نے نہیں تم مکر آدمی مانند ہمارے ۱۲ سورہ بقرہ ۱۲۸

خیرہ شد در شیخ و اندر دلق او ÷ گشتہ دیگرگون ز خلوت خلق او

کور ہا کرد آچنان ملک شگرف ÷ برگزید از فقر بس باریک حرف

ترک کردہ ملک ہفت اقلیم را ÷ میزند بر دلق سوزن چوں گدا

ملک ہفت اقلیم ضائع میکند ÷ چوں گدا بر دلق سوزن میزند

شیخ واقف گشت از اندیشہ اش ÷ شیخ چوں شیرست دلہا بیشہ اش

شیخ سوزن زود در دریا قلند ÷ خواست سوزن را با آواز بلند

صد ہزار ان ماہی الٹی ÷ سوزن زر بر لب ہر ماہی

سر بر آوردند از دریاے حق ÷ کہ گیر اے شیخ سوزنہاے حق

رو بدو کردو بگفتش کای امیر ÷ ملک دل بہ با چنین ملک حقیر

چوں نفاذ امر شیخ آں میر دید ÷ ز آمد ماہی شدش وجدے پدید

گفت او ماہی ز پیراں آگہست ÷ شہوتی را کو لعین در گہست

ماہیان از پیر آگہ ما بعید ÷ عاشقی زیں دولت و ایشان سعید

سجدہ کرد و رفت گریان و خراب ÷ گشت دیوانہ نہ عشق فتح باب

پس تو اے ناشستہ رو در چہستی ÷ در نزاع و در حسد با کیستی

بادم شیرے تو بازی می کنی ÷ بر ملا نک تر کتا زے می کنی

اے عزیز او پر کے بیان سے تنہو صاف معلوم ہو چکا ہے کہ کعبہ کی قبلہ حقیقی اور کعبہ کی کعبہ

اہل دلع کے دل ہے پس کعبہ مجازی میں جو کچھ احکام جاری اور مرعی ہے اس سے بڑھ چڑھکر

اہل دلع کے ساتھ مرعی ہونا چاہئے حضرات استاد مجیب فرماتے ہیں۔

شعر

اہل دنیا کیلئے کعبہ حرم ہے اے مجیب ÷ عاشقوں کے واسطے اللہ کے گھر اور ہے

حضرت مولاناے جامی "فحات الانس میں حضرت ابویں مغربی کی احوال میں فتوحات

مکیہ سے نقل کئے ہیں جسکے ترجمہ یہ ہے کہ خلق تہر کا و تیمنا دست بوسی شیخ ابی مدین کا کیا

کرتے ہیں انے پوچھا گیا کہ تو اپنے نفس میں اس سے کچھ اثر پاتا ہے فرمایا کہ حجر اسود

اپنے میں کچھ اثر پاتا ہے اسکو حجریت سے باہر نکالے باوجود اسکے انبیاء و اولیا اور جمیع

مسلمانان اسکو چوما کرتے ہیں بولے کہ نہیں فرمایا کہ میں وہی حجر اسود ہوں اور اسکے حکم

رکھتا ہوں چنانچہ عارف رومی قدس سرہ السامی مثنوی شریف کی دفتر دوم میں حضرت

سلطان العارفین بایزید بسطامی قدس سرہ السامی کا کعبہ شریف کو جانے اور ایک بزرگ کی

خدمت میں پہنچنے کی حکایت میں فرماتے ہیں۔

مثنوی

سوے کعبہ شیخ امت بایزید ÷ از براے حج و عمرہ می دوید

او بہر شہر یکہ رفتی از نخست ÷ مر عزیزے زاکردی باز جست

گرد میکشتی کہ اندر شہر کیست ÷ کو بر ارکان بصیرت متکی است

گفت حق اندر سفر ہر جا روی ÷ باید اول طالب مردے شوی

قصد گنجی کن کہ ایں سود و زیاں ÷ در تبع آید تو آنرا فرع داں

قصد کعبہ کن چو وقت حج بود ÷ چونکہ رفتی مکہ ہم دیدہ شود

قصد در معراج دید دوست بود ÷ در تبع عرش و ملائک ہم نمود

بایزید اندر سفر جستے بسے ÷ تابیا بد خضر وقت خود کسے
دید پیرے باقدے بچوں ہلال ÷ بود دروے فرد گفتارے ز جال
دیدہ نابینا و دل چوں آفتاب ÷ بچو پہیلے دیدہ ہندستان بخواب
چشم بستہ خفتہ بیند صد طرب ÷ چوں کشاید آں نہ بیند ایں عجب
پس عجب در خواب روشن میشود ÷ دل دروں خواب روشن میشود
و آنکہ بیدارست بیند خواب خوش ÷ عارف ست او خاک او در دیدہ کش
بایزید اورا چوازا قطاب یافت ÷ مسکنت نمو و در خدمت شتافت
پیش او بہ نشست و می پرسید حال ÷ یافتش درویش و ہم صاحب عیال
گفت عزم تو کجا اے بایزید ÷ رخت غربت را کجا خواہی کشید
گفت قصد کعبہ دارم از پگہ ÷ گفت ہیں با خود چہ داری زاد رہ
گفت دارم ارد درم نقرہ دو لیست ÷ نک بہ بستہ سخت در گوشہ رد لیست
گفت طوفے کن بگردم مفت بار ÷ وین نکوتر از طواف حج شمار
و آں درمہا پیش من نہ ایجواد ÷ آنکہ حج کردی و حاصل شد مراد
عمرہ کردی عمر باقی یافتی ÷ صاف گشتی بر صفا بشتافتی
حق آں تھیکہ جانت دادہ است ÷ کہ مرا بر بیت خود بگزیدہ ست
کعبہ ہر چندے کہ خانہ براوست ÷ خلقت من نیز خانہ سراوست
چوں مرادیدی خدارا دیدہ ÷ گرد کعبہ صدق برگردیدہ
خدمت من طاعت و حمد خداست ÷ تانہ پنداری کہ حق از من جداست

چشم نیکو باز کن در من نگر ÷ تابہ بنی نور حق اندر بشر
کعبہ را یکبار بیتی گفت یار ÷ گفت یا عبدی مرا ہفتاد بار
بایزید اکعبہ را در یافتی ÷ صد بہا و عز و صد فریافتی
بایزید آں نکتہ ہارا ہوش داشت ÷ بچو زرین حلقہ اش در گوشہ داشت
آمد ازوے بایزید اندر مزید ÷ منتہی در منتہی آحر رسید
علامہ بحر العلوم شرح میں فرماتے ہیں یہ اس واسطے ہے کہ خلقت انسان کامل جامع جمیع
مراتب ذات و اسما و صفات کی ہے اس صورت میں انسان خانہ سر خدا ہے فرمایا حدیث
قدسی میں الانسان سری وانا سرہ یعنی میں ظاہر ہوں اور انسان باطن میرا ہے اور
انسان ظاہر میرا ہے اور میں باطن اسکا ہوں اور عارف کامل کو یہ دونوں مشاہدہ حاصل ہیں
کہ کبھی حق تعالیٰ کو باطن دیکھتا ہے اور اپنے کو ظاہر اور کبھی اپنے کو باطن پاتا ہے اور حق
تعالیٰ کو ظاہر۔

نظم

خود را چو بجو لیست یابم ÷ کس یافت کجا وجود فانی
جویم چو ترا ہمانا خود را ÷ یا بم کہ تو پیدا و نہانی
قصہ میں اشارہ حدیث قدسی کی طرف ہے فرمایا کہ لا یسعی ارضی ولا سمائی
ولکن یسعی قلب عبدی المؤمن الخ پس واضح ہو گیا کہ جب عارف کامل فانی
فی ذات اللہ اور باقی بذات اللہ ہو جاتا ہے جمیع حرکات و سکنات میں مطلق باخلاق اللہ

ہوتا ہے حدیث قدسی میں آیا ہے کُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ وَأُورْجَبُ مُتَصِفٌ بِأَنْ صِفَاتِ كَسَافَتُهُ هُوَ تَا هُ اسكُ اطاعت و محبت عین فرمانبرداری و دوستی خدا تعالیٰ کا ٹھہرتا ہے جیسا کہ حدیث قدسی کی منطوق سے سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے اخْرُجْ بِصِفَاتِي إِلَى خَلْقِي مَنْ رَاكَ فَقَدْ رَانِي وَمَنْ قَصَدَكَ فَقَدْ قَصَدَنِي وَمَنْ أَحْبَبَكَ فَقَدْ أَحْبَبَنِي الْخُ سجدے سجدہ تعظیمی و تکریمی ہے اسکے ضمن میں طاعت خدا تعالیٰ کی بھی پائی جاتی ہے جیسا سجدہ ملائک کا آدم کیلئے حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

فرد

چو دیدم روئے خویش سجدہ کردم ÷ بحمد اللہ تو کردارم امشب

ولہ ایضاً فرد

حافظ اگر سجدہ تو کرد مکن عیب ÷ کافر عشق اے صنم گناہ ندارد

ولہ ایضاً فرد

حافظا سجدہ بہ محراب دوا برویش کن ÷ کہ دعاے ز سر صدق جز آنجا کی

مثنوی

خواجه را از چشم ابلیس لعین ÷ منگر و نسبت مکن اورا بہ طین

خواجه را جاں ہیں میں جسم گراں ÷ مغز ہیں اورا مینش استخوان

۱۔ ہو جاتا ہوں میں کان اس کا جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھ اس کا جس سے وہ دیکھتا ہے اور بات اس کا جس سے وہ پہنچتا ہے اور پا اس کا جس سے وہ چلتا ہے اور زبان اس کا جس سے وہ بات کرتا ہے ۱۲ ع کل تو موصوف ساتھ صفات میرے کے طرف خلقت میرے کے جس نے دیکھا تجھے پس ہر آئند دیکھا اس نے مجھ کو اور جس نے قصد کیا تیرا پس ہر آئند وہ قصد کیا میرا اور جس نے پیار کیا تجھ کو پس ہر آئند پیار کیا مجھ کو ۱۲

خواجه را کو در گذشتت از اشیر ÷ جنس اس موشان تار کی مگیر

خواجه را چوں غیر گفتی از غرور ÷ شرم داراے احوال از شاہ غیور

ہمرہ خورشید را سپر مخواں ÷ آنکہ او مسجد شد ساجدہ مان

عکسہارا ماند و اس عکس نیست ÷ در مثالے عکس حق بنمود نیست

آفتابے دید و بخ جامد نماند ÷ روغن گل روغن کنجد نماند

چوں مبدل گشتہ است ابدال حق ÷ نیستند از خلق برگردان ورق

قبلہ وحدانیت دو چوں بود ÷ خاک مسجد ملائک چوں شود

تن میں و جان مکن صم و بکم ÷ کذبوا بالحق لما جاءهم

شرح بحر العلوم میں ہے قولہ تن میں الخ یعنی تو ابدال حق کو تن مت جان اور خاک کا پتلا مت سمجھ اور اپنے جان کو ان کے انکار میں مت کہو جیسا کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار میں اور تکذیب میں اپنا جان کہوتے تھے جس وقت حق تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جلوہ گر ہو کر ان کے پاس آیا اے عزیز حسب مضمون کونوا مع الصادقین (ہو جاؤ ساتھ چوں کے ۱۲ سورہ توبہ) کے ایک آن کے صحبت و خدمت اپنے مرشد کامل کے اور ان کے عشق و محبت میں فانی ہو رہنا سا لک راہ اور مرید صادق کے حق میں سو برس کی عبادت و طاعت اور نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ سے بہتر ہے مولانا رومی فرماتے ہیں۔

بیت

یک زمانہ صحبت با اولیا ÷ خوشتر از صد سالہ طاعت بے ریا

مؤلف کہتا ہے

از صد نماز و روزہ تھا خوش ست بے شک ÷ مستی عاشقانہ دریا و ذلف و مویت

خواجہ احرار قدس سرہ فرماتے ہیں۔ فرد

نماز را تحقیق قضا بود لیکن ÷ نماز صحبت مارا قضا نخواهد بود

حدیث میں آیا ہے من اراد ان یجلس مع اللہ تعالیٰ فلیجلس مع اهل التصوف۔
شعر

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا ÷ اونشید در حضور اولیا

دوسرے حدیث میں فرمایا ہے الفقراء جلساء اللہ تعالیٰ لا یشقی جلسہم اور ایک حدیث صحیح میں یوں فرمایا کہ ہم الذین اذا ردوا ذکر اللہ حضرت جامی علیہ الرحمۃ نفحات الانس میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عبید اللہ الاحرارؒ کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں مرید کو چاہئے کہ آتش ارادت سے جل گیا ہو اور اپنے مرادات سے فانی ہو کر بصیرت دل سے جمال پیر کے آئینہ میں اپنے مرادات کو معائنہ کرے اور اپنے چہرہ ہمت کو سب قلوب سے پیر کر قبلہ جمال پیر کو متوجہ ہو اور بندگی پیر میں سب سے آزاد ہو کر سر نیاز کو آستانہ پیر ہی پر ڈالے رکھے اور قبول پیر کو اپنے سعادت جانے اور رد پیر کو اپنا شقاوت سمجھے بلکہ رقم نیستی کی اپنے ناصیہ ہستی پر کھینچے اور خیال اغیار سے بالکل خلاصی حاصل کرے۔

فرد

آزرا کہ در سرای نگار نیست فارغ ست ÷ از باغ و بوستان و تماشاے لالہ زار

بہ مقتضای مقام بائینویں مکتوب حضرت جامع العلوم طاہری و باطنی شیخ شرف الدین احمد جہی منیریؒ کو اس جگہ لکھ دینا مناسب سمجھا گیا اس لئے اسکے ترجمہ خلاصہ کر کے اسمقام پر

۱۔ جس نے چاہا کہ بیٹھے ساتھ خدا کے پس چاہئے کہ بیٹھے ساتھ تصوف والوں کے ۱۲ فقیر لوگ ہم نشینوں خدا کا ہیں نہیں بد بخت ہوتا ہے ہم نشین ان کا ۱۳ وہ وہ ہیں کہ جب دیکھا جاتے ہیں وہ یاد کیا جاتا ہے خدا ۱۴

صورت تحریر پائی ہے وہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہائی شمس الدین سلمہ تعالیٰ جاننا چاہئے کہ حج عبادت بدنی و مالی دونوں ہیں طائفہ عاشقان کو حج میں بہت سہا سہرا مخفیہ ہیں حقیقت میں کعبہ معظمہ کی زیارت کرنے والے خداوند عز و جل و علا کا زیارت کرنے والا ہے اور کرامت زائر لوازیم کرم سے ہے مراد اور مقصود طالبوں کا حج خانہ سے خداوند خانہ ہے نہ خانہ ولیکن درمیان میں خانہ ایک بہانہ ہے ذات شیخ رہبر کامل کا طالب حق کیلئے کعبہ مطلوب حقیقی ہے مرتبہ فنا فی الشیخ معنی مقصود فنا فی اللہ کا متن ہے حضرت سلطان محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

نظم

ترا یک حج بود سالے ولی در کوے یار ما ÷ گذارد ہر زمان حج کیکیو عاشق زار دست
طواف کعبہ کن حاجی مرا بگذارد در کویش ÷ کہ حج اکبر عاشق طواف کوے دلدار دست
رسالہ قدسیہ میں حضرت لسان التصوف ابو سعید احمد الخراز رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ سیر الی اللہ اس وقت پورا ہوتا ہے کہ سالک اپنے وطن مالوف اور حظوظ نفسانیہ سے بالکل نکل آوے اور راہ طلب میں توجہ صحیح بارگاہ الہی کا پیدا کرے اور بادیہ طلب کو قدم صدق سے بالکل طے کر لے تا کعبہ وصال کو پہنچے۔

شعر

الیک یا منتهی حجبی و عمرتی ÷ ان حج قوم الی تراب و احجار
حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی قدس سرہ کا قول ہے کہ ایک بار میں بقصد حج جو حرم کعبہ معظمہ کو گیا اور جمال کعبہ کو دیکھا اپنے دل میں سوچا کہ میں نے اپنے عمر میں اس قسم کا

۱۔ طرف تیرے اے انتہا ہے حج اور عمرہ میری تحقیق حج ایک قوم کا طرف مٹی اور پتھر ہے ۱۲

بہت سارے گھر دیکھی ہوں جھکو گھر والے سے درکار ہے یہ کھکر وہاں سے لوٹ آیا صورت ظاہرہ جسمانی کی رو سے شیخ کامل ایک مٹی کی مورت دکھائی دیتا ہے اس قسم کا بہت سارے مٹی کا پتلا تمہارے دیکھنے میں آتا ہے طالب صادق کو معنی باطن شیخ سے درکار ہے سلطان العارفین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دوسرے سال پہر حرم کعبہ کو پہونچا آنکھ دل کی کھلگئی خداوند خانہ کی دولت دیدار سے مشرف ہوا ہمیں آیا عالم الوہیت میں مشارکت کی گنجائش نہیں ہے عالم وحدت میں دوئی کی کیسی زحمت ہو سکتی ہے محبوب و خانہ اور میں تین چیز ہیں جو کہ دودیکھتا ہے وہ ملحد ہے جو تین دیکھتا ہوں کیسا ملحد نہ ہونگا یہ کھکر در حال باز آیا طالب صادق کو اپنے شیخ کامل کی اعتقاد کمالیت لہیں آجانیکی بعد کثر چشمی دلی سے اپنے شیخ کو محبوب حقیقی سے جدا تصور کرنا شرک اور باعث محرومیت ہے مولانا رومی فرماتے ہیں۔

مثنوی

دودماں و دومیں و دوماں ÷ خواجہ رادر خواجہ خودمخودان
گر جدا بینی زحق ایں خواجہ را ÷ گم کنی ہم متن ہم دیباچہ را
پیر حق راز احوالی دواہر کہ دید ÷ او مریدست فی الحقیقہ فی مرید
انبیا و اولیا راحق بدار ÷ سر مخفی با تو کرد من عیاں
در بشر و پوش آمد آفتاب ÷ فہم کن واللہ اعلم بالصواب

تیسرے سال کو پہر حرم کعبہ کو پہونچا لطف محبوب شامل حال ہوا پردہ عزت بصر بصیرت سے اٹھالیا شمع معرفت دہیں روشن ہوئی اور میرے ہستی کو انوار تجلی سے یکقلم جلادی اور یہ

۱ اور اللہ جاننے والا تر ہے ساتھ درست کے ۱۲

خطاب میرے گوش ہوش میں پہونچایا انت زائری حقا فحق علی المزوران
یکرم زائرہ یعنی اب تو میرے زائر حقیقی ہے تیرے اکرام میرے ذمہ واجب و لازم ہے۔

بیت

تا چشم بر کشاد نور رخ دیدم ÷ تا گوش بر کشودم آواز تو شنیدم
مجان صادق کیلئے جمال خانہ ذات بے نشان کا نشاء ہے کہ اس سے اپنے دل کو تسلی بخشے ہیں
بزرگان دین کہتے ہیں من منع النظر بتسلی بالاثر یعنی جو کہ دولت دیدار دوست
سے باز رکھا جاتا ہے نشان محبوب سے دل بیتاب کو تاب و تسلی بخشتا ہے مجنون فراق لیلیٰ میں
لیلیٰ کی کوچہ میں صبح و شام طواف کرتا ہوا درود یوار کو چومتے تھے اور یوں کہتے تھے۔

شعر

اطوف الی جدار دیار لیلیٰ ÷ اقبل ذا الدیار و ذا الجدارا
فما حب الدیار شغفن قلبی ÷ ولكن حب من سكن الدیارا
عاشقان شیدا جبین نیاز آستانہ محبوب باناز پرسدا گہیستے ہیں اور درد دل اور سوز و گداز سے
شب و روز روتے ہیں تاکہ دیباچہ و متن سے شاہد معنی کو پہونچے اور نشان کی واسطے سے
دولت عیاں سے مشرف ہوویں جب بندہ اہل و عیال اور خانمان اور ملک و مال سے مہر
و محبت کی رشتہ بریدہ کر کے کمال جد و جہد و رنج و مشقت بے حد کے بعد جمال کعبہ مقصود
شیخ کو دیکھتا ہے اس وقت اپنے دل میں ایسی لذت پاتا ہے کہ اسکے مقابلے میں سارے
لذات زحمت معلوم ہوتی ہے اگر اس حال میں نسیم عنایت آن پہونچی اور اس کے حجاب ہستی

۱ تو زیارت کرنے والا میرا ہے چاہی حق ہے او پر زیارت کے گئے کے یہ کہ کر ہم کرے اپنے زیارت کرنا والا ۱۲ ح جو کہ باز رکھا گیا نظر سے تسلی لیتا ہے ساتھ
نشانوں کے ۱۲ ح گہوچتا ہوں طرف دیواروں گہروں لیلیٰ کے حالانکہ چومتا ہوں ان گہروں کو اور ان دیواروں پس نہیں دیتی گہروں نے شیفہ کی ہے میرے دلو
و لیکن دوستی نے اسکے دہا کرتے تھے ان گہروں میں ۱۲

کو اٹھالی چشم بصیرت اسکا عرش دل صفا منزل پر جا ٹھہرتا ہے اور محرمان قدسی کی طرح گرد عرش مجید دیکھ طواف کرنے لگتا ہے اس وقت ایسی لذت اسکو پہونچتی ہے کہ اسکی موازنہ میں لذات بہشت کو لذت کہا نہیں جاتی ہے حافظ شمس الدین بلبل شیراز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

فرد

مادر پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم ÷ اے بیخبر ز لذت شرب مدام

اس وقت اسکے چشم و لکی نظر مکنونات غیب سے گذر جاتا ہے اور محسوسات اور معقولات سے ترقی حاصل کرتا ہے اور دولت دیدار سے بہرہ مند اور سعادت جمال یار سے سعادت مند ہوتا ہے اور اسکے حال اور اک عقول و ادہام سے برتر اور وہم و خیال انام سے عالی تر ہو جاتا ہے اور یہی حج عاشقان صادق اور صالحان واثق کی ہے اسواسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُجَّة مبرورۃ خیر من الدنیا وما فیہا صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم حق فرمایا اور سچا ہے اور یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں حُجَّة مبرورۃ مالہا جزاء الا الجنة کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا نہیں ہے یعنی جب عشق دیدار محبوب میں اپنے اہل و عیال اور ملک و مال کی محبت چھوڑ کر جان و دل سے گذر جاتا ہے مطلوب حقیقی اور محبوب تحقیقی اسکو اپنے خلعت رضا اور تشریف لقا سے مشرف بناتا ہے کہتے ہیں یہی مہمان سوختہ دل اور عاشقان بے خانہ و منزل ہیں کہ اگر بہشت برین میں وعدہ دیدار کی نہ ہوتی تو ہرگز ان کے دلوں میں خیال بہشت کا نہ آتا اور نہ ان کے زبانوں پر نام بہشت کا گذرتا اور نہ کوئی فرد انہیں اپنے رغبت سے جنت الفردوس میں قدم رکھتا اے

۱۔ ایک حج مبرور بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے ۱۲ سچا ہے خدا اور سچا ہے اسکے رسول کریم ۱۳ حج مبرور نہیں ہے بدلہ اس کا مگر بہشت ۱۴

بہائی بہشت کی مثال مثل پیسی کے ہے کہ رضا مندی محبوب کا موتی اسکے اندر ہے غواص بلند ہمت جو کہ دریائے محیط میں غوطہ لگاتا ہے سوائے درشا ہوار کے نہیں نکالتا ہے کسی محقق نے فرمایا۔

رباعی

شربت وصل را بہشت حسیے ست ÷ در رہ عاشقان بہشت لیے ست

نزدشان خود بہشت و دوزخ نیست ÷ تا پرد مرغ دام و دانہ یکلیست

مرغ جان عاشقان جو کہ ہوائے ہویت پر امید قرب حضرت صمدیت میں بلند پروازی کرتے ہے ان کو اس پرواگی کی حالت میں دانہ و دام سے کیا سروکار ہے حاصل الامر یہ ہے کہ جہاں ذکر محبت و شوق کا چلتا ہے وہاں حدیث بہشت اور زحمت دوزخ کب گنجائش رکھتا ہے للمؤلف۔

نظم

اصل گلشن بود و صالت ÷ عین سقرست ہجر جانی

ہر جا کہ تو باشی لامکانست ÷ نارسست در آنچہ تو دمانی

بایا تو مرغ لامکانم ÷ بے یاد تو کا فرم نہانی

باتو بوم اربد و زح اندر ÷ آنست بہشت جاودانی

در گلشنم ارکنند ماوا ÷ باشد سقرم چوں تو نہ مانی

حضرت محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو تعجب آتا ہے کہ لوگ دنیا میں خانہ محبوب کو جستجو کرتے ہیں کہ یافت اور عدم یافت محبوب کا اس میں مشتبہ ہے اور دل میں اسکو

مشاہدہ نہیں کرتے ہیں کہ اس میں دولت دیدار سے مشرف ہونا یقینی ہے اگر زیارت اس پہتری گہر کا جس پر سال بہر میں ایک بار نظر محبوب کا ہوتا ہے فرض ہے پس زیارت اس دل کا کہ روزانہ اسکے طرف تین سو ساٹھ دفعہ محبوب حقیقی اپنی عنایت سے نظر رحمت و تجلی کی ڈالتا جاتا ہے بے شک فرض اتم ہے حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

شعر

سید و شصت نظر رابتہ بندہ ماست ÷ بندہ را مرتبہ بنگرز کجا تا بہ کجاست

اب ہم بے دولت ان مادر زاد کو نہ زیارت خانہ نصیب ہے نہ زیارت دل خاک مصیبت ہمارے سر پر ڈالا چاہئے اور اپنے ادبار و بد بختی پر گریہ وزاری کرنا ہم کو واجب و محتّم ہے اور حیلہ و تدبیر سے ہاتھ دھونا لازم کسی نے کیا اچھا کہا۔

شعر

من در پے صبح طرب دل طالب شہائے غم ÷ بدر روز مادر زاد را از حیلہ کی مقبل کنم

اے بہائی اپنے ہستی او اپنے طاعت سے منکر رہ اور اپنے ایمان کو زنا جاں اور اپنے عبادت کو بت پرستی سمجھ اور اپنے کو نمرد و وقت اور فرعون زمان تصور کر اور ہر قسم کا دعویٰ سے دور رہ کیونکہ بساط عزت ربوبیت ایسا بساط ہے جو کہ اسکے کنارے پر پہنچنا سب دعوے اس سے چھوٹ گیا اور سب سرمایہ اس سے ہار گئی اور اسکے تمام نیکیاں رنگ ضلالت کی لی اور اسکے تمام طاعت معاصی کی برابر ہوئی اگر فصیح جہاں ہے گنگ ہو جاتا ہے اگر دانائے دہر ہے جاہل بنتا ہے جب اسکے بے نیازی عظمت اور عزت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو تمام موجودات کو معدوم دیکھو گے اور جب اسکے سلطان قدرت و عزت کو غور کرو تمام معدومات

کو موجود پاؤ گے اگر مرضی ہو ہر لحظہ میں لاکھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرے اور ہر سانس اور ہر دم میں ان کو مرتبہ قاب قوسین کا عنایت فرماوے پھر بھی اسکے جلال میں سے ایک ذرہ کم نہ ہوگی اور اگر چاہے ہر ہر آن میں ہزاروں لاکھوں فرعون سا پیدا کرے تا دعویٰ انا ربکم الاعلیٰ کی زبان سے نکالے پھر بھی اسکے جمال و کمال میں سے ایک ذرہ کم نہ ہوگی اگر چاہے تمام دنیا کا کافروں مشرکوں کو دریائے رحمت میں ڈوبائے پھر بھی اسکے صفت قہر سے ذرہ بہر نہ کمیگا اور اگر چاہے تمام عالم کا انبیا و اولیائے کرام علیہم السلام کو سلسلہ قہر میں کسکر ہمیشہ ہمیشہ کی عذاب دردناک میں رکھے پھر بھی اسکے صفت رحمت سے ذرہ بہر تفاوت نہ ہوگی اے بہائی جہاں اسکے قدرت و عظمت علم بلند کرے مکنونات و مقدورات و مخلوقات کو کیا خطر ہے کسی نے اپنے لڑکے کو مکتب میں بھیجا تھا جب شام کو لڑکا گھر آیا پوچھا کہ آج کتاب دینی نے تم کو کون سبق پڑھائی لڑکا جواب دیا کہ الف کچھ نہیں رکھتا ہے والسلام انتہی کلامہ الشریف حضرت عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

مثنوی

ما کہ ایم اندر جہاں پیچ پیچ ÷ چوں الف او خود چہ دار پیچ پیچ

چوں الف گر تو مجرد میثوی ÷ اندریں رہ مرد مفرد میثوی

جہد کن تا ترک غیر حق کنی ÷ دل از یں دنیاے فانی بر کنی

صدر المحدثین خاتم المفسرین مولانا شاہ عبدالعزیزؒ سورۃ الم نشرح کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں گویا سینہ بے کینہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کشادہ میدان ہے جسمیں ایک عمارت عظیم بغایت وسیع واقع ہے اور اس میں بارہ نشیمن ہیں کہ بعض انہیں سے تعلق عالم دنیا سے

رکھتا ہے اور بعضے تعلق دین سے رکھتا ہے اور بعضے دین و دنیا دونوں سے برتر ہے (الی قولہ)
بارہویں نشین میں ایک محبوب نازنین ماہ جبین ہے کہ کعبہ کی طرح تجلی جمال الہی نے اس
کے بدن کو آشیانہ بنایا ہے اور طور کے مانند انوار حسن ازلی نے اس پر چمک ڈالا ہے شان
محبوبیت الہی کی اسمیں ایسی جلوہ گر ہوئی کہ اپنے جاذبہ محبت سے لوگوں کا دلوں کو شکار بناتا
ہے اور ہزاروں لاکھوں عاشقان حسن ازلی دیوانہ وار امید منفعت پر اسکے شمع رخسار کا پروانہ
ہوتے ہیں اور اسکے کشش محبت سے توقع استفادہ پر راہ دور دست سے لوگ آکر پیشانی نیاز
سے اسکے آستانہ ناز پر سجدہ گزارتے ہیں اور اسکے جمال کا مشتاق ہوتے ہیں یہ مرتبہ ان
مراتب عالیہ میں سے ہے کہ کسی فرد بشر کو عنایت نہیں ہوتی ہے مگر بطفیل اس محبوب مقبول
کے اور ایک جماعت اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ انکو کسی قدر اسکے محبوبیت کی حصہ ملگئی ہے کہ
اسکے باعث وہ معبود خلاق اور محبوب دلہاے عالم کے ہو گئے ہیں جیسا حضرت محبوب سبحانی
غوث الاعظم ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی اور سلطان المشائخ نظام الدین اولیا قدس اللہ سرہ
ہیں اگر کیسے کہیں ان بارہ نشیموں کی بیان میں شک و شبہ پیدا ہو چاہئے کہ ان کاموں میں
جو کہ مذکور ہوئی ہے تامل کرے کہ ان اشغالوں کی اصل کہاں سے ہے تو یقین سے جان لیگا
کہ یہ سب پر تو انوار کمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ شاخ در شاخ اور شعبہ در شعبہ
جد اول کے مثال پر جدا ہو کر ہر ہر طائفہ کو پہونچی ہے انتہی۔

مناقب المحبوبین میں مذکور ہے کہ ایک دن حضرت شاہ سلیمان محبوب نماز عصر کے بعد مسجد تو
سنہ میں مصلیٰ پر تشریف رکھتے تھے اور علماء و فقرا اور عزیزان اہل صفہ بھی حضور کے خلقہ مجلس
میں حاضر تھے اور یہ بندہ عاجز شامل مجلس بیٹھا تھا جب مغرب کا وقت قریب آن پہونچا

حضرت محبوب وضو تازہ کرنے کو مجلس سے تشریف اٹھائے حاضران مجلس بھی حضرت کی
تعظیم کو کہڑے ہو گئے جب بعد فراغت وضو کے مسجد کو آکر مصلیٰ پر تشریف رکھے ایک شخص
طالب العلم بلدہ بشور کی باشندہ نہایت گستاخی سے کہنے لگا کہ حضرت یہ کب جائز ہے کہ
لوگ آپ کے تعظیم کو مسجد میں کہڑے ہو جاویں اور سجدہ کریں کہ کیسی تعظیم مسجد میں
درست نہیں ہے اور سجدہ تعظیمی حرام ہے بلکہ کفر تک پہونچاتا ہے تب حضرت محبوب
نہایت ملائمت سے لفظ مبارک پر لایا کہ میں نے کب کیسے کہا تھا کہ میرا تعظیم مسجد یا غیر
مسجد میں کریں اور منجھو سجدہ کریں اوس وقت ایک عالم خراسانی وہاں حاضر تھا وہ اس طالب
العلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تعظیم پیر و استاد اور ماں باپ اور علماء و سادات کی مسجد کے اندر
درست ہے اور نہ مسجد میں تعظیم کی بارے میں جو کہ حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا نبی علیہ
السلام نے لا تعظمونی فی بیت ربی اسکے یہ معنی ہے کہ مسجد کے اندر میرا تعظیم نماز کی
اندر نہ کیا کرو کیونکہ ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو تشریف لاتے صحابہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہم نماز میں رہتے تو نماز کو توڑ کر حضرت کی صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم بجالایا کرتے
تھے اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی کہ حالت نماز میں مسجد میں میرا تعظیم نہ کیا
کر و اسکے بعد وہ عالم نے کہا کہ تعظیمی سجدہ پیر و استاد و پیغمبر و بادشاہ کیلئے درست ہے سجدہ
دو قسم ہیں سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم یہ دونوں سجدے نص قرانی سے ثابت ہیں قولہ تعالیٰ
فأسجدوا لله واعبدوا وقوله تعالیٰ یسجد ما فی السموات وما فی الارض
یہ آیتیں سجدہ عبادت کی شان میں ہے کہ اس میں شرط عبدیت و معبودیت کی کیا ہے اور
۱۔ نہ تعظیم کیا کہ منجھو گھر رب کے میرے ۱۲۔ پس سجدہ کرو واسطے اللہ کی اور عبادت کرو کرو اسکو ۱۲۔ سورہ نجم ۲۔ اور واسطے اللہ کے سجدہ
کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں کے ہے اور جو کچھ زمین کے ہے ۱۲۔ سورہ نحل

سجدہ غیر اللہ کی نہیں کے بارے میں جو حدیث آیا ہے تو اس سجدہ عبادت کی بارے میں ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا دوسرے کو معبود جان کر سجدہ کرے گا البتہ کافر ہوگا کیونکہ سجدہ عبادت حق تعالیٰ کے سوا کسی کیلئے درست نہیں ہے سجدہ تعظیمی بھی نص قرآنی سے ثابت ہے فرمایا اللہ جل شانہ نے **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ** اور فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں **وَخَرُّوا لَهُ سَجْدًا** یہ سجدہ مباح ہے اگر کسی نے ماں باپ پیر و استاد و بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرے کافر نہیں ہوگا تب وہ طالب العلم یہ بات سن کر چپ رہا اور کچھ نہ کہا انتہی۔

فوائد الفواد میں مذکور ہے کہ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور چہرہ نیاز زمین پر گہستے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں چونکہ شیخ الاسلام حضرت شیخ فرید الدین اور قطب الدین بختیار کاکیؒ سے اس بارے میں منع نہ تھا میں بھی منع نہیں کرتا ہوں اس میں بندہ نے عرض کی کہ لوگ جو حضور مخدوم میں آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اس میں ان کو فائدہ ہوتی ہے اور ان کے نفس شکست پاتا ہے بزرگی مخدوم عطیہ خدا کی ہے مخدوم کا بزرگی مرید کی خدمت پر موقوف نہیں ہے پہر شیخ المشائخؒ اس باب میں حکایت فرمایا سابق زمانے میں ایک شخص بزرگ زادہ سیر و سیاحت کرتا ہوا روم و شام دیکھ کر حضرت بابا شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے استانہ خدمت میں آن پہونچا اور بیٹھ گیا اس اثناء میں وحید الدین قریشی وہیں آگیا اور جیسا رسم خدمت گاری کی تھا بجالایا اور سرزمین پر رکھا یہ مرد سیاح نے بانگ بلند کیا اور کہنے لگا کہ سجدہ نہ کر سجدہ کرنا

۱ اور جب کہا ہم نے واسطے فرشتوں کے سجدہ کر واسطے آدم کے پس سجدہ کیا مگر شیطان نے ۱۲ سورہ بقرہ ۲ اور گری واسطے اسکے یعنی

یوسفؑ سجدہ کرتے ہوئے ۱۲ سورہ یوسف

کہیں نہیں آیا ہے اور اس بارے میں جھگڑنے لگا میں نہیں چاہتا تھا کہ اسکے جواب دوں مگر چونکہ غلو کرنے لگا تب اس سے یو کہا کہ سن اور غلبہ نکر کہ جو امر فرض کی فرضیت اٹھ جاتی ہے اسکے استحاب باقی رہ جاتا ہے چنانچہ عاشورہ اور ایام بیض کا روزہ اگلی امت پر فرض تھا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رمضان کی فرض ہونے سے فرضیت ایام بیض اور ایام عاشورہ کی اٹھ گئی لیکن استحاب باقی ہے اس طرح سجدہ تہیہ بھی اگلے زمانے میں اگلی امت پر مستحب تھا چنانچہ رعیت بادشاہ کو اور امت پیغمبر کو سجدہ کیا کرتے تھے جب عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں استحاب اٹھ گیا اسکی اباحت باقی رہ گئی امر مباح پر غلو اور منع کہاں آیا ہے بہلا کہتے تو یہ کیا انکار محض ہے جب یہ کہا وہ چپ ہو رہا اور کچھ نہ کہا انتہی۔

فوائد الفواد کی دوسرے مقام میں مذکور ہے کہ بات اس بات میں ہو رہا تھا کہ مریدان مخدوم کے حضور میں آتے ہیں اور سرزمین پر رکھتے ہیں اس میں خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمائے میں چاہتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو منع کروں مگر چونکہ میرے شیخ کے حضور میں بھی ایسا ہی کئے ہیں اور انھوں نے منع نہ فرمائے اسلئے میں بھی منع نہیں کرتا ہوں اسمیں بندہ نے عرض کیا کہ جو بندگان حضور خدمت کی علاقہ پیدا کئے اور ارادت لائے ہیں یہ ارادت و بیعت عبارت عشق و محبت پیر سے ہے جہاں کہ عشق و محبت پیر کی درمیان آیا سرزمین پر رکھنا سہل خدمت ہے خواجہ ذکر اللہ بالخیر اس کے موافق بات فرمایا کہ میں نے حضرت شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ سے سنی ہوں کہ ایک وقت شیخ ابو سعید ابو الخیر سواری پر چل رہے تھے ایک مرید پیادہ پا وہیں حاضر خدمت ہوا اور شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی زانوے مبارک پر چوما شیخ نے فرمایا اور نیچے مرید نے شیخ کے پائے مبارک پر چوما شیخ نے فرمایا اور نیچے

مرید نے شیخ کے پاے مبارک پر چومادیا شیخ نے فرمایا اور نیچے مرید نے شیخ کے گھوڑے کا رکاب پر چوما شیخ نے فرمایا اور نیچے مرید نے زمین پر چوما لگایا تب شیخ نے فرمایا میں نے جو تجربہ کہا اور نیچے اس میں تیرے شگستگی نفس منظور ہے جب جب تو نیچے ہوتا تھا تیرے درجہ بلند ہوتی تھی اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضور شیخ میں خدمت ادا کرنے میں غایت اذلال نفس اور کمال متابعت اپنے دین کی کمالت کی باعث ہے اسلئے علمائے دین رحمہم اللہ تعالیٰ نہایت تواضع سے شیخ کے حضور میں سجدہ تہیہ کرنے کو جائز رکھے ہیں کہ وہ نفس کو توڑتا ہے اور سبب بلندی درجہ مرید کی ہوتا ہے انتہی۔ صاحب گنج راز فرماتے ہیں۔

مثنوی

وجہ حق در وجہ مرشدی نگر در دل مدام ÷ روئے مؤمن آئینہ مؤمن مراد ایں تمام
حکم ایں معنی بدانی طالبان خاص و عام ÷ پیر را در ہر زماں مسجود سازد دل مدام
ہر مریدے پیر را آئینہ می سازد در اں ÷ وجہ باری نگر دپس سجدہ آرد زیں گماں
میشو پیش از زماں مصطفیٰ شہ مرسلان ÷ مستحب بد سجدہ انسان نگر اندر قرآن
یوسفے را سجدہ کردندی نگر نص خدا ÷ ہر یکے زماں بود مرسل زاد اول مقتدا
بعد از اں گشتند آنہا انبیاء بشنو ہمیں ÷ کہی شود از انبیاء کار حرامی باز بین
آں زمان چوں مستحب بودہ است اکنون شد مباح ÷ ہوش داری ایں سخن را می نگر اندر صحاح
کاں بروئے نزد حضرت مصطفیٰ صاحب کبار ÷ آمدہ یک شخص و گفتا کاے رسول کردگار
من بدیدم در منام سجدہ کردم مرترا ÷ گفت اورا مصطفیٰ صدق منامک اے ورا
باز آنکس مرنجی را سجدہ کرد آں زماں ÷ منع نا کردہ مرا ورا مصطفیٰ شہ مرسلان

در سلف اکثر مشائخ سجدہ پیران روا ÷ داشتند اندر حقیقت زیں حدیث مصطفیٰ
کی کند کس سجدہ خاکی را بدانی بالیقین ÷ سجدہ حق سوئے کعبہ باز دانی بچنین
باز گویم یک سخن از سجدہ پیران عیال ÷ از ملائک سجدہ آدم چہ بشنو سر آں
سجدہ را دو حال آمد در طریقت راہ و راست ÷ یک تحت یک عبادت حق بدانی ایں صفات
آدمی را شد تحت ایں سخن را صدق داں ÷ خالقے را شد عبادت سجدہ پیران چنان
نیست چہ پیش طالب بہ زیر خویش دان ÷ می نہد سر پیش مرشد تا بگرد و تحف شاں
شرح ایں بسیار دانی اے پسر در ہوش دار ÷ وجہ مرشدی نگر در دل بہ بینی کرد کار
مشکوٰۃ شریف میں آیا ہے وعن خزیمہ بن ثابت عن عمہ ابی خزیمہ انہ رای
فیما یر النائم انہ سجد علی جہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ
فاصطجع لہ وقال صدق رویاک فسجد علی جہۃ رواہ فی شرح
السنة۔ اسکے ترجمہ مظاہر حق میں علامہ قطب الدین صاحب نے یوں تحریر فرمایا ہے اور
روایت ہے ابن خزیمہ بن ثابت سے کہ نقل کی اپنے چچا سے کہ ابی خزیمہ ہے یہ کہ انہوں
نے دیکھا اس حال میں کہ دیکھتا ہے سونے والا یعنی خواب میں دیکھا کہ سجدہ کیا ہے اوپر
پیشانی آنحضرت کے صلی اللہ علیہ وسلم پس عرض کیا یہ خواب رو برو حضرت صلی اللہ علیہ والہ
وسلم کے پس لیٹ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہ اس خاطر ابی خزیمہ کے تا سجدہ کر لیں اور
فرمایا سچ کر خواب اپنا یعنی عمل کر بمقتضائے خواب کے پس سجدہ کیا حضرت کے پیشانی پر
صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی یہ شرح السنۃ میں۔

فائدہ اس حدیث میں دلیل ہے اس پر کہ مستحب ہے عمل کرنا خواب پر بیداری میں اگر جنس

طاعت سے ہو جیسی کہ خواب میں دیکھی کہ روزہ رکھا ہے یا نماز ادا کی ہے یا تصدق کیا ہے یا کسی مرد صالح کی زیارت کی ہے وغیرہ لک اٹھتی۔

مولف کہتا ہے کہ قولہ اگر جنس طاعت سے ہو یہ دلیل ہے اس پر کہ سجدہ ابی خزیمہ طاعت تھے تحفہ میں مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا حضرت یوسف علیہ السلام کو ماں باپ بہایوں سے سجدہ کرایا فریضیت اور حرمت کو خیال کرو کہ کیسی نبی کے وقت میں فرض ہو اب حرام ہو دیکھو فرض مہینے میں تین روزے حضرت آدم علیہ السلام کی وفقت میں تھے اب فریضیت جا کر استحباب باقی رہی اسطور سے سجدہ کا حکم ہمارے نبی کے وقت میں بعض مصلحت سے متروک ہوا مگر اباحت باقی ہے اسکو مولانا نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے لکھا ہے انتہی۔

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے مجموعہ فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں اب ہم اس کہوج میں ہیں کہ یہ حضرات سجدہ کیوجہ کرکتے ہیں توجیہ فعل ان بزرگان کا بعد تصفح و تفتیش کامل کے ایسا قرار پایا ہے کہ انہوں نے سجدہ کو دو قسم جانتے ہیں سجدہ عبادت و سجدہ تحیہ سجدہ عبادت کو خود کفر اور حرام شدید جانتے ہیں اور سجدہ تحیہ کو جائز مانتے ہیں اور فرق درمیان دونوں سجدوں کے باوجود یکہ دونوں میں مغارت نہیں ہے اور تعظیم دونوں میں بحسب ظاہر الامر موجود ہے یہ ہے کہ اگر ملاقات کے وقت تحیہ مسنونہ پر زیادہ تعظیم و تکریم واقع ہو وہ سجدہ تحیہ ہے جیسا کہ سجدہ ملائکہ آدم کیلئے سجدہ تحیہ ہے چنانچہ اکثر مفسرین اس پر ہیں اور بعضے کہتے ہیں کہ سجدہ خدا تعالیٰ کا تھا اور آدم کو قبلہ بنانا منظور تھا پھر جب ملائکہ تعلیم اسما کی مقابلہ میں جو کہ حضرت آدم سے ان کے نسبت واقع ہوئی

مامور اس قسم سجدہ تحیہ کی ہوئے اس پر قیاس کر کے دوسرے متعلمان و مسترشدان کو بطریق اولے نسبت بمعلمان و مرشدان اپنے کے مامور ہونگے انتہی اور مناقب محبوبین میں تحریر فرماتے ہیں کہ تفسیر کشاف میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کیلئے برسبیل عبادت کی ہے اور غیر کے لئے برسبیل تعظیم و تکریم کے ہے۔

حضرت ابی قتادہ سے روایت ہے کہ سجدہ دو قسم ہیں سجدہ عبادت و سجدہ تحیہ سجدہ آدم کیلئے تھا اور سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کیلئے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سجدہ تحیہ بمنزلہ سلام کے ہے اور جامع الصغیر کے روایات میں آیا ہے کہ مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں چہرہ زمین پر رکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ فتاویٰ تیسیر میں ہے کہ سجدہ دو طور ہیں سجدہ عبادت و سجدہ تحیہ سجدہ عبادت خاص اللہ تعالیٰ کیواسطے ہے اور سجدہ تحیہ اللہ کے سوا اور کے واسطے درست ہے پانچ جگہ امت کو بی کیواسطے اور مرید کو اپنے شیخ کیواسطے اور رعیت کو بادشاہ کیواسطے اور لڑکے کو والدین کیواسطے اور عبد کو مولا کیواسطے ہر حال میں رخصت ہے انتہی ان پانچ شخصوں کے سوا اوروں کیلئے فقہا کی اختلاف ہے۔

فتاویٰ سراجی میں ہے کہ اگر انسان سجدہ تحیہ کرے کسی کو کافر نہیں ہوگا انتہی اور کافی میں ہے فرمایا صدر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جس نے سجدہ کیا غیر اللہ کو اور نیت تحیہ کی رکھتا ہے کافر نہیں ہوگا انتہی۔

کنز العباد میں ہے اگر کسی نے تعظیما اصحاب سلطان کے سامنے زمین پر چومادیا کافر نہیں ہوگا کیونکہ وہ ارادہ تحیہ کی رکھتا ہے نہ عبادت کی اور مشکوٰۃ المصابیح میں زارع سے حدیث روایت آیا ہے اور وہ عبدالقیس کے لشکروں میں تھا کہا کہ جب ہم مدینے کو آئے پایادہ دوڑتے تھے ہم اور چومتے تھے ہات اور پائے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رواہ ابو

داد اور بعض کتب تفاسیر میں جو مذکور ہے کہ وہ سجدہ بسبب اسلام کے منسوخ ہو گئی سو ارباب طریقت اسکے انکار نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ سجدہ منسوخ ہے بمعنی اسکے کہ فرضیت و استحباب اس کا منسوخ ہے اور اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ اسکے اباحت بھی منسوخ ہو جائے اور اصحاب تفاسیر کی یہی مطلب ہے کسلے انہوں نے جہاں کہ سجدہ کو منسوخ لکھے ہیں منسوخ باسلام لکھے ہیں جیسا کہ تفسیر مدارک اور دوسرے تفاسیر میں مذکور ہے اور اگلی شرائع کی احکام میں سے جو کچھ بسبب اسلام کے منسوخ ہو اور اسکے بارے میں دوسرے کوئی حکم ہمارے شریعت میں نازل نہ ہوا ہو ضرور نہیں ہے کہ وہ اصلا حرام ہو جائے بلکہ حسب قاعدۃ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ اباحت اصلہ پر باقی رہ جاتی ہے کیونکہ اباحت اصلہ مشروعیت پر ایک امر زائد ہے مشروعیت کی زائل ہو جانے سے اباحت زائل نہیں ہوتی ہے اسلئے بزرگان دین اور مفسرین و محدثین صاحب یقین اور فقہائے شرع متین سجدہ تحیہ غیر اللہ تعالیٰ کیلئے پانچ شخصوں کو بالاتفاق خاص کئے ہیں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور یہ بھی معلوم ہونا چاہے کہ آیات منسوخہ جتنے ہیں سب کو صاحب تفسیر احمدی نے تفصیل وار تفسیر مذکور میں ذکر فرمایا ہے اور آیت سجدہ کو آیات منسوخہ میں شمار نہیں کیا ہے حالانکہ صاحب تفسیر احمدی نور الانوار میں لکھتے ہیں یہ سب جو ہم نے ذکر کر چکے عامل قرآن پر جاننا فرض ہے تا ناخ و منسوخ میں فرق کر سکے اور ہم نے ان سب کو تفسیر احمدی میں پورا پورا بیان کر چکے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کتب حنفیہ میں متصور نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیت مذہب حنفی میں منسوخ نہیں ہوئی ہے اور بعض روایات فقہیہ میں جو آیا ہے کہ آیت مذکورہ حدیث سے منسوخ ہے سو یہ خلاف رائے محققین کے ہے کسلے آیت سجدہ تحیہ اخبار کے قسم سے ہے حالانکہ اخبار محققین کے نزدیک منسوخ نہیں

ہوتی ہے جیسا کہ تفسیر احمدی میں لکھا ہے والمحققون علی انه غیر منسوخ اذا لنسخ انما یكون فی الاحکام دون الاخبار اتنی۔
روا مختار میں ہے کہ کتب اصول میں ثابت ہو چکا ہے کہ اگلی شریعت ہمارے واسطے حجت ہے جب اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے بے انکار کے اور اسکے دلیل ناخ ظاہر نہ ہو پس فائدہ نزول آیت بجا اور ثابت رکھنا حکم ثابت کا ہے اور دوسرا دلیل اس حکم کے باقی رکھنے پر قائم کرنا کچھ ضرور نہیں ہے اور نور الانوار میں کہ یہ بڑی قاعدہ اور اصل کبیر ہے ابی حنیفہ کا سپر بہت سارے احکام فقہیہ متفرع ہوتی ہے کسلے جب اللہ تعالیٰ نے اسکو ہمارے کتاب میں بیان کیا تو ہمارے دین کی ایک جز ہو گیا ہے اتنی۔
حضرت شیخ عبدالکریم گجراتیؒ اپنے تفسیر کلالی میں جس کو تصوف کی روش پر تحریر کیا ہے سورۃ یوسف کے تفسیر میں لکھتے ہیں جسکا حاصل یہ ہے کہ موافق قاعدۃ اصول کے شرائع من قبلنا ہمارے لئے حجت ہے جب تک کوئی ناخ ظاہر نہ ہو جائے اور سجدہ تحیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے شریعت میں نص کتاب سے کہ خروالہ سجدا ہے جائز تھا پس بنا بر قاعدۃ مذکورہ ہمارے شریعت میں بھی جائز ہوگی اور ناخ ہمارے شریعت میں بھی جائز ہوگی اور ناخ ہمارے شریعت میں سوائے خبر واحد کے نہیں ہے وہ قولہ علیہ السلام لئو کنت امر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ولكن لا ینبغی لبشر ان یسجد لغير الله حالانکہ ناخ نص قرآنی کا خبر متواتر ہونی چاہئے نہ خبر واحد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلامی لا ینسخ کلام اللہ باوجود اسکے اس خبر واحد میں احتمال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے منع کئے ہوں کہ مردم قریب ل اور تحقیق لوگ اوپر اسکے ہے کہ غیر منسوخ ہے کیونکہ نسخ نہیں ہوتا مگر احکام میں نہ اخبار میں سج اگر میں حکم کرتا کہ سجدہ کرے کسی کیلئے البتہ حکم کرتا میں عورت کو یہ کہ سجدہ کرے اپنے شوہر کو لیکن نہ چاہئے کسی کو یہ کہ سجدہ کرے کوئی غیر خدا کیلئے ۱۲ کلام ہر انہیں منسوخ کرتا کلام اللہ کو ۱۲

العہد کفر و عبادت غیر اللہ کے ساتھ معتاد اور خوگر ہے اسوقت اس سجدہ تہیہ سے اشتباہ سجدہ عبادت کی ہوتی تھی اسلئے مطلق فرماے ہیں جیسا کہ نبی کے مرفوت و ختم سے انتہی۔

لمعات میں لکھا ہے لامرت المرأة مبالغہ ہے اور بیان ہے واسطے کمال وجوب طاعت زوج کے اس سے انشاء سجدہ تہیہ سمجھا نہیں جاتا ہے تاکہ حدیث ناسخ آیت کی ٹہرے اور قولہ علیہ السلام لاینبغی الخ اس سے نبی بالکل ثابت ہی نہیں ہوتا ہے انتہی۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے اگر سلطان سجدہ تہیہ کی حکم کرے نہ سجدہ عبادت کا افضل ہے کہ سجدہ کرے ایسا ہی فتاویٰ قاضی خاں میں ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سجدہ تہیہ جائز ہے کیونکہ جس نے حرام کہا ہے وہ حدیث تہیہ سے تمسک کیا ہے جیسا در المختار میں ہے کہا لانہ یشبہ عبادۃ الوثن (کیونکہ وہ مشابہت رکھتا ہے عبادت بت کا ۱۲) الخ لیکن قاضی خاں کی عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ حدیث تہیہ افادہ حرمت کی بارے غیر معمول ہے کیونکہ کتب اصول میں ثابت ہو چکا ہے کہ جو حکم مشتمل عزیمت پر ہو ترک فعل اسکا افضل نہیں ہوتا ہے اگر چہ امر سلطانی سے ہو پس جب سجدہ تہیہ حکم سلطانی سے افضل ٹہرا معلوم ہو گیا کہ حکم حرمت سجدہ تہیہ موافق قول مانعین کے بر تقدیر تسلیم کے حکم اصلی جو کہ مشتمل عزیمت پر ہوتا ہے نہیں ہے بلکہ اس کی حرمت کبھی ساقط ہو کر حلال ہو سکتی ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو حرمت اصلہ یعنی من قبیل عزیمت کے نہ ہو وہ ساقط ہو سکتی ہے پس جب یہ ثابت ہو چکا اب جاں تو کہ حدیث تہیہ اس باب میں غیر معمول ہے وگرنہ حرمت سجدہ تہیہ قول مانعین کے موافق اگر من قبیل عزیمت کے ہوتی پس اسکے ترک مانند جود عبودیت کے افضل نہ ہوتا کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ تہیہ ہر امر میں مفید حرمت کی نہیں ہے بلکہ اس میں شرط ہے کہ وہ شئی اصل میں

برا اور مذموم ہو اور تہیہ اسمیں مقصود ہو باوجود اسکے مجرد صورت مشابہت جس میں صلاح بندگان متصور ہو کچھ ضرر نہیں کرتی ہے پس اگر انہیں سے کوئی شرط بھی نہ پایا جائے تہیہ ثابت نہیں ہوگا جیسا رد المختار میں ہے نقلا عن البحر الرائق اور یہ ظاہر ہے کہ سجدہ تہیہ کچھ اصل میں بری اور مذموم نہیں ہے کیونکہ اسکے استحباب نص قرآنی سے ثابت ہے بلکہ حسب قاعدہ شرائع من قبلنا حجة لنا اسکے مشروعیت نہایت ظاہر ہے اور جو چیز مشروع ہو وہ مذموم ہونے کا کچھ معنی نہیں رکھتا ہے باوجود اسکے تہیہ اسمیں مقصود نہیں ہے بلکہ اسمیں صلاح عباد متصور ہے پس صورت مشابہت ہم کو کچھ ضرر نہیں کریگی اور اس سے ضعیف ہونا قول اس شخص کا بھی معلوم ہو گیا جو کہہتا ہے کہ علت حرمت سجدہ تہیہ کی منسوخ ہونا کتاب کا ہے کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ صاحب در مختار طبقہ سادسہ کی فقیہ تھا وہ اس باب میں حدیث تہیہ سے تمسک کیا اگر نسخ الکتاب علت حرمت کی ہوتی اس سے استدلال کرتا اب علت نہ حدیث تہیہ ہے اور نسخ کتاب پس معلوم ہو گیا کہ سجدہ تہیہ جائز و مباح ہے قطعاً انتہی۔

مدارج النبوۃ میں ہے کہ ایک قسم سجدہ تہیہ ہے کہ بعض روایات فقہیہ میں اسکے بارے میں رخصت آئی ہے اور بعض کے نزدیک ممنوع ہے اسلئے کہ اسمیں تذلل نہایت نفس کی ہے غیر اللہ کیلئے لیکن بعد تعمق ظاہر ہو جاتا ہے کہ انکے منع اگر چہ بادی النظر میں مطلق معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں مقید ہے کیونکہ مطلق اذلال غیر اللہ کیلئے ممنوع نہیں ہے بلکہ تواضع لغیر اللہ غرض دنیاوی کے خاطر کرنے سے حرام ہوتا ہے اور اصل دلیل اسمیں قولہ علیہ السلام کے ہے کہ جس نے تواضع کسی تو انکر کا اسکے تو انگری کے خاطر سے کرے اسکا دولت دین جاتا رہتا ہے اسواسطے عالمگیری میں نقل قول مانعین میں ساتھ قید هو لاء لجبابرة کے

مقید کیا ہے جہاں کہہ فرمایا امام ابو منصور ماتریدیؒ نے اگر کسی نے زمین پر چومادیا یا انحنائے پشت کیا یا سر کو زمین پر گھسیا کافر نہیں ہوگا کیونکہ وہ ارادہ تعظیم کی رکھتا ہے نہ عبادت کی اور ہمارے مشائخوں میں سے بعضوں نے کہا ہے کہ اگر سجدہ کیا ان جبارہ کیلئے کبیرہ ہے اور مخفی نہیں ہے کہ سجدہ جبارہ کی بغرض دنیاوی ہوا کرتی ہے پس اختلاف اطلاق منع میں ہے نہ اصل علت میں اور بھی یہ اختلاف سجدہ جبارہ کی باری میں ہے نہ سجدہ مشائخ کے بارے میں پس غرض دنیاوی پر سبکے نزدیک حرام ہے اور غرض اخروی اور تحصیل کمالیت دین کے خاطر سب کے نزدیک درست ہے چنانچہ درالمختار میں ہے کہ عالم اور بادشاہ عادل کے سوا اور کے واسطے دست بوسی درست نہیں ہے اور محیط میں ہے کہ اسلام کی تعظیم اور اکرام کے واسطے جائز ہے اور غرض دنیاوی کے حصول کے خاطر مکروہ ہے اگر کسی نے عالم یا زاہد کا قدم بوسی کرنا چاہا اور اس نے قبول کیا فرمایا امام نوویؒ نے اگر قدم بوسی زہد و صلاح و علم و شرف کے خاطر سے ہے مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے اگر دنیا اور تو انگری اور شوکت و جاہ کے غرض سے ہو تو نہایت مکروہ ہے انتہی۔

حضرت مولانا شاہ معین الدین واعظؒ کی تفسیر فقرہ کار میں حضرت امام حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام کیلئے بہایوں نے سجدہ حقیقی بجالائیں اور سرزمین پر رکھیں لیکن از روئے تعظیم کے نہ از روئے عبادت کے کیونکہ عبادت مخصوص باری تعالیٰ شانہ کیواسطے ہیں انتہی۔

تفسیر ابی سعودؒ میں ہے کہ سجدہ لغت میں خضوع اور تطامن کے معنی میں ہے اور شرع میں عبادت کی غرض سے پیشانی زمین پر گھسینے کو سجدہ بولتے ہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے

فرشتوں کو حکم فرمایا تا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں بطور تعظیم کے اور ان کے اعتراف اور اقرار کریں اور ان کے تعلیم کی حق پورا کریں اور اس بے ادبی اور گستاخی سے جو کہ ان سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت واقع ہوئی ہے عذر خواہی پیش لاویں اور کہا گیا کہ سجدہ حق تعالیٰ کیواسطے تھا اور آدم علیہ السلام ان کے قبلہ سجدہ تھے اور قول اول اظہر ہے انتہی اور تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ قوله اسجدوا اس میں دو قول ہیں اور اس میں یہ ہے کہ سجدہ آدم علیہ السلام کیلئے حقیقتہ تھا اور معنی طاعت الہی کے تھے اس میں پایا گیا بسبب امتثال امر الہی کے اور وہ سجدہ تحیہ کی تھا نہ عبادت کی انتہی اور تفسیر کبیر میں ہے کہ تیسرا قول یہ ہے کہ سجدہ اصل لغت میں انقیاد اور خضوع کے معنی میں ہے لیکن تیسرا قول ضعیف ہے کیونکہ بے شک سجدہ عرف شرع میں بمعنی وضع الجہۃ علی الارض (رکنا پیشانی کا اوپر زمین کے) ہے پس واجب ہے کہ اصل لغت میں ایسا ہی ہو کیونکہ اصل عدم تغیر ہے پس اس سے واضح ہو گیا کہ سجدہ ملائکہ آدمؑ کیلئے اور سجدہ بہایوں کا یوسفؑ کیلئے بقصد تعظیم کے سجدہ حقیقی تھا نہ انقیاد اور خضوع محض اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منسوخ ہونا سجدہ مذکورہ کا قولہ علیہ السلام لو کنت امرت احدا ان یسجد الحدیث سے ضعیف ہے کیونکہ سجدہ ملائکہ میں اقوال مختلفہ اور احتمالات کثیرہ ہیں وہ منافی اور مبائن نسخ کا ہے کیلئے جسے کہا کہ وہ سجدہ بنا بر خضوع و انقیاد کے تھا اسکے قول کے موافق نسخ کے کوئی صورت ہی نہیں بنتی ہے اور جس نے کہا کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کیواسطے تھا اور آدمؑ مثل قبلہ کے تھے اس صورت میں بھی نسخ کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے کیونکہ جب سجدہ اللہ تعالیٰ کیلئے ہے اس میں نسخ کا کیا معنی ہوگا حالانکہ غیر اللہ کو قبلہ بنا کر اللہ کو سجدہ کرنا بلاشبہ درست ہے جیسا کہ

کعبہ میں مشاہد ہے اور جس نے کہا کہ آدم کیلئے سجدہ حقیقی تھا از روئے تعظیم کے اس صورت میں بھی نسخ غیر مسلم ہے کیونکہ سیاق حدیث محل بیان اطاعت زوج کے ہے چنانچہ شرح لمعات سے ظاہر ہے اور وہ قرینہ ہے اس بات پر کہ مراد سجدہ ممنوعہ سے اس حدیث میں سجدہ عبادت ہے بر تقدیر تسلیم اگر عام بھی ہو اس صورت میں معنی مراد بیان کرنا ضرور ہے کیونکہ مشترک کا جب تک تاویل اور بیان مراد نہ ہو تب تک حجت کی قابل نہیں انتہی۔ اور ظاہر شریعت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ متابعت ارباب ظواہر کا نہیں کرتے ہیں مگر جسمیں حق ظاہر ہو اس صورت میں مسئلہ سجدہ تجبیہ اگرچہ فقہاء کے نزدیک مختلف فیہا ہو مگر جب اسکے جواز مختار اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ ہے ضروریہ مسئلہ معمول بہا اور جائز ہونا چاہئے کیونکہ اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ ہرگز منافی اور آثام پر اقدام نہیں فرماتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اے عزیز یہ مسئلہ قرآن وحدیث اور فقہ واصول اور بزرگان دین کی اعمال واقوال سے ثابت ہے اس پر بھی اگر گنوار جاہل تمنانے تو اس کا جواب خموشی ہے قَالَ اللہ تعالیٰ واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔

بیت

آنکس کہ بقرآن و خبر زد نہی ÷ آنست جوابش کہ جوابش نہ دی

والسلام علی من اتبع الهدی (اور سلام اوپر اسکے تابعداری کیا ہدایت کا ۱۲)

۱۔ خبردار ہو تحقیق دوستوں خدا کی نہیں ڈرا و پران کے اور نہ وہ غمگین ہو گئے ۱۲ سورہ یونس ۲ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جس وقت کہ بات کرتے ہیں ان سے جاہل کہتے ہیں کہ سلام ہے ۱۲ سورہ فرقان

پرتو دوم بیچ بیان تین حالتوں مرید کے

کتاب جواہر الملوک میں ہے کہ اے عزیز مرید کی تین حالتیں ہیں ابتدا و توسط و انتہا مرید مبتدی اسکو کہتے ہیں کہ جملہ علائق ظاہری اس سے چھوٹ گئی ہے اور سارے توفات اور دنیا اور اہل دنیا سے بریدہ ہو گیا ہے اور اسکے صرف ہمت یکلعم قطع ماسوا پر منحصر اور محصور ہے اور اسکے اوقات عزیز یاد الہی سے معمور اور اپنے مرادات کو پیر ہی کی قبضہ تصرف میں تسلیم کیا ہے کیونکہ ارادت عبادت ہے مراد مرید کا مراد پیر میں فانی ہونے سے اس طرح پر کہ ظاہر و باطن میں سوائے مراد پیر کے مرید کا کسی قسم کا مراد نہ رہے یہاں تک کہ جس مرید میں مراد پیر کے سوا ایک ذرہ بھر بھی آرزو اور مراد باقی رہا وہ مرید اپنے مراد کا ہے نہ مرید پیر کا کیونکہ ارادت ترک ارادت ہے نہ رسم وعادت۔

منشوی

تار ہر تست رسم وعادت ÷ دوری ز حقیقت ارادت

خواہی کہ شود مراد حاصل ÷ پیرے طلب اے جوان عاقل

خود را بر کاب رہرے بند ÷ تابا ز رہاندت از یں بند

از غیر خدا چو غسل کردی ÷ پس بار و گر نجس نہ گردی

اور مرید متوسط کی معاملہ برخلاف معاملہ زاهدان و عابدان کے ہے کیونکہ مرید نام طالب کا ہے اور کام طالب کا جیسا کہ طہارت ظاہری ہے ویسا ہی طہارت باطنی ہے تلاوت و صوم و صلوٰۃ سے اسکو کچھ کام نہیں ہے حضرت ابوسعید ابوالخیر فرماتے ہیں۔

قطعہ

تاروئے ترابدیدم اے شمع طراز ÷ نہ کار کنم نہ روزہ دارم نہ نماز
چوں بے تو بوم نماز من جملہ فجّار ÷ چوں با تو بوم فجّار من جملہ نماز
کیونکہ اشتغال علوم شرعیہ اور تلاوت قرآن امور حسنہ ہیں اور شان طالب کا دوسرا ہے اور
وہ بھی تطہیر اور تہذیب باطن اور تزکیہ و تجلیہ نفس ہے اقسام رذائل اوصاف سے جس
کی طرف یہ رباعی مشیر ہے۔

رباعی

خواہی کہ شود دل چوں آئینہ ÷ وہ چیز بروں کن از دروں سینہ
حرص وائل و غضب و دروغ و غیبت ÷ بخل و حسد و ریا و کبر و کینہ
اور پھر تجلیہ کہ تحصیل اوصاف محمودہ اور منازل سلوک سے عبارت ہے اسکے کام ہے جس پر
یہ رباعی ایما فرماتی ہے۔

رباعی

خواہی کہ شوی بمنزل قرب مقیم ÷ نہ چیز بہ نفس خویش فرما تعلیم
صبر و شکر و قناعت و علم و یقین ÷ تفویض و توکل و رضا و تسلیم
غرض حسب فحوالے ما شغلک عن ذکر اللہ فہو ضمک و طاعتک
انقطاع و تہل اس پر فرض لازم ہے نہ اہتمام صوم و صلوة۔

تفسیر حضرت شیخ اکبر محی الدین العربی رحمۃ اللہ علیہ میں مذکور ہے

۱۔ جو کہ باز کہے تجھے با داغی سے پس وہ بت تیرا اور شیطان تیرا ہے ۱۲

قوله تعالیٰ و اذا ضربتم فی الارض و اذا سافرتم فی ارض الاستعداد
بالطریق العلمی لطلب یقین فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة
ای تنقصوا من الاعمال البدنیہ و اداء حقوق العبودیہ من الشکر
والحضور لقوله علیہ الصلوة والسلام من اوتی حظہ من یقین شر یبالی
بما انتقص من صلوتہ و صومہ تم کلامہ اور بحکم یا ایہا الذین امنوا لا
تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ و من یفعل ذلک فاولئک ہم
الخسرون بریدگی رشتہ دل محبت اس و آن سے اسپر واجب و مستم ہے مریدان حق اور
طالبان صادق جو کچھ کرتے ہیں اس سے ان کے مقصود و مطلوب حق ہی ہوتا ہے فرمایا اللہ
تعالیٰ نے قل ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین
لا شریک لہ یہ لوگ حسب مضمون یتزیدون و جہہ نہ علاقہ دنیا دنیہ سے رکھتے
ہیں اور نہ چہرہ توجہ جانب آخرت کے جہ کاتے ہیں ان کے مطلوب اور مقصود فقط حضرت
ذات اور اسکے رضا ہے۔

بیت

وطن برائے تو گیرم سفر برائے تو جویم ÷ خمش برائے تو باشم سخن برائے تو گویم
پس جو کہ اجرت خواہ اور عوض جو ہے وہ بندہ اجرت اور عوض کا ہے نہ بندہ حق کا حضرت
حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

شعر

تو بندگی چو گدایاں بشرط مزدکن ÷ کہ خواجہ خود روشن بندہ پروری داند

۱۔ اور جس وقت چلو تیرے زمین کے یعنی اور جب سفر کرتے ہو تم زمین استعداد میں بطریق علمی کے واسطے طلب یقین کے پس نہیں اور تمہارے گناہ یہ کہ
کو تاہ کہ تم نماز سے یعنی کماؤ احوال بدنیہ اور اداے حقوق عبودیت سے مانند شکر و حضور کے بدلیل قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کہ دیا گیا حصہ اس کا
یقین سے پس مضائقہ نہیں اس میں کہ تم ہو کیا اس کے نماز روزے سے تمام ہو کلام اس کا ۱۲ ع اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ غافل کریں تم کو مال
تمہارے اور نہ اولاد تمہارے یا خدا کی سے اور جو کوئی کرے یہ کام پس یہ لوگ وہ ہیں ٹوٹا پائے والے ۱۲ سورہ منافقون۔ مع کہ تحقیق نماز میری اور عبادتیں
میرے اور زندگی میرے اور موت میرے واسطے اللہ پروردگار عالموں کے ہے نہیں شریک واسطے اسکے ۱۲ سورہ انعام ع چاہتے ہیں خوشنودی اسکے ۱۲

صاحب حال ہو گیا اس حال میں کبھی کارخانہ قدرت اسکو اسے حوالہ کرتا ہے تو ہمیشہ اپنے محبوب کے یاد اور توکل و تسلیم و رضا و تقویٰ اور محاسبہ اور مراقبہ میں اپنے اوقات عزیز کو صرف کرتا ہے پس ابتداء سلوک کا زہد اور ورع ہے اور اسکے انتہا رضا و تسلیم و توکل۔

شعر

رضابہ بقضادر جین گرہ بکشا ÷ کہ برمن و تودرا اختیار نکشادست

مصرعہ ماسر تسلیم بہنادیم تا تقدیر چست

اس وقت نسیم وصال سے کبھی خندان و شادان اور کبھی قہر جلال سے گریان و پریشان یوں کہتا ہے۔

نظم

بادل شدگان بیقراریم ÷ ماسو خنگان خام کاریم

آتش زرگان سوز عشقیم ÷ رسوا شدگان کوئے یاریم

اور کبھی اسکو اس سے لے لیتا ہے اور اسکے عنان مراد عوانا جواذب جنوں کی حوالہ ہوتی ہے اور تمام عالم و عالمان سے برطرف ہو جاتا ہے گویا ایک بیوہ زن ہے کہ شیر مردی اس سے شرماتا ہے اور ایک غافل ہے کہ ہشیاری کو عار آتا ہے کور ہی کہ بینائی کو اسکے مقابلہ کی طاقت نہیں اور گنگ ہے کہ گویائی اس سے برابری نہیں کر سکتی ہے اور بہرہ ہے کہ شنوائی اس سے ہمسری کی دم نہیں بہر سکتی ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون اسکے وصف حال ہے۔

بیت

سعدی ادب آنست کہ در حضرت خورشید ÷ گویم کہ ما خود شب تاریک نہ دیدیم

اس حال میں رسم و عادت یک قلم اس سے چھوٹ جاتی ہے بلکہ بہولے سے بھی اسکے خیال

لے بہرے ہیں گوئے ہیں اندی ہیں پس وہ نہیں میر آئے ۱۲ سورہ بقرہ

کسی نے حضرت جنید بغدادیؒ سے سوال کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے حق میں کہ اسکے اور خداے تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں مگر تھوڑے سے تردد فرمایا کہ المکاتب عبد وان بقى عليه درهم اے بہائی مرید لوگ اپنے ارادت سے مردہ اور ارادت پیر سے زندہ ہوتے ہیں اس جادہ پر خوف و بیم پر حضرت صدیق اکبر نے قدم دھرے ہیں چنانچہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الی میت یمشی علی وجه الارض فلینظر الی ابن ابی قحافة بزرگان دین فرماتے ہیں جو کہ سوار دن میں نامرادی کی تلوار اپنے حلق پر چلا نہیں سکتا ہے اس نامرد پر نام مریدی کی لینا حرام ہے۔

شعر

سعدی سر سوداے تودار و نہ خویش ÷ ہر جامہ کہ عیار بہوشد کفن ست

اس راہ مشکل کو بد دلی سے طی نہیں کر سکتا ہے عورتوں کیسی مقام راحت و آرام میں زندگانی کرنے دوسرے بات ہے اور پائے ہمت عادت و عادت پرستی پر مار کرم دانہ وارا اپنی اور جمیع ماسوا سے گذر جانا دوسرا بات ہے جو شخص خرابی خانماں اور قطع علاق ایں و آن سے ڈرتا ہے اس کمینہ ہمت سے کچھ بن نہیں پڑتا ہے۔

شعر

باد و قبلہ در رہ تو حید نتواں رفت راست ÷ یارضاے دوست باید یا ہواے خویشتن

مرید مثنوی اسکو کہتے ہیں کہ ان دونوں مرتبوں سے گذر کر بعد از مجاہدہ نفس مقام مشاہدہ کو پہنچا ہے کہ المشاہدات موارث المجاہدات اور مرتبہ علم الیقین اور عین الیقین سے ترقی کرتا ہوا درجہ حق الیقین تک رسائی کیا ہے اور لباس متن شاہد معنی تک پہنچا اور ۱ مکاتب بندہ ہے اگرچہ ایک درجہ بہر باقی رہے۔ ۲ جو کہ چاہے کہ دیکھے طرف میت کے کہ چلتا ہے اوپر روئے زمین کے پس چاہے کہ دیکھے طرف ابن ابی قحافة یعنی ابی بکر کے ۱۲ مشاہدات میراث مجاہدات کا ہے ۱۲

پر نہیں گذرتا ہے اور سوائے حق کے بالکل اسکو سوچتا نہیں کہ وقل جاء الحق وزهق
الباطل اور بظاہر پریشان حال اور باطن نعمت وصال سے مالا مال ہوتا ہے کہ ان
المملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔

بیت

چوبیت المقدس دروں پر زتاب ÷ رہا کردہ دیوار بیروں خراب
یعنی بحکم الدنيا سجن المؤمنین یہ تقیدات و تقلیدات رسمی جیتک سطوات جلال عشق
الہی سے اور بادۂ توحید حقیقی ذوالعزۃ و الکبریائی کی مستی سے خراب نہ ہو جائے تب تک
جو ہر معانی جو کہ گواہ اولے میں متواری اور مدفون ہیں ہرگز محل ظہور میں نہیں پہنچیں گے۔

بیت

ہر کو بخرابات نشد بیدین ست ÷ زیرا کہ خرابات اصول دین ست
اس وقت حضرت کفر عشق پوری طور سے جلوہ گری فرماتا ہے اور قبائے قلندری کی اسکے
قامت احوال پر چست و درست آتا ہے اور تمام کارخانہ قدرت زمر جنة للکافرین کی
جلوۂ تازہ دیکھاتے جاتا ہے اور سارے دنیا اسکو گلزار جاوید بہار نظر آتا ہے اور مدام
شراب وصال یار سے سرمست و سرشار یہ کہتا ہے۔

شعر

تا کہ کافر نشوی عشق خریدار تو نیست ÷ تا کہ مرتد نہ شوی قلندری کار تو نیست
حضرت حافظ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں فرد
در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر ست ÷ آتش کرا بسوزد گر بولہب نباشد

۱۔ اور کہ آیا حق اور گم ہوا باطل ۱۲ سورہ بنی اسرائیل ۲ تحقیق بادشاہ جب کہ داخل ہوتے ہیں کسی شہر میں خراب کرتے ہیں اس کو اور کرتے ہیں
عزت والے اسکی کو ذلیل ۱۲ سورہ نمل ۲ دنیا قید خانہ مومنوں کا ہے ۱۲

حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں بیت

عشق را با کافری خویشی بود ÷ کفر عاشق عین درویشی بود

حضرت امیر خسرو علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں شعر

کافر عشقم مسلمانی مراد کار نیست ÷ ہر رگ من تار گشت حاجت ز نار نیست

دوسرے کوئی بزرگ فرماتے ہیں۔ شعر

حلقہ در زلف تو دیدم دل در و او تخم ÷ از مسلمانی گذشتم طعنہ بر ایماں زد

حضرت حسن علائے سنجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعر

طعنہ چہ زنی حال پریشان حسن را ÷ در عشق کسی عاقبت اندیش نباشد

غرض وظیفہ بعد وصول الی اللہ کے نفی غیریت اور انقطاع و فراموشی ماسوا ہے معنی وصول الی

اللہ کافی ہو جانا اور نکل جانا بندہ مؤمن کا ہے بند تعلق اور نفع و ضرر و مدح و ذم و وجود و عدم

خلق اور بوائے نفس اور اپنے خواہش اور آرزوں سے اور ثابت اور راضی رہنا ساتھ فعل

وارادت خداوندی عز و جل کے انبیا و اولیا علیہ السلام سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک جدا

گانہ راز اللہ تعالیٰ شانہ کا ہے کہ سوا اسکے اوروں کو معلوم نہیں حتی کہ مرید کو خداوند تعالیٰ

کے ساتھ جو بھید ہے سو کبھی اسکے مرشد کو معلوم نہیں ہوتا ہے اس طرح اپنے شیخ کے بہید سے

مرید کو خبر نہیں ہوتا ہے جب مرید اپنی قوت استعدادی کی مقتضایا پر اپنی شیخ کے مقام کو پہنچ

جاتا ہے شیخ سے الگ اور بریدہ ہو جاتا ہے اور حاجت شیخ کی نہیں رہتی ہے پھر بھی رعایت

ادب اور حق شناسی و ولی نعمتی و شکر گزاری اسکے ذمہ پر واجب و لازم ہے۔

شعر

حافظ مرید جامی ست اے صابرو ÷ از بندہ بندگی برسان شیخ جام را
دلالہ اگر چہ زشت کردار بود ÷ در خلوت معشوق گرا نبار بود

جب سلوک الی اللہ تمام ہو چکا اور وصول الی اللہ سے مشرف ہوا اور سالک مرتبہ کمال کو پہنچ گیا اور دائرہ ولایت میں داخل ہوا اور دولت بقا سے سرفراز ہوا اسوقت سیر فی اللہ شروع ہوتا ہے اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے تجلیات گونا گون الہی کی تربیت سے مرتبہ تکمیل کو پہنچاتا ہے اور دست تقدیر الہی کی اسکے تربیت کی ذمہ دار اور متولی ہوتا ہے اور بندہ کو اس میں قطعاً اختیار اور تدبیر باقی نہیں رہتی ہے بلکہ سب باتوں سے فانی ہو جاتا ہے اور حال و مقام و ارادت و اختیار سے بے خبر اور ناواقف ہو جاتا ہے۔

نظم

در مسافت مسافت بیروں ÷ در اضافت ز اضافت بیروں

آزرا کہ فنا شیوہ فقر آئین ست ÷ فی علم و یقین نہ معرفت نہ دین ست

رفت از میان ہمین خدا ماند خدا ÷ الفقرا اذا تم هو اللہ ایں ست

اسوقت اسکے حال رضاے دائمی اور موافقت ابدی ہے ساتھ فعل و ارادت حق تعالیٰ کے اور یہ انتہائے احوال اولیا و ابدال کے ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱ فقیر کی جب پورا ہو وہ اللہ ہے ۱۲ اور اللہ تعالیٰ بڑھ کر جاننے والا ہے ۱۳

پرتو سوم پنچ بیان ساتوں مقام سلوک کے

اے عزیز یہاں دو چیز ہیں ایک حال دوسرے مقام کسی قسم کیفیت مثل طلب و عشق وغیرہما کے دل پر طاری ہونے کو حال بولتے ہیں اور مقام اس حال کی ملکہ راخہ کا نام ہے اہل حال بہت سارے پایا جاتا ہے مگر اہل مقام نہایت کمیاب ہے حضرت مولانا نے رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

بیت

ہست بسیار اہل حال از صوفیاں ÷ نادرست اہل مقام اندر میاں

ابتداء سلوک سے اسکے انتہا تک سات مقام میں ہیں کہ حضرت مولانا نے رومی قدس سرہ السامی نے ان ساتوں مقاموں کی تفصیل پر چھ دفتر مثنوی شریف کو محصور فرمائے ہیں ان میں سے پہلا مقام طلب ہے مرد طالب ہمیشہ امید واری گنج پر رنج کش ہوتا ہے غلبہ شوق میں بلائیں و مصیبتیں جو آتی ہیں اس پر نازان و خوش رہتا ہے سالہا سال تک محنت و کوشش بلیغ کرنا چاہئے تا حال حاصل ہو جان و مال جاہ و جلال کو یک قلم ڈوبوانا چاہئے تا ایک دم یار سے واصل ہو ہر نفس خطرہ اغیار سے دلکا نگہبانی اور پاس رہے اور ہر حال درمیان ناامیدی و آس رہے کہ۔

مصرعہ - رہ پار سایان امید ست و نیم

جب رشتہ دل تمام ماسوا سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور حضرت قدس سے دل میں نور آنے لگتا ہے ایک طلب ہزار طلب ہو جاتا ہے ایسی کہ اگر اسکے راہ میں ہزار جہنم اور آتش کدہ مردم خوار ہو تو اسکے پروانہ طلب اور ابراہیم شوق کے مقابلے میں گلزار پر بہار ہوا اگر گہونٹ بہر اس بادہ شوق و طلب سے تیرا نوش ہو تو کل عالم و عالمیان دل سے فراموش ہو اسوقت اگر کفر و لعنت دونوں بہم درپیش آوے تو بھی طلب راز حقیقی کو نہ چھوڑے سر جانے پر سر جانان سے منہ نہ موڑے۔

مثنوی

کفر و لعنت گربہم پیش آیدت ÷ در پذیری تادریے بکشدت

چوں درت بکشد چہ کفر و چہ دین ÷ در طلب باشی نباشی جز دریں

حضرت عثمان مکیؓ نے گنج نامہ میں تحریر فرمائے ہیں اور اسکو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے منطق الطیر میں نقل کئے ہیں کہ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم خاکی کو گنج و تسفخت فیہ من روحی سے نوازش فرمایا اور جماعت ملائکہ پر سرفرازی بخشا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی حکم فرمایا جملہ فرشتگان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کئے اور کوئی فرد انہیں سے اسرار آدمؑ کی درپے نہ ہوا مگر ابلیس لعین کہنے لگا اگر میرے سراوڑ جائے گا پھر بھی اس سر کو نہیں چھوڑونگا میں جانتا ہوں کہ آدم مورت خاک نہیں اگر سر جانے پر سر حاصل ہو کچھ مضائقہ اور باک نہیں غرض ابلیس سر آدم سے خبردار اور راز آدم سے واقفکار ہوا حق تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اے جاسوس اور دزد راہ تو ہمارے گنج اسرار نہانی کو چوراتا ہے حالانکہ گنج چوروں سے مخفی رہنا دستور ہے جب تو ہمارے گنج اسرار پر اطلاع پائی اور ہمارے راز کی سراغ لگائی ہم تجھے قتل کرینگے تاکہ ہمارے گنج مستور رہے اور دوسرے چوروں کا دست تصرف سے دور رہے اس وقت ابلیس نے عرض کیا یا رب میں جان سے مخلصی چاہتا ہوں اور تا قیام قیامت مہلت مانگتا ہوں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو جان سے رہائی مانگتا ہے ہم نے تجھے مہلت اور رہائی بخشی مگر ہمارے لعنت کی طوق تیرے گردن کی ہار بناتے ہیں اور تیرا نام کذابوں کی دفتر میں لکھتے ہیں کہ تا قیام قیامت تجھکو کاذب اور متہم جانے اور تیرا بات کوئی نہ مانے تا میرے گنج اسرار محفوظ رہے۔

بیت

نام تو کذاب خواہم زد رقم ÷ تابمانی تا قیامت متہم

ابلیس نے کہا یا رب جب مجھکو گنج پاک روشن ہو گیا لعنت سے کیا ڈر رحمت و لعنت دونوں تیرا آن ہے فرمان تیرا ہی ہے بندہ بندہ فرمان ہے اگر میرا قسمت میں تیرے لعنت ہے تو باک نہیں کہ تیرا زہر کا سا اور کا تریاک نہیں جب تیرے لعنت کی دوسرا کوئی خریدار نہیں جب لعنت لعنت تیرا ہی ہے مجھے بندہ گندہ کو اختیار ہے کہ۔

مصرعہ نازت بکشم کہ ناز نینی

اے عزیز ایسا ہی تیرا بھی شوق اور طلب نہ گہنا چاہئے کفر و لعنت پیش آنے پر بھی مقام طلب مقصود سے نہ پٹنا چاہئے۔

بیت

بچنین باید طلب گر طالبی ÷ تو نہ طالب بدعوی غالبی

نقل ہے کہ حضرت شبلی علیہ الرحمۃ حالت نزع میں بیقرار انتظار دیدار یار میں اشکبار زناں حیرت کی کمر پر باندھ کر ایک تودہ خاکستر پر بیٹھ گئے اور اپنی سر پر خاک اڑاتے رہے کسی نے ان سے پوچھا کہ یا حضرت کیسکو بھی ایسے حالت نزع میں کبھی زناں باندھتے دیکھتے ہیں جو اپنے باندھے ہیں فرمایا مجھکو معذور رکھ اسوقت میرے جان آتش غیرت ابلیس سے سوزاں ہے کہ دولت خطاب ان لعنتی کی اسکو عنایت ہوئی اور چاشنی اضافت یاے متکلم سے اس نے لذت اٹھائی طالب کو چاہئے کہ جب تک جان قالب خاکی میں رہے انتظار یار میں ہمیشہ اس کو اشکباری رہے اور ہر دم راہ طلب میں جان نثاری کرے ایسی کہ

ایک آن طلب سے نہ ساکن ہو اور نہ اسکو آرام و آسودگی ممکن ہو طلب سے ہٹنا نہایت بد ہے بلکہ راہ طلب میں وہ مرتد ہے چاہئے طلب کا جتنے صورتیں ہیں سبکو بجالا دے۔

نقل ہے کہ ایک بار حضرت مجنون رحمۃ اللہ علیہ رستے کا خاک چھان رہا تھا اور اسکے اندر کچھ تلاش کر رہا تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا جستجو کرتا ہے بولا کہ لیلے کو تلاش کرتا ہوں بولا کہ آدمی بھی کہیں رستے کا گرد و غبار میں چھپ سکتا ہے جواب دیا کہ اگرچہ آدمی کہیں گرد و غبار میں چھپتا نہیں ہے پر شرط عشق یہ ہے کہ عاشق جستجوے یار میں کوئی طور اور طرز کو نہ چھوڑے معلوم نہیں کہ معشوق کو نسا طلب پر راضی ہو اور آفتاب مقصود کس طلب مطلع سے طلوع کرے حضرت یوسف ہم دانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ عرش سے فرش تک ہر ایک ذرہ اپنی اپنی یوسف گم گشتہ کی طلب اور جستجو میں یعقوب وارز لینا کردار حیران و سر اسیمہ وار ہے طالب راہ کو طلب میں صبر کامل اور ہمت عالی درکار ہے اور چاہئے جس روزن طلب سے چہرہ مقصود دیکھائی دے جان جانے پر بھی اسکو نہ چھوڑے۔

نقل ہے کہ ایک رات حضرت سلطان محمود غازی غزنویؒ اپنے سپاہ و لشکر کو ہمراہ لیکر کسی طرف کو جا رہے تھے اثناء راہ میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ کے کنارے پر ایک کنگال خاک بیزی کر رہا ہے اور اسکے اندر جواہر کی کنوں کو تلاش کر رہا ہے بادشاہ کو اسکے محنت دیکھ کر ترس آیا اور اپنی لشکروں سے چھپا کر اپنے بازو بند جو کہ خراج عالم کی قیمت رکھتا تھا اس خاک میں ڈالکر وہاں سے گذر گیا دوسرے شب کو پھر بادشاہ کی گذر اس جگہ پر ہوا دیکھا کہ وہ خاک بیزا تک اپنے کام میں مشغول ہے بادشاہ کہا کہ اے خاکبیز کل شب کو جو تم نے بازو بند پایا اسکی قیمت ایک عالم کی خراج سے کہیں بیشتر ہے تو اب تک خاک چھاں رہا

ہے خاکبیز نے جواب دیا اے حضرت تجکو فتح الباب مقصود اسی کام سے حاصل ہوا ہے جینک جان رکھتا ہوں اس کو میں نہیں چھوڑتا ہوں دروازہ مقصود کا کبھی کیسے لئے بستہ نہیں ہے پر طالب اپنے طلب میں کامل الہمت ہونا چاہئے۔

نقل ہے کہ ایک روز کوئی دربار الہی میں مناجات کر رہا تھا کہ خداوند دروازہ مقصود کا مجھ پر کھول دے حضرت رابعہ بصریہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہا وہیں حاضر تھی بولی کہ اے غافل یہ دروازہ کب کسی پر بستہ تھا جو تجھ پر کھول دیا جائے۔

نظم
مرداں در باش تا بکشایدت = سرمتاب از راہ ماہنمایدت
بستہ جز در چشم تو پیوستہ نیست = تو طلب کن زانکہ ایں در بستہ نیست

دوسرا مقام عشق ہے جب سالک اس مقام کو پہنچتا ہے غریق دریاے آتش عشق ہو جاتا ہے نہ اسکو نفع و ضرر دنیاوی سے خبر رہتا ہے اور نہ اسکو عاقبت اندیشی سوچتا ہے اور نہ کفر و دین کا امتیاز رہتا ہے اور نہ شک کو یقین سے ممتاز جانتا ہے بلکہ نیک و بد اسکو یکساں دیکھائی دیتا ہے جان و مال و نقد جنس جو کچھ ہے سب ایک ادنی خیال وصال کے مقابلے میں اسکے نزدیک کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتا ہے لمیں ایسا بیقراری اور طیش ہوتی ہے جیسا ماہی بے آب جینک پانی تک نہ پہنچے قرار پکڑتا نہیں اسطرح یہ بھی جینک دولت وصال محبوب سے مالا مال نہ ہو جائے اطمینان پاتا نہیں ہے ایک ادنی کرشمہ عشق سے عقل بے عقل ہو جاتا ہے جسکو دیدہ بینا غیب سے عنایت ہوئی وہ سمجھ سکتا ہے کہ اصل عشق کا کہاں سے ہے ہر ایک ذرہ ذرات عالم سے بادہ عشق سے مست ہے بلکہ جملہ موجودات فیض حضرت عشق ہی سے ہست ہے اگر چشم دل بصارت غیبی سے روشن ہو تب حقیقت

رمز العشق هو اللہ کی تجہر مبرہن ہو حضرت عشق کا نہ ابتدا ہے نہ انتہا عشق بازی جان بازی ہے جو کہ جاں باز نہیں ہے وہ راہ عشق میں دروغ زن ہے حضرت سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

نظم

تو کہ در بند خویش باشی ÷ عشق بازی دروغ زن باشی

گر نشاید بدوست رہ بردن ÷ شرط عشقت در طلب مردن

تیسرا مقام معرفت ہے جاننا چاہئے کہ طرق معرفت الہی بہت ہیں کہ طرُق التقرب الی اللہ تعالیٰ بعدد انفاس المخلوقات اس دریاے بے پایاں کے پایاں آج تک کسی پیر و پیراک نے پایا ہی نہیں ہے جہاں سرور کائنات سید الموجات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عرفناک حق معرفتک فرماویں پھر دوسرے کسی کا کیا ذکر ہے نعرہ ربّ زدنی علما اس دریاے عمیق کا تشنہ لبی سے کنایت ہے اسمقام میں ہر شخص کا حصہ حسب کمال استعداد حقیقی کے ہے۔

بیت

سیر ہر کسں بر کمال خود بود ÷ قرب ہر کس حسب حال خود بود

چونکہ سیر اہل معرفت کا اور طرق عرفان ان کا مختلف ہیں اسلئے ہر ایک کا معرفت جدا گانہ ہے جب سالک مقام معرفت کو پہنچتا ہے بجز اپنے معشوق کے اور کچھ کہانی نہیں دیتا ہے۔

بیت

ہر چہ بیند روے او بیند مدام ÷ ذرہ ذرہ کوے او بیند مدام

۱ عشق وہی اللہ ہے ۲ طریقوں نزدیک کی کا طرف اللہ تعالیٰ کے موافق گنتے سانس مخلوقات کے ہیں ۱۲ س نہیں پہچانا تجھے جیسا کہ پہچانتا تیرا ہے ۱۲ اے رب میرے زیادہ مجھ کو علم ۱۲ سورہ طہ

اسمقام میں بیداری دل لازم حال رہتا ہے کہ اسکے سبب سے بحر اسرار محبوب کا سالک کے دل پر ایسا جوش مارتا ہے کہ اسکے ذوق و شوق میں ایک جان کیا ہزار جان سے قربان ہونا کچھ حقیقت نہیں رکھتی ہے اے عزیز دولت معرفت اور نعمت عرفان بڑی دولت اور بڑی نعمت ہے کہ دنیا و آخرت میں اسکے برابر کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں ہے جو کہ اس دولت اور اس نعمت سے محروم ہے خاک ادا بار اسکے سر پر ہے جو شخص اہل معرفت نہیں فی الحقیقت وہ اہل تعزیت ہے اگر وصال یار کی شادی کا نعمت حاصل نہیں ایکبار ہجر و فراق کی ماتم اسکو فرض لازم ہے۔

مثنوی

خویش را در بحر عرفان غرق کن ÷ ورنہ بارے خاک رہ بر فرق کن

گر نہ اے خفتہ ز اہل معرفت ÷ پس چرا خود را انداری تعزیت

گر نداری شادی از وصل یار ÷ خیز بارے ماتم ہجران بدار

گر نمی بینی جمال یار تو ÷ خیز و منشیں می طلب دیدار تو

گر نمی داری طلب کن شرم دار ÷ چوں خری تا چند باشی بیوقار

چوتھا مقام استغنا ہے یہ ایسا مقام ہے کہ اگر اس عالم بے نیازی سے ایک ادنیٰ سے ہوا چل جائے تو ملک دو عالم برہم جائے ہفت دریا اس سمندر کی ایک قطرہ نہیں ساتوں آسمان اور اسکے ستارگان ایک شرارہ نہیں آٹھوں بہشت اور ساتوں دوزخ اس مقام میں بے حقیقت ہے ایک لنگڑا چوٹی لاکھوں پیل مست سے کچھ کم نہیں لاکھوں ملائک ملا اعلیٰ کی ظلمتکدہ لاعلمیت میں منہ چھپا لینا چاہئے تا ایک مورت خاکی چراغ علمیت کی روشن کرے لاکھوں

کنعان طوفان قہار بیت سے ہلاک ہو جانے چاہئے تا ایک نوح کشتی ہدایت جودی سلامت تک پہنچاؤ لاکھوں نمرود مردود پشتہ لنگ کاغذا ہونا چاہئے تا ایک خلیل صاحب ملت آتش کفر و ضلالت کو گلزار جاوید بہار ہدایت و عرفان کا بناوے لاکھوں طفل بے گناہ اور کرد رہاں فرعون تعزیل قہر میں ہلاک ہونا چاہئے تا ایک کلیم اللہ طور درجہ جات کو پہنچے لاکھوں یہودی زنا رکفر کمر میں باندھنا چاہئے تا ایک عیسیٰ آسمان اسرار کو تشریف فرما ہو لاکھوں لاکھوں خلقت کی سرشمیر استغنا سے اوڑ جانا اور تاراج ہو جانا چاہئے تا ایک محبوب صاحب ناز کو ورفعا لک ذکر کے معراج حاصل ہوں یہاں اونچ اونچ اور نو و کہن سب ایکساں ہیں کن مکن کی کچھ حقیقت نہیں یہاں سعادت ہمرنگ شقاوت ہے اور شقاوت ہم پہلوئے سعادت فتن اللہ غنی عن العالمین نہ کیسی نیکی سے خوشی و فرحت ہے اور نہ کیسے بدی سے غمی و صدمت ہے اگر اس دربار میں ہزاروں جان ہلاک ہو جاویں ایک بوند شبنم کی بحر بے پایاں سے ناپید ہو جانے کی حقیقت نہیں رکھتی ہے اگر آسمان وزمین سب ناپید ہو جاویں یا ازماہ تا بمانی یکقلم منعدم ہو جاویں یہاں ایک ذرہ ایک عالم سے گم ہو جانے کی نسبت نہیں رکھتی ہے سبحان اللہ ما اعظم شانہ پانچواں مقام توحید ہے اسمقام میں رنگ دوئی کی بالکل رہتا نہیں ہے مائی و توئی کا پردہ یکقلم مرتفع ہو جاتی ہے بلکہ ماسوا کی نام و نشان تک باقی نہیں رہتا تمام عام ایک ہی گریبان سے سر نکالتا ہے حقیقت کلمہ توحید کی اسی مقام پر ظاہر ہوتی ہے اگر ہزاروں برس آدمی عبادت و بندگی و تسبیح و تہلیل و نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ میں عمر صرف کرے جینک توحید پوری نہوگی سب برباد و بیفائدہ ہیں روح جملہ عبادات و بندگی کی یہی توحید ہے و بس۔

۱۔ اور بلند کیا ہم نے واسطے تیرے ذکر تیرا ۱۲ سورہ انشراح ۲ پس تحقیق اللہ بے پردار ہے عالموں سے ۱۳ سورہ ہال عمران ۲ پاک ہے اللہ کیا برا ہے شان اسکا ۱۴

بیت

ہر کہ در دریاے وحدت گم نشد ÷ گر ہمہ آدم بود مردم نہ شد
چھٹواں مقام حیرت ہے اسمقام میں سوائے درد و حسرت کے کچھ نہیں رہتی ہے آہ و حسرت و درد و سوز اس قدر غالب آجاتا ہے کہ ہر بن موسیٰ سے بے تیغ و تلوار کے خون کا فوارہ نکلتی ہے جب سالک اسمقام کو پہنچتا ہے جو کچھ حضرت توحید اسکے دل و جان کی صفحہ پر رقم زد کیا تھا سب محو ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے پوچھے کہ تو ہے یا نہیں یا پوچھے کہ تو درمیان میں ہے یا کرانہ پر یا عیان ہو یا نہان ہو یا فانی ہو یا باقی ہو یا دونوں ہو یا کچھ نہیں ہو یا کافر ہو یا مسلمان ہو تو اصلاً کچھ بول نہیں سکیگا اس مقام میں سب کچھ دیکھتا ہے اسکے باوجود کچھ نہیں دیکھتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے باوجود اسکے کچھ نہیں سنتا ہے کوئی تو اسمقام میں بالکل بیخبر و بے نشان ہو کر تادمۃ العمر رہ جاتا ہے اور کسیکو توجہ و نظر پیر کامل شامل حال ہو جاتا ہے اور جلد اس گرداب سے اٹھالیتا ہے۔

ساتواں مقام فقر و فنا ہے اس مقام میں عقل دقیقہ شناس بیخود و بے حواس ہے مقام فنا میں گفتگو ناراوا ہے حقیقت اسمقام کافر اموشی ہے گنگی اور کری اور بیہوشی ہے لاکھوں سایہ ایکہی جلوہ آفتاب سے نابود ہے جنش دریا پر نقشہ کی کب ثبوت ہے بلبل کا بعد شگستگی کے کہاں نمود ہے جو کچھ ہے دریا ہے موجود ہے عود اور ہیزم جب آگ میں جل کر راگ ہو جاتی ہیں پھر امتیاز کہاں باقی رہتا ہے پلیدی جب دریاے بیکناں میں گم ہوگئی سڑھ گل کر صفت دریا کی لیتی ہے یہاں گم ہو جانا یہی اصل کار ہے اس طرح پر کہ اپنے گشتگی سے تجھے خبر نہ رہے۔

بیت

تو درو گم شو وصال ایں ست بس ÷ گم شدن گم کن کمال ایں ست و بس

نظم

اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز ÷ کان سوختہ را جان شد آواز نیامد
ایں مدعیان در طلبش پیخبرانند ÷ کانرا کہ خبر شد خبرش باز نیامد

پرتو چہارم بیچ بیان نسبت کے اے عزیز

مشائخ طریقت رحمہم اللہ تعالیٰ کی طریقوں کا مرجع تحصیل ہدیت نفسانی ہے جسکو صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نسبت بولتے ہیں اسواسطے کہ نسبت اللہ عزوجل کے انتساب اور ارتباط سے عبارت ہے اور اسکو نور اور سیکنہ کہتے ہیں اور نسبت کی حقیقت اور ماہیت ایک کیفیت ہے جو کہ نفس ناطقہ میں حلول کر جاتی ہے از قسم تشبیہ بفرشتگان یا جہانکنا عالم جبروت کا فائدہ الطاف القدس میں ہے جانتا چاہئے کہ جب بیچ کو زمین میں بولتے ہیں اور اجزائے لطیفہ آب و ہوا اور زمین کی ہر جانب سے اسکو احاطہ کرتی ہے تو وہ بیچ اس قوت سے جو اسمیں خداوند تعالیٰ نے ودیعت رکھا ہے اس اجزائے لطیفہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور تحویل کرتی ہے اور دوسری صورت سے ایک وجہ خاص اور نظام خاص پر اپنے جسم کی زیادتی میں صرف کرتی ہے اس وقت برگ و شاخ نکلکر رفتہ رفتہ پھول پھل سب ظاہر ہوتا ہے اور آخر میں ضعف پیدا کرتی ہے اور متلاشی ہو جاتی ہے اور جب ہر تخم کی تصرف علیحدہ اور ہر درخت کی نظم جدا گانہ نظر آتا ہے عقل مضطر ہو جاتا ہے ایک نفس کی ثابت کرنے پر جس نے ان قوتوں کو حمل کی ہے ایسا ہی جب منی اور خون حیض رحم میں قرار پکڑتا ہے اور نفس والدہ اسکے تدبیر کرتی ہے یہاں تک کہ قلب اور قلیحہ اور دماغ جو کہ معدن اصلی روح ہوائی کا ہے ظاہر ہو جاتی ہے اس وقت روح ہوائی جو کہ عبارت نسیم طیب اور سنجار لطیف عناصر سے ہے کہ

بعد چند ہضم کے پیدا ہوتی ہے اور حامل قوت غازیہ اور نامیہ اور اکیہ کا ہے اسمیں پہونکی جاتی ہے اور اپنے بروز و کموں کی دونوں صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے اور ان اجزا کی صورت بدل جاتی ہے اور دوسری صورت ظہور پکڑتی ہے اور ان صورتوں کی احکام مختلف ہیں جو کہ اس روح کی طرف نسبت کی جاتی ہیں اور اسکو نفس حیوانی بولتے ہیں اسی قیاس پر دوسری ایک نفس ہے جو کہ نظام انسانی کا تقاضا کرتی ہے اور انسان کی رائے کلی اور لطائف خمس تفصیل وار اس سے نکلتی ہیں اور اسکو نفس ناطقہ بولتے ہیں اور نفس ناطقہ خصوصاً اور ہر نفس عموماً ایک بلبلہ ہے دریائے نفس کلیہ سے اور ایک موج ہے اسکے موجوں سے اور تفصیل اسکا یہ ہے کہ اہل وجدان کی تحقیق دقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ عالم میں ایک نفس ہے مدبر عالم جو کہ عرش سے فرش تک جو کچھ تصرفات و کارخانہ گذرتا ہے سب اسکے مقتضا سے ہے اسکو نفس کلیہ کہتے ہیں اور مبدائیت افعال خاصہ کے طبیعت کلیہ ہے اور وہ نظام جو کہ اس نفس کی مقتضا ہے مصلحت کلیہ ہے نفوس جزئیہ افلاک اور طبائع و عناصر کی اور نفوس جزئیہ نباتیہ و حیوانیہ کی جو کہ بمنزلہ مزاجہائے مختلفہ اعضا و ارواح کے ہیں کہ حامل قوتوں کی ہیں اور سب مجتمع ایک نفس میں ہیں اور وہ نفس مدبر ہے ساتھ ایک تدبیر کے اور بارز اور کامن اپنے اطوار اور ادوار میں وہی نفس ہے جسوقت آب ہوا ہو جاتا ہے اور ہوا آب ہو جاتی ہے مثلاً دونوں حالتوں میں نفس کلیہ باقی ہے کہ ایک برزہ خاص پر موافق استعداد ہیولی کے جلوہ کی ہے اور وجود روحانی کی فنا بسبب اضمحلال اور محویت نفس ناطقہ کے نفس کلیہ میں حاصل ہوتا ہے تم کلامہ۔

اب جان تو کہ جب بندے نے وظائف طاعات و بندگی اور طہارات و اذکار پر مداومت کی اسکو ایک صفت تشبیہ بملکوت کی حاصل ہو جاتی ہے جس کا قیام نفس ناطقہ میں ہو جاتا ہے اور ملکہ توجہ عالم جبروت کی پیدا ہو جاتا ہے یہ دو جنسین نسبت کی ہوئی کہ ہر جنس کے

تحت میں انہیں سے انواع کثیرہ نسبت کی داخل ہیں سو منجملہ انواع مذکورہ کے ایک محبت اور عشق کی نسبت ہے کہ صفت محبت کی دہیں محکم ہو جاتی ہے اور ایک نفس شکنی اور بیزاری لذات نفسانیہ کی نسبت ہے جسکو نسبت اہل بیت بھی کہتے ہیں اور منجملہ ان کے مشاہدہ کی نسبت ہے وہ عبارت ہے ذات مقدس کی طرف متوجہ رہنے ملکہ پیدا کرنے سے حاصل کلام یہ ہے کہ حضور مع اللہ رنگ برنگ ہے بحسب اتصال معنی محبت یا نفس شکنی وغیر ذلک کے اور نفس انسانی میں اس رنگ مخصوص کا ملکہ راسخ یعنی کیفیت قویہ قائم ہو جاتی ہے اور یہی ملکہ راسخ کی نام نسبت ہے اور نسبتیں بے نہایت ہیں اور صاحب اسرار ہر نسبت کو علیحدہ علیحدہ دریافت کرتا ہے اور اشغال قادر یہ اور چشتیہ اور نقشبندیہ وغیر ذلک سے غرض اس نسبت کی تحصیل ہے اور یہ گمان نہ کیجیو کہ نسبت ہائے مذکورہ بغیر ان اشغال کے حاصل نہیں ہوتی ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ یہ اشغال بھی اسکے تحصیل کی بعض طرق ہیں انہیں میں کچھ انحصار مقصود نہیں حضرات صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نسبت کو اور ہی طریقوں سے حاصل کرتے تھے منجملہ ان کے طرق تحصیل کے مواظبت ہے صلوة و تسبیحات پر خلوت میں خشوع اور خضوع کی محافظت کے ساتھ اور منجملہ اسکے طہارت اور موت کی یاد پر جو کہ لذات کی کاٹنے والی ہے محافظت کرنا اور منجملہ اسکے مواظبت ہے قرآن مجید کی تلاوت پر اور اسکے معافی غور کرنے پر اور نصیحت کرنے والے کی بات سننے پر اور ان احادیث کی تامل کرنے پر جن سے دل نرم ہو جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ اور تابعین نسبت ہائے مذکورہ پر مدت کثیرہ مواظبت اور دوام کرتے تھے تو ان کو تقرب الی اللہ کا ملکہ راسخ اور ہیات نفسانیہ حاصل ہو جاتی تھی اور اسی پر محافظت کیا کرتے تھے بقیہ عمر میں اور یہی متوارث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیران طریقت کی طریقوں میں کچھ شک نہیں

اگرچہ الوان مختلف ہیں اور تحصیل نسبت کی طریقے رنگ برنگ ہیں۔ مولانا خرم علی بلوری حضرت حکیم امت مصطفویہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے قول فیصل نقل کرتے ہیں کہ نسبت صحابہ اور تابعین کے نسبت احسانہ ہے اور وہ نسبت طہارت اور نسبت سکینہ سے مرکب ہے برکات عدالت اور تقویٰ اور سماحت کی اختلاط کے ساتھ تو ان کے کلام کا محمل اصلی یہی ہے اب تجھ کو لائق ہے کہ ان حضرات کی احوال اور اقوال کو اسی پر جو ہم نے بتایا محمول کر لو چنانچہ ان کے قصص اور حکایات اسکے شاہد ہیں تم کلامہ۔

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواح کو میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک دوسرے کے دامن میں چنگل ماری ہے اور انکا سلسلہ عالم ارواح میں خطیرۃ القدس کے ساتھ بہ نہج عجیب ورسوخ غریب متصل ہے اور ہم نے مشاہدہ کیا کہ انکا قول عالم ارواح کی باطن در باطن میں زیادہ موثر تر ہے خارج کی نسبت سے۔ ایضا مولانا موصوف صاحب ہمعات میں تحریر فرماتے ہیں کہ تغیرات کلیہ طریق تصوف میں چار ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے زمانے میں تا قرون متعددہ غالباً توجہ اہل کمال کا بقصد اولیٰ ظاہر شرع کی طرف تھا اور دوسرے مراتب اسمیں مضحمل تھے ان کے احسان صوم و صلوة و ذکر و تلاوت و حج و صدقہ و جہاد تھا انہیں سے کوئی سہر حسیب تفکر میں نہیں ڈالتے ہاں محققین نماز اور ذکر میں مناجات کی حلاوت پاتے تھے اور تلاوت میں معظ ہوتے تھے انہیں کوئی صعقہ و وجد و خرق نہیں کرتے اور کلمات شطیہ نہیں بولتے اور تجلی اور استتار وغیر ذلک سے خبر نہیں رکھتے اور رغبت بہشت اور خوف دوزخ پر طاعت و بندگی کرتے اور کشف و خوارق عادات و سکر و غلبات ان سے نہایت کم ظاہر ہوتے مگر اتفاقاً پھر سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کی زمانے میں

دوسرے رنگ فائض ہوئی عامہ متوقف رہیں اور خواص بعد اجتہادات بلیغہ و ریاضات شاقہ اور انقطاع کلی اور اشتغال دائمی سے کیفیات حاصل کئے و نسبت تعلق قلب باللہ پیدا کئے اور اسکے طرف توجہ کلی رکھے اور اسکے رسوخیت کی درپے ہوئے اور مدتوں سر بجیب مراقبہ رہے اور احوال تجلی و استتار و انس و وحشت روشن تر ظہور کیا اور اپنے احوال کو نکات و اشارات میں تعبیر کئے اور صادق ترین اس طبقہ کی وہ تھے کہ تعبیر نہیں کرتے مگر اس حال سے جو اپنی میں موجود تھا اور سماع کی طرف راغب ہوئے اور صحتہ اور خرق و رقص انہیں پیدا ہوا اور کلام پر خواطر اور فراست ان سے ظاہر ہوئی اکثر انکا خلق سے منقطع ہو کر جنگلوں و پہاڑوں میں جا رہے اور ماکولات و مشروبات سے درگزر کر فقط اوراق و اشجار اور گہانوں پر اکتفا فرمائے اور مکائد نفس و شیطان اور غوائل دنیا سے آگاہ ہو کر اپنے نفس سے مجاہدہ کئے ان کے اخلاص یہ تھا کہ خداے تعالیٰ کی عبادت طمع جنت اور خوف دوزخ پر نہیں کرتے بلکہ محض محبت خدا پر خدا کو پوجتے تھے اور توجہ خاص کہ عبارت جمع نفس سے ہے حقیقت الحقائق کی طرف کہ جس کے سبب صبغة اللہ کی رنگ سے رنگین ہوتے تھے اور قدم حدود پر غالب آتا اس طرح نصب العین رہتا کہ سدا اس سے بولتے تھے اور ایسی طرف اشارہ کرتے تھے اور اسمیں ایسا رسوخ پیدا کرتے کہ انوار طاعات غالب آتا اور یہ معنی کالبرق الخاطف و مبدم روشن تر ہوتا۔

شعر

شب خیال طرہ شوخی بدل پیچیدہ و رفت ÷ ساعی بچوں شب قدر از برم جوشید و رفت
پھر زمانہ سلطان الطریقہ شیخ ابوسعید ابن شیخ ابی الخیر و شیخ ابی الحسن خرقائی کے دوسرے صورت فائض ہوئی پس عامہ اپنے اپنے اعمال پر متوقف رہیں اور خواص الخواص میں ایسے

جذب پیدا ہوا کہ بسبب اسکے توجہ خاص کی طرف راہ پائے اور خرق حجب وجود سے سرفراز ہوئے یہ حضرات اور ادو وظائف کے ساتھ چنداں راغب نہ ہوئے اور مجاہدات اور ریاضات اور معرفت مکائد نفس و دنیا کے چنداں اعتبار نہیں فرمائے انکے اعتنائے کلی اس توجہ کی تکمیل میں تھا اسوقت تو حید شہودی تو حید و جودی سے متمیز نہ تھی بلکہ غرض اصلی ان کے تحصیل کیفیت اضمحلال نفس تھا نہ تحقیق حقائق نفس الامر یہ علی ما ہو علیہ پھر اسکے بعد زمانہ حضرت شیخ اکبر محی الدین بن العربیؒ میں ذہن ان کے وسیع ہوا اور کیفیات و جدانیہ نفسانیہ سے درگزر کر تحقیق حقائق نفس الامر یہ علی ما ہو علیہ پر کمر باندھے اور تنزلات واجب کو دریافت کئے کہ صادر اوں کون ہے اور طریق صدور کیا ہے علی ہذا القیاس بالجملہ یہ سب فرقے اصل میں ایک ہیں اور رنگ میں مختلف ان چاروں کو قدم صدق ہے ملا اعلیٰ میں پس واجب ہے کہ کلام ہر طبقہ کو ان کے اذواق کی مناسب پر چلا پا کریں اور ایک کو دوسرے کی مذاق پر نہ اتاریں بعض نادانوں کہتے ہیں کہ قادریہ اور چشتیہ اور نقشبندیہ کی اشغال مخصوصہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں نہ تھی تو بدعت سیئہ ہوئی خلاصہ جواب یہ کہ جس امر کی واسطے اولیا طریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشغال مقرر کئے ہیں وہ امر زمان رسالت سے اب تک برابر چلا آیا ہے گو طرق اسکے تحصیل کی مختلف ہیں تو فی الواقع اولیائے طریقت مجتہدین شریعت کے مانند ہوئے مجتہدین شریعت نے استنباط احکام ظاہر شریعت کی اصول ٹھہرائے اولیائے طریقت نے باطن شریعت کی تحصیل کے جسکو طریقت کہتے ہیں تو اعد مقرر فرمائے تو یہاں بدعت سیئہ کا گمان سراسر غلط ہے ہاں یہ البتہ ہے کہ حضرات صحابہؓ کو بسبب صفائے طبیعت اور حضور خورشید رسالت کے تحصیل نسبت میں ایسی اشغال کی حاجت نہ تھی فقط ایک نظر ڈالنے سے جمال باکمال پر وہ کچھ حاصل ہو جاتا تھا کہ اب چلوں میں وہ نہیں

حاصل ہوتا بخلاف متاخرین کے کہ ان کو بہ سبب بعد زمان رسالت کے البتہ اشغال مذکورہ کی حاجت ہوئی جیسی صحابہ کرامؓ کو قرآن اور حدیث کے فہم میں قواعد صرف و نحو کی دریافت کا حاجت نہ تھی اور اہل عجم اور بالفعل کے عرب اسکے محتاج ہیں واللہ اعلم۔ پھر معلوم کرنا چاہئے کہ نسبت پر مداومت کرنیوالے کے حالات رفیع الشان نوبت بنوبت ہوتی ہیں کبھی کوئی کبھی تو سالک ان حالات رفیعہ کو غنیمت جانے اور معلوم کرے کہ حالات مذکورہ طاعات قبول ہونے اور باطن نفس اور دل کے اندر اثر کر نیکی علامات ہیں منجملہ احوال رفیعہ کے مرضیات محبوب اور محبوب کو اسکے جمیع ماسوا پر مقدم رکھنا حضرت سلیمانؑ کا قصہ جس کا آیت شریفہ فطفق میحاً بالسوق والاعناق مشہور و معلوم ہے اور منجملہ اسکے خوف و رضائے مطلوب دہیں ہر لحظہ جوش مارنا اور آنسوؤں سے ڈبڈبہ آنکھ رہنا اور منجملہ اسکے سچا خواب اور فراست صادقہ اور وہ خاطر ہے جو کہ مطابق واقع کے ہے حدیث میں آیا ہے اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله اور انہیں سے قبولیت دعا ہے اور ظاہر ہونا اس کا جس کا اللہ تعالیٰ سے طالب ہے اپنے ہمت کی کوشش سے اور اسی کی طرف اشارہ حدیث میں ہے کہ بعض شخص غبار آلودہ پریشان مو پرانے پہنے کپڑوں والا جسکو کوئی خیال میں نہیں لاتا اگر وہ قسم کہا بیٹھے اللہ کے بہرہ سے پر تو حق تعالیٰ اس کے قسم کو سچا کر دے بعض کو خدا کے نزدیک اسکے ایسی وجاہت ہے کہ جیسا اس نے کہا ویسا ہی کر دے پھر بعد حاصل ہونے نسبت کے دوسرا عروج اور ترقی ہے اور وہ عبارت ہے فانی اللہ اور بقا باللہ سے وہ موبہت خداوندی ہے جسکو چاہے اپنے بندوں میں سے عنایت کرے اسطرح حجۃ اللہ البالغۃ میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تحریر فرمائے ہیں واللہ اعلم۔

۱۔ پس شروع کیا تھ پیرنا پاؤں پر اور گردنوں پر ۱۳ سورہ ص ۲۔ بخوف راست مؤمن سے پس تحقیق وہ نظر کرتا ہے نور خدا سے ۱۴

پرتو پنجم پنج بیان چار دہ خانوادہ کے

ظہور چودہ خانوادہ کے جو مشہور ہیں اسطرح پر ہے جب حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے دولت و نعمت عرفان حضرت شاہ مردان علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو عنایت ہوئی انہوں نے بعد تعلیم اور تربیت کامل کے یہ نعمت حضرت خواجہ حسن بصریؒ کو عطا فرمائے بعد اسکے انہوں نے حضرت خواجہ حبیب عجمیؒ کو اس دولت غیر مترقبہ سے سرفراز فرمائے اور انے حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کو یہ نعمت پہونچی اس مقام پر خانوادہ جدا جدا ہو گئی ہیں حضرت خواجہ حبیب عجمیؒ کی طرف نو خانوادہ نسبت کیجاتی ہیں اس تفصیل سے حبیان طیفوریان کر خیال سقطیان جنیدیاں گارز و نیاں طویاں فردوسیوں سہروردیاں اور حضرت عبد الواحد بن زیدؒ کی طرف پانچ خانوادہ منسوب ہیں اس تفصیل سے زیدیاں عیاضیان ادہمیان ہبیریان چشتیان انہیں زیدیاں جو کہ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کی طرف منسوب ہیں سبکہ سب عبد اللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کے نسل سے تھے ہر ایک انہیں سے حافظ کلام اللہ تھے اور علم نہایت رکھتے تھے انہوں نے اپنے نسبت و ارادت حضرت شیخ عبد الواحد بن زید سے درست کئے اور اپنے آبا و اجداد کی نسبت اور ان کے شہر و دیار کو بھول گئے اور حضرت شیخ عبد الواحد نے ان خلافت سے سرفراز فرمایا ان کے روشن و طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید حفظ کرتے تھے اور علم کامل حاصل کرتے تھے اور بیابانوں میں جا کر ریاضت و مجاہدہ و خلوت میں مشغول رہتے تھے اور ہمیشہ روزہ رکھتے تھے تیسرے یا چوتھے یا پانچویں کو ایک بار جنگلی میوے سے یا گھانس سے افطار کرتے تھے اور کوئی جاندار کو نہیں مارتے تھے یہاں تک کہ چوٹی اور بچھو کو ایذا نہیں پہونچاتے تھے اور شب و روز ذکر الہی میں مشغول رہتے

اور کبھی شہر اور بستی کو نہیں آتے اور رہنے کو گھر نہیں بناتے اور دنیا اور اہل دنیا سے نفرت و وحشت رکھتے اگر کوئی فتوح لاتے تو قبول کرتے اور فقیروں کو دیتے اور موٹے جوٹے پیسے پرانے کپڑا پہنتے اور بعض درختوں کی پتوں کو سلوا کر پہنتے اور نہایت سلیم القلب تھے اگر کوئی ان کو بیابان سے پکڑ کر غلام بنا لیتے تو خدمت کرتے اور جو فروخت کر ڈالتے تو بھی کچھ نہ بولتے یہ لوگ جب تک حافظ کلام اللہ اور عالم نہوتے تو مرید کیسے نہیں کرتے اور اپنے مریدوں کو صلاح و مجاہدہ و ریاضت میں ڈالتے اور ترک خانماں اور ترک دنیا کرواتے عیاضیان منسوب شیخ فضل بن عیاض کی طرف ہیں ان کے طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ تنہا و مجرد رہا کرتے اور شادی گرتی نہیں کرتے اور سختی و محنت ہمیشہ کھینچتے اور نیا کپڑا نہیں پہنتے بلکہ راہ افتادہ لتوں کو دھو دھا کر اس سے نماز پڑھتے اور کسی سے سوال نہیں کرتے بغیر طلب کے کوئی کچھ دیتے تو کہا لیتے و اگر نہ فاقہ رہتے اور تمام رات کو جاگے جب صبح روشن ہوگئی تو دوڑتے اور اکثر رنگا پا رہتے اور افطار تیسرے یا چوتھے رات کو مہمان کے ساتھ کرتے اور خلق سے نہیں ملتے جب کوئی ان کے صحبت اختیار کرنے چاہتے تو پہلے ان کے طرح مجرد ہناتے اور جو کچھ اسکے ملک و قبضہ میں ہوتے سب فقرا کو دلواتے اور زن و فرزند کو سپرد خداے تعالیٰ کا کرواتے اور کل ماسوا اور خشم و بغض سے اسکے دل کو صاف کرواتے تب اپنا مرید پکڑتے ادھیان۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہمؒ کی طرف منسوب ہیں ان کے طریقہ یہ ہے کہ مجرد رہا کرے اور کپڑا موٹے جوٹے پہنے اور سفر و حضر میں ذکر جلی کرے اور کسی سے کچھ طمع نہ رکھے بغیر طلب کے کچھ پہونچکیا ہو فقیروں کو دے اور انکے طفیلی ہو کر آپ بھی دو چار لقمے کہا لے اور ہرگز اہل دنیا سے مل جلی نہ کرے جو چاہے کہ انکا مرید ہو اول دنیا داروں کی فعل سے اپنے دل کو پاک کرے تب ان کے مرید ہو۔ ہمیریان حضرت ہمیرہ بصریؒ کی طرف

منسوب ہیں ان کے طریقہ یہ ہے کہ مسکینوں کی بستی میں رہا کرتے ہیں اور شہر میں گھر نہیں اٹھاتے اور بیابانوں میں تنہا رہا کرتے اور جنگلی میوے یا گیاه بے نمک کھایا کرتے اور فتوح کسی کا قبول نہیں کرتے اور بعد تین یا چار دن کے اکبار جنگلی میوے یا بے نمک سبزی سے افطار کرتے تا ان کا دل بیٹا ہو جاتے۔ چشتیاں منسوب حضرت خواجہ ابواسحاق چشتیؒ کی طرف ہیں وہ مرید اور خلیفہ حضرت شیخ مشاد دینوریؒ کی توجہ و التفات سے خرقة پوشی کی نعمت سے مشرف ہوئے ان کو حکم ہوا کہ تم خواجہ چشت کا ہوتب سے خوجگان چشت پیدا ہوئے اور وہ پانچ تن ہیں اول حضرت خواجہ ابواسحاق چشتیؒ دوسرا حضرت خواجہ احمد چشتیؒ تیسرا حضرت خواجہ محمد چشتیؒ چوتھا حضرت خواجہ نصیر الدین چشتیؒ پانچواں حضرت خواجہ مودود چشتیؒ ہیں ان پانچوں کو خوجگان چشت بولتے ہیں جو ان سے ارادت و نسبت درست کیا ہو اسکو تاقیامت چشتی بولتے ہیں انکا طریقہ یہ ہے کہ شہر یا بستی میں رہا کریں اور خلق کو رشد و ہدایت کی طرف دعوت کریں اور توکل پر زندگانی کریں اور ہمیشہ ماسوا سے دور بہاگیں اور سدا ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہیں اور اکثر فاقہ رہا کریں اور صحبت غریبوں مسکینوں سے رکھیں اور سماع اور اہل سماع کو دوست رکھیں اور فقیروں سے نہایت تعظیم سے پیش آویں اور تو انکروں کو فقیروں میں جگہ نہ دیویں غریبوں کی ہاتوں کو خود دہلاتے ہیں اور ان کے کہانے آپ درست کرتے ہیں اور ہر ایک خوجگان چشت سے اہل علم اور کیمیا نظر تھے کہ جسکے طرف نظر اٹھا کر دیکھتے اسکو واصل کر دیتے اور دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے اسکے دل سرد ہو جاتا اور اہل نعمت و کرامت ہو جاتا جب کوئی چاہے کہ ان کے مریدوں میں شامل ہو چاہے کہ پہلی اپنے دلکا تزکیہ اور تصفیہ کرے بعدہ انکا مرید ہووے تا ان کے برکت نظر سے حجاب مرتفع ہو اور شاہد مطلوب سے ہم اغوش ہو واللہ اعلم۔ (اللہ بڑھکر جانے والا)

حبیبیان کہ حضرت حبیب عجمیؒ کی طرف منسوب ہیں سو یوں ہے کہ دو بہائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے جو کہ عالم اور متقی اور صالح الناس تھے حضرت حبیب عجمیؒ کی ہاتھ پر مرید ہوئے حضرت حبیبؒ دونوں کو خلافت اپنی سے سرفراز فرمایا اور فرمایا تا غار حرا میں جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت اکثر تشریف لیجا کر تے تھے جا کر رہیں اور خلق سے ملاپ نہ کریں اور تنہا رہیں اور بعد ایک ہفتے کے ایک بار ایک یا تین خرے افطار کریں وہ حسب فرمان کے علی التواتر بارہ برس تک وہاں مشغول بحق رہے ان کے طریقہ یہ ہے کہ مجالس میں حاضر نہیں ہوتے اور فتوح قبول نہیں کرتے اور بعد تین یا چار یا پانچ ہفتے کے جنگلی میوے سے افطار کرتے اور سداذ کراہی میں مشغول رہتے اور پہٹا پرانے کپڑے سے ستر پوشی کرتے اور نیا کپڑا جو کبھی ملتا تو فقیروں کو دے ڈالتے اور آہوان جنگلی ان سے بات کرتے اور کہتے کہ اے دوستان خدا تم ہم کو ذبح کر کہا جاو لیکن وہ نہیں کہاتے۔

طیفوریاں منسوب حضرت ابی یزید بسطامیؒ کی طرف ہیں کہ طیفور نام رکھتے تھے آنحضرت مرید حضرت حبیب عجمیؒ کا تھے نہایت بزرگ اور ارجمند تھے ایک سو باون برس عمر رکھتے تھے حضرت خواجہ حسن بصریؒ کو دیکھے ہیں اور تربیت حضرت حبیب عجمیؒ سے پائے ہیں ان کے مرید چار شخص تھے اور اپنے کو طیفوری کہلائیں شیخ مسعود شیخ محمود شیخ احمد شیخ ابراہیم۔

کرخیاں حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ہیں ان کے طریقہ ہے ترک خانماں اور اختیار کرنا خلوت و عزلت کا اور ہمیشہ روزہ رکھنا اور خوف الہی سے رونا اور فقرا کو دوست رکھنا اور اپنے کو سب سے حقیر جاننا اور دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور ہمیشہ

ریاضت و مجاہدہ میں رہنا۔

سقطیاں حضرت شیخ سری سقطیؒ کی طرف منسوب ہیں ان کے طریقہ یہ ہے کہ صوم دہر رکھتے اور قائم اللیل رہتے اور فتوح کسی سے قبول نہیں کرتے بعد تین یا چار روز کے خلوت سے باہر آتے اور شام کو در بدر بھیک مانگتے اور اس سے افطار کرتے۔

جنیدیاں حضرت شیخ سید الطائفہ جنید بغدادیؒ کی طرف منسوب ہیں ان کے طریقہ ہے کہ بعد چوتھا روز کے افطار کرتے اور یہ لوگ بعد خلافت بارہ برس تک محنت و مجاہدہ تام میں مشغول رہا کرتے ہیں اگر فتوح پہونچے پہلے فقیروں کو تقسیم کرتے بعد اسکے آپ بھی کہاتے کوئی ان کے مجلس سے محروم نہیں جاتے۔

گارزونیاں حضرت سلطان ابواسحاق امام گارزونؒ کی طرف منسوب ہیں وہ بادشاہی چھوڑ کر شیخ ابوعلی حسین بن محمد فیروز آبادیؒ کی مرید ہو گئے تھے ان کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ خلوت و عزلت میں مشغول بحق رہتے اور اسماعی عظام پڑھا کرتے۔

طوسیاں حضرت شیخ علاؤ الدین طوسیؒ کی طرف منسوب ہیں ان کا طریقہ ہے کہ سماع مزار سنتے اور ذکر جلی کرتے اور جو کچھ فتوح پہونچتے مؤمن و کافر فقیر و غنی پر برابر تقسیم کرتے۔

فردوسیاں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ فردوسیؒ کی طرف منسوب ہیں اور وہ یوں ہے کہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ اور حضرت شیخ عبد اللہ طوسی باہم برادری رکھتے تھے اور مجاہدہ و ریاضت میں من کل الوجہ کامل تھے جنگلی میوے یا نان جویں بے نمک کہاتے تھے ان کا نظر کیمیا خاصیت جس پر پڑتا واصل بحق ہو جاتا ہر دو بزرگوار حضرت شیخ ضیاء الدین اب النجیب عبد القادر سہروردیؒ کی پاس آئے اور کہنے لگے کہ افسوس ہماری عمر آخر ہو چکا اور ہمارے کام ناتمام رہا اور مجاہدہ اور ریاضت سے مرچکا اور مقصود دلی سے بہرہ مندی نہ پایا

اب کیا کیا چاہئے اور کیا چارہ ہے حضرت شیخ ضیاء الدین نہایت نرمی سے فرمائے کہ میں بھی اس میں مبتلا ہوں چلئے ہم کسی بزرگ کے خدمت میں جا کر مرید ہو جاویں تاکہ ان کے برکت سے مطلوب تک پہنچیں وہ دونوں بزرگوار بولے کہ بندگی مخدوم جو کچھ فرماوے وہی منظور ہے حضرت شیخ ضیاء الدین فرمایا کہ حضرت شیخ وجہ الدین ابو حفص المعروف شیخ عمویہ بڑے بزرگ شخص ہیں چلئے ہم تینوں ان کے مرید ہو جاویں غرض تینوں بزرگوار حضرت شیخ وجہ الدینؒ کی خدمت میں گئے اور ارادت درست فرمائے حضرت شیخ رحمہ اللہ بعد از ارادت حضرت شیخ ضیاء الدین اور شیخ علاؤ الدین کو خلافت عطا فرما کر فرمایا کہ تم اپنا اپنا شہروں کو جا کر بندگان خدا کو راہ ہدایت کی طرف دعوت کیا کرو بعد اسکے شیخ نجم الدین کبریٰ کی ہاتھ پکڑ کر شیخ ضیاء الدینؒ کو تسلیم فرمائے اور فرمائے کہ اس کو تم اپنے پر لازم پکڑو کہ تمہارے نام اس سے بلند اور روشن ہوگا شیخ ضیاء الدین بعد سات مہینے ارادت کے شیخ نجم الدینؒ کو خلافت دیکر فرمائے کہ آپ شیخ بزرگ قریہ فردوس کے ہیں وہاں جا کر ارشاد فرمائے اس وقت سے فردوسی لوگ ظاہر ہوئے واللہ اعلم۔

سہروردیاں حضرت شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سہروردیؒ کی طرف منسوب ہیں ان کے طریقہ ہے کہ شیخ ضیاء الدین ارادت کے آگے بارہ برس تک اپنے نفس کو ساتویں روز کے بعد آب ودانہ دیتے تھے اور تین خرما کھاتے اور مشغول بحق ہوتے اور جب مرید ہوا اور خلافت پایا بعد ایک چلے کے اپنے نفس کو آب ودانہ دیتے اور تین خرما کھاتے اور ہمیشہ قبلہ رواور پنجواب رہتے واللہ اعلم و علمہ اتم واحکم۔

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ حکیم امت مصطفویہ رحمۃ اللہ علیہ ہمعات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جاننا چاہئے کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر

الادیان دین اسلام کے ساتھ اس امت مرحومہ میں مبعوث فرمایا مدد عنایت الہی ان کے دین متین کے حفاظت کیلئے مصروف ہوئی فرمایا اللہ جل شانہ نے وانا لہ لحافظون تا بسبب اس عنایت ایزدی کے دین متین آپ کے جملہ ادیان پر غالب ہوں اور مقصود اشاعت دین اسلام سے کہ تہذیب نفوس عرب و عجم و رفع مظالم درمیان مردم ہے بخوبی متحقق ہوں اور دین اسلام کی دو جانب ہیں ایک ظہر دوسر لطن اسلئے مدد عنایت الہی اس دین کی حفاظت میں دو قسم پر منقسم ہوئی جب حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہنگامہ افروز رفیق اعلیٰ ہوئے وعدہ حفاظت الہی آپ کے وارثوں میں جو کہ جملہ دین ہیں حسب استعداد کے ظاہر ہوئی پس ایک جماعت انہیں سے بحسب استعداد ازلی مرکز عنایت ہوئے اور حفظ ظاہر شرع شریف کے لئے کمر بستہ ہوئے وہ فرقہ فقہا و محدثوں اور غازیوں اور قاریوں کے ہیں اور ایک جماعت حسب استعداد ازلی مرکز عنایت الہی ہو کر احیائے باطن دین متین کو کہ عبارت احسان سے ہے کمر ہمت کی مضبوط باند ہی یہاں تک کہ یہ فرقہ ہر قرن میں مرجع اہل زمان کے ہوتے ہیں اور انوار طاعات کی تحصیل کی کیفیت اور اس میں لذت حاصل ہونے کی صورت اور اخلاق فاضلہ اور احوال سینہ کیساتھ متخلق ہونے کی طریقہ لوگوں ارشاد فرماتے ہیں بالجملہ ہر قرن میں ایک شخص اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ میں پیدا ہوتا ہے کہ عنایت حضرت حق تعالیٰ اقامت و اشاعت باطن دین متین کیلئے اسکے طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کام کو اسکے وسیلہ سے سرانجام دیتا ہے۔

شعر

کار زلف تست مشک افشانی اما اشتقاں ÷ مصلحت را تہمتی بر آہوے چین بستہ اند

جب یہ معنی کسی ولی میں اولیا کرام میں سے ظاہر ہوتا ہے اسکے علامت ظہور یہ ٹہرتی ہے کہ اسکے رفعت شان لوگوں کے درمیان روشن ہو جاتی ہے اور لوگوں کی اسکے طرف جھکتی ہیں اور چاروں طرف لوگوں میں اسکے ذکر جمیل کا شہرہ اور چرچا ہوتی ہے اور جو کام و وظائف ملت مصطفویہ سے مناسب طبیعت قوم کی ہوں اسکے دل میں الہام ہوتا ہے اور اسکے صحبت اور کلام میں جذب و تاثیر و دلچسپی رکھی جاتی ہے اور طالبوں کی اجتماع اور ان کے تربیت و تعلیم کی وجہ سے خانوادہ پیدا ہوتی ہے اور لوگ اس خانوادہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فوراً اپنے مطلوب کو پہونچتے ہیں اور جلد اپنے مقصود سے فائز ہوتے ہیں اور جو کہ اس خانوادہ کے ناصر اور خیر خواہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مظفر اور منصور ہوتے رہتا ہے اور اسکے مخالف و خاذل سدا مطرود و مخذول ہوتا جاتا ہے اور عوام و خواص کے دلوں میں رغبت و ہیبت اس جماعت کی جا پڑتی ہے اور مسبب الاسباب وہ سببیں نکالتا ہے کہ اسکے وجہ سے لوگ اس خانوادہ پر مجتمع ہوتے ہیں تا وقتیکہ وہ عنایت متوجہ دوسرے شخص کی طرف ہو الغرض خانوادہ بہت ہیں اور بہت تہیں اور بہت جاوینگے اور اسکے حصر کسی طرح معقول نہیں ہے انہیں بعض خانوادہ جدیدہ ہے اور بعض محی اور مجدد خانوادہ سابقہ کے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خانوادہ چودہ ہیں جیسا کہ مذکور ہوئیں اور بعض کہتے ہیں کہ بارہ ہیں مگر مقبول انہیں جنید یہ و حکیم یہ و محاسب یہ و خفیف یہ و نور یہ و طیفور یہ ہیں پس جان تو حقیقت حال یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے حسب فہم و ادراک کے ایک ایک بات کہا ہے اس خانوادوں کے بعد پہر دوسری خانوادیں ظاہر ہوئیں مانند جامیہ و قادریہ و اکبریہ و سہروردیہ و کبرویہ و بسویہ و خانوادہ خواجگان و خانوادہ معینیہ و نقشبندیہ و احاراریہ و قدوسیہ کے منسوب بشیخ عبدالقدوس گنگوہی

کی طرف ہے وغوثیہ کے منسوب بہ شیخ محمد غوث گوالیاری ہے و باقویہ منسوب بخواجه محمد باقی باللہ و احمدیہ منسوب بشیخ احمد سرہندی و احمدیہ منسوب بشیخ آدم بنوری و علویہ منسوب بامیر ابو العلی و غیر ہا بہتیرے خانوادہ ہیں انہیں سے بعضے کا اثر باقی ہے اور بعضے کا نہیں واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

پر تو ششم بیچ بیان شریعت و طریقت کے

ضمائر مہر نظائر باب دانش و نیش پر مخفی و منجب نہیں ہے کہ جو کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ و تعالیٰ کے درگاہ پاک سے بندوں کو پہونچائے ہیں اس کو دین اسلام کہتے ہیں اور حسب مضمون قولہ تعالیٰ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَام دین پسندیدہ اور معتبر یہی دین اسلام کے سوا اور کوئی دین نہیں ہے اور حقیقت و مغز اس دین متین کا معرفت و ایمان یعنی اور تو حید عیانی حقیقی باری تعالیٰ شانہ کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنفسہ مقرر فرمایا چنانچہ حضرت شیخ اکبر محی الدین بن العربیؒ آیت مذکورہ کی تفسیر میں اسکو تصریح فرمائے ہیں اسلئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے کلمہ شریفہ تو حید لا الہ الا اللہ ہی کو اللہ جل شانہ کی درگاہ پاک سے اپنے اپنے امتوں کو پہونچائیں ہیں اور جمیع ادیان و ملل سے غرض اصلی فہمائش اس کلمہ تو حید کی ہے گو کہ بعض ادیان باختلاف مقتضیات مختلفہ زمانہ احکام فرعیہ تو حیدی میں بعض کا مختلف ہوں مگر اصل تو حید میں جو کہ غرض اصلی جمیع ادیان کی ہے کسیکو کچھ اختلاف نہیں ہے اور اسی تو حید کی سمجھائش کی خاطر ساری کتب اسمانی نازل ہوئی بلکہ اسی تو حید کی جلوہ ظہور کے لئے اللہ سبحانہ نے کل مخلوقات کو پردہ عدم

سے جلوہ گاہ شہود میں لایا گویا یہ کلمہ تو حید بجائے متن اور جمیع ادیان و ملل وکل کتب آسمانی بلکہ سارے خدائی بمنزلہ شرح اسکی ہیں یہی کلمہ تو حید امانت الہی ہے جس کو آسمان وزمین وعرش وکرسی وپہاڑوں نے اٹھانے سے ڈر گئیں اور یہ پتلے خاکی آدم نے بیباکی سے اٹھائی ہے اور چشم رحم کی دفعیہ کے خاطر اللہ کان ظلوما جھولا کی ٹیکہ سے سرفراز ہوئے حضرت حافظ بلبل شیرازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

شعر

آسمان بار امانت نتوانست کشید ÷ قرعہ فال بنام من دیوانہ روند

جینک یہ تو حید کہ اصل ایمان اور اصل اصول دین اسلام اور جمیع ادیان کی ہے پوری اور ٹھیک نہ ہو جائے تو جمیع اعمال عطاات اور سارے بندگی وعبادات مجبوظ اور برباد ہیں اس کلمہ طیبہ تو حید کی جو کہ عبارت دین اسلام سے ہے دو جانب ہیں ایک ظہر دوسرے باطن بنا بر اسکے اسلام دو قسم پر ہے اسلام ظاہر اور اسلام باطن اسلام ظاہر کو اسلام جسدانی بھی کہتے ہیں جسد مورد ظلمت اور شہوت کا ہے اسلام ظاہر اقرار للسان اور اتیان بالارکان ہے اور اسلام باطن کو اسلام روحانی بھی کہتے ہیں اسلام روحانی نور وحدت و معرفت ربانی کا مقتبس ہو کر سارے عالم کو منور کر دیتا ہے اور ہر قسم کا کشف بھی حاصل ہوتا ہے ظاہری اسلام مقتضی اتیان اوامر وکف نواہی کا ہے اسلام ظاہر بدون اسلام باطن کے محض بے سود ہے اور صرف اسلام ظاہر سے سوء خاتمہ کا بھی خوف ہے چنانچہ صاحب تفسیر روح البیان سورۃ فاتحہ میں قولہ تعالیٰ مالک یوم الدین (مالک دن جزا کا ہے) کی تفسیر کی تحت میں

ل تحقیق وہ تھا بے باک نادان ۱۲ سورۃ احزاب

تاویلات نجمیہ سے نقل کئے ہیں یعنی اسلام ظاہر اسلام حقیقی تو حیدی کی محافظ و نگہبان ہے اگر اسلام حقیقی تو حیدی کسیکو حاصل نہ ہوں اسلام ظاہر کسی کام کو نہیں آتا ہے اور یہی معنی سوء خاتمہ کا ہے اب یہاں انسان میں دو طرح کا کمالات ثابت ہوئی ایک کمالات ظاہری کہ وہ اعتقادات صحیحہ موافق قرآن وحدیث واجماع اہل سنت وجماعت اور اعمال صالحہ اداے فرائض و واجبات و سنن و مستحبات اور ترک محرمات و مکروہات و مشتبہات و بدعات کے حاصل ہوتی ہے دوسری کمالات باطنی اسکے ثبوت چند دلیل سے ہے اول یہ کہ صحیحین میں حضرت عمر بن الخطابؓ سے مروی ہے کہ ایک روز ایک ان پہچان شخص حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے فرمایا کلمہ شہادت کا بولنا اور ادا کرنا نماز وروزہ کا اور دینار کلوۃ کا اور گزارنا حج کا جسکو قدرت ہو کہا سچ فرمائے آپ نے پس تعجب کئے ہم نے کہ خود پوچھتا بھی ہے اور خود چلاتا بھی ہے پھر ایمان سے سوال کیا فرمایا یہ کہ ایمان لاوے تو ساتھ خدایتعالیٰ اور اسکے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور روز قیامت کے اور یقین کرے تو ساتھ اسکے کہ خیر و شر دونوں تقدیر الہی سے ہیں کہا سچ فرمائے آپ نے پہر پوچھا کہ احسان کیا ہے فرمائے یہ کہ عبادت کرے تو خداے کا اس طرح پر گویا تو اسے دیکھتا ہے اور اگر تو نہیں دیکھتا ہے یقین کرے تو کہ وہ تجھے دیکھتا ہے پہر قیامت کی دن سے سوال کیا فرمائے کہ میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں پھر علامات قیامت سے سوال کیا پس اسکے نشانیں بتلائے پس جب وہ چلا گیا فرمائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جبریل علیہ السلام تھا تم کو تمہارے دین سکھانیکو آئے تھے اس حدیث سے صاف روشن ہو گیا کہ آدمی میں سوائے عقائد و اعمال کے دوسری کمالات بھی ہے جس کا نام احسان ہے اور اسکو اصطلاح فقراء میں ولایت کہتے ہیں جب سالک کے دہلیں

محبت الہی جسکو اصطلاح سلوک میں فنائے قلب بولتے ہیں غالب ہوتی ہے اور جملہ ماسوا سے چھوٹ کر مشاہدہ محبوب حقیقی میں مستغرق اور مستہلک ہو جاتا ہے اس وقت اگرچہ خدائے تعالیٰ کو دیکھنا دنیا میں عادیۃً اسکو محال ہے پر ایسی ایک حالت طاری ہوتی ہے گویا کہ وہ خدای تعالیٰ کو دیکھتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت سے خبر دے کہ گویا تو اسی دیکھتا ہے دوسری دلیل یہ ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے بدن ایسی ایک ٹکرا گوشت ہے کہ اگر وہ درست ہو تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ فاسد ہو تو سارے بدن فاسد ہو جاتا ہے اور وہ دل ہے اسکو قلب کہتے ہیں جب دل محبت الہی میں فانی ہو جاتا ہے نفس اسکے ہمسائیگی سے متاثر ہو کر صفت امارگی سے باز آتا ہے اور حب فی اللہ اور بغض فی اللہ سے موصوف ہو جاتا ہے اور تمام بدن مطیع و فرمانبردار شرع شریف کے ہو جاتا ہے یہاں پر اگر کوئی کہے کہ درنگی قلب ایمان و اعمال سے ہے نہ دوسرے سے کہا جائیگا کہ حدیث میں صلاح قلب کو سبب صلاح بدن کا فرمایا اور صلاح بدن عبارت اعمال صالح سے ہے پس اس صورت میں اگر موجب صلاح قلب محض ایمان کو کہا جائے مجرد ایمان غالباً بدون صلاح بدن کے بھی ہوتا ہے اگر مجموعہ ایمان اور اعمال کو صلاح قلب کہا جائے پس اس صورت میں اسکو موجب صلاح بدن قرار دینا ٹھیک نہیں آتا ہے تیسرا دلیل یہ ہے کہ جمیع مؤمنین سے صحابہ کرام علم و عمل میں افضل ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دوسرے کوئی مثل جبل احد کے سونے راہ خدا میں خرچ کرے ایک ادھ صاع جو کے برابر نہیں ہوگا جو کہ صحابہ کرام نے راہ خدا میں خرچ کئے ہیں پس یہ فضیلت بوجہ کمال باطنی کے ہے جو کہ سبب برکت صحبت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو حاصل ہوئی ہے اگر اولیائے امت یہ دولت غیر

مترقبہ پائے ہیں تو برکت صحبت حضرات پیران رحمہم اللہ تعالیٰ سے پائیں ہیں کہ واسطہ در واسطہ ہو کر باطن حضرت رسالت سے ان کو پہنچتی ہے باوجود اسکے درمیان اس صحبت اور اس صحبت کے فرق روشن ہے پس اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ سوائے کمالات ظاہری کے انسان میں وہ کمالات باطنی ہے جس سے اس کے درجات میں فرق ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث قدسی اس پر دلالت کرتا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھے ایک وجہ نزدیکی کرتا ہے میں اس سے ایک گز نزدیک ہو جاتا ہوں اور جو کہ ایک گز نزدیک کی کرتا ہے میں اس سے ایک باغ نزدیک کی کرتا ہوں اور بھی فرمایا کہ بندہ مؤمن ہمیشہ بتوسط نوافل مجھے نزدیکی کرتا ہے یہاں تک میں اسی پیار کرتا ہوں اور دوست اپنا بنا لیتا ہوں پس جب دوست بنا لیا میں اسکے بینائی اور شنوائی اور دست و پا یعنی قدرت جمیع حرکات و سکنات کی ہو جاتا ہوں۔ چوتھا دلیل یہ ہے کہ جماعت بے نہایت جنگے ہر ہر فرد بسبب علم و عمل کے سند کی قابل ہے اور ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل تسلیم نہیں کرتا ہے اپنی اپنی زبان قلم اور قلم زبان سے خبر دیتے آتے ہیں کہ برکت صحبت مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ سے جنگے سلسلہ صحبت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے ہمارے باطن میں سوائے عقائد و فقہ کے ایک حالت ایسی پاتے ہیں کہ اس صحبت کی آگے وہ حالت ہم کو حاصل نہ تھی اور جب سے یہ حالت ہم میں پیدا ہوئی خدائے تعالیٰ کی محبت اور اسکے دوستوں کی محبت اور اعمال صالح کا شوق اور توفیقات حسنات اور رسوخیت اعتقادات حقہ بڑھ گئی اور یہ حالت خود کمال ہے اور موجب کمالات ہے جب یہ تجھے معلوم ہو گیا اب جان تو اے عزیز کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة یعنی طلب کرنا اس علم کا جو مسلمان مسلمان ہونے میں ضروری ہے عام اس سے کہ اسلام

ظاہری ہو یا اسلام باطنی خواہ یہ علم بڑے بڑے کتابوں کے پڑھنے سے حاصل ہو یا کسی خدا شناس عالم کے بتلانے سے حاصل ہو مرد و عورت جو ان بوڑھا سب پر فرض ہے اسی واسطے حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

نظم

طلب کردن علم شد بر تو فرض ÷ دگر واجبست از پیش قطع ارض
چو شمع از پے علم باید گداخت ÷ کہ بے علم نتوان خدا را شناخت

پس حسب مضمون قولہ تعالیٰ "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" ہر ہر فرد انسان و جنات کو خواہ مرد ہو یا عورت جو ان ہو یا بوڑھا عالم ہو یا جاہل بشرط بلوغ اوٹھانا اس امانت ایزدی اسلام کا جو کہ عبارت علم باللہ و عرفان الہی اور توحید الہی سے ہے اپنی اپنی وسع و طاقت کی اندازہ پر فرض عین ہے اور کسی فرد کو انہیں سے ان تکلیفات احکام اسلام ظاہری و باطنی سے منہ موڑنے اور عذر و معذرت کی راہ نہیں ہے یعنی بجالانا احکام اسلام ظاہری و باطنی کا سب پر فرض عین ہے اور ان تکلیفات میں سب برابر ہیں باقی رہا بحکم قولہ تعالیٰ "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" یہ تکلیف اسلامی ہر ایک کے وسع و طاقت و مقدور کے اندازہ پر ہوتی ہے اور وہ بحسب احوال مختلفہ مکلفین کے مختلف ہوا کرتی ہے اور احوال مکلفین کا دو طرح پر ہیں احوال ظاہرہ و احوال باطنہ تکلیفات احکام اسلام ظاہری میں احوال ظاہرہ مکلفین کی لحاظ پر حکم ہوتا ہے مثلاً زید کے پاس لاکھوں روپیہ موجود ہیں اسپر حوالان حول بھی گذرا ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ کا دینا فرض ہے نہ دینے سے عند اللہ ماخوذ ہوگا اور عمرو کے پاس کچھ بھی موجود نہیں وہ دنکا بہکاری اور وقت کا محتاج بلکہ

۱۔ اور نہیں پیدا کیا میں نے جن کو اور نہ آدمی کو مگر تو کہ عبادت کریں ۱۲ ذریات ۲۔ انہیں تکلیف دینا اللہ کسی جی کو مگر طاقت انکی پر ۱۲ سورہ بقرہ

مخصوصہ کی حالت میں ہے اس پر زکوٰۃ کا لینا حکم ہے اگر زید تو انگریز زکوٰۃ نہ دے کر لیتے جائے یا عمرو کنگال بجائے لینے کے قرض کر کے زکوٰۃ دے اس صورت میں اپنے اپنے مقتضائے احوال کے خلاف پر عمل کرنے کے سبب سے زید و عمرو دونوں گنہگار اور عند اللہ ماخوذ ہونگے اب یہاں پر تجھے معلوم ہوا کہ حکم اسلام ظاہری زید کا زکوٰۃ کی دینا ہے اور حکم اسلام ظاہری عمرو کا زکوٰۃ کا لینا ہے یعنی بسبب اختلاف احوال کے حکم دونوں کا مختلف ہے باوجود اسکے زید و عمرو ہر دو مکلف ایک ہی اسلام ظاہری میں احوال ظاہرہ مکلفین کا اعتبار ہے اور احوال کا اختلاف کے وجہ سے احکام ہر مکلف کا مختلف ہوتے جاتا ہے جیسا احکام اسلام ظاہری میں احوال ظاہرہ مکلفین کا معتبر ہے اس طرح اسلام باطنی میں احوال باطنہ مکلفین کا اعتبار ہے اور جیسا وہاں اختلاف احوال ظاہرہ کی وجہ سے احکام مختلف ہوتا تھا یہاں بھی اختلاف احوال باطنہ کی سبب سے احکام اسلام باطنی کا مختلف ہوتا جاتا ہے اور جب تک مقام تلوین سے گذر کر مقام تمکین کو نہ پہنچے اور صاحب نفس مطمئنہ کا نہ ہو جائے تب تک اثنائے سلوک میں ہر ہر قدم میں سالک راہ طالب ترقی مقام بالا کا ہے اور ہر دم نعرہ رب زدنی علما کا مارتا جاتا ہے اور ہر لحظہ دریاے مواج سلوک میں دست و پا مارتا ہوا تیرتا جاتا ہے اور رنگ برنگ موجیں اسکے پیش آتیں ہیں اور ایک ایک لطیفہ کا سیر ایک ایک نئی نئی طرز و طریقہ پر کرتے جاتا ہے کبھی اسکے سیر مقام نفس میں کبھی مقام قلب میں کبھی مقام روح میں کبھی مقام سر میں کبھی مقام خفی میں کبھی مقام اخفی میں بنا برا اسکے حضرت شیخ اکبر محی الدین بن العربیؒ قولہ تعالیٰ "اتل ما وحي اليك من الكتاب واقم الصلوة" کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں جسکے ترجمہ یہ ہے یعنی تفصیل کر اس

مجموع عقل قرآنی کو جو تجہیں بطریق وحی اور نزول کتاب علم فرقانی کے رکھی گئی ہے اور قائم کر
صلوٰۃ مطلقہ کو بہ ترتیب تفصیل تلاوت اور علوم کے اس معنی پر کہ جمع کرے تو درمیان کمال
علمی اور عمل مطلق کے کیونکہ آپ کیلئے موافق ہر عمل ایک ایک صلوٰۃ جداگانہ ہے چنانچہ علوم
بعضے انہیں سے نافع ہے جو کہ متعلق ہے ساتھ آداب اور اعمال اور اصلاح معاش وہ علوم
قوتوں کا ہے غیب ملکوت ارضیہ سے اور بعضے انہیں سے علوم شریفہ ہے جو کہ متعلق اخلاق
وفضائل اور اصلاح معاد سے ہے اور علوم نفس کا ہے غیب صدر اور عقل علمی سے اور بعضے کلیہ
لغیبیہ ہے جو کہ متعلق صفات سے ہے اور وہ دو قسم پر ہیں عقلیہ نظریہ اور کشفیہ سریہ اور وہ
دونوں غیب قلب اور سر سے ہے اور بعضے علوم حقیقیہ ہیں جو کہ متعلق تجلیات اور مشاہدات
سے ہیں اور وہ غیب روح سے ہے اور بعضے ذوقیہ لدنیہ ہیں جو کہ متعلق عشقیات اور
مواصلات سے ہیں اور وہ غیب خفا سے ہے اور بعضے علوم حقیہ ہیں غیب الغیوب سے اور
موافق ہر علم کے ایک صلوٰۃ جداگانہ ہے پہلے ان میں سے صلوٰۃ بدنہ ہے جو کہ اداے
ارکان اور اقامت اوضاع سے پوری ہوتی ہے دوسرے صلوٰۃ النفس جو کہ خضوع اور
خشوع اور انقیاد اور طمانیت درمیان بیم اور امن سے عبارت ہے تیسری صلوٰۃ القلب جو کہ
عبارت حضور و مراقبہ سے ہے چوتھی صلوٰۃ السر جو کہ مناجات اور مکالمہ سے عبادت ہے
پانچویں صلوٰۃ الروح جو کہ عبارت مشاہدہ روحی سے ہے چھٹویں صلوٰۃ الخفا جو کہ ملاطفت
اور مناعہ سے پوری ہوتی ہے اور ساتویں مقام میں بالکل نماز نہیں ہے کیونکہ وہ مقام محبت
صرفہ اور فنا محض کے ہے بیچ عین وحدت ذاتیہ کے اور جیسا کہ نہایت صلوٰۃ ظاہرہ کی اور
اسکے انقطاع بدلیل قولہ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین متعلق موت سے ہے

ویسی انتہائے صلوٰۃ حقیقی تعلق فناے مطلق سے رکھتا ہے جو کہ عبارت حق الیقین سے ہے
اور بعد فنا کے مقام بقائیں اوپر کی چھٹوں قسم نمازیں اور صلوٰۃ الحق جو کہ عبارت محبت و نفیر
سے ہے دوسرے اس پر آجاتی ہیں ۱۲ سورہ عنکبوت صفحہ ۶۴ جلد دوم قولہ تعالیٰ اقم
الصلوٰۃ لدلوک الشمس کے تفسیر میں لکھتے ہیں جسکے ترجمہ یہ ہے جان تو نماز پانچ
قسم پر ہیں پہلی صلوٰۃ المواصلۃ والمناغات مقام خفائیں دوسری صلوٰۃ الشہود مقام روح میں
تیسری صلوٰۃ المناجاة مقام سر میں چوتھی صلوٰۃ الحضور مقام قلب میں پانچویں صلوٰۃ
المطاوعۃ والانقیاد مقام نفس میں پس ڈہلنا سورج کا علامت زوال آفتاب وحدت کا ہے
حالت استوا سے اوپر وجود بندہ کے ساتھ فناے محض کے کیونکہ حالت استوا میں نماز
درست نہیں ہے کس واسطے نماز ایک عمل ہے کہ بے وجود عامل کے محل ظہور میں نہیں آتا ہے
اور اسی حالت میں ہستی بندہ کا یقلم منعدم ہے نماز کون ادا کرے گا۔ الغرض۔ جب جب
سالک مقام بالا کو ترقی کرتا جاتا ہے اسکے ثواب عبادات دوسروں کی ثواب عبادات سے بڑھ
بڑھ جاتا ہے صحیحین میں حضرت ابی سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی تم میں سے مثل کوہ احد کے سونے راہ خدا میں خرچ کرے تو برابر
نہیں ہوگا ایک ادھ سیر جو کا کہ ہمارے صحابہؓ راہ خدا میں خرچ کئے ہیں اور بھی حضرت
عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ ایک رات کو بہت سارے ستارگان روشن آسمان میں میں
نے دیکھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسوقت میرے پاس تشریف رکھتے تھے میں نے کہی یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کوئی ایسا ہے جو کہ اسکے نیکی مثل ان ستارگان کے ہو فرمایا ہاں
عمرؓ ہے کہا میں نے پس جناب ابی بکر صدیقؓ کا کیسی ہے فرمایا کہ سارے حسنات عمر کا مثل

ایک حسہ کی ہے حسات ابی بکر صدیقؓ سے حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پٹیؒ ارشاد الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس بات کا راز یہ ہے کہ سارے عالم دائرہ ظلال کا ظل اور سایہ ہے جب سالک اپنے سیر و سلوک میں ترقی کرتا ہوا دائرہ ظلال تک پہنچ جاتا ہے اور اس میں فانی اور مستہلک ہو جاتا ہے پس جو قرب اور نزدیکی دائرہ ظلال کو جناب الہی سے ہے وہ قرب و نزدیکی اس سالک کو حاصل ہو جاتا ہے اور تمام عالم و عالمیاں بجائے ظل اور سایہ اس سالک کے ٹہرتا ہے اور سارے جہاں والوں کا صفات اور ان کے عبادات بمنزلہ ظل صفات و عبادات اس سالک کے ٹہرتا ہے پس جس قدر تفاوت اصل اور ظل میں ہے اسی قدر تفاوت اس سالک اور دوسروں میں ہوگی جو کہ اسکے نیچے درجے میں ہیں کسواطے قرب کا ہر نقطہ فوقانی بمنزلہ اصل کے ہے اور نقاط تحتانی اسکے ظل کے مقام میں ہیں پس جب نقطہ فوقانی حاصل ہو جاتا ہے جمیع نقاط تحتانی اسکے اصل سے کیا نسبت رکھتا ہے اگر بالفرض کوئی شخص پچاس ہزار برس عبادت کرے ایک ادنیٰ ولی کے درجے کو پہونچنا مشکل پڑ جاتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة (چوبتی ہیں فرشتے اور روح طرف اسکے بچ اسدن کے کہ ہے مقدار اسکی پچاس ہزار برس ۱۲ سورہ معارج) جب تمام عمر دنیاوی اس قدر نہیں ہے پس حصول ولایت بجز دریاخت و مجاہدہ کے محال اور غیر متصور ہے حضرت عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

بیت

سیر زاہد یکشبے یکروزہ راہ ÷ سیر عارف ہر دمے تا تحت شاہ

مشائخ لوگ جو مریدوں کو ریاضت و مجاہدہ کا امر کرتے ہیں اس سے محض تصفیہ عناصر اور

تزکیہ نفس غرض ہے نہ حصول قرب و ولایت بلکہ تزکیہ و تصفیہ بھی جب تک تاثیر صحبت مشائخ کا اسکے ساتھ منظم نہ ہو جائے بجز عبادت کے حاصل نہیں ہوتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ سالک راہ ہمیشہ ترقی میں ہے اور جو کہ ایک دن ترقی درجات سے ٹہرے رہا وہ مغبون ہے پس سالک جتنے اوپر کو ترقی کرتا جاتا ہے اور ایک حالت سے دوسری حالت کو پہونچتا ہے اور منازل قرب اور میدان تو حید کو طی کرتا جاتا ہے مقامات پائیں اور حالت اولیٰ اسکے حق میں ظلمت اور نقصان ٹہرتا ہے اور اسکو اسی مقام میں تقصیر اور گناہ جانتا ہے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسنات الابوار سیات المقربین۔ (نیکوں نیک کاروں کا بدی مقربین کا ہے ۱۲) ع

طاعت عامہ گناہ خاصگان ÷ اسلئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دن

کو ستر یا سو مرتبہ استغفار فرماتے تھے اور فرماتے انہ لیغان علی قلبی یعنی ابرو رفیق کی طور پر میرے لمبیں پردہ پڑ جاتی ہے چنانچہ اسی مقام کو حضرت محبوب سبحانیؒ نے فتوح الغیب شریف کے ساتویں مقالہ میں بیاں فرمائے ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی قولہ تعالیٰ انا فتحنا لک فتحا مبینا کے تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ فتوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ہیں پہلے فتح قریب کہ قولہ تعالیٰ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا سے اشارہ فرمایا ہے وہ فتح دروازہ قلب کا ہے بطریق ظہور مکاشفات غیبیہ اور انوار یقینیہ کے کہ بسبب ترقی کرنے مقام نفس سے حاصل ہوتا ہے اور اس میں اکثر مؤمنین اپ کے ساتھ مشارک ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے و آخری تحبونہا نصر من اللہ و فتح قریب اور فرمایا فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔

۱۔ قولہ حسنات الابوار الخ۔ صحیح ابن حدیث از تفسیر ابن العربی است در صفحہ ۱۱۲ جلد اور تحت تفسیر قولہ من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها الا یہ ۱۲ آخر سورہ انعام۔

اور جب فحوائے و بشر المؤمنین کے فیضان انوار ملکوتیہ اور تجلیات صفاتیہ کا بشارت اور کشف حقائق قدسیہ کی حصول اس فتح کو لازم ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے و مغانم کثیرۃ یاخذونها دوسرا فتح مبین چنانچہ اسی آیت میں یہی فتح مراد ہے اور وہ انوار روحیہ کی ظہور اور قلب کے ترقی کرنے سے مقام روح میں حاصل ہوتا ہے اس حالت میں نفس مقام قلب کی طرف ترقی کر جاتی ہے اور اسکے صفات لازمہ اور سیات مظلمہ جو کہ اس فتح کی آگے اسکو تہی انوار قلبیہ کی ظہور کی سبب سے یکلقم بند اور بالکل منتفی ہو جاتی ہیں یہی معنی قولہ تعالیٰ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کے ہے ایسی ہی ہدایات نورانیہ جو کہ نور انوار قلبیہ سے مقام تلوین میں ظاہر ہوتی تھی اور نفس کی حالت کو چپاتی تھی وہ بھی اسمقام میں قطعاً زائل اور فانی ہو جاتی ہیں کیونکہ فتح اول یعنی مقام قلب میں ہر چند کہ حالت اولیٰ نفس کو کہ عبارت تاریکی اور ہدایات مظلم سے ہے زائل ہوئی مگر ہدایات نورانیہ جو کہ تینوں انوار قلبیہ سے ظاہر ہوتی ہیں اسکے زوال وہاں میسر نہ تھا کیونکہ اتمام و تکمیل مقام قلب کا مقام روح میں ترقی کرنے اور انوار روحیہ کی قلب مستولی ہونے کے بعد ہوتی ہے کسواسطے تلوین قلب کی ظہور اور تلوین نفس کی بالکلیہ انقضاء جو کہ مقام قلب میں ظاہر ہوتی ہے اسی مقام روح میں حاصل ہوتی ہے اور قولہ تعالیٰ وما تأخّر سے نفس کی یہی سیات نورانیہ کی زوال مراد ہے تیسرا فتح مطلق جو کہ قولہ تعالیٰ اذا جاء نصر اللہ والفتح سے اشارہ فرمایا ہے اور وہ فتح باب وحدت کا ہے ساتھ فناے مطلق اور شہود ذاتی اور ظہور نور احمدی کی استغراق سے بیچ عین جمع کے انتہی اور اس فتح کو چار امر یعنی مغفرت مذکورہ اور اتمام نعمت صفاتیہ اور مشاہدات جمالیہ و جلالیہ بسبب پوری ہونے مقام القلب

کے اور ہدایت طرف طریق وحدت ذاتیہ کے جو کہ سلوک فی الصفات اور انحراف حجب نورانیہ اور انکشاف غیوم رفیقہ سے حاصل ہوتی ہے جسکے وسیلے سے فناے اینت کی اصول اور وجود مہوب اور تائید صفاتی جو کہ بعد فناے محض وارد ہوتی ہے اسکی نصرت عزیزہ کی حصول سے مشرف ہوتا ہے لازم ہے الغرض اسلام ظاہری و باطنی دونوں میں دار مدار احکام جزئیہ کا اوپر احوال مکلفین کے ہے اور احوال مکلفین کا چونکہ مختلف ہیں اسلئے احکام جزئیہ اسلام ظاہری و باطنی اور مشرب و راہ روشن اور صراط المستقیم ہر شخص کا موافق اختلاف احوال کے مختلف اور جدا گانہ ہے اور ہر شخص کا شریعت و طہرقت ایک مرتبہ اور ایک درجہ کی نہیں ہے اگرچہ اصل دین اسلام میں سب شریک ہیں حضرت شیخ اکبر محی الدین بن العربیؒ قولہ تعالیٰ لکل جعلنا منکم شرعاً ومنہاجا کی تفسیر میں فرماتے ہیں جس کے ترجمہ یہ ہے واسطے ہر ایک کے تم میں سے مقرر کیا ہم نے ایک ایک شریعت اور ایک ایک راہ مانند مورد نفس اور مورد قلب اور مورد روح کے اور ایک ایک طریقہ مانند علم احکام اور علم معاملات کے جو کہ متعلق قلب کے ساتھ ہے اور مانند سلوک طریق باطن کے جو کہ موصل طرف جتہ الصفات کے ہے اور مانند علم توحید اور علم مشاہدہ کے جو کہ متعلق ساتھ روح کے ہے اور مانند سلوک طریق فنا کے جو کہ موصل فرط جتہ الذات کے ہے ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدة اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ کرتا تم کو ایک جماعت اور ایک ہی امت ثابت رہنے والا اور تو حید فطرت اولیٰ کے متفق رہنے والا اور پر ایک ہی دین اور ایک ہی راہ روشن کے ولکن لیسوکم فیما اتاکم ولکن تو کہ از ماوے تم کو بیچ اس چیز کے کہ دی تمکو اور ظاہر کرے تمپر اچیز کو چو تمکو عنایت فرمائی بحسب استعدادوں تمہارے کے

موافق اندازہ قبول ہر ایک کے تم میں سے پس مختلف ہوئی کمالات فاستبقوا الخیرات پس دوڑ کر لو بہلائیوں کو یعنی ان امور کو اختیار کرو جو کہ پہونچانے والا ہے تمہارے کمال کی طرف جسکو اللہ تعالیٰ نے بحسب الاستعداد تمہارے لئے مقدر فرمایا اور مقرب کر نیوالا ہے اسکے طرف ساتھ ظاہر کرنے اس کمال کے قوت استعدادی سے طرف فعل کے ارتخ بالجملة ہر ایک شخص فی راہ و روشن بر حسب احوال مختلفہ اور جدا جدا اور علیحدہ ہے اور ایک ہی حالت اور ایک ہی راہ و روش پر سب کا متفق ہو جانا از روئے خلقت کے محال ہے پس ہر ایک پر اپنی اپنی احوال کے موافق دین اسلام کا جو حکم ہے اسکو بجان و دل بجالانا اور اپنے اپنے درجے پر رہنا اور حفظ مراتب اپنے کرنا یہی اسکے شریعت ہے اور اپنے اپنے مرتبہ کا لحاظ نہ رکھنا اور اپنے درجے اور حد مقرر سے تجاوز کر جانا یہی فسق اور زندقہ ہے حضرت محبوب سبحانی فتوح الغیب شریف کی چالیسویں مقالہ میں فرماتے ہیں کل حقیقۃ لا یشہد لها الشرع فہی زندقۃ یعنی جوئی حقیقت کہ شریعت اسکی ثبوت پر گواہی نہ دے وہ زندقہ اور کفر و الحاد ہے۔

مصرعہ۔ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

حضرت شیخ اکبر محی الدین بن العربی کتاب التجلیات میں تحریر فرماتے ہیں جسکے ترجمہ یہ ہے جان تو جس نے اطلاق توحید کے ساتھ ڈھیل اپنی کی اور مقید شرع شریف کے ساتھ نہ ہوا وہ بحر زندقہ میں ڈوب گیا لیکن شان یہ ہے کہ حقیقت کے ساتھ موبد اور ہمیشہ ملازم رہے اور شریعت کے ساتھ مقید رہے انتہی۔ الغرض طریقت و حقیقت کی ہر درجے اور ہر مرتبے میں شریعت لگی ہوئی ہے کسواسطے شریعت شیونات توحیدی اور اعتبارات وجودی کی

نام ہے نہ دوسری چیز اسلئے طریقت اور حقیقت کی ہر ہر قدم میں شریعت ہے اور اسکی ہر طبقہ اور ہر مرتبہ کا شریعت کو ملحوظ رکھنا فرض اتم اور واجب و لازم ہے حضرت شمس تبریزیؒ فرماتے ہیں۔

بیت

شریعت را مقدم دارا کنوں ÷ طریقت از شریعت نیست بیروں

مثلاً اگر حالت سکر میں کسی کا ہوش تباہ ہو نیکی وجہ سے کلمات شطیہ بول رہا ہے پس اس صورت میں اسکے کلام پر اعتقاد کرنا اور اسپر عمل کرنا دوسروں کیلئے ممنوع ہے مگر بولنے والا بسبب تباہی عقل و ہوش کے بحسب شرع عند اللہ معذور ہے اور اسکے حق میں یہ رخصت شرعیہ ہے۔ اور رخصت شرعیہ منجملہ احکام شرعیہ ہے پس اسکا شریعت کلمات شطیہ کا بولنا ہے اور سلیم العقولوں کی شریعت اسکے قول پر عمل نہ کرنا ہے فافہم ولا تتبع الہوی فیضک عن سبیل اللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

پرتو ہفتم بیچ شجرہ عالیہ اور ختم کتاب کے ہذہ شجرہ عالیہ والیہ ناجیہ قادریہ احمدیہ غوثیہ

کلمہ طیبہ کَشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء
بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم

الہی بحرۃ مطلوب الطالبین زبدۃ العارفين سلطان المقربين قطب السموات
والارضین نور العالم غوث الاعظم احمد اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
الہی بحرۃ مطلوب الطالبین حاجی الحرمین الشریفین سلطان الہند
حضرت صوفی ابو شحمہ محمد صالح اللاہوری قدس اللہ سرہ الہی
بحرۃ قدوة السالکین زبدۃ العارفين الہادی الی اللہ الحاج الصوفی الشاہ
لقیت اللہ قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ ہادی العاشقین الشاہ الصوفی احمد
اللہ قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ صاحب التعظیم والتکریم الہادی الی
الصراط المستقیم المتوکل علی الحی القائم قطب البنکالۃ الصوفی الشاہ
محمد دائم قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ مقصود الطالبین قطب السموات
والارضین شیخ المشائخ الصوفی الشاہ مولانا محمد منعم قدس اللہ سرہ
الہی بحرۃ سید العارفين زبدۃ الکاملین الصوفی الشاہ خلیل الدین قدس
اللہ سرہ الہی بحرۃ الشاہ محمد جعفر الحسینی قدس اللہ سرہ الہی
بحرۃ الشاہ اہل اللہ قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ الشاہ نظام الدین القادری
قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ الشاہ تقی الدین قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ

السید الشاہ نصیر الدین القادری قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ السید الشاہ
محمود القادری قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ الشاہ فضل اللہ قدس اللہ سرہ
الہی بحرۃ الشاہ روشن ضمیر قطب الدین بینادل قدس اللہ سرہ الہی
بحرۃ الشاہ نجم الدین الغزنوی قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ الشاہ مبارک
الغزنوی قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ الشاہ نظام الدین الغزنوی قدس اللہ
سرہ الہی بحرۃ شیخ المشائخ شہاب الدین السہروردی قدس اللہ سرہ
الہی بحرۃ الشاہ غوث الثقلین السید ابی محمد محی الدین سید عبد
القادر الجیلانی الحسنی الحسینی قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ شیخ الشیوخ
الشاہ ابی سعید بن مبارک المخزومی قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ الشاہ ابی
الحسن القریشی الہنکاری قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ الشاہ یوسف
الطرطوسی قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ الشاہ عبد القادر الیمنی قدس اللہ
سرہ الہی بحرۃ الشاہ رحیم الدین العیاض قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ
الشیخ ابی بکر الشبلی قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ شیخ المشائخ ج نید
البغدادی قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ شیخ المشائخ سری سقطی قدس اللہ
سرہ الہی بحرۃ الشاہ معروف کرخی قدس اللہ سرہ الہی بحرۃ سید
الثقلین امام موسی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی بحرۃ السید امام موسی
کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی بحرۃ السید امام محمد الباقر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ الہی بحرۃ السید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی
بحرۃ السید امام العالمین سید الشهداء حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی
بحرۃ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الہی بحرۃ
خاتم المرسلین رسول رب العالمین سیدنا ومولانا احمد المجتبیٰ محمد
المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلى اله وصحبہ واولیاء امتہ وسلم تسلیما کثیرا
طیبا مبارکا والحمد لله رب العالمین۔ آمین آمین۔

هذه الشجرة الطيبة القادرية

المنظومة هو المنعم الدائم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یارب از بہر احمد اللہ ÷ غوث الاعظم امام شاہنشاہ

در حریم خود مدہ را ہے ÷ ہم زرا از خود مکن آگاہے

بہر شاہ محمد صالح ÷ کن برو نم ز صحبت طالح

یارب از بہر روح شاہنشا ÷ صوفی با صفا لقیبت اللہ

وز پی روح عاشق باذل ÷ احمد اللہ عارف کامل

پاے من دار بردرت قائم ÷ بہر سر محمد دائم

یارب از بہر منعم دوراں ÷ قسمتم ساز دولت ایماں

وز پے روضہ خلیل الدین ÷ کن رسا یم بزم صدق و یقین

یارب از بہر سید جعفر ÷ پیشواے گروہ جن و بشر

یارب از بہر روح اہل اللہ ÷ کن زاسرا خود مرا آگاہ

یارب از ہمت نظام الدین ÷ عارف خویش کن بصد تمکین

یارب از بہر اتقی تقی ÷ داخل مکن بعاشقان نبی

یا الہی پے نصیر الدین ÷ کن منور دلم ز نور یقین

یارب از بہر سید محمود ÷ گوہر مدہ ز لجنہ مقصود

یارب از بہر فیض فضل اللہ ÷ درد و عالم بہ بخش عزت و جاہ

یارب از بہر روح قطب الدین ÷ کن دلم پر ضیا ز مہر و یقین

یارب از بہر روح نجم الدین ÷ کن مرا ماہتاب چرخ یقین

ہم بروح مبارک ذی شیاں ÷ عارف خویش کن بہر دو جہاں

بہر آں غزنوی نظام الدین ÷ کہ از ویافت نور چشم یقین

ہم بروح لطیف صدر نشین ÷ مرجع اولیا شاہاب الدین

وز پی بادشاہ ہر دو جہاں ÷ غوث الاعظم امام مقتدیاں

ہم بروح ابوسعید سعید ÷ جام حب خود مدہ چو فرید

بہر روح ابوالحسن یارب ÷ کن نصیم مدام عیش و طرب

یارب از بہر یوسف طرطوس ÷ کن دلم را بسوے خود مانوس

وز پے عبد قادر یمینی ÷ دل مارا کن بدھر غنی

یا الہی پی رحیم الدین ÷ کن نصیم ریاض خلد بریں

یارب از بہر حضرت شبلی ÷ داخل مکن بخادمان نبی

یارب از بہر روح پاک جنید ÷ بخششم ساز دولت جاوید

وز پے خواجہ سری سقطی ÷ نرم کن بر من ایں ہمہ سختی

بہر معروف کریم یارب ÷ دار محفوظ از بلا و غضب

بہر روح علی موسیٰ رضا ÷ از بلا ہا محفوظ دار مرا

یارب از بہر موسیٰ کاظم ÷ کن دلم را بسوے خود عازم

یارب از بہر شاہ عالی مقام ÷ جعفر صادق آل امام انام

ہم بروح امام جن و بشر ÷ سرور دین محمد باقر

یارب از بہر روح زین العبا ÷ حاجتم کن بلطف خویش روا

یارب از بہر روح پاک حسین ÷ قسمتم ساز دولت کو نین

یارب از بہر آل علی ولی ÷ راز دار قدیم لم یزلی

یارب از بہر احمد بے میم ÷ شاہ کو نین واجب التعظیم

عفو کن جر مہاروز حساب ÷ وار ہانم قید نیم و عذاب

تمت

شجرہ عالیہ والبیہ ناجیہ قادریہ بانخی دینی صدق یقینی یعنی بہ فلان ادام اللہ ذوقہ و شوقہ دادہ شد عاقبت و خاتمہ ماوشما بخیر باد بحرمۃ النبی وآلہ الامجاد اللہ بس باقی ہوس۔

مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات متضمن بر شجرہ عالیہ و حسن خاتمہ کتاب مستطاب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خداوند اچھے رحمت سے اپنے ÷ بنادے عشق کا اپنے دوانے

خداوند اچھو شاہ مرسل ÷ شگفتہ کردے میرا غچہ دل

خداوند اچھو شاہ مرداں ÷ مجھے وصلت سے اپنے کر تو شاداں

خداوند اشد شہید کر بلا ساں ÷ محبت کی چہری سے لے مرے جاں

خداوند اچھو زین العابد ÷ مرے جاں کو بنادے اپنا شاہد

خداوند اچھو باقر حق ÷ بتادے مجھ کو اپنا راز مطلق

خدا یا جعفر صادق کے خاطر ÷ مرے دل پر کر اپنا بھید ظاہر

خدا یا موسیٰ کاظم کے رو سے ÷ دماغ جاں مہکدے اپنا بو سے

خدا یا موسیٰ رضا کی رو سے اپنے ÷ رہا کر راضی مرضی جو سے اپنے

خدا یا حرمت معروف کرخی ÷ مجھے دے عاشقوں میں روے سرخی

سری سقطی کی حرمت سے خدا یا ÷ مجھے دے عشق کا اپنے عطایا

جنید پاک کی حرمت سے یا حق ÷ کراپنا عشق میں آزاد مطلق
 خدایا حرمت شبلی سرور ÷ مجھے وحدت سے اپنے باخبر کر
 خداوند ارجم الدین کے خاطر ÷ محبت غیر سے کر مجھکو باہر
 بہر عبدالقادر یمینی کی خاطر ÷ علوم عشق میں کر مجھکو ماہر
 بحق یوسف طرطوس باحق ÷ رہ عشاق میں کیجیو موفق
 بحق بوالحسن ہنکاری یارب ÷ رہ عشاق میں رکھو مودب
 بحق بوسعید شاہ مخروم ÷ کراپنا راز میرے دل پہ معلوم
 خداوند ا بحق غوث الاعظم ÷ محی الدین احمد قطب فہم
 پلاؤ بجو شراب عشق اپنا ÷ بنا یو عشق میں اپنا دوانا
 شہاب الدین سہروردی کی حرمت ÷ عطا کر مجھکو یارب اپنا واصلت
 نظام غزنوی کی خاطر اے حق ÷ مجھے وحدت میں اپنا کر مصدق
 بحق غزنوی شاہ مبارک ÷ ترے ہی شوق دلو ہو مبارک
 بحق شاہ نجم الدین احمد ÷ مجھے معلوم کر دے راز سرمد
 بحق روح قطب الدین بینا ÷ کراپنا عاشقو نہیں مجھکو دانا
 بحق شاہ فضل اللہ باذل ÷ کراپنا عشق سے اپنے مرادل
 بحق سید محمود عالی ÷ کراپنے ماسوا سے مجھکو خالی

بحق شہ نصیر الدین احمد ÷ عطا کر مجھکو عشق و راز سرمد
 بحق تقی الدین اکرم ÷ مجھے توحید سے کراپنا محرم
 بحق شہ نظام الدین سرور ÷ مجھے غفلت سے یارب باخبر کر
 بحق شاہ اہل اللہ آگاہ ÷ مجھے دنیا میں کراپنا خواہ
 بحق سید جعفر خدایا ÷ عطا کر راز وحدت کی عطایا
 بحق شہ خلیل الدین پر نور ÷ نہ کیجیو مجھکو مجھے کبھی مکدور
 بحق شاہ مولانا منعم ÷ نہ کیجیو عاشقو نہیں مجھکو نادم
 بحق شہ محمد دائم اے حق ÷ دکھا دے مجھکو اپنا نور مطلق
 بحق احمد اللہ شاہ ذیشان ÷ مرے دلو کراپنا عشق کا کان
 بحق شہ لقیات اللہ محرم ÷ نکلا جاوے ترے ہی عشق میں دم
 بحق شہ محمد صالح حق ÷ مجھے معلوم کر دے سر مطلق
 بحق غوث الاعظم شاہ شاہاں ÷ محمد احمد اللہ جان جانان
 جہان میں عشق سے را کہیو دل آباد ÷ سدا واصلت سے اپنے کیجیو شاد
 اگر چہ ہوں نہیں رومی سکندر ÷ مگر آئینہ رکھتا ہوں منور
 نہ ہووے آئینہ میرا جوتاری ÷ تو میرا سو سکندر ہو بہکاری
 رہے آئینہ باری مرادل ÷ کرے اسمیں ترے ہی نور جہلمل

رہے آئینہ ہر دم صاف و روشن ÷ اسمیں دیجیو ہر دم کو درس
ختم آئینہ تیرا ہوے جسد ÷ تو نکلے ترے ہی بس یاد پر دم
یہ فانی دار سے جس دم گذر ہو ÷ تو ختم آئینہ تجھ نام پر ہو
جو تاریخ ختم پوچھا میں دل سے ÷ تو ہاتھ نے کہی اٹھاب شغل سے
کرم سے آئینہ ہو تیرا مقبول ÷ دعا مقبول کا کراپنا مقبول
وصلی اللہ علی مولنا احمد ÷ ومن تابع بالحمد المؤبد
جسم خاکی چوں زور احمدی ÷ تافت و شد مرآت حسن ایزدی
آئینہ باری شد مقبول حق ÷ گشت نور مطلق و بردہ سبق

بتاریخ چهاردهم جمادی الثانی ۱۳۳۰ هجری نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز چہارشنبہ
بوقت نماز عصر باتمام رسید و بحسن خاتمہ ترقیم انجامید واللہ اعلم
نمقہ الحقیق ابو البرکات الدنی العبد سید محمد عبد الغنی غفر لہ
ولوالذیہ المغنی المتخلص بالصّفی ثم بالمقبول

১৩৩০ হিজরী সনের ১৪ই জমাদিউস সানি রোজ বুধবার আসরের নামাজের সময় লিখক এই কিতাব রচনা শেষ করেন।

দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৫ই শাবান ১৪২৮ হিজরী

১৫ই ভাদ্র ১৪১৪ বাংলা

৩০শে আগস্ট ২০০৭ ইংরেজী